Progress of Education in Bengal Under British Rule

(IN BENGALI)

BY

Gopal Chandra Sarkar, B. A.

Retired Inspector of Schools, Bengal, sometime Curator, Bureau of Education, Government of India

B. M. DUTT

STUDENTS' LIBRARY,

7/1, College Street, Calcutta.

Rs. 2/8

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিস্তার

স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর

শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার, বি-এ-প্রণীত

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী

৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩৩

মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক—

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেণ্ট্‌স্‌ লাইব্রেরী,

৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা
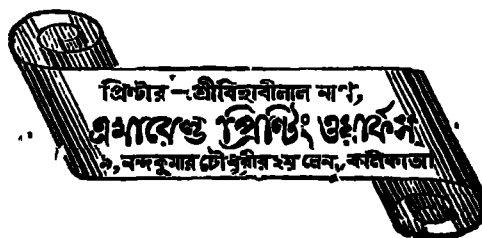
এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তারের কোন ধারাবাহিক বিবরণ এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই। সমগ্র ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তারের যে কয়েকখানি পুস্তক আছে, সে সমস্তই ইংরেজি ভাষায় লিখিত, কিন্তু উহাতেও বঙ্গপ্রদেশে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রচলনের ও প্রচারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নাই। এই অভাবের দূরীকরণই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের বিচার-সাপেক্ষ।

বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তারের সাধারণতঃ তিনটি কাল-বিভাগ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম যুগ, ১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় এবং ১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ। শেষোক্ত বর্ষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত শিক্ষানীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার উৎকর্ষসাধন দ্বারা এদেশবাসীদিগের জ্ঞানোন্নতি-সাধন প্রথম যুগের অবলম্বিত শিক্ষানীতি ছিল। দ্বিতীয় যুগের শিক্ষানীতি পাশ্চাত্যবিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ; এবং তৃতীয় কালের অনুসৃত শিক্ষানীতির মূলসূত্র সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাবিধান-চেষ্টা। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির শাসনাধীন ভারতবাসীদিগের বিদ্যোন্নতির জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আদেশ মঞ্জুর করেন, এবং ঐ সময় হইতেই ইংরেজরাজ এদেশবাসীদিগের শিক্ষা-কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই প্রথম দুই যুগে গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিধান-কার্য্য এই নীতি অনুসারেই পরিচালিত হয়। উক্ত বর্ষের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপ্রচার হইতেই

বর্ত্তমান শিক্ষানীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই তিন কালের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিকল্পে এদেশে যে সমস্ত বিধান প্রবর্ত্তিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের বিবরণ এই পুস্তকে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।"

শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান বিধান ও মন্তব্য ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক দুইখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমি অস্থায়ীভাবে কিউরেটারের পদে (Curator, Bureau of Education) নিযুক্ত থাকিবার সময়ে উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয়খণ্ড সংকলনের ভার আমার প্রতি অর্পিত হয়। ঐ কার্য্য-সম্পাদন জন্য আমাকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির আমল হইতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার, গবর্ণর জেনারেল মহোদয়গণের এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ, মন্তব্য ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আমি বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সংগৃহীত সমস্ত বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশকরণ সাধ্যাতীত ব্যাপার বিবেচনায় কেবল প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হয়ত কেহ কেহ অনাবশ্যক বিবেচনা করিতে পারেন।

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকখানি মুদ্রাকর-প্রমাদ-শূন্য করিতে পারি নাই। আশা করি, এজন্য পাঠকবর্গ আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

চিথলিয়া (পাবনা)
১লা পৌষ, ১৩৩৩,

শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

APPENDIX A

Minute by the Governor General, Warren Hastings,

Dated the 17th April, 1781

[*Printed in Bengal Past and Present*]

In the month of September, 1780, a petition was presented to me by a considerable number of Mussulmen of credit and learning, who attended in a body for that purpose, praying that I would use my influence with a stranger of the name of Mudgid O'din who was then lately arrived at the Presidency to persuade him to remain there for the instruction of young students in the Mahamedan law, and in such other sciences as are taught in the Mahamedan schools for which he was represented to be uncommonly qualified. They represented that this was a favourable occasion to establish a Madressa or College, and Mudgid O'din the fittest person to form and preside in it, that Calcutta was already become the seat of a great empire, and the resort of persons from all parts of Hindoostan and Deccan, that it had been the pride of every polished court and the wisdom of every well-regulated Government both in India and Persia to promote by such institutions the growth and extension of liberal knowledge, that in India only the traces of them now remain the decline of learning having accompanied that of the Mogul Empire, that the numerous offices of our Government which required men of improved abilities to fill and the care which had been occasionally observed to select men of the first eminence in the science of jurisprudence to officiate as judges in the Criminal and assessors in the Civil Courts of Judicature, and (I hope this addition will not be imputed to me as ostentation on an occasion in which the sincerity of what I shall hereafter propose for the public patronage will be best evident by my

own example) the belief which generally prevailed that men so accomplished usually met with a distinguished reception from myself [which] afforded them particular encourgement to hope that a proposal of this nature would prove acceptable to the actual Government

This was the substance of the petition which I can only repeat from my memory, having mislaid the original

I dismissed them with a promise of complying with their wishes to the utmost of my power I sent for the man on whom they had bestowed such encomiums and prevailed upon him to accept of the office designed for him He opened the school about the beginning of October and has bestowed an unremitted attention on it to this time, with a success and reputation which have justified the expectation which has been formed of it Many students have already finished their education under his instructions and have received their dismission in form and many dismissed unknown to me. The *master supposing himself limited to a fixed monthly sum which* would not admit a larger number besides day scholars, has at this time forty boarders mostly natives of these Provinces, but some sojourners from other parts of India Among them I had the satisfaction of seeing on the last new year's day, some who had come from the districts of Cashmere, Guzarat and one from the Carnatic.

I am assured that the want of suitable accommodation alone prevents an increase of the number For this reason I have lately made a purchase of a convenient piece of ground near the Boita Connah in a quarter of the town called Podpoker and have laid the foundation of a square building for a Madressa constructed on the plan of similar edifices in other parts of India

Thus far I have prosecuted the undertaking on my own means and with no very liberal supplies I am now constrained to recommend it to the Board, and through that channel to the Hon'ble Court of Directors for a more adequate and permanent endowment.

By an estimate of the building which with a plan and elevation of it shall accompany this minute the whole cost of it will be 51,000 Arcot Rupees to which I shall beg leave to

add the price of the ground being 6280 sicca Rupees The amount of both is Arcot Rupees 57,745—2—11 It shall be my care to prevent an excess of this sum which I request may be placed to the Company's accounts, and a bond allowed me for the amount and that I may be enabled by the sanction of the Board to execute the work.

I must likewise propose that a parcel of land may be assigned for the growing charge of this foundation

The present expense is as follows —

	Sicca Rs
The preceptor per month	... 300
40 scholars from 7 to 6 per month	222
A sweeper	. 3
House rent	... 100
Total	625

The day scholars pay nothing In the proportion of the above expense an establishment of 100 scholars may be estimated at Rs 10,000 per month at the utmost I would recommend that the rents of one or more Mousa or villages in the neighbourhood of the place be assigned for the monthly expense of the proposed Madressa and that it be referred to the Committee of Revenue to provide and make the endowment and to regulate the mode of collection and payment in such a manner as to fix and ascertain the amount and periods of both and prevent any future abuses of one or misapplication of the other For the present an assignment of half the Estimated sum will be sufficient

Fort William, (Sd) Warren Hastings
the 17th April, 1718.

Agreed. E Wheeler

APPENDIX B

Section 43, East India Company Act of 1813.

It shall be lawful for the Governor-General in Council to direct that out of any surplus which may remain of the rents, revenues, and profits arising from the said territorial acquisitions, after defraying the expenses of the military, civil, and commercial establishments and paying interest of the debt, in manner hereinafter provided, a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India and that any schools, public lectures or other institutions for the purpose aforesaid, which shall be founded at the presidencies of Fort William, Fort St George or Bombay, or in any other part of the British territories in India, in virtue of this Act shall be governed by such regulation as may from time to time be made by the said Governor-General in Council subject nevertheless to such powers as are herein vested in the said board of Commissioners for the affairs of India, respecting colleges and seminaries Provided always, that all appointments to offices in such schools, lectureships and other institutions, shall be made by or under the authority of the governments within which the same shall be situated"

Selections from Educational Records,
Vol I

APPENDIX C

Address dated 11th December 1823 from Raja Ram Mohan Roy.

To

His Excellency the Right Hon'ble William Pitt,
Lord Amherst

My Lord,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present Rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves, and afford our Rulers just ground of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

The establishment of a new Sangscrit school in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the Natives of India by Education,—a blessing for which they must ever be grateful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts made to promote it should be guided by the most enlightened principles, so that the stream of intelligence may flow into the most useful channels.

When this Seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European Gentlemen of talents to instruct the natives of India in Mathematics Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences, which the nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world

While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude we already *offered up thanks to Providence for inspiring the most* generous and enlightened of the Nations of the west with the glorious ambition of planting in Asia the Arts and Sciences of modern Europe

We now find that the Government are establishing a Sangscrit school under Hindoo pandits to impart such knowledge as is already current in India This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practicable use to the possessors or to society The pupils will there acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtilities since produced by speculative men, such as is commonly taught in all parts of India

The Sangscrit language, so difficult that almost a life-time is necessary for its perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a Sangscrit College , for there have been always and are now numerous professors of Sangscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are, to be the

object of the new Seminary Therefore their more diligent cultivation if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertions

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the Natives of India was intended by the Government in England for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed, since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of the Byakaran or Sangscrit Grammar, for instance, in learning to discuss such points as the following *Khad* signifying to eat, *Khadate*, he or she or it eats, query, whether does the word *Khadate*, taken as a whole, convey the meaning *he*, *she* or *it* eats, or are separate parts of this meaning conveyed by distinct portions of the word? As if in the English language it were asked, how much meaning is there in the *eat*, how much in the *s*, and is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly, or by them taken jointly?

Neither can much improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedant. - In what manner is the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother &c have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better. Again no essential benefit can be derived by the student of the Meemangsa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless on pronouncing certain passages o the Veda, and what is the real nature and operative influenc of passages of the Veda &c

Again the student of the Nyaya Sastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it [illegible] of

many ideal classes the objects in the universe are divided, and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear &c

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterised, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon, with the progress of knowledge since he wrote •

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance In the same manner the Sanscrit system would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British Legislature But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed, by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with the necessary books, instruments and other apparatus

In representing this subject to your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and Legislature which have extended their benevolent cares to this distant land actuated by a desire to improve its inhabitants, and I therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship

Calcutta,
The 11th Dec 1923 — I have &c
RAM MOHAN ROY.

diffe.
as v

APXENDIX D

Minute by the Hon'ble T. B. Macaulay, Dated the 2nd February 1835.

As it seems to be the opinion of some of the gentlemen who compose the Committee of Public Instruction that the course which they have hitherto pursued was strictly prescribed by the British Parliament in 1813 and as, if that opinion be correct, a legislative act will be necessary to warrant a change, I have thought it right to refrain from taking any part in the preparation of the adverse statements which are now before us, and to reserve what I had to say on the subject till it should come before me as a member of the Council of India

It does not appear to me that the act of Parliament can by any art of construction be made to bear the meaning which has been assigned to it It contains nothing about the particular languages or sciences which are to be studied A sum is set apart "for the revival and promotion of literature, and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories" It is argued, or rather taken for granted, that by literature the Parliament can have meant only Arabic and Sanscrit literature, that they never would have given the honourable appellation of "a learned native" to a native who was familiar with the poetry of Milton, the metaphysics of Locke, and the physics of Newton, but that they meant to designate by that name only such persons as might have studied in the sacred books of the Hindoos all the uses of *cusa-grass*, and all the mysteries of absorption into the Deity This does not appear to be a very satisfactory interpretation.

* * * * *

The words on which the supporters of the old system rely do not bear them out, and other words follow which seem to be quite decisive on the other side. This lakh of

rupees is set apart not only for "reviving literature in India," the phrase on which their whole interpretation is founded, but also "for the introduction and promotion of a knowledge of the Sciences among the inhabitants of the British territories" —words which are alone sufficient to authorise all the changes for which I contend

If the Council agree in my construction no legislative act will be necessary If they differ from me, I will propose a short act rescinding that clause of the Charter of 1813 from which the difficulty arises

The argument which I have been considering affects only the form of proceeding But the admirers of the oriental system of education have used another argument, which, if we admit it to be valid is decisive against all change They conceive that the public faith is pledged to the present system, and that to alter the appropriation of any of the funds which have hitherto been spent in encouraging the study of Arabic and Sanscrit would be downright spoliation It is not easy to understand by what process of reasoning they can have arrived at this conclusion * * * * If the Government has given to any person a formal assurance—nay, if the Government has excited in any person's mind a reasonable expectation that he shall receive a certain income as a teacher or a learner of Sanscrit or Arabic, I would respect that person's pecuniary interests I would rather err on the side of liberality to individuals than suffer the public faith to be called in question But to talk of a Government pledging itself to teach certain languages and certain sciences, though those languages may become useless, though those sciences may be exploded, seems to me quite unmeaning There is not a single word in any public instrument from which it can be inferred that the Indian Government ever intended to give any pledge on this subject or ever considered the destination of these funds as unalterably fixed

* * * * * *

I hold this lakh of rupees to be quite at the disposal of the Governor-General in Council for the purpose of promoting learning in India in any way which may be thought most advisable. I hold his Lordship to be quite as free to direct that it shall no longer be employed in encouraging Arabic

and Sanscrit, as he is to direct that the rewards for killing tigers in Mysore shall be diminished or that no more public money shall be expended on the chaunting at the cathedral

All parties seem to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of this part of India contain neither literary nor scientific information, and are moreover so poor and rude that, until they are enriched from some other quarter, it will not be easy to translate any valuable work into them. It seems to be admitted on all sides, that the intellectual improvement of those classes of people who have the means of pursuing higher studies can at present be effected only by means of some language not vernacular amongst them

What then shall that language be? One-half of the Committee maintain that it should be English The other half strongly recommend Arabic and Sanscrit The whole question seems to me to be—which language is the best worth knowing?

I have no knowledge of either Sanscrit or Arabic But I have done what I could to form a correct estimate of their value I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanscrit works I have conversed, both here and at home, with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues I am quite ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalists themselves I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the Committee who support the oriental plan of education

It will hardly be disputed, I suppose, that the department of literature in which the Eastern writers stand highest is poetry And I certainly never met with any orientalist who ventures to maintain that the Arabic and Sanscrit poetry could be compared to that of European nations. But when we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the Europeans becomes absolutely immeasurable. It is, I believe, no exaggera-

tion to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanscrit languages is less valuable than what may be found in the most paltry abridgments at preparatory Schools in England. In every branch of physical or moral philosophy, the relative position of the two nations is nearly the same.

How then stands the case? We have to educate a people who cannot at present be educated by means of their mother-tongue. We must teach them some foreign language. The claim of our own language is hardly necessary to recapitulate. It stands pre-eminent even among the languages of the West. * * * In India, English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives at the seats of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East. It is the language of two great European Communities which are rising, the one in the south of Africa, the other in Australasia,—communities which are every year becoming more important and more closely connected with our Indian Empire. When we look at the intrinsic value of our literature, or at the particular situation of this country, we shall see the strongest reason to think that of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjects.

The question now before us is simply whether, when it is in our power to teach this language, we shall teach languages in which by universal confession, there are no books on any subject which deserve to be compared to our own, whether when we can teach European Science, we shall teach systems which, by universal confession wherever they differ from those of Europe, differ for the worse, and whether, when we can patronize sound philosophy and true history, we shall countenance, at the public expense, medical doctrines which would disgrace an English farrier, astronomy which would move laughter in girls at an English boarding school, history, abounding with kings thirty feet high and reigns thirty thousand years long and geography made of seas of treacle and seas of butter.

* * *

And what are the arguments against that course which seems to be alike recommended by theory and by experience? It is said that we ought to secure the co-operation of the native

public, and that we can do this only by teaching Sanscrit and Arabic.

I can by no means admit that, when a nation of high intellectual attainments undertakes to superintend the education of a nation comparatively ignorant, the learners are absolutely to prescribe the course which is to be taken by the teachers. It is not necessary however to say anything on this subject. For it is proved by unanswerable evidence, that we are not at present securing the co-operation of the natives. It would be bad enough to consult their intellectual taste at the expense of their intellectual health. But we are consulting neither. We are withholding from them the learning which is palatable to them. We are forcing on them the mock learning which they nauseate.

This is proved by the fact that we are forced to pay our Arabic and Sanscrit students while those who learn English are willing to pay us. All the declamations in the world about the love and reverence of the natives of their sacred dialects will never, in the mind of any impartial person, outweigh this undisputed fact, that we cannot find in all our vast Empire a single student who will let us teach him those dialects, unless we will pay him.

I have now before me the accounts of the Madrassa for one month, the month of December, 1833. The Arabic students appear to have been seventy-seven in number. All receive stipends from the public. The whole amount paid to them is above 500 rupees a month. On the other side of the account stands the following item:—

Deduct amount realised from the out-students of English for the months of May, June and July last—103 rupees.

I have been told that it is merely from want of local experience that I am surprised at these phenomena, and that it is not the fashion for students in India to study at their own charges. This only confirms me in my opinions. Nothing is more certain than that it never can in any part of the world be necessary to pay men for doing what they think pleasant or profitable. India is no exception to this rule. The people of India do not require to be paid for eating rice when they are hungry, or for wearing woollen cloth in the cold season

To come nearer to the case before us —The children who learn their letters and a little elementary arithmetic from the village schoolmaster are not paid by him He is paid for teaching them Why then is it necessary to pay people to learn Sanscrit and Arabic? Evidently, because it is universally felt that the Sanscrit and Arabic are languages the knowledge of which does not compensate for the trouble of acquiring them On all such subject, the state of the market is the decisive test

Other evidence is not wanting, if other evidence is required A petition was presented last year to the committee by several ex-students of the Sanscrit College The petitioners stated that they had studied in the College ten or twelve years, that they had made themselves acquainted with Hindoo literature and science, that they had received certificate of proficiency And what is the fruit of all this? "Notwithstanding such testimonials", they say, "we have but little prospect of bettering our condition without the kind assistance of your honourable committee, the indifference with which we are generally looked upon by our countrymen leaving no hope of encouragement and assistance from them" They therefore beg that they may be recommended to the Governor-General for places under the Government—not places of high dignity or emoluments, but such as may just enable them to exist "We want means,' they say, "for a decent living, and for our progressive improvement, which, however, we cannot obtain without the assistance of Government by whom we have been educated and maintained from childhood" They conclude by representing very pathetically that they are sure that it was never the intention of Government, after behaving so liberally to them during their education, to abandon them to destitution and neglect

I have been used to see petitions to Government for compensation All those petitions, even the most unreasonable of them, proceeded on the supposition that some loss had been inflicted' These are surely the first petitioners who ever demanded compensation for having been educated gratis, for having been supported by the public during twelve years, and then sent forth into the world well furnished with literature and science They represent their education as an injury which

gives them a claim on the Governmet for redress, as an injury for which the stipends paid to them during the infliction were a very inadequate compensation. And I doubt not that they are in the right They have wasted the best years of life in learning what procures for them neither bread nor respect

* * * * *

By acting thus we create the very evil which we fear We are making that opposition which we do not find What we spend on the Arabic and Sanscrit Colleges is not merely a dead loss to the cause of truth It is bounty money paid to raise up champions of error It goes to form a nest not merely of helpless place-hunters, but of bigots prompted alike by passion and by interest to raise a cry against every useful scheme of education If there should be any opposition among the natives to the change which I recommend, that opposition will be the effect of our system It will be headed by persons supported by our stipends and trained in our Colleges * * *

There is yet another fact which is alone sufficient to prove that the feeling of the native public, when left to itself, is not such as the supporters of the old system represent it to be The committee have thought fit to lay out above a lakh of rupees in printing Arabic and Sanscrit books Those books find no purchasers It is very rarely that a single copy is disposed of Twenty-three thousand volumes, most of them folios and quartos, fill the libraries or rather the lumber-rooms of this body The committee contrive to get rid of some portion of their vast stock of oriental literature by giving books away But they cannot give so fast as they print About twenty thousand rupees a year are spent in adding fresh masses of waste paper to a hoard which, one should think, is already sufficiently ample During the last three years about sixty thousand rupees have been expended in this manner The sale of Arabic and Sanscrit books during those three years has not yielded quite one thousand rupees In the mean-time, the School Book Society is selling seven or eight thousand English volumes every year, and not only pays the expenses of printing but realises a profit of twenty percent on its outlay

The fact that the Hindu law is to be learned chiefly from Sanscrit books, and the Mahomedan law from Arabic books, has been much insisted on, but seems not to bear at all on the question We are commanded by Parliament to ascertain and digest the laws of India The assistance of a Law Commission has been given to us for that purpose As soon as the code is promulgated the Shastras and the Hedaya will be useless to a Moonsif or a Sudder Ameen * *

But there is yet another argument which seems even more untenable. It is said that the Sanscrit and Arabic are the languages in which the sacred books of a hundred millions of people are written, and that they are on that account entitled to peculiar encouragement Assuredly it is the duty of the British Government in India to be not only tolerant but neutral in all religious questions But to encourage the study of a literature, admitted to be of small intrinsic value, only because that literature inculcates the most serious errors on the most important subjects, is a course hardly reconcilable with reason with morality, or even with that very neutrality which ought, as we all agree, to be sacredly preserved * * *

It is taken for granted by the advocates of oriental learning that no native of this country can possibly attain more than a mere smattering of English They do not attempt to prove this But they perpetually insinuate it They designate the education which their opponents recommend as a mere spelling-book education They assume it as undeniable that the question is between a profound knowledge of Hindoo and Arabian literature and science on the one side and a superficial knowledge of the rudiments of English on the other This is not merely an assumption, but an assumption contrary to all reason and experience We know that foreigners of all nations do learn our language sufficiently to have access to all the most abstruse knowledge which it contains, sufficiently to relish even the more delicate graces of our most idiomatic writers There are in this very town natives who are quite competent to discuss political or scientific questions with fluency and precision in the English language I have heard the very question on which I am now writing discussed by native gentlemen with a liberality and an intelligence which would

do credit to any member of the Committee of Public Instruction. Indeed it is unusual to find, even in the literary circles of the Continent, any foreigner who can express himself in English with so much facility and correctness as we find in many Hindoos. * * *

To sum up what I have said, I think it clear that we are not fettered by the Act of Parliament of 1833, that we are not fettered by any pledge expressed or implied, that we are free to employ our funds as we choose, that we ought to employ them in teaching what is best worth knowing, that English is better worth knowing than Sanscrit and Arabic, that the natives are desirous to be taught English, and are not desirous to be taught Sanscrit or Arabic, that neither as the languages of law nor as the languages of religion, have the Sanscrit and Arabic any peculiar claim to our encouragement, that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars, and that to this end our efforts ought to be directed

In one point I fully agree with the gentlemen to whose general views I am opposed I feel with them that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons—Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and intellect To that class we may leave it to refine the vernacular dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.

I would strictly respect all interests I would deal even generously with all individuals who have had fair reason to expect a pecuniary provision But I would strike at the root of the bad system which has hitherto been fostered by us. I would at once stop the printing of Arabic and Sanscrit books I would abolish the Madrassa and Sanskrit College at Calcutta. Beneras is the great seat of Brahminical learning, Delhi of Arabic learning. If we retain the Sanscrit college at Beneras and the Mahamedan College at Delhi, we do enough and much more than enough in my opinion, for the

Eastern languages If the Beneras and Delhi Colleges should be retained, I would at least recommend that no stipends shall be given to any students who may hereafter repair thither, but that the people shall be left to make their own choice between the rival systems of education, without being bribed by us to learn what they have no desire to know The funds which would thus be placed at our disposal would enable us to give larger encouragement to the Hindu College at Calcutta, and establish in the principal cities throughout the Presidencies of Fort William and Agra schools in which the English language might be well and thoroughly taught

If the decision of His Lordship in Council should be such as I anticipate, I shall enter on the performance of my duties with the greatest zeal and alacrity If, on the other hand, it be the opinion of the Government that the present system ought to remain unchanged, I beg that I may be permitted to retire from the chair of the Committee I feel that I could not be of the smallest use there I feel also that I should be lending my countenance to what I firmly believe to be a mere delusion I believe that the present system tends not to accelerate the progress of truth but to delay the natural death of expiring errors I conceive that we have at present no right to the respectable name of a Board of Public Instruction We are a Board for wasting the public money, for printing books which are of less value than the paper on which they are printed was while it was blank—for giving artificial encouragement to absurd history absurd metaphysics, absurd physics, absurd theology—for raising up a breed of scholars who find their scholarship an incumbrance and blemish, who live on the public while they are receiving their education, and whose education is so utterly useless to them that, when they have received it, they must either starve or live on the public all the rest of their lives. Entertaining these opinions, I am naturally desirous to decline all share in the responsibility of a body which, unless it alters its whole mode of proceedings, I must consider, not merely as useless but as positively noxious

T B Macaulay

I give my entire concurrence to the sentiments expressed in the Minute.

W C Bentinck

APPENDIX E

Extracts from the Despatch of 1859

PARA 51. As regards the source from which the funds for elementary education should be obtained, it has been, on different occasions, proposed by officers connected with education that, in order to avoid difficulties experienced in obtaining voluntary local support, an education rate should be imposed from which the cost of all schools throughout the country should be defrayed And other officers, who have considered India to be as yet unprepared for such a measure have regarded other arrangements as merely temporary and palliative, and the levy of a compulsory rate as the only effective step to be taken for permanently supplying the deficiency

PARA 52 The appropriation of a fixed proportion of the annual value of the land to the purpose of providing such means of education for the population immediately connected with the land, seems *per se* unobjectionable, and the application of a percentage for the construction and maintenance of roads appears to afford a suitable precedent for such an impost In the North Western Provinces the principle has already been acted on, though the plan has there been subjected to the important modification that the Government shares the burden with the landholder, and that the consent of the latter shall be a necessary condition to the introduction of the arrangement in any locality The several existing inspectors of schools in Bengal are of opinion that an education rate might without difficulty be introduced into that presidency, and it seems not improvable that the levy of such a rate, under the direct authority of Government, would be acquiesced in with far more readiness and with less dislike than a nominally voluntary rate proposed by the local officers

APPENDIX F

Extracts from correspondence relating to the imposition of an education cess on land in Bengal

(1)

Consequently as was originally the case in Bengal, so in the North-Western Provinces, the proportion of the rent taken as revenue by Government has been fixed on calculation into which the element of a provision for the general education of the people did not enter

There is no part of India in which the Imperial Revenue can with less fairness be called upon to contribute to local objects.

Whatever may have been in reality the share of the income of the proprietors of the soil which the permanent settlement originally gave to Government, there can be no doubt that it is now far less than in other provinces for, while the area under cultivation has enormously increased (perhaps on an average doubled) on the other hand, the prices of produce have undoubtedly risen in even a still greater rate, so that the gross assets of the proprietors have probably increased four or five-fold, if not more, and the amount of the Imperial demand remaining stationary, the incidence has proportionally diminished

The main burden, therefore, of Vernacular Education in Bengal should, the Governor General in Council thinks, fall, not on the Imperial revenues, but, as elsewhere, on the proprietors of the land

In the permanently settled districts of the Benares Division of the North-Western Provinces (between which and the

permanently settled districts of the Lower Provinces the most complete analogy exists) the proprietors of the soil have voluntarily agreed to the imposition of an education cess, on condition that Government should give an equal amount

The Governor-General in Council would be glad if the Zemindars of Bengal could be similarly brought to tax themselves for vernacular education In such case, without pledging the Government to any specific condition, His Excellency would willingly give such aid as the finances of the Empire could from time to time fairly afford

But if any such voluntary arrangement is impossible, His Excellency in Council is of opinion that legislation may justly be employed for the imposition of a general local cess of such amount as may be necessary.

Letter dated the 28th October 1867 from the Government of India to the Government of Bengal, quoted in Rev J. Long's Introduction to Adam's Report

(2)

I am directed to request the attention of His Honour the Lieutenant Governor to the urgent necessity which, in the opinion of the Governor-General in Council, now exists, for providing from local sources the means of extending elementary education in Bengal, and for the construction and maintenance of roads and other works of public utility

While there is no Province in India which can bear comparison with Bengal in respect of the progress made in the higher branches of education by a considerable section of the upper classes of the community, the Governor-General in Council has long observed with regret, the almost total absence of proper means of provision for the elementary education of the agricultural classes which form the great mass of the population

The contrast in this respect between Bengal and other Provinces is striking. In Bengal with a population that probably exceeds forty millions, the total number of pupils

in the lower class Government and aided schools was in 1865—67, only 39,104 In the North-Western Provinces, with a population under thirty millions, the number of pupils in schools of similar class was 125 394 In Bombay, with a population of sixteen millions, the number was 79,189 In the Punjab, with a population of fifteen millions, it was 62, 355 In the Central Provinces with a population of eight and a half millions, it was 32, 600 Nor does there seem to be any probability that these proportions will hereafter become more favourable to Bengal, although the measures that have lately been taken for the encouragement of vernacular education by means of the system of training masters in the so called indigenous schools have been more or less successful The means of affording elementary instruction appear to be increasing with far greater rapidity in other Provinces * *

The Governor-General in Council feels that it would not be right to evade any longer the responsibility which properly falls upon the Government of providing that the means of obtaining at least an elementary education shall be made accessible to the people of Bengal He feels that this responsibility must be accepted in this, as in other Provinces, not only as the highest duty which we owe to the country, but because among all the sources of difficulty in our administration and of probable danger to the stability of our Government there are few so serious as the ignorance of the people

The Home Government in the Dispatch of 1859 pointed to 'the levy of a compulsory rate as the only effective step to be taken' * * *

The Dispatch then referred, in terms which are not altogether applicable at the present time, to the manner in which this principle had been already acted on in the North-Western Provinces, and went on to say, with special reference to Bengal, that it seems not improbable that the levy of such a rate under the authority of Government would be acquiesced in with far more readiness and with less dislike than a nominally voluntary rate proposed by the local officers

This principle has already been carried out in Bombay,

in the North-Western Provinces, in Oude, in the Central Provinces, and in the Punjab Although the educational cess in those provinces is imposed as a percentage on the Government demand, it is as was stated in my letter of the 28th October last, clearly taken from the proprietors of the soil as a separate tax for special local purposes. Not only can there be no reason why a similar tax should not be imposed for similar purposes in Bengal, but in the opinion of the Governor-General in Council there is no part of India in which the proprietors of the land can be so justly expected to bear local burdens of this nature

The Governor-General in Council is aware that it has been sometimes asserted that the imposition of such a tax would be an infringement of the conditions under which the permanent settlement of the land was made He does not think, and he believes that His Honour the Lieutenant Governor will concur in this opinion, that there is any necessity for argument to show the futility of such assertions Similar objections were made to the imposition of the Income tax, and they are as groundless in the one case as in the other

In the North-Western Provinces, in the Punjab, and in Oude, the proprietors of land pay on this account a tax amounting to one percent on the Government demand They pay the same in the permanently settled districts of the Benares Division In the Central Provinces they pay two percent In Madras the rate may be as much as 3⅛ percent In Bombay, assuming that one half of the cess lately imposed is devoted to roads, the proprietors of land pay at the rate of 3⅛ percent In Bengal, they pay nothing, although there is no part of India in which the means of the land-holders are so large, in which the construction of roads and other works of local improvement is more urgently required, or in which such works have hitherto made so little progress.

* * * * * *

Extracts from a letter, dated the 28th April, 1868, quoted from Rev J. Long's Introduction to Adam's reports.

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তার

প্রথম পরিচ্ছেদ

[ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে শিক্ষার অবস্থা, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের শিক্ষা বিষয়ে চেষ্টা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষাবিষয়ে ঔদাসীন্য, কলিকাতায় মাদ্রাসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।]

ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে কেবল ব্রাহ্মণদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়মাবলী পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা যে কর্ত্তব্য-বিধায়ক এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ সকল নিয়মাবলী হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেও অধ্যয়ন কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণেতর * জাতিদের শিক্ষাবিষয়ে কোন বিশেষ বিবরণের উল্লেখ কোন স্থলেই দেখা যায় না। সুতরাং এইরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হইবে না যে, ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের বিদ্যাশিক্ষা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে সমাজে বিশেষ

---

* প্রজাণাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং সমাসতঃ॥ পশূনাং পালনং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্ত কৃষিমেব চ। মনুসংহিতা।

প্রচলিত ছিল না। বঙ্গদেশের প্রাচীন অর্থাৎ মুসলমান অধিকার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন ধারাবাহিক ও সন্তোষজনক ইতিবৃত্ত নাই। বৌদ্ধযুগের যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বিদ্যাচর্চ্চার আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান-রাজত্বের প্রথম কালের ইতিবৃত্তে কেবল যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ব্যতীত দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সন্তোষজনক বা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণের অভাব। নানাবিধ কিংবদন্তী, ধর্ম্মপুস্তক ও কাব্যগ্রন্থাদি হইতে দেশীয় লোকের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা হইতেই শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে। পাঠান-রাজত্বের শেষ সময় হইতে আরবি ও পারসি ভাষা-শিক্ষা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই প্রচলিত হইতে থাকে, এবং মোগলসম্রাট্দের আমলে ঐ দুই ভাষার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে। বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজী ভাষার ন্যায় মোগল রাজত্বকালে পারসি রাজভাষা ছিল। রাজসরকারে পদমর্য্যাদা-লাভ, পারসি ও আরবি-ভাষায় উৎকর্ষলাভের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। আরবি ও পারসি ভাষা-শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকিলেও, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের, বিশেষ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃত-ভাষার আলোচনার কোন প্রকার অবহেলা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালার নবাবী আমলের পরবর্ত্তী সময়েও অনেক কাল পর্য্যন্ত পারসি-ভাষাশিক্ষা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রধান বিষয়স্বরূপ পরিগণিত হইতে থাকে।

হিন্দুসমাজে সংস্কৃতভাষার আলোচনা মুসলমান অধিকার-কালেও পূর্ব্ববৎ কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরাপর

শ্রেণীর লোকের শিক্ষা পাঠশালাতেই আরম্ভ ও শেষ হইত। পাঠশালা, চতুষ্পাঠী বা মক্তবে অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত শিক্ষার বিষয় বা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শী আকবর বাদশাহের পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর মনোযোগ এবং দূরদর্শিতা ছিল, আইনি-আকবরি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার আদেশ পাঠ করিলে কতক পরিমাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"প্রত্যেক দেশেই, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে, বালকেরা অনেক বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে কেবল বর্ণজ্ঞান মাত্র শিক্ষা করে। ছাত্রজীবনের অনেক সময় উহাদিগকে বহুসংখ্যক পুস্তক পড়াইয়া নষ্ট করা হয়। এজন্য বাদশাহ্ আদেশ করিতেছেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রথমে অক্ষর লিখন শিক্ষা করিবে। প্রত্যেক অক্ষরের নাম ও আকৃতি শিখিতে দুই দিন মাত্র সময় লাগিতে পারে; তাহার পর অক্ষর যোজন করা শিখিবে। সপ্তাহকাল উহা অভ্যাস করিয়া কিছু পদ্য ও গদ্য মুখস্থ করিবে, এবং তৎপরে ঈশ্বরের স্তুতি বা নীতিবিষয়ে কয়েকটি পদ্য কণ্ঠস্থ করিয়া ঐগুলি পৃথক্ পৃথক্ লিখিতে শিখিবে। ছাত্রেরা যাহা শিখিবে, তাহা নিজে ভালরূপ যাহাতে বুঝিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষক কেবল আবশ্যকমত সাহায্য করিবেন। ইহার পর ছাত্রেরা নিজে অর্দ্ধশ্লোক বা কবিতার অংশ প্রতিদিন লিখিতে অভ্যাস করিবে, এবং এইরূপ অভ্যাস করিলে উহাদের প্রচলিত প্রণালী-অনুযায়ী লিখনশিক্ষা স্বভ্যস্ত হইবে। শিক্ষককে প্রধানতঃ এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,— অক্ষরজ্ঞান, শব্দের অর্থ (উহা যেন ছাত্রেরা ভুলিয়া না যায়), শ্লোকের

অর্থ, কবিতা-শিক্ষা। পূর্ব্বে যাহা শিখিবে, এই প্রণালী অবলম্বন করিলে, এখন ছাত্রেরা এক বৎসরে যাহা শিক্ষা করে, তাহা একমাস, এমন কি একদিনেই শিখিবে এবং লোকে উহাদের উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে। প্রত্যেক ছাত্রকেই এই সকল বিষয়ের পুস্তক পাঠ করান আবশ্যক,—নীতি, পাটীগণিত, কৃষি, জ্যামিতি, ব্যবহারিক জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পারিবারিক বা গৃহস্থালীর বিষয়, আইন, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র এবং তাবিয়ি, রিয়াজি, ইলাহি বিদ্যা ও ইতিহাস। এই সমস্ত ক্রমে আয়ত্ত করিতে হইবে।

"যাহারা সংস্কৃতের আলোচনা করিবে, তাহাদের ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত এবং পতঞ্জলির গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, তাহা কাহাকেও অবহেলা করিতে দেওয়া হইবে না।" *

ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা ও মক্তব ব্যতীত বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল। ব্যবসায়ী লোক ও যাহারা চাকুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারাই পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। মুসলমান রাজারাও এই সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতে নিম্নপদস্থ এবং অনেক সময় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মনোনীত করিতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিলে এই কয়েক জাতীয় ব্যক্তিগণকেই বুঝাইত। চতুষ্পাঠী বা টোলে ব্রাহ্মণ-শিক্ষকেরা সংস্কৃতভাষা, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের শিক্ষাদান করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা ছিল। মক্তব ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর

* ব্লকম্যান সাহেবের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠা।

বিদ্যালয়ে কোরাণের কোন কোন অংশ কণ্ঠস্থ করাই একমাত্র শিক্ষার বিষয় ছিল। মাদ্রাসাতে মৌলবিরা ধর্ম্মশাস্ত্র-শিক্ষার সঙ্গে আরবি ও পারসি ভাষার এবং ঐ দুই ভাষায় লিখিত অন্যান্য বিষয়েরও চর্চ্চা করিতেন।

উপরে বলা হইয়াছে যে, ইংরেজ রাজশক্তি স্থাপিত হওয়ার সময়ে এ দেশে বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল। এই অনুমানমূলক উক্তি সমর্থন পক্ষে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না থাকিলেও উহা যে অসঙ্গত নহে, তাহা সেই সময়ের ইংরেজ-রাজকর্ম্মচারীদের লিখিত পুস্তকাদি ও বিবরণী হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বাঙ্গালাদেশে ১৮২৩-২৪ সালের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ শিক্ষার অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। উহার পূর্ব্বে ডাঃ ফ্রান্সিস্ বুকেনন্ কয়েকটি জেলার (দিনাজপুর, রংপুর ও পূর্ণিয়া) যে বিবরণ সংকলন করেন তাহাতে এবং উহার পরে ডাঃ বুকেনন্ হ্যামিণ্টন্ তাঁহার ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার * বা ভৌগোলিক বিবরণে শিক্ষার বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ করেন। ১৮৩৫-৩৮ সালে উইলিয়ম এডাম-নামক জনৈক খৃষ্টান মিসনারি গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিংক বাহাদুরের আদেশে বাঙ্গালায় দেশীয়-শিক্ষার অবস্থা নির্ণয়-কার্য্যে নিযুক্ত হন। এডাম সাহেব কয়েকটি জেলা পরিভ্রমণ করিয়া মফঃস্বলের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। † ১৮২৪ সালে বাঙ্গালার শিক্ষা-কমিটির একজন মেম্বর পাঠশালার সংখ্যা সম্বন্ধে বলেন যে, যদি প্রত্যেক পাঠশালার জন্য মাসিক ১৲ টাকা সাহায্য

* East India Gazetteer, 2 vols. 1828.

† এডাম সাহেবের রিপোর্টের বৃত্তান্ত পরে দেওয়া হইবে।

দেওয়া যায়, তবে ১২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে, অর্থাৎ তাঁহার গণনা বা অনুমান-অনুসারে তখন এদেশে একলক্ষ পাঠশালা ছিল। * ঐ সময় বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির লোক-সংখ্যা চারি কোটি অনুমান করা হয়। উহার ২/১১ † ভাগ বালক-বালিকার সংখ্যা ধরিলে প্রত্যেক ৬৩ জনের জন্য একটি গ্রাম্য পাঠশালা থাকা অনুমান করা যায়। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষার বিস্তার এতদূর অধিক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালাতে ৬০ জন কেন, ১০০ জনের জন্যও একটি পাঠশালা নাই। বাঙ্গালা ও বিহার এই দুই প্রদেশের গ্রামের সংখ্যা সে সময় ১৫০৭৪৮ ধরা হয়। উহার এক তৃতীয়াংশে কোন পাঠশালা না থাকিলেও অপরাংশে একলক্ষ বিদ্যালয় থাকা অনুমান করা যাইতে পারে। সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে এডাম সাহেবের মত এই যে, গড়ে প্রত্যেক জেলাতে ১০০ এবং বাঙ্গালা ও বিহার দুই প্রদেশে সমুদায়ে ১৮০০ চতুষ্পাঠী ছিল। ‡ সে সময়ের ইংরেজ-রাজপুরুষদের এই ধারণা হইয়াছিল যে, এদেশের লোকের শিক্ষার ক্রমেই অবনতি হইতেছে। এই ধারণা যে অমূলক নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের আমলে শিক্ষার উন্নতি-উদ্দেশে যে সমস্ত অর্থ বা সম্পত্তি প্রদত্ত হয়, ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম ভাগে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি না থাকায় উহার অধিকাংশই ব্যক্তি-বিশেষের স্বকীয়

---

* এডাম সাহেবের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে।

† ইউরোপে সে সময়ে এই অনুপাত-অনুসারে বালক-বালিকার-সংখ্যা নির্ণয় করা হইত।

‡ ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা ও বিহারে তখন ১৮টি জেলা ছিল। পরে ঐ গুলির এক একটি একাধিক জেলাতে পরিণত হয়।

সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং অর্থাভাবে অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। এক রাজশক্তির পতন হইলে অপর রাজশক্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে কখনও শান্তি বিরাজ করিতে পারে না এবং শান্তি স্থাপিত না হইলে বিদ্যাশিক্ষার দিকে জনসাধারণের মনোযোগ-প্রদান আশা করা যায় না।

পলাশির যুদ্ধ হইতে ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব-স্থাপনের সূত্রপাত। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী শতাধিক বৎসর ধরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবল এদেশে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাত্র ছিলেন। দেশীয় রাজাদের অধীনে উহাদিগকে ব্যবসা চালাইতে হইত। দেশের লোকের বিদ্যাশিক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার উহাদের ক্ষমতা ছিল না। এদেশীয় লোকের কোন প্রকার উন্নতিসাধনকল্পে কোনও চেষ্টা করা ইংরেজ বণিক্‌সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত বিষয় ছিল না। বাণিজ্য ব্যতীত কেবল একটি বিষয়ের প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও উহার কর্ম্মচারীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। সে বিষয়টি ভারতবাসীদের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচলন করিবার চেষ্টা। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়, আর ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এদেশে যাহাতে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করা হয়, তদ্বিষয়ে এক লিখিত আদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্ম-প্রচারক-দিগকে কোম্পানির জাহাজে বিনা ব্যয়ে এদেশে আসিবারও অনুমতি এবং সুযোগ প্রদান করা হয়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির সনদে ধর্ম্মপ্রচারকগণের সুবিধা-বিষয়ক একটি মন্তব্য বিধিবদ্ধ করা হয়। খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে ইংরেজদের প্রতি দেশীয় লোকের অসন্তুষ্টি বা বিদ্বেষ-ভাবের উদ্রেক হইতে পারে, এরূপ ধারণা

বা আশঙ্কা করিবার সে সময় কোনই কারণ ছিল না। রাজশক্তি দেশীয় লোকের; সুতরাং কোম্পানির কর্ম্মচারীদের শাসন-সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব ছিল না। যে যে স্থানে বাণিজ্যের জন্য কোম্পানি কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সেই স্থানের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, সাধারণ লোকের অসন্তোষজনিত বিরুদ্ধতাচরণে কোম্পানির কার্য্যকারকদের ভীত হইবার কোনই কারণ ছিল না। ইউরোপে তৎকালের খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারকগণই শিক্ষকতা করিতেন। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের হস্তেই সাধারণ লোকের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। শাসনকর্ত্তারা শিক্ষাবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বড় সাহস করিতেন না। সুতরাং ভারতবর্ষে আগত খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রথম হইতেই ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ইংরেজিভাষা শিক্ষা না করিলে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মে লোকের প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিবে না এবং উহাদের আচার-ব্যবহারেরও কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষদের সম্যক্ আগ্রহ ও চেষ্টা থাকিলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যসাধনকল্পে এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করেন নাই। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে একজন শিক্ষক বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড বেতনে সর্ব্বপ্রথমে মান্দ্রাজে প্রেরিত হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ মান্দ্রাজে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার জন্য বার্ষিক ৫০০ প্যাগোডা খরচ মঞ্জুর করেন। সুতরাং মান্দ্রাজ অঞ্চলেই ইংরেজিশিক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে মিঃ সোয়ার্জ-নামক একজন শিক্ষকের পরিচয়, ডিরেক্টরগণ ১৭৮৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে

মান্দ্রাজের প্রধান কার্য্যকারককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ পাওয়া যায় :—

"বিগত যুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়াছে যে, দেশীয় লোকদিগের সহিত সম্যক্‌রূপে মিশিতে হইলে উহাদিগকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম যে, তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট মিঃ সলিভ্যান, মিঃ সোয়ার্জের সহকারিতায় তাঞ্জোর ও মারেওয়ারের দুই রাজাকে তাঁহাদের স্ব স্ব রাজধানী তাঞ্জোর, রামেনেদপুরম এবং শিবগঙ্গাতে ইংরেজি-স্কুল-স্থাপনে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছেন। রাজা স্কুলের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৩০০ প্যাগোডা মঞ্জুর করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আরও সুখী হইলাম। আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি কোম্পানির তহবিল হইতে প্রত্যেক স্কুলের জন্য বার্ষিক ২৫০ প্যাগোডা দিবেন। ইংরেজি-শিক্ষার জন্য অন্য স্কুল স্থাপিত হইলে তাহাতেও ঐরূপ সাহায্য দিবেন। আমাদের বিশ্বাস, দেশীয় রাজারা অর্থব্যয় বিষয়ে আমাদের এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবেন।" *

পলাশির যুদ্ধের পর প্রায় ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ এক প্রকার অরাজক অবস্থায় থাকে। ঐ কালের মধ্যে একদিকে বাঙ্গালার নবাবের আধিপত্যের ক্রমশঃ অন্তর্ধান ও অপরদিকে ইংরেজ-কোম্পানির প্রভুত্বের অভ্যুদয় হয়। ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং এদেশে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের কেবল অর্থাগমই সর্ব্বপ্রধান বা একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় ছিল। দেশের লোকের কোন প্রকার উন্নতিসাধন তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত বলিয়া তাঁহারা তখন মনে করিতেন না। কোন কারণে বাণিজ্যের বা কর-আদায়ের ব্যাঘাত না হয়, এই তাঁহাদের একমাত্র

* Selections from Educational Records, vol. IV, pp. 3 and 4.

রাজনীতি ছিল ; এবং তজ্জন্যই প্রজাবর্গের মধ্যে কোন কারণে অসন্তোষ বা বিদ্বেষভাবের উদ্রেক না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বে খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কোম্পানির যেরূপ আগ্রহ ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, উহার পরবর্ত্তী কালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কোম্পানির কর্ম্মচারী ও তাহাদের সহযোগী ধর্ম্মপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার ও তজ্জন্য ইংরেজি শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা হইতে দেশীয় লোকের মনে এরূপ কোন আশঙ্কার স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না যে, ইংরেজ কোম্পানির দ্বারা তাহাদের ধর্ম্ম-লোপ হইতে পারে। কারণ রাজশক্তি এ দেশীয় লোকের, কোম্পানির ছিল না। কোম্পানি ঐ রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডের ডিরেক্টরগণ ও এদেশস্থ কর্ম্মচারীদের এই আশঙ্কা হয় যে, খৃষ্টানধর্ম্ম ও ইংরেজি-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে দেশীয় লোকের নিশ্চয়ই সন্দেহ জন্মিবে যে, প্রচলিত ধর্ম্মের নাশ করিয়া খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচলন করাই ইংরেজরাজের উদ্দেশ্য। ইংরেজদের সেই সময়ের প্রভুত্ব দেখিয়া লোকের ঐরূপ সন্দেহ হওয়া যে অসঙ্গত বা অসম্ভব হইতে পারে না, ইংরেজ-কর্ত্তাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার ও তৎসঙ্গে খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, আবশ্যক বোধ হইলে প্রকাশ্যে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণেই সেই সময়ের অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক পর্টুগিজ ও ওলন্দাজদের অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজ-অধিকারে প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কাতেই কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত মিসনরিগণ ওলন্দাজদিগের অধিকৃত শ্রীরামপুরে থাকিয়া ধর্ম্ম-প্রচার-

কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও তাঁহারা নির্ব্বিবাদে কার্য্য করিতে পারেন নাই। *

শিক্ষাদান-বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণের এইরূপ ঔদাসীন্য বা বিরুদ্ধনীতি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ সকলেই উক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন নাই। ক্যাপ্‌টেন ডক্টন্, জেনারেল মার্টিন, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এ দেশের লোকের শিক্ষাদান অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায় উহাতে হস্তক্ষেপকরণ-বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হন নাই। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের রাজকার্য্যে যতই দোষ থাকুক, তিনিই যে ইংরেজ আমলে বাঙ্গালাদেশে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে চালিত সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঐ বিদ্যালয়ই কলিকাতা মাদ্রাসা এবং উহা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ তখন ভারতবর্ষে ইংরেজাধিকৃত দেশের প্রথম গবর্ণর জেনারেল। মাদ্রাসা-স্থাপন বিষয়ে তাঁহার ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখের লিখিত মন্তব্যের মূল পরিশিষ্টে এবং অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। †

"১৭৮০ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান আমার নিকট এক আবেদন লইয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের প্রার্থনা এই যে, মুসলমান ছাত্রদিগকে আইন-শিক্ষা ও মুসলমান বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করা হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মৌলবি মইজ উদ্দীন নামক ভিন্ন দেশ হইতে নবাগত এক ব্যক্তিকে কলিকাতায় রাখিবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি। উক্ত

* এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত পরে দেওয়া যাইবে।

† Bengal Past and Present, page 105. Appendix A

মৌলবির সম্পূর্ণ উপযুক্ততা সম্বন্ধে সকলেই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই সুযোগে কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা বা কলেজ স্থাপিত হইতে পারে এবং মৌলবি মইজ উদ্দীনই ঐ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়কের পদের শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত পাত্র। আবেদনকারিগণ তাঁহাদের প্রার্থনা-সমর্থনের জন্য বলেন যে, কলিকাতা এখন একটি রাজ্যের রাজধানী এবং হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের অনেক লোকের আবাসস্থান হইয়াছে। ভারতবর্ষ এবং পারস্যের প্রত্যেক সুশাসিত প্রদেশের সভ্যতার আদর্শস্থান উহাদের রাজধানী, এবং ইতঃপূর্ব্বে সকল রাজধানীতেই উচ্চশিক্ষার ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপিত ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলিরও অধঃপতন হওয়ায় এখন কেবল উহাদের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চালাইবার জন্য অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয় এবং দেওয়ানি আদালতের আসেসর ও ফৌজদারী আদালতের জজের পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে হইলে লোকাভাবে এখন বিশেষ বেগ পাইতে হয়। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমার নিকট উপস্থিত হইলে বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকেন (এস্থলে এইরূপ উল্লেখ করায় আমি কোন প্রকার আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেছি এরূপ যেন মনে করা না হয়), এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা আশা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের প্রার্থনাপত্র হারাইয়া গিয়াছে, তবে আমার যতদূর স্মরণ হয়, উহার মর্ম্ম এইরূপ তাঁহাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে বিদায় দেই, এবং তাঁহাদের প্রশংসিত ব্যক্তিকে আনাইয়া প্রস্তাবিত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে বলি। গত

অক্টোবর মাসের আরম্ভেই তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার উন্নতিকল্পে যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বিদ্যালয়ের আশানুরূপ সফলতা ও সুখ্যাতি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত মৌলবির শিক্ষাধীন থাকিয়া এপর্য্যন্ত অনেক ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কতক আমার অজ্ঞাতে এবং কতক প্রশংসাপত্র সহ চলিয়া গিয়াছে। শিক্ষকের মাসিক আয় সামান্য বিধায় স্থানীয় ছাত্র ব্যতীত দূরের ছাত্রের (যাহাদিগের বাসা ও আহার্য্য দিতে হয়) সংখ্যা অধিক নহে। এক্ষণে শেষোক্ত ছাত্রের সংখ্যা চল্লিশ, অধিকাংশই এই প্রদেশের, অল্প কয়েকজন মাত্র বিদেশীয়। বিদেশীয়দের মধ্যে গত নববর্ষের দিনে আমি কর্ণাট প্রদেশের একটি এবং কাশ্মীর ও গুজরাট হইতে আগত কয়েকটি ছাত্রকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আমার বিশ্বাস বাসস্থানাভাবেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। এজন্য আমি সহরের পদ্মপুকুর-নামক অংশে বৈঠকখানার নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া মাদ্রাসার জন্য (ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ঐ প্রকার গৃহের অনুকরণে) সমচতুষ্কোণ একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।

এ পর্য্যন্ত আমি নিজের সামান্য আয় হইতে এই কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বাধ্য হইয়া আমি উপরিস্থ বোর্ড এবং মাননীয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের নিকট প্রয়োজনোপযোগী স্থায়ী সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজন জানাইতেছি।

আমার এই মন্তব্যসহ প্রস্তাবিত গৃহের নক্সা এবং নির্ম্মাণের ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রেরিত হইবে। ভূমির মূল্য ৬২৮০ শিক্কা টাকা, এবং গৃহ-নির্ম্মাণের খরচ ৫০০০০৲ আর্কট টাকা হইবে। সমুদায় ব্যয়

৫৭৭৪৫৫৮/১১ পাই (আর্কট টাকা) হইতে পারে। যাহাতে অতিরিক্ত ব্যয় না হয়, তাহার প্রতি আমি বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যাহাতে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হই তজ্জন্য উক্ত টাকা কোম্পানির হিসাবে খরচ লিখিবার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়।

আমার আর একটি প্রস্তাব এই যে, মাদ্রাসার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোন একখণ্ড ভূমির রাজস্ব প্রদান করা হউক।

মাদ্রাসার বর্ত্তমান ব্যয় এই—	শিক্কাটাকা
শিক্ষক (মাসিক বেতন)	৩০০৲
৪০ জন ছাত্র (৭৲ হইতে ৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি)	২২২৲
ঝাড়ুদার	৩৲
ঘরভাড়া	১০০৲
	৬২৫৲

দৈনিক-উপস্থিত ছাত্রগণ বেতন দেয় না। উপরের তালিকা অনুযায়ী ব্যয় ধরিলে ১০০ ছাত্রের খরচ মাসিক ১০,০০০ টাকার অধিক হইতে পারে না। এ জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, নিকটবর্ত্তী কোন মৌজা বা কয়েক গ্রামের রাজস্ব মাদ্রাসার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকুক, এবং রেভিনিউ কমিটিকে টাকা আদায় এবং যথাসময়ে ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য উহা প্রদান করিবার ও কোন প্রকার অপব্যয় না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দেওয়া হউক।”

ফোর্ট উইলিয়ম। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

১৭ই এপ্রিল ৭৮। অনুমোদন করি।

ইঃ হুইলার।

কাউন্সিলের মেম্বরগণ গবর্ণর-জেনারলের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়া উহা কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ প্রদান করেন।

দুই বৎসর পর্য্যন্ত মাদ্রাসার সমস্ত ব্যয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ নিজেই বহন করেন। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট উহার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া হেষ্টিংস সাহেব যাহা খরচ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। প্রথমতঃ বার্ষিক ২৯০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি মাদ্রাসার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হয় এবং ১৭৮২ সালে এক সনন্দ দ্বারা ঐ সম্পত্তি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহম্মদ মৈজুদ্দীন বা তাহার স্থানাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অর্পণ করা হয়। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ হওয়ায় ১৭৮৮ সালে মাদ্রাসা-পরিচালন-কার্য্য গবর্ণমেণ্ট নিজহস্তে গ্রহণ করেন। পরিচালনকার্য্যের নানা প্রকার গোলযোগ হওয়ায় ১৭৯১ সালে একজন নূতন অধ্যক্ষ এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি নিয়োজিত হয়। *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[বেনারস সংস্কৃত কলেজ-স্থাপন; ফ্রেজার সাহেবের বিদ্যালয়ের বিবরণ; খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকদিগের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ-প্রকাশ, ১৭৯৩ সালের পার্লিয়ামেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক-মন্তব্য, গ্রাণ্ট সাহেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রস্তাব।]

যে সময়ের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, সেই সময়ে দিল্লি পর্য্যন্ত কোম্পানির অধিকৃত স্থানসমূহ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল।

* পরবর্ত্তী বিবরণে মাদ্রাসার অন্যান্য পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত হইবে।

সুতরাং এস্থলে বেনারস সংস্কৃত কলেজ ও দিল্লি বিভাগের কয়েকটি বিদ্যালয়-স্থাপনের বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঐ সময়ের বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এই বিদ্যালয়গুলিই উল্লেখযোগ্য।

বেনারস সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন সম্বন্ধে তত্রত্য রেসিডেণ্ট ডন্কান সাহেব তাঁহার ১৭৯২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের ১৭নং পত্রে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট যে প্রস্তাব করিয়া পাঠান তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। *

"১৭৮৯ সালের ২৫শে নবেম্বর তারিখের রিপোর্টে আমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে যে অতিরিক্ত রাজস্ব-আদায়ের সম্ভাবনার বিষয় উল্লেখ করি এবং উহার সদ্ব্যবহার জন্য আমার মত সম্বন্ধে কাউন্সিল্ গত ফেব্রুয়ারি মাসে যে আদেশ প্রদান করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আমার এইরূপ ধারণা যে, উক্ত রাজস্বের কিয়দংশ একটি হিন্দু কলেজের জন্য ব্যয় করাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। বেনারস হিন্দুদিগের ধর্ম্মস্থান-সমূহের কেন্দ্রস্থল; তজ্জন্য এই স্থানে তাহাদের সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ও আইন ইত্যাদি বিষয়ের চর্চ্চা ও ঐ সকল বিষয়ের গ্রন্থাদি সংরক্ষণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন হইতে পারে না।

এই কলেজ স্থাপন দ্বারা দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরেজ-জাতির প্রতি হিন্দুদের প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। কারণ আমরা তাহাদের শাস্ত্র, আইন প্রভৃতি সংরক্ষণের যেরূপ চেষ্টা করিব, দেশীয় কোন রাজাই ইহার পূর্ব্বে তদ্রূপ চেষ্টা করেন নাই। বেনারসে অনেক বিদ্যালয় থাকিলেও প্রস্তাবিত

* Bengal Past and Present, pp. 130-133 and Nichol's sketch of the Rise and Progress of the Benares Patshala or Sanskrit College.

আকারের সরকারী কোন বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। এজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, আইন ও অপরাপর বিষয়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থাদি সংগ্রহ সুকঠিন। কালেজ স্থাপিত হইলে শিক্ষক ও ছাত্রদের চেষ্টায় নানা স্থান হইতে গ্রন্থাদির আংশিক বা সম্পূর্ণ হস্তলিপি ক্রমশঃ সংগৃহীত হইলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন ও গৌরবার্হ বিদ্যা এবং কিম্বদন্তী বিষয়ক একটী মহামূল্য পুস্তকাগার অতি অল্প ব্যয়ে স্থাপন করা হইবে। সংস্কৃত কলেজ হইতে অপর একটী মহৎ উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। যে সকল দেশীয় লোক শিক্ষিত হইয়া ইউরোপীয় বিচারকদিগের বিচারকার্য্যে সহায়তা করিবেন, তাঁহাদের দ্বারা হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্রবিষয়ের জ্ঞান উক্ত বিচারকদিগের মধ্যে এবং লোকসমাজেও প্রচারিত হইতে থাকিবে এবং তদ্দ্বারা বিচারকগণ স্বকার্য্য যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন।"

বেনারস। জেঃ ডনকান

১লা জানুয়ারি, ১৭৯২।

এই প্রস্তাবের সহিত কলেজ পরিচালন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির পাণ্ডুলিপিও প্রেরিত হয়।

১। সকৌন্সিল্ গবর্ণর জেনারেল কলেজের পরিদর্শক, এবং রেসিডেন্ট, ডেপুটী পরিদর্শক হইবেন।

২। ছাত্রদের বৃত্তি রেসিডেন্ট স্বহস্তে বিতরণ করিবেন। কলেজের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজস্ব আদায় কার্য্যে পণ্ডিতদের কোন সংস্রব থাকিবে না।

৩। নয় জন (সম্ভব হইলে উহার দ্বিগুণসংখ্যক) ছাত্রকে অবৈতনিকরূপে রাখা হইবে; তদ্ভিন্ন দরিদ্র ছাত্র ব্যতীত অন্য কাহাকে

অবৈতনিক ছাত্ররূপে শিক্ষা দেওয়া যাইবে না। অন্য ছাত্রদের বেতন দিতে হইবে।

৪। পরিদর্শক অর্থাৎ গবর্ণর বাহাদুরের অনুমোদন ব্যতীত কোন শিক্ষক বা ছাত্রকে কলেজে লওয়া হইবে না।

৫। কোন বিষয়ের অভিযোগ প্রথমতঃ রেসিডেণ্টের নিকট এবং তৎপরে (আবশ্যক হইলে) পরিদর্শকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

৬। চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক বৈদ্য-সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচন করিতে হইবে, কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের অধ্যাপক ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে সক্ষম হইলেও যখন পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারিবেন না, তখন চিকিৎসার অধ্যাপক ব্যতীত আর সকল শিক্ষক ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে নিযুক্ত করা হইবে।

৭। প্রধান অধ্যাপকের পদে ব্রাহ্মণকেই নিযুক্ত করা হইবে, এবং পরীক্ষায় উপযুক্ত দেখা গেলে কলেজের ছাত্রদিগকেই সহকারী অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাইবে।

৮। যে সমস্ত বিষয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের সমক্ষে বিচার্য্য নহে, সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষা রেসিডেণ্ট সাহেবের সমক্ষে লওয়া হইবে না।

৯। প্রত্যেক অধ্যাপক ছাত্রদের জন্য তাঁহার নিজের বিষয়ে বৎসরে একটী প্রবন্ধ লিখিবেন, ঐ প্রবন্ধ (ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে) রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে।

১০। গুহ্য পাঠ্যবিষয়গুলির পরীক্ষা বৎসরে চারিবার লওয়া হইবে। রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত একজন ব্রাহ্মণ ঐ পরীক্ষা লইবেন।

১১। প্রত্যেক শাস্ত্রের পাঠ্য বিষয় উহার অধ্যাপক স্থির করিবেন।

১২। পুস্তকাগার-সংগঠন জন্য ছাত্রদিগকে পুস্তকবিশেষের হস্তলিপি-প্রস্তুতকরণ বা উহাদের সংস্করণ-কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

১৩। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায়ে ছাত্রদের জন্য যে শাসননীতির ব্যবস্থা আছে, তদনুসারেই কলেজের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্ত শাসননীতি বিধিবদ্ধ আছে।

রেসিডেণ্ট সাহেবের সংস্কৃতকলেজ-স্থাপনের উল্লিখিত প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল ১৭৯২ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখের পত্রে এই আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি বিশেষ সন্তোষের সহিত উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রথম বৎসর ৩০,০০০ সিক্কা টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং অকুলন হইলে সরকারী তহবিল হইতে আবশ্যক মত খরচ করিবারও আদেশ দেওয়া হয়। বৎসর প্রতিকে আশানুরূপ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় না হইলে সমস্ত ব্যয় সরকারী তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করিবার এবং ১২০০ বঙ্গাব্দ হইতে বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ২০,০০০ সিক্কা টাকা খরচ করিবার অনুমতিও এই সঙ্গেই দেওয়া হয়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও জোনাথান ডনকান সাহেবের ন্যায় আর একজন উন্নতমনা উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীও তৎকালে নিজব্যয়ে এদেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যে কতদূর চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ইঁহার নাম উইলিয়ম ফ্রেজার, ইনি দিল্লি প্রদেশের (সেই সময়ে বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত) রেভিনিউ বোর্ডের দ্বিতীয় মেম্বর ছিলেন। ১৮২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইনি দিল্লি অঞ্চলে স্কুল-স্থাপন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রস্তাব করেন তাহার মর্ম্ম এই:—

দেশীয় কৃষকশ্রেণীর বালকদের শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার লেখা বাহুল্য মাত্র। আমার মতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এদেশ শাসনের প্রধান অসুবিধার কারণ দেশীয় সাধারণ লোকের মূর্খতা ও তজ্জনিত দুর্নীতিপরায়ণতা। এই কারণেই উহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালীর মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। অনেক দিন হইতেই আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, জমিদার ও কৃষক-শ্রেণীর লোকের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিলে উহাদের চরিত্রের উন্নতি হইবে ও সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের কৌতূহল জন্মিবে। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া আমি ১৮১৪ সালে ১৫টী কৃষক বালককে পারসি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। ১৮১৬ সালে ২০টী করিয়া ছাত্রের দুইটী পাঠশালা, ১৮২০ সালে আর একটী এবং এই বৎসরও একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছি। এই পাঠশালাগুলিতে এইরূপ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বালকেরা কিছু লেখাপড়া শিখিয়া গবর্ণমেণ্টের বিচার ও রাজস্ব-আদায়প্রণালী বুঝিতে পারে। এই প্রকার একশত পাঠশালাতে ইংরাজি, পারসি ও হিন্দি ভাষার শিক্ষা দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার নিজ ব্যয়ে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। এক্ষণে চারিটী স্কুলের জন্য চারিজন শিক্ষক আছেন, এবং উহাদের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। আমার পক্ষে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব এবং আমি তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে এই কার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার মতে এইরূপ শিক্ষার বিস্তার আরও হওয়া উচিত। এই বিভাগে আনুমানিক ১০০০ বালককে শিক্ষা দেওয়ার এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিলে শতকরা ৪ জনকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। একশত বালকের শিক্ষার ব্যয় মাসিক ১৭৫৲ টাকা হইতে

পারে। আর যদি ল্যাংকেষ্টেরিয়ান প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে ব্যয় কিছু কম হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আমি উহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

দুঃখের বিষয় এই, কলিকাতাস্থ শিক্ষা-কমিটী উপরিকথিত প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই। কমিটীর এই আপত্তি হয় যে, নিম্নশ্রেণীর লোকের শিক্ষা না দিয়া প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোকেরই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে কারণে ইংরেজ-শাসনকর্ত্তারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময়ে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষা-কার্য্যের ভার ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, শাসনকর্ত্তারা ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যে সকল খৃষ্টান মিসনারি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সাবধানে চলিতে হইত। এই কারণে অনেক মিসনারি ইংরেজাধিকারে না থাকিয়া দিনেমার কিংবা ওলন্দাজদের অধিকৃত স্থানে বাস করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্সম্যান, কেরী ও ওয়ার্ড নামক তিন জন বিখ্যাত মিসনারি ইংরেজ অধিকারে থাকিলে প্রচার কার্য্যের বিঘ্ন হইবে এই আশঙ্কায়, কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী দিনেমারদের অধিকৃত শ্রীরামপুর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিসনারিগণ খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকার নাম Rise of Wisdom বা জ্ঞানোদয়। কলিকাতার ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা ইহাতে ভীত হইয়া

উক্ত পুস্তিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন এবং মিসনারিদিগকে কলিকাতায় আনিয়া আবদ্ধ করিবারও চেষ্টা করেন। এই ঘটনা লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ গবর্ণর জেনারেলের নিকট যে আদেশপত্র প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর মিসনারিদের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ডিরেক্টরগণ সম্পূর্ণরূপে তাহা অনুমোদন করেন না। শ্রীরামপুরে উঁহাদের মুদ্রাযন্ত্র থাকিলে এবং উঁহারা কেবল বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করিলে দেশ বিদেশে কোন অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে, তাঁহাদের এরূপ আশঙ্কা হয় না। কলিকাতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা সম্বন্ধে গবর্ণর বাহাদুর যে নিষেধ-আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনুমোদন করেন। কিন্তু প্রচারকগণকে, স্ব স্ব উপাসনা মন্দিরে আপন আপন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দেওয়া তাঁহারা সঙ্গত বা আবশ্যক মনে করেন না। মিসনারিদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার সম্বন্ধে গবর্ণর বাহাদুর যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক ধর্ম্মযাজককে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন, অধিকাংশ প্রচারক তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া আসিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা ভিন্ন অধিকারে বাস করিতেছেন। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা কোন অশান্তির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। প্রচারকদিগের মধ্যে যাঁহারা সদ্বিবেচক ও ধর্ম্ম প্রবণতার আতিশয্যবশতঃ অবিমৃষ্যকারী নহেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিলে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইবে।

ঐ সময়ের ইংরেজ-রাজপুরুষেরা হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার এবং ইংরেজি-শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা যে কতদূর অসঙ্গত ও বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। ১৭৯৩ সালে চার্লস্ গ্রাণ্ট সাহেব যখন ঐ দুইটি বিষয় লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন একজন উচ্চ-পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী এই মত প্রকাশ করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার এবং উহাদের মধ্যে বিজাতীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস "বাতুলতা" মাত্র। হিন্দুদের ধর্ম্ম ও নীতি অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম ও নীতি হইতে নিকৃষ্ট নহে। মুসলমানদের সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কেবল ইহাই প্রধান বিবেচনার বিষয় যে, উহারা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী না হয়।*

এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ইংলণ্ডের সকল সম্প্রদায়েরই গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তৎকালে কোম্পানির ডিরেক্টরগণকে উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ভারতের ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে উল্লিখিত উদারনীতি প্রথম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা এদেশীয় লোকদিগের শিক্ষাবিষয়ে যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। উচ্চপদস্থ দুই, চারিটি কর্ম্মচারী ব্যতীত, সে সময়ের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদানকার্য্য আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই

* Kaye's Administration of the East India Company, p. 365.

মতের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার লইয়া ইংলণ্ডে অনেক দিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এই কারণেই অধিকাংশ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃগণ ও পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্য এদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরদিগকে অনুরোধ করিতে থাকেন। অনুরোধে কোন প্রকার ফললাভ অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে রাজশক্তির সহায়তা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে চার্লস্ গ্রাণ্টের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই চেষ্টায় ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্য যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে এক প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সর্ব্বপ্রথমে অনুমোদিত হয়। গ্রাণ্টের বন্ধু উইলবারফোর্স তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন। প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় ব্রিটিশ রাজ্য ও উপনিবেশ হইতে দাসত্বপ্রথা উঠিয়া যায়। ১৭৯২-৯৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দপ্রদান উপলক্ষে উইলবারফোর্স সাহেবের শিক্ষা-বিস্তারক প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টে গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার পরবর্ত্তী বিশ বৎসরকাল এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় না। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই :—ভারতবর্ষে ইংরেজাধিকৃত প্রদেশের অধিবাসীদিগের হিতসাধন ও উন্নতিকল্পে যথাবিহিত চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের উচিত, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল উপায়ে উহাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতি হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। উইলবারফোর্স সাহেব আরও প্রস্তাব করেন যে, কোম্পানির সনন্দে ইহারও যেন উল্লেখ করা হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত মিসনারি ও শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যে

গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিবেন। কিন্তু কোম্পানির পক্ষীয় মেম্বরগণের বিরুদ্ধতার জন্য এ প্রস্তাব গৃহীত হয় না।

লর্ড মেকলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু চার্লস্ গ্রাণ্ট যে তাঁহার অনেক পূর্ব্বে ইংরেজিশিক্ষা-বিস্তারের স্বপক্ষে বিশেষরূপ চেষ্টা করেন, তাহা অনেকেই হয় ত অবগত নহেন। এজন্য এস্থলে গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার মত-সমর্থনের জন্য যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। গ্রাণ্ট ও মেকলে উভয়েই এতদ্দেশীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগকে একই কল্পনার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া বোধ হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গ্রাণ্টের চিত্রে দোষ উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্য কেবল ঐগুলির সংশোধনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন, আর মেকলের উদ্দেশ্য কেবল বাঙ্গালী-চরিত্র অযথা কলঙ্ক কলঙ্কিতকরণ।

চার্লস্ গ্রাণ্ট ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সৈনিক বিভাগে কার্য্য লইয়া প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৭৬ সালে তিনি এক কুঠির প্রধান কার্য্য-কারক নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ১৭৯০ সালে তিনি দেশে গমন করেন। ১৮০৫ সালে গ্রাণ্ট সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান্ বা সভাপতির পদ প্রাপ্ত হন। এদেশীয় লোকের শিক্ষা ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পুস্তকে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"জ্ঞানের আলোক ব্যতীত মূর্খতারূপ অন্ধকার দূর হয় না। হিন্দুদের ভ্রম তাহাদের অজ্ঞতার জন্য। উহাদের মধ্যে আমাদের ধর্ম্মালোক ও জ্ঞান প্রকাশিত হইলে ঐ সকল ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও অজ্ঞতা দূরীভূত হইবে। দুই উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, দেশীয়

অথবা আমাদের ভাষায় উহাদিগকে পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষাদান। এক দেশীয় লোককে অন্য দেশের বিদ্যা সচরাচর তদ্দেশীয় লোকের ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এই প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। অনেক দিন হইতে ঐ দেশের লোকেরা আমাদের শাসনাধীন আসিয়াছে এবং এদেশের লোকও ঐ দেশে বাস করিতেছে। আমাদের ভাষা ঐ সকল দেশের লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন নহে। সুতরাং ঐ ভাষার বলে শিক্ষা অসম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

'আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে ভারতবাসীদের ভাষা শিক্ষা করা যেরূপ সহজ, ভারতবাসীদের লোকের পক্ষে আমাদের ভাষা শিক্ষা করা তদ্রূপ সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু দেশীয় শিক্ষকগণ ভারতবাসীদিগকে তাহাদের নিজ ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিদ্যা প্রদান করিবার চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কারণ, যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাদের জ্ঞান তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। আর যদি আমাদের ভাষায় দেশীয় লোকের জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে উহারা স্বচ্ছন্দে সকল বিষয়ে আপনাদের জ্ঞান প্রসারিত করিতে সক্ষম হইবে।'

"হিন্দুদিগকে আমাদের ভাষায় শিক্ষিত করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার নহে। ইংরেজি ভাষার সাহায্যে ক্রমে উহাদিগকে আমাদের সাহিত্য, শিল্পবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও বস্তুবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে উহাদের অজ্ঞানান্ধকার নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। অতএব ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যে কারণে এ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা করা হয় নাই

তাহার অলৌকিকতা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মুসলমান-শাসনকর্ত্তারা ভারতে তাঁহাদের ভাষা প্রচলন করিয়া কোন বিপদে পতিত হন নাই।

"রাজ্যমধ্যে অতি সামান্য ব্যয়ে বহুসংখ্যক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন কার্য্য নহে। এই সকল বিদ্যালয়ে যে বহুসংখ্যক ছাত্র প্রবেশ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ বিজ্ঞ ও নীতিপরায়ণ লোককে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিবেন। ক্রমে হিন্দুরাও ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া শিক্ষকের কার্য্য করিতে পারিবে। সরকারি কাজকর্ম্মে পারসি ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হইলে ইংরেজির আলোচনা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকিবে। আমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সহায়তা আবশ্যক।

"আমাদের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধেও হিন্দুদের জ্ঞান জন্মিবে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজি ভাষায় লিখিত সকল বিষয়ের পুস্তক দেশমধ্যে প্রচারিত হইতে থাকিবে। হিন্দুরা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, আমরা সকল বিষয়েই যুক্তি অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকি। তাহারা আমাদের দেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ইতিবৃত্ত জানিতেও সক্ষম হইবে। ক্রমে তাহাদের কুসংস্কার দূর হইবে এবং তাহারা ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ হইতে থাকিবে। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির নূতন বিকাশ হইবে এবং যে দাসত্ব-শৃঙ্খলে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল এখন আবদ্ধ আছে, তাহাও দূরীভূত হইবে।

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। এই বিষয়ে হিন্দুরা এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে। দেবদেবী সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস দূর করা অপেক্ষা নৈসর্গিক ব্যাপারে উহাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করা সহজসাধ্য হইতে পারে। হিন্দুদের এখন বিশ্বাস যে, রাহু ও কেতু সূর্য্য কি চন্দ্রকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলেই গ্রহণ হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুরা গ্রহণ উপলক্ষে অনেক পূজা, অর্চ্চনা করিয়া থাকে। গ্রহণের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলে আর এই কুসংস্কার থাকিবে না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারোদ্ভূত আশা, নীতি ও তজ্জনিত ক্রিয়াকলাপ অন্তর্হিত হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তৃত হইলে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রখর হইবে। যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের আবশ্যকতার উল্লেখ করা হইল, তদ্ব্যতীত যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। হিন্দুরা যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এরূপ নহে। কিন্তু উহাদের এই বিষয়ের জ্ঞান প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এক অবস্থাতেই আছে। নূতন কোন আবিষ্কারের কিছুমাত্রও চিহ্ন দেখা যায় না।

"যদি ইউরোপীয়দের শিল্প ও কৃষিবিষয়ক জ্ঞান বাঙ্গালা দেশের লোকেরা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে দেশের সমৃদ্ধি কত বৃদ্ধি হইবে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য লোকের খাদ্যের অভাব হইবে না। চাষ-আবাদের উন্নতি হইলে ভূমির উর্ব্বরা-শক্তিও বর্দ্ধিত হইবে। ইউরোপীয়দের নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতে থাকিলে বস্ত্র-বয়ন বিষয়েরও উন্নতি হইতে থাকিবে। পূর্ব্বপ্রদর্শিত পথে চলাই এখন এ দেশের লোকের চিরপ্রচলিত রীতি, কেহই নূতন পথে যাইতে

চায় না এবং সেই কারণেই শিল্প বা কৃষি-বিষয়ে বহুকাল ব্যাপিয়া কোনই উন্নতি হইতেছে না।"

ইহার পর গ্রাণ্ট সাহেব খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া হিন্দুদের মধ্যে উহার প্রচলন করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। উপসংহারে এই বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইলে ক্রমশঃ এ দেশের লোকের ধর্ম্ম, নীতি, আচারব্যবহার ও আর্থিক অবস্থা এতদূর উন্নত হইবে যে, উহারা কালে সভ্য জাতির মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবে। দেশে সুখশান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে এবং তজ্জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আসক্তি বর্দ্ধিত হইবে।

গ্রাণ্ট সাহেব যে সময়ে এই মত প্রকাশ করেন, সে সময় পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা-দান করিয়া এ দেশের লোকের অবস্থার উন্নতি-বিধানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর কাহারও কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। গ্রাণ্ট নিশ্চয়ই একজন বহুদর্শী ও উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গদেশের লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে প্রস্তাব করেন, তাহা তৎকালে কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের অবস্থা নিশ্চয়ই অন্য প্রকার হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, বাঙ্গালা-ভাষায় নূতন পুস্তক-প্রণয়ন; গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি; খৃষ্টান মিসনারিদের শিক্ষাবিস্তার চেষ্টা, শিক্ষার-বিবরণ, কলিকাতার নূতন স্কুল ও স্কুল-সমিতি; মে সাহেবের স্কুল, লর্ড মিণ্টোর শিক্ষা মন্তব্য, পার্লিয়ামেণ্টের ১৮১৩ সালের শিক্ষাবিষয়ক বিধান, ডিরেক্টর সভার ১৮১৪ সালের আদেশপত্র; লর্ড ময়রার শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা, কলিকাতায় সংস্কৃত-কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এদেশীয় লোকের শিক্ষাবিধান বিষয়ে ১৭৯৩ সালে পার্লিয়ামেণ্টে যে মন্তব্য গৃহীত হয়, প্রায় বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উহা এক প্রকার লুপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের পুনরায় সনন্দ প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্তও কোনই সুযোগ প্রদান করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীরও কতক বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গ প্রদেশে কলিকাতা মাদ্রাসা, বেনারস সংস্কৃত কলেজ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ব্যতীত অপর কোন সরকারি বিদ্যালয় ছিল না। মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, উহাদের ক্রমোন্নতির বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। ১৮০০ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। নবাগত ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে এদেশের ভাষা ও আইন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের জন্যই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার দ্বারা দেশীয় লোকের শিক্ষা বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষ ভাবে কিছু উপকার সাধিত হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত একটা কোন পুস্তক ছিল না। এই

অভাব দূরীকরণ জন্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের উদ্যোগে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পুস্তক ও উহাদের প্রণেতাদের সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এইরূপ লিখিয়াছেন — "এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত', কেরী প্রণীত 'বাঙ্গালা-ব্যাকরণ', রামরাম বসু প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' ও লিপিমালা', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'বত্রিশ-সিংহাসন' ও 'রাজাবলী', চণ্ডীচরণ মুন্সি প্রণীত 'তোতার ইতিহাস', হরপ্রসাদ রায় প্রণীত পুরুষ-পরীক্ষা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা পারস্যবহুল ও দুর্ব্বোধ্য।"

১৭৯৩ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাধারণের শিক্ষার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আর কোনও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের তৎকালীন এই প্রকার নিশ্চেষ্টতার কারণ কেবল তাঁহাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা। দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষাদান করিলে তাঁহাদের রাজ্যশাসনের সুবিধা কি অসুবিধা ঘটিবে, ইহাই ইংরেজ রাজপুরুষদের তখন বিষম সমস্যার বিষয় ছিল। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রকার ঔদাসীন্য সে সময়ের ইংলণ্ডের অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ যাজক-মণ্ডলীর নিকট সম্পূর্ণ অলৌকিক বলিয়া অনুমিত হয়। কেবল ধর্ম্মযাজকদের নয়, শিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেরই এদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচার ও প্রচলন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মযাজকমণ্ডলীর মূল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন,

তাঁহারাই যে এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরবর্ত্তী বিবরণে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মিসনারিগণ প্রথমতঃ ইউরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টান এবং পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালকবালিকাদের জন্য পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহাদের অনুকরণে দেশস্থ কোন কোন ব্যক্তি ক্রমে বিদ্যালয় স্থাপনকার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সকল বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে কয়েকটি পাঠশালার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"সার্বরণ (Sherburne) নামক একজন ফিরিঙ্গী চিৎপুর রোডে একটি স্কুল স্থাপন করেন। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। মার্টিন বাউল (Martin Bowle) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আরাটুন পিট্রাস্ (Arratoon Pitres) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আর একটি স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কালা নিতাই সেন ও গোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ।"

টমাস ফিসার নামে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করেন। ঐ বিবরণী ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সঙ্কলিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ফিসার সাহেব উহার এক পরিশিষ্টও প্রস্তুত করেন। ঐ বিবরণীতে এবং উহার পরিশিষ্টে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

ইংরেজাধিকৃত ভারতের সকল প্রদেশস্থ বিদ্যালয়ের যৎসামান্য উল্লেখ মাত্র আছে। উক্ত বিবরণী হইতে নিম্নে বাঙ্গালা-প্রদেশের (সেই সময়ের বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির) কয়েকটি বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়-পরিচালক সমিতির উল্লেখ করা যাইতেছে:—

(১) কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ। এই দুই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে উহাদের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা করেন তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করা হইবে।

(২) হিন্দু বালকদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য ভবানীপুর ও খিদিরপুরে দুইটি স্কুল স্থাপিত হয়। স্থানীয় লোকের প্রদত্ত চাঁদা দ্বারাই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। বিদ্যালয় পরিচালকদের মধ্যে দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলেন।

(৩) কলিকাতার অবৈতনিক বিদ্যালয় (Calcutta Charity School) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠশালা। দরিদ্র ইউরোপীয় বালকদের জন্য ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা উহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। কনষ্টান্টাইন নামক একজন ইংরেজ এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার সম্পত্তি দান করিয়া যান। ওল্ড কোর্ট হাউস (Old Court House) নামক বাড়ী ঐ পাঠশালার সম্পত্তি ছিল; পরে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৮০০৲ দিয়া উহা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় পরে কলিকাতা ফ্রি স্কুলের সহিত মিলিত হয়।

(৪) ১৭৮৯ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ফ্রি স্কুল সমিতি নামে

একটি শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির বিদ্যালয়ে খৃষ্টান ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। গবর্ণর জেনারেল এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি উহার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার ব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করাইয়া দেন। ১৮০০ খৃঃ অ. এই বিদ্যালয় ও উহার সহিত সম্মিলিত প্রাচীন অবৈতনিক বিদ্যালয়ের তহবিলে ২৭২০০০, টাকা মজুত থাকে। পরে বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয় কম হওয়ায় ১৮২৭ সালে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৬০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

(৫) ১৮০৫ সালে ইংলণ্ড এবং বিদেশীয় স্কুল সমিতি (British and Foreign School Society) এবং ১৮১১ সালে জাতীয় সমিতি (National Society) নামক দুইটি শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। খৃষ্টান বালকবালিকাদের শিক্ষা-বিধানই উভয় সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।

(৬) এদেশীয় দরিদ্র খৃষ্টান বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮১০ সালে কলিকাতা হিতকরী সভা (Calcutta Benevolent Institute) নামে আর একটি শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। বিখ্যাত মিসনারি কেরী সাহেব ঐ সমিতির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

(৭) ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রবার্ট মে নামক জনৈক খৃষ্টান মিসনারি দেশীয় বালকদের শিক্ষার জন্য চুঁচুড়া নগরে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। ওলন্দাজদের নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গে প্রথমে ঐ পাঠশালার অধিবেশন হয়। এক বৎসর মধ্যে চুঁচুড়া ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে মে সাহেব কর্তৃক ১৬টী স্কুল স্থাপিত হয়। উহাদের ছাত্রসংখ্যা তখন প্রায় এক হাজার ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মে সাহেবের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা ৩৬

এবং ছাত্রসংখ্যা ৩০০০ পর্য্যন্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। ঐ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হার্‌লি ও পিয়ারসন্ নামক দুই জন মিসনারি মে সাহেবের এবং গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ঐ প্রকার আর কয়েকটি স্কুলের পরিচালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঐ সকল স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৬০০৲ টাকা সাহায্য করিতে থাকেন। এই সমস্ত পাঠশালায় মান্দ্রাজের বেল্ ও ল্যাংকেষ্টার নামক দুই জন মিসনারি শিক্ষক-প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ প্রণালী তৎকালে এতদূর প্রকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় যে ইংলণ্ডের শিক্ষকেরাও তত্রত্য বিদ্যালয়ে উহা অবলম্বন করেন।

চুঁচুড়ার দুর্গে স্কুল পরিচালন অসুবিধাজনক হওয়ায় প্রধান বিদ্যালয়টি নিকটস্থ অন্য এক স্থানে উঠাইয়া লওয়া হয়। মে সাহেব এই স্কুলে শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

মে সাহেবের পাঠশালাগুলির প্রশংসা অনেকেই করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী লাসিংটন্ সাহেবের প্রণীত এক পুস্তকে ঐ স্কুলগুলির বিশেষ সুখ্যাতির উল্লেখ আছে। *

মে সাহেবের ও তাঁহার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি কেবল হুগলি ও চুঁচুড়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল না। কালনা হইতে চন্দননগর এবং বর্দ্ধমান পর্য্যন্তও স্থানে স্থানে ঐ শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হয়। দেশীয় লোক উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থাপন করেন।

(১) ফিসার সাহেব প্রণীত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে ১৮১৭ সালে রাজসাহীতে স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনৈক শিক্ষকের প্রাপ্য ৭॥০ টাকা গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন না। ইহাতে বোধ হয় ১৮১৭ সালের

* History of Calcutta Religious and Benevolent Institutions

পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৩ সালে কিন্তু ঐ স্থানের এক কলেজের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য ৯০৲ টাকা মঞ্জুর করার উল্লেখ দেখা যায়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, উপরে কেবল তাহাদেরই উল্লেখ করা হইল। উহার পরে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে। কোন কোন স্কুলের বা স্কুল-সমিতির ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের যে যে সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পর প্রদত্ত হয়।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিস্তার-বিষয়ে ১৮১৩—১৪ সাল যে কারণে বিশেষ স্মরণযোগ্য তাহা পরে বর্ণিত হইবে। উহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮১১ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো মহোদয় ভারতবাসীদের শিক্ষার দুরবস্থা এবং উহা পুনর্জ্জীবিত করণের অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণের নিকট এক যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রেরণ করেন। সেই সময় খ্যাতনামা সিভিলিয়ানদের শিরোভূষণ টমাস্ হেনরি কোলব্রুক সাহেব গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভার মেম্বর ছিলেন। স্যর উইলিয়ম জোন্সের ন্যায় ইনিও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া খ্যাত। প্রধানতঃ তাঁহার এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এইচ্. উইলসন্ সাহেবের প্ররোচনাতেই গবর্ণর জেনারেল তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ঐ মন্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

"গবর্ণর জেনারেল বলেন, ভারতবাসীদের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমশঃ অবনতির কথা সকলের নিকটই শুনা যায় এবং আমি যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ

নাই। বিদ্বান্ লোকের সংখ্যা এবং তৎসঙ্গে যাঁহারা এখনও বিদ্যাচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের সীমার ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, সৎসাহিত্যের আলোচনার দিকেও অবহেলা দৃষ্ট হয়। কেবল লৌকিক ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ক শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রতিই যত্ন দেখা যায়। এই কারণে দুরূহ বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক অনেক গ্রন্থের আর ব্যবহার না হওয়ায় ঐ সকলের লোপ হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে অনেক গ্রন্থ ও পণ্ডিত অধ্যাপকের অভাবে দেশীয় বিদ্যার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

"সরকারি রিপোর্টে, দেশস্থ কি হিন্দু, কি মুসলমানদের মধ্যে জালিয়াতি, মিথ্যা-কথন প্রভৃতি অপরাধের যে প্রকার উল্লেখ দেখা যায়, তাহার কারণ কেবল উহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মনীতি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। অশিক্ষার জন্যই যে অল্প দিন পূর্ব্বে দেশমধ্যে তস্কর, দস্যু প্রভৃতির ভয়ানক অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহাও অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

'এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত বহুবিস্তৃত প্রদেশমধ্যে বিদ্যালোচনা পুনর্জ্জীবিত করা উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কিছু অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। এস্থলে 'অতিরিক্ত' শব্দ প্রয়োগের কারণ এই যে বেনারস্ হিন্দু কলেজের ও নদীয়াতে শিক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্য সরকারি রাজস্ব হইতে এক্ষণে কতক টাকা খরচ হইতেছে। নদীয়াতে এখন যে সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফল-লাভ সম্ভবপর নহে। বেনারস্ কলেজের অনেক বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক। উহার পরিচালন-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংস্কার

করিতে হইলে নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১। অধ্যাপক নিয়োগ। কেবল বেনারস্ সহরে নহে, হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বত্রই অর্থ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকের পদে কার্য্য করায় সম্মানের লাঘব হয় বলিয়া ধারণা আছে। এই কারণে উচ্চ বেতন থাকা সত্ত্বেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতেরা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না।

২। বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন দেশীয় অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক অর্থ আত্মসাৎ হওয়ায় তাঁহার অধীন শিক্ষকেরা প্রাপ্য বেতন পান না এবং তজ্জন্য বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উহার পরিচালন কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে এবং উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

৩। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অধ্যাপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে অধ্যাপক ও ছাত্রদের একত্র সমাবেশ হিন্দুরীতি বিরুদ্ধ হেতু এপর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল যে এই স্থানেই এই প্রকার সমাবেশ হয় নাই এরূপ নহে, অধ্যাপকেরা নিজ নিজ গৃহেও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করেন নাই।

* * * * *

"আমি এক্ষণে প্রস্তাব করিতেছি যে বেনারস্ কলেজের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং আর দুইটি কলেজ নদীয়াতে ও ত্রিহুত জেলার ভৌর নামক স্থানে স্থাপন করা হউক। প্রস্তাবিত নূতন দুইটি কলেজ ও বর্ত্তমান বেনারস্ কলেজ যে সকল নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

(১) বেনারস্ কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার গবর্ণর জেনারেলের ঐ স্থানের এজেণ্ট, নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলার কালেক্টরের হাতে ন্যস্ত থাকিবে; নদীয়াতে রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর ও জেলার

ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টরের এবং ত্রিহুত জেলায় ঐ তত্ত্বাবধানের ভার পাটনা বিভাগের প্রধান জজ এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টরের উপর দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট বিবেচনামত ঐ সকল কর্ম্মচারীদের অন্য সহযোগী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ খ্যাতিমান্ অধ্যাপকগণ তাঁহাদের নিজালয়ে শিক্ষাদান করিলে তাঁহাদিগকে পেন্সন্ বা গোপনে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

(৩) পেন্সন্ প্রদানের বিধান অনুসারে কালেক্টর শিক্ষকদিগকে উহা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) পরিচালক-কমিটি কর্ত্তৃক শিক্ষক মনোনয়ন করা হইবে এবং গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক ঐ মনোনয়ন অনুমোদিত হইবে।

(৫) প্রত্যেক কলেজের সঙ্গে হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহের রক্ষণ জন্য একটি পুস্তকাগার ও উহার তত্ত্বাবধায়কের পদে দেশীয় একজন পণ্ডিত ও তাঁহার অধীন কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবে। তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পেন্সন্ প্রদান, শিক্ষকদের নিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে হইবে।

(৬) সাধারণের সুবিধার জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পুস্তকাগারের গ্রন্থের ব্যবহার, অর্থাৎ কোন গ্রন্থে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান, উহার প্রতিলিপি প্রস্তুত বা উহা হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার সুবিধা, শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যকেও দেওয়া হইবে।

(৭) কমিটির আদেশ অনুযায়ী পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ, ক্রয় করিয়া কিংবা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া, পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৮) প্রতি বৎসর কমিটির এবং অন্য যাঁহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের সমক্ষে ছাত্রদের মৌখিক পরীক্ষা (পঠিত বিষয় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক) গ্রহণ করা হইবে। উহাদের পারদর্শিতা অনুযায়ী

উহাদিগকে পারিতোষিক বা বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক পদ প্রদান করা হইবে।

*　　　*　　　*　　　*

"হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা-প্রচার-সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, ঐ সকল মুসলমানদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মাননীয় ডিরেক্টরগণের অসন্তোষের কারণ না হয়, এ নিমিত্ত এই প্রস্তাব বিষয়ে তাঁহাদের আদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার করণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি যে, ভাগলপুর ও জৌনপুরে এবং নূতন অধিকৃত প্রদেশের স্থানে স্থানে মুসলমানদের জন্য কালেজ স্থাপিত হইতে পারে। কলিকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতির নিয়মাবলীর সংশোধিত করা আবশ্যক। এই গুরুতর বিষয় সেক্রেটরি বিভাগ হইতে আর এক রিপোর্টের প্রতি ডিরেক্টর মহোদয়গণের মনোযোগ সত্বরেই আকৃষ্ট হইবে।"

(স্বাক্ষর)　মিণ্টো।
টিঃ লামস্ডেন।
জিঃ হিউয়েট।
এইচ. টিঃ কোলব্রুক।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবে কেবল ভারতবাসীদের প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক নীতি-বিষয়ক বিদ্যার পুনরুজ্জীবিত করণই উদ্দেশ্য থাকে। এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রচলনের কোনপ্রকার আভাসই উক্ত প্রস্তাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে সময়ের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তখন

ইংলণ্ডে এবং এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। কেবল কোম্পানির ডিরেক্টর মহোদয়েরা এবং তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব ও সমসাময়িক অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ উক্ত শিক্ষা-প্রদানের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা অধিক না হইলেও ইঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গৃহীত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এদেশীয় লোকের শিক্ষার উন্নতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু কি উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসা লইয়াই মতের বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। এই মতভেদ হইতেই পরবর্ত্তী কালে পাশ্চাত্য ও দেশীয় বিদ্যার পক্ষপাতী দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

১৭৯৩ সালে কোম্পানির নূতন সনন্দ প্রদান করিবার সময় এদেশের শিক্ষা বিস্তার লইয়া পার্লিয়ামেন্টে যে আন্দোলন হয়, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮১৩ সালে সনন্দ পুনঃ-প্রদানের সময়ও আবার ঐ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সনন্দ-প্রদান উপলক্ষে কোম্পানির শাসন-কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিবার জন্য পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক এক কমিটি স্থাপিত হয়। কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব অনেক কর্ম্মচারী এবং সেই সময়ের ভারতপ্রবাসী অনেক মিসনারি ঐ কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মিসনারিগণ ব্যতীত অপরাপর সকল সাক্ষীই পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন। কিন্তু পার্লিয়ামেন্টে শেষোক্ত পক্ষের মত সমর্থিত হয় না। শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবটি প্রথমতঃ ১২৫ জন উপস্থিত সভ্যের মধ্যে ৮৯ জন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু বিধানটির পুনরালোচনার সময় উহার সমর্থনকারিদের সংখ্যা কেবল ২২জন মাত্র অধিকতর থাকে। ইহার পরেও কোম্পানির পক্ষ হইতে বিধানটি

যাহাতে সনন্দে না থাকে তাহার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়। সেই সময়ে রবার্ট পার্সি স্মিথ (কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব এড্‌ভোকেট জেনারেল) পার্লিয়ামেন্টের সভ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে তৎকালের বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের সভাপতি ডিউক অব বাকিংহামসায়ের কর্ত্তৃক শিক্ষা-বিষয়ক বিধানটি নূতন সনন্দের ৪৩ ধারাতে বিধিবদ্ধ হয়। এই বিধানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইংরেজরাজ দেশীয় লোকের শিক্ষা-বিষয়ে দায়িত্ব এবং তজ্জন্য রাজস্বের কিয়দংশ ব্যয় করণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শিক্ষা-বিষয়ের এই বিধানটি এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টর সভা গবর্ণর জেনারেলের নিকট যে আদেশপত্র প্রেরণ করেন এই দুইটি, ইংরেজ-শাসন কর্ত্তাদের পরবর্ত্তী শিক্ষানীতির ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। এই কারণে বিধানটি ও আদেশপত্রের সবিস্তর বিবরণ দেওয়া হইল এবং উহাদের মূল পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইল। *

"মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইল যে তিনি ইংরেজাধিকৃত রাজ্য হইতে সংগৃহীত কর, রাজস্ব ও অন্যান্য আয় হইতে সৈনিক, শাসন ও বাণিজ্য-বিভাগের ব্যয়-নির্ব্বাহ এবং সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহার কিয়দংশ অর্থাৎ বার্ষিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা কোম্পানির রাজ্যস্থিত ভারতবাসীদের বিদ্যার উন্নতি ও পুনর্বিকাশ, বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বিদ্যোৎসাহিতা-বর্দ্ধন এবং বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রচলন ও সংসাধন জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন। উক্ত উদ্দেশ্যসাধন জন্য এই বিধি অনুযায়ী যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রভৃতি ফোর্ট

* Appendix E

উইলিয়ম, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কিম্বা ইংরেজাধিকৃত অপরাপর স্থানে স্থাপিত হইবে সেই সমস্ত, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক প্রচারিত এবং বোর্ড অব-কমিসনরগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে চালিত হইবে। এই বিধি অনুযায়ী ইহাও নির্দ্দেশ করা হইল যে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন বিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য শিক্ষক, অধ্যাপক বা কর্ম্মচারিদিগকে উক্ত গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন।"

পূর্ব্বোক্ত বিধানটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ডিরেক্টর সভা ১৮১৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ণর জেনারেলের নিকট এক আদেশপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ও অর্থ লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। অতঃপর ডিরেক্টর সভা ১৮১৪ সালের ৩রা জুন তারিখের এক যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ আদেশপত্রে শিক্ষার উন্নতিবিধান-বিষয়ে গবর্ণর জেনারেলের প্রস্তাব চাহিয়া পাঠান। ঐ আদেশপত্রের কতক অংশের মর্ম্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

ডিরেক্টর-সভা বলেন "শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে যে ধারাটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে দুইটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট আছে, এজন্য উভয়েরই বিবেচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ সাহিত্যের পুনরনুশীলন ও উন্নতি এবং বিদ্যাবান্ ব্যক্তিগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন, দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানশাস্ত্রাদি বিষয়ে দেশীয় লোকের জ্ঞানের উন্নয়ন। আমাদের দেশের (ইংলণ্ডের) অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় স্থাপন করিলে ঐ দুই উদ্দেশ্যের কোনটিই সফল হইবে না। কারণ, ভারতবাসীদের মধ্যে উচ্চ জাতীয় প্রতিষ্ঠাবান্ শিক্ষকেরা ঐ প্রকার বিদ্যালয়ের শাসন ও অধীনতা বিষয়ক নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্য্য করিতে কখনই স্বীকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্য কোন

প্রকার বিশেষ বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তাহাও সন্দেহের বিষয়।

"বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিবার রীতি অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মতে, এই পদ্ধতি অনুসারে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে দিলে, সম্ভবতঃ তাহাদিগের নিকট প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সাধনের সহানুভূতি পাওয়া যাইতে পারে। এতৎসঙ্গে স্থলবিশেষে আর্থিক সাহায্য ও সম্মানসূচক পদবী প্রদান করিলে উহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার উৎকর্ষ-সম্পাদন-চেষ্টা উদ্দীপিত হইতে পারে। এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনাকে গভর্ণর জেনারেলকে জানাইতেছি যে, বেনারস বিভাগের রাজপ্রতিনিধির নিকট হইতে আপনি তত্রত্য প্রাচীন পাঠশালা-সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করুন। ঐ সকল পাঠশালাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ শাখা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, কি উপায়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণ প্রতিপালিত হয় এবং কি প্রকারে ঐ সকল পাঠশালার আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

"আমরা জানিতে পারিলাম যে সংস্কৃত ভাষায় নীতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও উহার আনুষঙ্গিক আইনসংক্রান্ত সংহিতা এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারক বিধান-সংবলিত সংক্ষিপ্তসার পুস্তকাদি আছে। যে সকল দেশীয় ব্যক্তি সরকারি বিচারবিভাগে কার্য্য করিবেন তাহাদিগের ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঔষধ প্রস্তুত করণোপযোগী বৃক্ষলতাদির গুণসম্বন্ধেও অনেক পুস্তক আছে বলিয়া জানা যায়, ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের উপকারে আসিতে পারে। আর জ্যোতিষ,

জ্যামিতি ও বীজগণিত-সংবলিত গণিতশাস্ত্রের যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ইউরোপীয়দিগের নিকট নূতন জ্ঞানালোক-প্রদানোপযোগী না হইলেও উহাদের আলোচনা দ্বারা দেশীয় পণ্ডিত ও মানমন্দির তত্ত্বাবধায়ক এবং পূর্ত্ত-বিভাগের ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে নৈকট্য-সংস্থাপন এবং দেশীয় পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ঐ সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে ইউরোপের নূতন আবিষ্কৃত তত্ত্ব গৃহীত হইতে পারে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমরা স্থির করিলাম যে আমাদিগের ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে যেন সহায়তা করা হয়, এবং এই নিমিত্ত যেন আপনার ক্ষমতাধীন বিশেষ পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ করা এবং তাঁহাদের উপযুক্ত ও সম্মানোচিত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই আদেশপত্রে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সময়ে এদেশে সাধারণ-শিক্ষা প্রদানের যে প্রকার ব্যবস্থা ছিল তাহার প্রশংসা করিয়া ডিরেক্টর-সভা এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—'ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে শিল্প বা বায় ভূমির উপস্বত্ব হইতে সংগৃহীত হওয়ার যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহা বড়ই প্রশংসার যোগ্য। উক্ত আয় বা তাহা শিক্ষকের জন্য অনেক প্রকার বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে বলিয়া জানা যায়। এই কারণেই শিক্ষকগণ সরকারি কর্ম্মচারিস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন। হিন্দুদের এই প্রাচীন ও হিতকর শিক্ষাবিধান-প্রণালী বহু রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতিঘাত সত্ত্বেও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই প্রকার বিধান আছে বলিয়াই উহারা সুদক্ষ লিপিকর ও হিসাব-নবিস বলিয়া খ্যাত। এই শিক্ষা-বিধান-প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এবং সেই কারণে উহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদিগের অবগতির জন্য সত্বরে রিপোর্ট প্রেরণ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। গ্রাম্য শিক্ষকদের এক্ষণে যে স্বত্বাধিকার আছে, সেইগুলি বজায় রাখিবার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান এবং উহাদের মধ্যে গুণাগ্রগণ্য ব্যক্তি বিশেষকে মর্য্যাদাসূচক পদবী প্রদান করিয়া সম্মানিত করিবার বিধানও যেন করা হয়। যদিও এ দেশের (ইংলণ্ডের) সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় শিক্ষকদের অবস্থা অনেকাংশে হীন, কিন্তু আমরা জানিলাম যে উক্ত শিক্ষকশ্রেণী ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

পূর্ব্বোক্ত শিক্ষাবিধান কল্পে কর সংগ্রহ করিবার প্রথা অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালা ব্যতীত আর সকল প্রদেশেই নিম্নশিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য শিক্ষা-কর স্থাপিত হয়।

ডিরেক্টর-সভার আদেশপত্রে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে, সেইটি এদেশীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী। ঐ প্রণালী সে সময়ে এতদূর উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় যে, বেল্ নামক মান্দ্রাজের একজন পাদরি শিক্ষক উহা ইংলণ্ডে প্রচলন করেন, কিন্তু ১৮৩৯ সালে সরকারি আদেশ অনুসারে উক্ত শিক্ষা-প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ শিক্ষা-পদ্ধতি অনিষ্টজনক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের এই আদেশপত্রের শেষ অংশে গবর্ণর জেনারেলকে আরও লিখেন যে তিনি সমস্ত বিষয় সম্যক্ বিচার করিয়া প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে যেরূপ বিধান অবলম্বন করা স্থির করেন, তাহা অতি সত্বর তাঁহাদের বিশেষ অনুমোদন জন্য যেন প্রেরণ করেন,

এবং তাঁহাদের অনুমোদন ও আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন বিধান যেন কার্য্যে পরিণত করা না হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখের শিক্ষা-বিষয়ক আদেশপত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, বর্ত্তমানের সহিত তুলনায় সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে যে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ সুদূর ইংলণ্ড থাকিয়া ভারতবাসীদের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা প্রণিধান ও তাহার উন্নতিসাধন জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের অসাধারণ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বিশিষ্ট পরিচায়ক। উক্ত আদেশপত্রে আমরা এই কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই—(১) দেশীয় উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, (২) সাধারণ শিক্ষার জন্য গ্রাম্য পাঠশালার উন্নতিবিধান, (৩) শিক্ষক-শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন ও জনসমাজে তাঁহাদের সম্মানবর্দ্ধন, (৪) সংস্কৃতভাষায় লিখিত বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারীদিগকে উৎসাহ-প্রদান। শিক্ষার উন্নতি বলিলে যাহা কিছু বুঝিতে হইবে সে সমস্তই প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়ের অন্তর্ভূত। গত শতাব্দীর প্রথম হইতে শিক্ষা-সংক্রান্ত ঐ তিনটি বিষয়ের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ লইয়া আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহাদের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্তও, কি দেশীয় লোকে কিম্বা রাজপুরুষেরা কোন প্রকার স্থির-মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই।

ডিরেক্টর-সভা উল্লিখিত আদেশপত্রের উপসংহারে গবর্ণর জেনারেলের নিকট যে প্রস্তাব চাহিয়া পাঠান, তাহা লর্ড ময়রা, তাঁহার

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখের রিপোর্টসহ প্রেরণ করেন। এই রিপোর্টে লর্ড মিণ্টোর ন্যায় তিনিও সেই সময়ে ভারতবাসীদের শিক্ষার অবস্থা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ রিপোর্টের অধিকাংশস্থলই কেবল ভারতবাসীদের নৈতিক অবনতির কারণ নির্দ্দেশক কতক সঙ্গত ও অনেক অসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ। ডিরেক্টরগণ দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডে থাকিয়া এদেশের লোকের শিক্ষার অবস্থা ও উহার উন্নতি-সাধনের প্রয়োজনীয়তা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের রিপোর্ট বিবেচনা করিলে তিনি যে তাহাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহাদের আদেশপত্রে যেরূপ সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, লর্ড মইরার রিপোর্টে তাহারও অভাব দৃষ্ট হয়। যাহা হউক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সনন্দ অনুযায়ী বৎসরে শিক্ষার উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার যে বিধান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আলোচনা গবর্ণর জেনারেলের মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য উক্ত মন্তব্যের কতক অংশের মর্ম্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

"গবর্ণর জেনারেল নিবেদন করেন, গ্রাম্য-পাঠশালার অতি সামান্য অবস্থার শিক্ষকগণের কার্য্য সর্ব্বপ্রথম বিবেচনার বিষয়। ইঁহারা যৎসামান্য পারিশ্রমিক লইয়া যে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, জমিদার ও ব্যবসায়িগণের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাহাই যথেষ্ট এবং ঐ পরিমাণ শিক্ষা-লাভের ব্যয় নির্ব্বাহ করা সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ঐ পরিমাণ শিক্ষাও সম্পূর্ণরূপে বিনা ব্যয়ে যাহাতে লোকে পাইতে পারে

তজ্জন্য সরকারি অর্থব্যয় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যে সকল স্থানে এই সামান্য শিক্ষারও অভাব, সেই সকল স্থানে এই শিক্ষার অভাব-মোচন এবং বর্ত্তমান পাঠশালার উন্নতি-কল্পে উহাদের তত্ত্বাবধান, উপস্থিত কেবল এই দুইটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা আবশ্যক। এই মন্তব্যের সঙ্গে লর্ড ময়রা এদেশের লোকের নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া উহার প্রতিষেধ জন্য এই প্রস্তাব করেন যে, গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকগণের ব্যবহারোপযোগী ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক উহাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হউক। ঐ সকল পুস্তক এরূপভাবে লিখিত হইবে যে, ছাত্রেরাও উহা আগ্রহের সহিত পাঠ করে, এবং উহাতে যেন ধর্ম্মবিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের ভাব একেবারে না থাকে। এই প্রকারে প্রথমতঃ লোকের জ্ঞানোন্নতি না হইলে খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়াস যে নিশ্চয়ই বিফল হইবে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তৎসম্বন্ধেও যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার মন্তব্যের আর কয়েকটী প্রস্তাব এই :—

(১) প্রধান প্রধান নগরে উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইলে শিক্ষকগণ বিজ্ঞানাদি বিষয়ের প্রকৃত তথ্য ও যথার্থ ধর্ম্ম-নীতির শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(২) উচ্চশিক্ষা-প্রদানোপযোগী বিদ্যালয় ব্যতীত প্রত্যেক নগরে, বিশেষতঃ প্রত্যেক জেলার সদর ষ্টেশনে, ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীদের বালকগণের শিক্ষার জন্য নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা আছে। কিন্তু ঐ সকল স্থান অনেক ভিক্ষাজীবী নিষ্কর্ম্মা লোকের আবাসভূমি। উহাদের সন্তানসন্ততিগণই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তস্কর ও দস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। উহারা যাহাতে শ্রমজীবীর শিক্ষা পায়, তাহার বিধান করা আবশ্যক।

(৩) প্রত্যেক জেলার সদরে আপাততঃ অস্থায়িভাবে হিন্দুদের জন্য একটি ও মুসলানদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হউক। ঐ সকল স্কুল কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং সদর ষ্টেশনের প্রধান প্রধান সরকারি কর্ম্মচারী ও বিদ্যোৎসাহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ কমিটির সভ্য থাকিবেন। মফস্বলে এই প্রকার স্কুল স্থাপন আবশ্যক কি না, তাহা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবানুযায়ী নূতন-নিয়োজিত প্রাদেশিক কমিটি স্থির করিবেন।

(৪) এ দেশের লোকের শিক্ষার উন্নতির জন্য এপর্য্যন্ত অনেকানেক প্রস্তাব করা হইয়াছে. এবং পরেও করা হইবে। ঐ সকল প্রস্তাবের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর, তাহা স্থির করিবার জন্য ঢাকা, মুরশিদাবাদ, পাটনা, বেনারস্, বারেলি ও ফরক্কাবাদে স্থানীয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের লইয়া এক একটি কমিটি গঠিত হউক। ঐ সকল কমিটির সিদ্ধান্ত, প্রেসিডেন্সির (এখানে বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সির কথা বলা হইতেছে) সদরের বিচার ও রাজস্ববিভাগের বহুদর্শী প্রধান-কর্ম্মচারিগণ পুনরালোচনা করিয়া শিক্ষাবিধান-বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

(৫) বর্ত্তমানে দেশীয় বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা-প্রদানোপযোগী যে সকল চতুষ্পাঠী আছে, তাহাদের উন্নতির জন্য সম্প্রতি অর্থব্যয় করিলে কোন ফল হইবে বলিয়া গবর্ণর জেনারেল বিশ্বাস করেন না। কারণ, যে প্রণালীতে ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল, তাহাতে অধ্যাপকগণের নিজ নিজ শিক্ষাদানের বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতার অভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইত। তিনি বেনারস্ কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার

সময় উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছেন যে, উহারা কেবল যাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছে, তাহারই আবৃত্তি করিতে পারে। যাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছে তাহা উহাদের বোধগম্য হইয়াছে কি না, শিক্ষকেরা সে দিকে দৃষ্টি করেন নাই। এ অবস্থায় এই প্রকার শিক্ষার পোষকতা করা তিনি সঙ্গত বোধ করেন না। উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তির উপযুক্ত হইতে হইলে শিক্ষার্থীদের প্রথমতঃ সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। এই প্রকার জ্ঞানসঞ্চয় ব্যতীত বিজ্ঞান বা দর্শন-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার পরস্পর সম্বন্ধ ও পার্থক্য বিচার করিবার ক্ষমতার এবং সাংসারিক বিষয়ে আপনাপন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণোপযোগী নৈতিক-জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত তিনি প্রস্তাব করেন যে, মাননীয় ডিরেক্টর-সভা উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ-কল্পে যে অর্থ-ব্যয়ের সংকল্প করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি সাধারণ বিদ্যালয় সমূহের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক।

লর্ড মিণ্টোর এবং লর্ড মইরার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য দুইটির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, লর্ড মিণ্টোর উচ্চ শিক্ষার উন্নতিসাধন ও প্রসারণের প্রস্তাব লর্ড মইরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই নদীয়া ও ত্রিহুতে লর্ড মিণ্টোর প্রস্তাবানুযায়ী সংস্কৃত-কলেজ-স্থাপনের বিলম্ব হইতে থাকে এবং উহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কোনই মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন না। লর্ড মিণ্টোর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নদীয়াতে একটি কমিটি গঠিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ কমিটি ১৮১৬ সাল পর্য্যন্তও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঐ সালে কেবল নদীয়ার শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে কমিটির এক রিপোর্ট পাওয়া

যায়। রিপোর্টে ৪৬টি চতুষ্পাঠী এবং তাহাতে ৩৮০ জন ছাত্রের উল্লেখ থাকে। কোন কোন বিষয়ে ঐ রিপোর্ট অসম্পূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট কমিটির নিকট আর এক রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান; কিন্তু ১৮২১ সাল পর্য্যন্তও ঐ রিপোর্ট প্রেরিত হয় না। নদীয়ার ন্যায় ত্রিহুতেও এক কমিটি স্থাপিত হয়; কিন্তু ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কমিটির প্রস্তাবও গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনই থাকে। ঐ সালেই উভয়কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়; এবং কাউন্সিলের মেম্বর প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হেমান উইলসন্ সাহেবের চেষ্টায় বেনারস্ কলেজের ন্যায় কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের আগ্রহ; রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমন; তাঁহার ও হেয়ার সাহেব কর্ত্তৃক উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব; কলিকাতায় হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয়-স্থাপন, মিসনারিদিগের কর্ত্তৃক শিক্ষোন্নতির চেষ্টা; পাঠশালায় মুদ্রিত-পুস্তক-প্রচলন; স্কুলবুক সোসাইটির ও স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাপন ও উহাদের উদ্দেশ্য, উহাদের সম্বন্ধে ডিরেক্টর সভার মন্তব্য; শিক্ষকদের শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা; মে সাহেবের স্কুলের উন্নতি; ক্যাপ্‌টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুল; প্রথম নর্ম্মালস্কুল; খৃষ্টীয় বিদ্যা-সমিতি ও সার্কেল স্কুল; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ; তিনশ্রেণীর বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য।

১৮১৩ সালের সনন্দ অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন বটে, কিন্তু ১৮২১ সাল পর্য্যন্তও ঐ টাকা কিরূপে ব্যয় করা যাইতে পারে,

কোম্পানির কার্যভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ তাহার কোনই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন্ প্রকার শিক্ষা দেশীয় লোকের হিতকারী হইতে পারে, তাহাই ঐ সময়ের প্রধান বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে এবং ঐ বিষয়ে কোম্পানির প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে মতানৈক্য ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। অন্যদিকে দেশের লোকের ইংরেজি-শিক্ষায় আগ্রহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। খৃষ্টান পাদরিগণ দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল পাঠশালা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছিল। কতকগুলিতে কেবল খৃষ্টান বালকদেরই লওয়া হইত, অপরগুলি সকল ধর্ম্মাবলম্বী বালকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চুঁচুড়ার পাদরি মে সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা কয়েকটি শেষোক্ত শ্রেণীর। উহার অনুকরণে মফস্বলে কয়েকটি পাঠশালা-স্থাপনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৮১৫ সালে মে সাহেবের স্কুলের সংখ্যা ১৬ ও উহাতে ছাত্রের সংখ্যা ৯৫১ হয় এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলগুলির পরিচালনের জন্য মাসিক ৬০০্ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। অন্যের পরিচালিত সাধারণ শিক্ষা-প্রদানোপযোগী নূতন ধরণের স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্টের এই সর্ব্বপ্রথম সাহায্য-দান। মিসনারিদের, প্রধানতঃ মার্শম্যান ও কেরী সাহেবের, চেষ্টায় কলিকাতার অদূরে ১৮১৫ সালের মধ্যে ২০টি স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ সকল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা তখন আট শতেরও অধিক হইয়াছিল।

ঐ সময়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকে সর্ব্বসাধারণের মন আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে উহার অত্যাবশ্যকতা। সামান্য কিছু

ইংরেজি জানিলেই লোকে অনায়াসে চাকুরি পাইত। ইংরেজি-ভাষার জ্ঞান ত দূরের কথা, কতকগুলি ইংরেজি-শব্দের অর্থমাত্র জানিয়াও অনেকে কাজকর্ম্মের সুবিধা করিতে পারিত। পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রচিত রামতনু লাহিড়ীর জীবনবৃত্তান্তে এই শ্রেণীর ইংরেজি-নবিসদের বিদ্যার কয়েকটি রহস্যজনক উদাহরণ দিয়াছেন। যাহা হউক, তখন কলিকাতায় উচ্চশ্রেণীর একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ের অভাব স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। দেশের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে (১৮১৪ খৃঃ) চিরস্মরণীয় মহাত্মা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার কলিকাতায় আগমন অবধি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিস্তারের অত্যাবশ্যকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্যই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত ছিল। ঐ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান অন্তরায় যে দেশীয় লোকের অজ্ঞানান্ধকার-জনিত কুসংস্কার, এবং দেশমধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের বিস্তার ব্যতীত ঐ কুসংস্কার দূরীভূত হওয়া কিংবা লোকের অন্তঃকরণে স্বাধীনচিন্তার উদ্ভাবন করা যে অসম্ভব, এ সকল কথা তাঁহার দেশস্থ সমসাময়িক মনীষিগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় আর কেহই দিব্যচক্ষে দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রায় মহাশয়ের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পূর্ব্ব হইতেই স্বনামখ্যাত মহামতি ডেভিড্ হেয়ার সাহেব এদেশে ইংরেজিশিক্ষা-প্রচলনের একজন প্রধান উৎসাহদাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ের কথোপকথন অনেক সময়েই হইত। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়ের "আত্মীয়-সভার" এক অধিবেশনে উচ্চশ্রেণীর একটি ইংরেজি-বিদ্যালয়

স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সকলেই উহা অনুমোদন করেন। এই প্রস্তাবের সংবাদ সেই সময়ের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (Sir Hyde East) সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তিনিও এদেশে ইংরেজিশিক্ষা-প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আত্মীয়-সভার অনুমোদিত প্রস্তাবের বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি রামমোহন রায় ও হেয়ার সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান এবং বিদ্যালয়-স্থাপনসম্বন্ধে স্থানীয় প্রধান প্রধান ভদ্রলোকের মতামত জানিবার জন্য তাঁহার বাটিতেই সকলকে আহ্বান করা স্থির করেন। তদনুসারে ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে তাঁহার বাড়ীতে এক সভা হয়। ঐ সভাতে সকলেই উৎসাহের সহিত একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু রামমোহন রায় কলেজের তত্ত্বাবধায়কগণের মধ্যে থাকিবেন শুনিয়া অনেকেই প্রস্তাবের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অবস্থা বিবেচনা করিয়া রায় মহাশয় সার হাইড ইষ্ট সাহেবকে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি কলেজ-কমিটিতে থাকিবেন না। এই সংবাদ পাইয়া সাহেব মহোদয় ২১শে মে তারিখে আর একটি সভা আহ্বান করেন। ঐ সভাতে একটি উচ্চ-শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় বা কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব স্থিরীকৃত এবং তজ্জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বিশজন বাঙ্গালী ও দশজন ইংরেজ কমিটির মেম্বর এবং লেপ্টনেণ্ট আরভিন্ (Leut. Irvin) ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার গরাণহাটা নামক অংশে প্রস্তাবানুযায়ী হিন্দুকলেজের কার্য্যারম্ভ হয়। এই কলেজই কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে দেশীয় লোকের চেষ্টায় ও অর্থে পাশ্চাত্যবিদ্যা-বিষয়ে উচ্চশিক্ষা-প্রদানের সর্ব্বপ্রথম মহাবিদ্যালয়। আর একটি কারণেও

হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠান বিশেষ স্মরণযোগ্য। উহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন শিক্ষানীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। * দেশের লোক যে কেবলমাত্র প্রাচীন বিদ্যাচর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন না, কলিকাতার হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহা বিশিষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমে ২০জন মাত্র ছাত্র লইয়া কলেজের কার্য্যারম্ভ হয়। প্রায় ৬ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্র সংখ্যা সত্তর জনের অধিক হয় নাই। ছাত্র-সংখ্যা অধিক না হওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বিদ্যালয়ে কেবল ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে ভর্ত্তি করিবারই ব্যবস্থা করা হয়। কমিটির মেম্বর এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের এই মত ছিল যে, কেবল ভদ্রসন্তানেরাই উচ্চশিক্ষা পাইবার উপযুক্ত। পরবর্ত্তী অনেক বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারণ-বিষয়ে দেশস্থ লোক এবং ইংরেজ-রাজপুরুষেরাও এই মতানুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিসনারিগণের নূতনশিক্ষা-প্রচলনের চেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদের অধিকারভুক্ত ছিল; এই কারণেই অনেকটা স্বাধীনভাবে প্রচার ও শিক্ষা-প্রদানকার্য্য চালাইবার সুবিধা থাকায় বাঙ্গালার মধ্যে শ্রীরামপুর মিসনারিদের কার্য্যক্ষেত্রের একপ্রকার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুর কলেজের সূত্রপাত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ১৮১৮ সালের পূর্ব্বে উহা উচ্চশিক্ষাদানের উপযোগী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় নাই। এই কলেজে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যাদির শিক্ষার সহিত সংস্কৃত ও আরবি ভাষার এবং

* This was the first blow to oriental literature and science heretofore exclusively cultivated in Government Colleges.—Howell.

খৃষ্টান ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত। শ্রীরামপুর কলেজ ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও মিসনারিগণ কর্ত্তৃক ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিসনারিদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা মিসনারি জন্ ক্লার্ক মার্সম্যান সাহেব দেশীয় পাঠশালার সংস্কার সম্বন্ধে ১৮১৬ সালে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ঐ পুস্তকে তিনি সাধারণের জন্য নিম্নশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। যদিও সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বা দেশের লোকে তাঁহার শিক্ষানীতির সমর্থন করেন নাই, কিন্তু ডিরেক্টর সভার ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ-পত্রে অনেক বিষয়ে তাঁহার মত গৃহীত হইয়াছিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেশীয় শিক্ষকগণের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালায় মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন আরম্ভ হয় নাই। মার্সম্যান, ওয়ার্ড, কেরী প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী মিসনারি মহোদয়দের প্রতিষ্ঠিত নূতন পাঠশালাতেই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের প্রচারিত দুই একখানা পুস্তকের প্রচলন আরম্ভ হয়। রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব এডাম্ সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, সেই সময়ে মিসনারিদের প্রচারিত পাঠ্যপুস্তক লোকে ভয়ের চক্ষে দেখিত। ছাপার পুস্তক পড়াইয়া বালকদিগকে বিপথে লওয়াই পাদরিদের উদ্দেশ্য, লোকের এই একটা আশঙ্কা ছিল। কোন পুস্তকে যিশুখ্রীষ্টের নাম থাকিলেই লোকের নিকট উহা এক প্রকার অস্পৃশ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইত। * এই কারণে পাঠশালার ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী যে দুই

* Rev. J. Long's Introduction to Rev Adam's Report on Education in Bengal.

চারিখানা পুস্তক তখন পাওয়া যাইত, সেগুলিরও প্রচলন হইতে পারে নাই। * সুতরাং শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী পুস্তকের অভাব দূরীকরণের প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে থাকে। অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন, প্রচার ও উহার বিতরণ জন্য কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতির কার্য্য পরিচালন-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর মধ্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট নির্দ্দেশিত থাকে যে, ধর্ম্মবিষয়ক কোন বিতর্ক উহার প্রচারিত কোন পুস্তকে থাকিবে না। † সোসাইটির আর্থিক অবস্থা প্রথমে বড় ভাল ছিল না। এজন্য ১৮২১ সালে গবর্ণমেণ্ট ৭০০০৲ টাকা এক-কালীনদান ও মাসিক ৫০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। সোসাইটির সম্বন্ধে পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশের নবযুগের একটী প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নূতন ধরণের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও জ্যাগ্রাফি নাম দিয়া একখানি ভূগোল বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত

* ১৮১৭ খৃঃ কেন ১৮৭০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্তও বাঙ্গালায় অনেক প্রাচীন ধরণের পাঠশালায় ছাপার পুস্তক প্রবেশ করে নাই। লেখকের বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, তাঁহার স্বগ্রামে ১৮৬৬, কি ১৮৬৭ সালে যে পাঠশালায় তিনি সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, তাহাতে কোন পুস্তক পড়ান হইত না।

† Fisher's Memoir—"The plan of the Society excludes all means calculated to excite religious controversy."

ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে, জ্যাগ্রাফির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে এই সভার সাহায্যে নানা প্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন।" * স্কুলবুক সোসাইটি প্রায় একশত বৎসর পর বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে উঠিয়া গিয়াছে।

স্কুলবুক-সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার এক বৎসর পরে ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল-সোসাইটি নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়। হেয়ার সাহেবই এই সমিতি-স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ও খ্যাতনামা রাধাকান্ত দেব মহাশয় (তখন ইনি রাজা ও সার উপাধিতে ভূষিত হন নাই) এই সমিতির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং গবর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অব হেষ্টিংস্ (লর্ড মইরা) সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সমিতির এই কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির উন্নতির জন্য উহাদিগকে সাহায্য-প্রদান, (২ সহরে ও মফস্বলে আবশ্যকমত উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর নূতন স্কুল-স্থাপন, (৩) জ্ঞানোন্নতির জন্য পুস্তক-প্রণয়ন ও বিতরণ, (৪) নিম্নশ্রেণীর স্কুলের উপযুক্ত ছাত্রদিগকে উচ্চশ্রেণীর স্কুলে অধ্যয়নের জন্য সাহায্য-প্রদান। এতদ্ভিন্ন শিক্ষকগণের স্বকার্য্যে শিক্ষালাভ করিবার ব্যবস্থা করাও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্কুলবুক-সোসাইটি অপেক্ষা স্কুল-সোসাইটির কার্য্যক্ষেত্রের সীমা বহুবিস্তৃত ছিল। উভয় সমিতির মধ্যে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা ছিল না, বরং সহযোগিতাই ছিল। উভয় সমিতিতেই প্রায় সমানসংখ্যক হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ মেম্বর থাকিতেন।

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত সাধারণের প্রদত্ত সাহায্য হইতেই স্কুল-সোসাইটির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু ১৮২৩ সাল হইতে উহার আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য কার্য্যের অনেক ক্ষতি হইতে থাকে। সুতরাং সমিতি গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। সে সময়ে গবর্ণর জেনারেলের এই প্রকার সাহায্য মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার অনুমোদন অনুসারে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভা সাহায্য মঞ্জুর করেন এবং আদেশপত্রে এইরূপ মত প্রকাশ করেন—"আমরা অল্পদিন হইল স্কুলবুক-সোসাইটির জন্য যে পরিমাণ সাহায্য-প্রদানের আদেশ দিয়াছি, উহার এবং এই সমিতির উদ্দেশ্য একই, এজন্য উপস্থিত ক্ষেত্রেও ঐরূপ সাহায্যদানের আদেশ দিতেছি। স্কুল-সোসাইটির একটি বিশেষত্ব এই দেখিতেছি যে, নিম্নশিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমিতি তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় দেশীয় পাঠশালার শিক্ষকগণের শিক্ষাপ্রণালী-বিষয়ে শিক্ষা-প্রাপ্তির বিধান করিয়াছেন। ঐ সকল পাঠশালার উন্নতির উপরেই দেশস্থ সাধারণ লোকের শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করিবে, এজন্য শিক্ষকদের উন্নতি-বিধানের ব্যবস্থা আমরা বিশেষ উৎসাহপ্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া মনে করি। শিক্ষকেরা উপযুক্ত হইলে তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে যে পরিমাণে সৎশিক্ষা-বিস্তারকার্য্য সাধিত হইবে, বর্ত্তমানে নূতন প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় নিম্নশিক্ষা-প্রদান দ্বারা তাহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না।" * এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা

* "We recently sanctioned a grant of similar amount to the Calcutta School Book Society, and on the same grounds we have no hesitation in sanctioning the present grant. The Calcutta School Society appears to combine with its arrangements for giving elementary instruction, an arrangement of still greater

স্কুল-সোসাইটির সাহায্যপ্রদান-উপলক্ষে কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণ স্পষ্টাক্ষরে এই শিক্ষানীতির অনুমোদন করেন যে, এদেশীয় লোকের শিক্ষার উন্নতির জন্য নিম্নশিক্ষার উন্নতি আবশ্যক এবং তদুদ্দেশে সরকারী অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত। * এ কথা বলিবার কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত কেবল উচ্চ শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট পন্থা লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। মিসনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের জন্য যে সাহায্য এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছিল, তাহা বিলাতের কর্ত্তাদের মতামত-সাপেক্ষ ছিল না।

সাধারণ শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, এই দুই উদ্দেশ্য সাধন জন্য কেবল বঙ্গদেশে নয়, ইংরেজাধিকৃত ভারতের সর্ব্বত্রই ঐ সময়ে খৃষ্টান মিসনারিগণের চেষ্টাই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইতঃপূর্ব্বে রবার্ট মে সাহেবের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়ার ও উহার নিকটস্থ স্থানের পাঠশালার উল্লেখ করা হইয়াছে। মে সাহেবই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষকদের স্বকার্য্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার শিক্ষক শ্রেণীতে ২২৬জন শিক্ষার্থী ছিল। বর্ত্তমান ট্রেনিং স্কুলের

importance for educating teachers for the indigenous school. The last object we deem worthy of great encouragement, since it is upon the character of the indigenous schools that the education of the great mass of the population must ultimately depend. By training up therefore a class of teachers, you provide for the eventual extension of improved education to a portion of the natives of India far exceeding that which any elementary instruction that could be immediately bestowed, would have any chance of reaching."—Extract from a Despatch to the Governor General, dated the 9th March 1825.

* "The first recognition of the Home Government of the claims of mass education"—Howell's Education in India.

শিক্ষার্থীদের ন্যায় উহারা একত্র এক স্থানে ও এক সময়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত না। প্রত্যেক স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা শিক্ষকতা-কার্য্য পাওয়ার প্রয়াসী, তাহাদিগকেই ট্রেনিং স্কুলে ধারাবাহিক-মতে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার লইয়া আসিয়া শিক্ষা-প্রণালী-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইত। এই শিক্ষার্থীদিগকে বেতন দিতে হইত না, কিন্তু তাহারা পোষাক এবং আহার্য্য স্কুল হইতে পাইত। শিক্ষার্থীরা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষা-প্রণালী-বিষয়ে উপদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনিটারের কার্য্যও করিত। গবর্ণমেণ্টের একজন সুযোগ্য সেক্রেটারি মিঃ লাসিংটন্, মে সাহেবের ট্রেনিং স্কুল সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কলিকাতার ধর্ম্ম ও হিতানুষ্ঠান ব্রতী সভা-সমিতির (History of Calcutta Religious and Benevolent Institution) বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, লোকে ঐ স্কুলে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সে সময়ে এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছিল যে, একটী বালককে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাহার অন্ধ পিতৃব্য তিনদিন পথ হাঁটিয়া আসে। *

মে সাহেবের স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ মাসিক ৬০০৲ টাকা সাহায্য দেন। ১৮১৭ সালে উহা ৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ১৮১৫ হইতে ১৮২৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত মে সাহেবের স্কুলগুলির জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসমেত ৮৪০০৲ টাকা প্রদান করেন। †

মে সাহেবের স্কুলের অনুকরণে অন্যান্য স্থানে স্কুল স্থাপিত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রথমতঃ কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, মে সাহেবের স্কুলের উন্নতি

---

* Rev. J. Long's Introduction to Adam's Report.

† Fisher's Memoir.

দেখিয়া সেগুলিতে ক্রমে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইতে থাকে। বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ইংরেজি স্কুলে পরিণত করিবার সময় যে সাহেবের চুঁচুড়ার স্কুলকেই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন।

চার্চ্চ-মিসন সোসাইটি নামক এক খৃষ্টান সম্প্রদায় বর্দ্ধমানের কোন কোন স্থানে বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করেন। ঐ স্কুলগুলি ক্যাপ্‌টেন ষ্টুয়ার্ট নামে একজন ইংরেজের তত্ত্বাবধানে থাকে। ১৮১৮ সালে ঐ স্কুলগুলির সংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দশ পর্য্যন্ত হয়। এই সকল স্কুলের বিরুদ্ধবাদী লোকেরা প্রথমে এই জনরব রটাইয়া দেয় যে, বালকদিগকে একত্র করিয়া জাহাজে লইয়া গিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইবে। লং সাহেব বর্দ্ধমানের একটী ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, নিজের পুত্রকে খৃষ্টান স্কুলে লইয়া গিয়া পাছে উহাকে বিলাতে চালান করে, এই ভয়ে তিনি ছেলেটিকে রাত্রিতে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসেন। বর্দ্ধমানে তখন ব্রাহ্মণ-শিক্ষকদ্বারা পরিচালিত পাঁচটি স্কুল ছিল। ঐ সকল স্কুলের শিক্ষক মহাশয়েরা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের স্কুলের ছাত্রগণের অভিভাবকদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিতেও ত্রুটি করিতেন না। *

ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পরিচালিত স্কুলের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সে সময়ে বড়ই প্রশংসনীয় ছিল। সুতরাং উহার সামান্য বিবরণ অনাবশ্যক বোধ হইবে না। প্রতিমাসে একবার করিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া স্কুলের শিক্ষক উহাদের পরীক্ষার জন্য বর্দ্ধমানের প্রধান স্কুলে উপস্থিত হইতেন। পরীক্ষক একত্র দুইটী করিয়া স্কুলের ছাত্রদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে পঠিত সকল বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহার পর ছাত্রদিগকে দুই

* Rev. Long's Introduction to Adam's Report.

দলে বিভক্ত করিয়া এক এক বিষয়ে এক দলের প্রথম ছাত্রকে অপর দলের প্রথমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। এইরূপে সকল বিষয়ে ছাত্রদের প্রশ্নোত্তর শুনিয়া পরীক্ষকেরা উহাদের শিক্ষিত-বিষয়ে উন্নতি স্থির করিতেন। ইহার পর প্রত্যেক ছাত্রকে শ্লেটে কোন এক বিষয়ে রচনা লিখিতে দেওয়া হইত; রচনা লিখিয়া উহারা তাহা পড়িত। এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা বালকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতালাভের প্রবৃত্তি বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত হইত।

ক্যাপ্‌টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি সে সময়ে এতদূর উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল যে, স্কুল-সোসাইটি কলিকাতার বাঙ্গালা স্কুলগুলির পরিচালনের ভার লইয়া উহার শিক্ষকদিগকে দুই মাসের জন্ম শিক্ষাপ্রণালী-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-লাভের নিমিত্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেবের স্কুলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। অন্যান্য স্কুলে যে ব্যয় হইত, ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রায় উহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে তাঁহার স্কুল চালাইতেন; তাঁহার প্রত্যেক স্কুলের ব্যয় মাসিক ১৬৲ টাকার অধিক হইত না।

এই সকল বাঙ্গালা স্কুলে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ও পাটীগণিত ব্যতীত, সৌরজগৎ, গতির নিয়ম, আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইত।

শ্রীরামপুরের মিসনারি সাহেবরাই বাঙ্গালাতে সর্ব্বপ্রথম নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীরামপুর হইতে ৪ মাইল দূরে নবাবগঞ্জ নামক স্থানে ঐ স্কুল স্থাপিত হয়। মফস্বল স্কুলের শিক্ষকদিগকে বিনা বেতনে ঐ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইত।

স্কুল-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প পরেই উহার তত্ত্বাবধানে কলিকাতাতে একটি প্রধান বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহার ছাত্রসংখ্যা

তিন শতের কম ছিল না। নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রত্যেক ছাত্র মাসে ।৷৹ আনা পুরস্কার পাইত। স্কুলের উন্নতিশীল ছাত্রদিগকে হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠান হইত। সোসাইটি এই প্রকার ৩০জন ছাত্রকে কলেজে পড়াইতেন। ইংরেজি-শিক্ষার জন্য সাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া বাঙ্গালা স্কুলের সংলগ্ন একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলে প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিষয়ে, ১০৷৷টা হইতে ২৷৷টা পর্য্যন্ত ইংরেজি এবং বিকালে আবার ৩৷৷টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইত।

১৮২১ সালে স্কুল-সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ১১৫ এবং উহাদের ছাত্র সংখ্যা ৩৮২৪ হয়। ঐ বৎসর সোসাইটি উহার কয়েকটি স্কুলের ভার চার্চ্চ-মিসন-সোসাইটি নামে নূতন প্রতিষ্ঠিত আর এক সমিতির হস্তে প্রদান করেন। ১৮২৪ সালে শেষোক্ত সমিতি স্কুল-সোসাইটির অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ বাঙ্গালা স্কুলগুলিতে সে সময়ে প্রায় ছয় শত ছাত্র হইয়াছিল। স্কুল-সোসাইটি ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত মাসিক ৫০০ টাকা সরকারী সাহায্য পাইতে থাকেন। সম্ভবতঃ ঐ বৎসরেই সমিতি উঠিয়া যায় কিংবা অন্য কোন সমিতির সহিত সম্মিলিত হয়। ১৮২০ সালে লণ্ডন-মিসনারি-সমিতি কলিকাতার নিকট চেতলাতে একটি স্কুল স্থাপন করেন।

বাঙ্গালার সরকারী সার্কেল স্কুলের নাম অনেকেই জানেন। এই শ্রেণীর স্কুল এখনও আছে। উহাদের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। এখানে ঐ শ্রেণীর স্কুলগুলির উৎপত্তির উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে। ১৮২২ সালের পূর্ব্বে কলিকাতাতে খৃষ্টান বিদ্যা সমিতি (Christian

Knowledge Society) নামে আর একটি নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সালেই এই সমিতি এদেশে সর্ব্বপ্রথম সার্কেল স্কুল স্থাপন করেন। প্রত্যেক সার্কেলে একটি প্রধান বা কেন্দ্রীয় এবং উহার পাঁচটি শাখা-স্কুল থাকে। কেন্দ্রীয় স্কুলের নাম অনুসারেই সার্কেলের নাম হইত। সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠিত সার্কেল তিনটির নাম এই—(১) টালিগঞ্জ সার্কেল, (২) কাশিপুর সার্কেল, (৩) হাওড়া সার্কেল। প্রত্যেক কেন্দ্রীয় স্কুলে একজন প্রধান পণ্ডিত থাকিতেন। শাখা-স্কুল একজন গুরুমহাশয় দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রধান পণ্ডিত ও সমিতির স্কুল-তত্ত্বাবধায়ক মিসনারি সাহেব প্রতি মাসে পর্য্যায়ক্রমে শাখা-স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন। প্রত্যেক শাখা-স্কুলের ব্যয় মাসিক ১৫ টাকা ছিল। ১৮৩৪ সালে এই সকল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় সাত শত হয়। বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এইচ্ উড্রো সাহেব যখন এই সকল স্কুলের আদর্শ-অনুযায়ী সরকারী সার্কেল-স্কুল স্থাপন করেন, সেই সময়ে ঐ স্কুলগুলি উঠিয়া যায়। কেবল সার্কেল-স্কুল-স্থাপন সম্বন্ধে নয়, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালাস্কুল-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন বিষয়ে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের অধিনায়কগণ প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত মিসনারিদের প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কেবল বঙ্গদেশে নয়, ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রথমতঃ খৃষ্টান মিসনারিদিগের চেষ্টা ও যত্নেই বর্ত্তমান শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও বিস্তৃতি হইতে থাকে। স্বধর্ম্ম-প্রচারই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধন শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার ব্যতীত অসম্ভব বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ক্রমে শেষোক্ত কার্য্যের ব্যাপকতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া

পড়ে যে, ধর্ম্ম-প্রচারই গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। খৃষ্টান-সম্প্রদায়-সমূহ ঐ সময়ে শিক্ষোন্নতি-বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী না হইলে বর্ত্তমানশিক্ষা-প্রচলন যে আরও অনেক বৎসর পরে আরম্ভ হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শেষ পর্য্যন্তও কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের নদীয়া ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নয় দশ বৎসর আলোচনার পর ১৮২১ সালে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ দুই বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে বেনারস সংস্কৃত কলেজের ন্যায় কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয় এবং ঐ বৎসরেই কলেজগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৪ সাল হইতে কলেজের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতে আরম্ভ করে। কলেজ-স্থাপন ও পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি এবং লেফটেনেণ্ট প্রাইস্ নামে এক ব্যক্তিকে মাসিক ৩০০৲ বেতনে উহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কলেজের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৩০০০০৲ টাকা এবং উহার গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ১২০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। *

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় সংস্কৃতকলেজ-স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী সংস্কৃত বিদ্যাবিৎ প্রসিদ্ধনামা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন অন্যতম সেক্রেটারি মিঃ হোরেস্ হেম্যান উইলসন্। ইনি ও ইঁহার সমসাময়িক উচ্চপদস্থ অধিকাংশ সিভিলিয়ানই সে সময়ে দেশীয় বিদ্যার অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবি ও পারসি ভাষায় লিখিত বিবিধ বিষয়ের পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে অধ্যাপনার নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-

* Fisher's Memoir

প্রেসিডেন্সি ব্যতীত আর সকল প্রদেশের সিভিলিয়ানদিগকেই সে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইত, এবং এই অধ্যয়ন-কালেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া উহার কোন এক বিষয়ে উৎকর্ষলাভের প্রয়াসী হইতেন। সংস্কৃত, আরবি কিম্বা পারসি ভাষায় পারদর্শিতালাভ সে সময়ের সিভিলিয়ানদের যে কেবলমাত্র গৌরবের বিষয়ই ছিল এরূপও বলা যায় না। এই প্রকার পারদর্শিতা উচ্চপদ-প্রাপ্তির পক্ষে একটি প্রধান সহায় ছিল। সে যাহা হউক, কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন উপলক্ষেই পাশ্চাত্য অথবা দেশীয় প্রাচীন বিদ্যাচর্চ্চা ভারতবাসীদের জ্ঞানোন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে প্রবল হইয়া উঠে।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে বাঙ্গালা প্রদেশে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। (১) প্রাচীন ধরণে পরিচালিত গ্রাম্য পাঠশালা ও টোল বা চতুষ্পাঠী, (২) গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বিদ্যা-বিষয়ে উচ্চশিক্ষা-প্রদানোপযোগী কলেজ—যেমন কলিকাতা মাদ্রাসা, বেনারস সংস্কৃতকলেজ; (৩) খৃষ্টান মিসনারি এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ বা সমিতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন স্কুল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্কুলগুলিই পরে মধ্য বাঙ্গলা, মধ্য ইংরেজি এবং উচ্চ ইংরেজি স্কুলে এবং কোন কোনটি কলেজে পরিণত হয়। প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি-বিধানের আবশ্যকতা যে সে সময়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে না। গবর্ণর জেনারেল লর্ড মইরা বাহাদুর শিক্ষা সমালোচনা করিয়া যে মন্তব্য কোম্পানির ডিরেক্টরগণের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাতে গ্রাম্য পাঠশালার উন্নতি-বিধানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। কি উপায়ে

পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি হইতে পারে, সে বিষয়ে স্থানে স্থানে তদন্ত করা হয়। কিন্তু তিনটী কারণে তখন গবর্ণমেণ্ট নিম্নশিক্ষার উন্নতিসাধনকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রথম কারণ, অর্থের অভাব। কোম্পানির অনুমোদিত বার্ষিক এক লক্ষ টাকা সমস্ত ব্যয় করিলেও গ্রাম্য পাঠশালার শতাংশেরও সংস্কার বা উন্নতি-বিধান সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় লোকের ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি বর্দ্ধমান আগ্রহ। সে সময়ে বাঙ্গালায় দেশীয় এবং ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের শিক্ষাবিষয়ে এই বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যার প্রভাব সমাজের উচ্চ হইতে নিম্নস্তরে স্বতই প্রবেশ করে; সুতরাং দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের বিদ্যোন্নতিই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। এ পর্য্যন্তও যে এই কুসংস্কার এদেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ দূরীকৃত হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। * তৃতীয় কারণটীর উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই

* The following extract is from a despatch of the 29th September, 1830 from the Court of Directors to the Government of Madras. It shows that the Directors also upheld "the theory of the downward permeation of knowledge"

"The improvements in education, however, which most effectually contribute to elevate the moral and intellectual condition of the people, are those which concern the education of the higher classes; of the persons possessing leisure and natural influence over the minds of their countrymen. By raising the standard of instruction among these classes, you would eventually produce a much greater and more beneficial change in the ideas and feelings of the community than you can hope to produce by acting directly on the more numerous class."

ইংরেজ রাজপুরুষেরা এই শিক্ষানীতির সমর্থন করিতে থাকেন যে, দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার চর্চ্চা-দ্বারাই ভারতবাসীদের শিক্ষোন্নতি প্রকৃষ্টভাবে সাধিত হইবে। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন এই নীতি-অনুসরণের প্রধান দৃষ্টান্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[সেক্রেটারি মেকেঞ্জি সাহেবের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব, শিক্ষাপরিচালন জন্য কমিটি-স্থাপনের প্রস্তাব ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য ও আদেশ, সংস্কৃতকলেজের শিক্ষানীতি, সরকারী কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষার আবশ্যকতা, শিক্ষাকমিটির ক্ষমতা; মাদ্রাসা, সংস্কৃতকলেজ ও হিন্দুকলেজের বাড়ী-নির্ম্মাণের প্রস্তাব ও তজ্জন্য ব্যয়-মঞ্জুর, হিন্দুকলেজের মাসিক সাহায্য-দান; প্রাচ্যশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থনকারীদের দ্বন্দের সূত্রপাত; সংস্কৃত কলেজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রোপকরণ-প্রাপ্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কমিটির ব্যবস্থা, কমিটির শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও তাহার যৌক্তিকতা।]

১৮২৩ সালে গবর্ণর জেনারেলের পারিষদবর্গের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন বিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সেক্রেটারি মিঃ হোল্ট মেকেঞ্জি শিক্ষা-বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট উপস্থিত করেন। ঐ মন্তব্যে যে প্রকার শিক্ষানীতি-অনুসরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাই অবলম্বন করেন এবং তদনুসারে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির জন্য সর্ব্বপ্রথম সরকারী শিক্ষা-সমিতি (Committee of Public Instruction) গঠিত হয়। এই কারণে মেকেঞ্জি সাহেবের লিখিত মন্তব্যের কিয়দংশের অনুবাদ, কতকাংশের কেবল মর্ম্ম মাত্র এবং কমিটির মেম্বর নিয়োগ-

সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের দরকারী অংশের অনুবাদ এই স্থানে দেওয়া যাইতেছে।

মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহার মন্তব্যের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"গবর্ণমেণ্ট সাধারণ শিক্ষা-বিষয়ে সুব্যবস্থিত কার্য্যপ্রণালী-অনুসরণে আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং ভূতপূর্ব্ব (ইংলণ্ডের) রাজার ৫৩ সংখ্যক বিধি-সন্নিবিষ্ট (শিক্ষাসংক্রান্ত) বিষয়গুলির প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে জানিয়া আমি ঐ সম্বন্ধে আমার মত সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি।

"শিক্ষাদান-বিষয়ে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, প্রথমতঃ তাহাই স্থির করা আবশ্যক, নতুবা উহার সাধনোপায়-অবলম্বন লইয়া যুক্তিতর্কের সীমা থাকিবে না। দেশীয় লোককে কেবল বর্ত্তমান শাসন-বিভাগের কার্য্য-পরিচালনে সুদক্ষ কর্ম্মচারী হওয়ার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করাই যে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, আমার এরূপ মনে হয় না। উহাদিগের নৈতিক উন্নতি এবং জ্ঞানালোকবিধায়ক বিদ্যালাভের পথ অবরুদ্ধ রাখা যে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় তাহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। * * * লোককে মূর্খ ও দুর্ব্বল রাখিলে উহারা সহজে বশীভূত থাকিবে, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এ রাজনীতির প্রতিপোষক নহেন। লোকের চরিত্রের উন্নতি, বুদ্ধির পুষ্টিসাধন এবং মনোবৃত্তির পবিত্রতা-সম্পাদন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাহাতে লোকের জ্ঞান বিস্তৃত হয়, প্রকৃতিদত্ত পদার্থের উপর ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য ও স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান জন্মে, লোকের বিচারশক্তি পরিপুষ্ট ও আবিষ্কার-ক্ষমতা উদ্রিক্ত হয়, কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, যে উপায়ে লোকে সদভিপ্রায়নিরত ও অটল

উদ্যমশীল, সহিষ্ণু ও নিজ অবস্থোন্নতিক্ষম হয়, প্রতিবাসিগণের সুখবৃদ্ধি ও দেশের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়, এক কথায় যদ্দ্বারা মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারে, ভারতবাসীদিগকে কালক্রমে সে সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত করাই নিশ্চয় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

* * * * *

"উপরে যে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের আভাস মাত্র দেওয়া হইল, উহাতে সম্যক্‌প্রকারে অবতরণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের একটী কমিটির সাহায্য-গ্রহণ নিশ্চয়ই আবশ্যক। ঐ কমিটিতে প্রতিভাশালী বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমাবেশ আবশ্যক। তাহাদের মনোনয়ন বিষয়ে দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা যে কার্য্য-সম্পাদন জন্য নিযুক্ত হইবেন, কেবল মাত্র তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা থাকিলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইবে না; এদেশের লোক যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, আপনাদের সংকীর্ণতা-বশতঃ তাহারা যেন উহাদিগকে সেই পরিমাণে শিক্ষাদান করিতে কুণ্ঠিত না হয়েন। অপর ইহাও উপপন্ন হইতেছে যে, যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ও সত্যপূর্ণ স্বীকার করিতে হয়, তবে শিক্ষা-বিষয়ে শৃঙ্খলাবিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ সকলের প্রচলন-কল্পে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রভুশক্তি-প্রয়োগও যে অবশ্যই বিধেয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

শিক্ষাদানের বহুবিধ উপায় আছে; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়া উহার অবলম্বন সমর্থন করিবেন। কেহ বা নিম্নশিক্ষার উপযোগী স্কুলের, কেহ বা উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজের উন্নতি-বিধানের, আবার শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধনের এবং কেহ নূতন বিদ্যালয়-স্থাপনের পক্ষপাতী

হইতে পারেন। অনেকে কেবল শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়াই আবশ্যক মনে করেন, কাহারও মতে শিক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি বিতরণ করিলেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি ইংরেজি ভাষাশিক্ষার, কেহ বা ইংরেজি বিজ্ঞানাদি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহারই প্রচলনের অনুমোদন করেন। কাহারও মতে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, কাহারও মতে ধনী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগকে, আবার কাহারও মতে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

* * * * *

উল্লিখিত উপায়-সমূহের এবং আমার অবিদিত অন্যান্য উপায় থাকিলে, তাহাদেরও প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার এইরূপ ধারণা যে, যাঁহারা শিক্ষকতা-ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন বা ঐ কার্য্যে অপ্রকাশ্য-ভাবে ব্রতী তাঁহাদিগের এবং যাহারা ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবেন, তাঁহাদেরও শিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের প্রথমতঃ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে অনুবাদ বা নূতন সংকলনদ্বারা প্রয়োজনীয় পুস্তক মুদ্রিত করাও কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া অর্থাভাব না হইলে, আমার বিবেচনায়, নিম্নশিক্ষার স্কুল অপেক্ষা শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য কলেজ স্থাপন করাই গবর্ণমেণ্টের প্রথম চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত। স্থান বিশেষে হয় ত প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক বোধ হইতে পারে।

অতঃপর মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহার মন্তব্যে সাধারণ-শিক্ষাবিস্তার-সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, তখনকার অবস্থানুসারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা অসম্ভব। তাঁহার মতে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী নিম্নশিক্ষা

দেশেই দেওয়া হইতেছিল, সুতরাং কেবল পুস্তক ও শিক্ষকের অভাব পূরণ করিলেই উহার উন্নতি হইতে পারে। তিনি বলেন ইংলণ্ডের প্যারিস্ স্কুলের আদর্শানুযায়ী স্কুল এদেশে স্থাপিত হইতে পারে না, কারণ ঐ সকল স্কুলের ভিত্তি ধর্ম্মশিক্ষার উপর স্থাপিত। এদেশে সে প্রকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। অতঃপর মেকেঞ্জি সাহেব নিম্নে বর্ণিত মত প্রকাশ করেন।

* * * * *

"উল্লিখিত কারণে আমার ধারণা এই যে, যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত বা উন্নতি শ্রেণীর লোক ক্ষণে বহু পরিশ্রমে দেশীয় উচ্চ বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে, তাহাদের উন্নতির দিকেই প্রথমতঃ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। প্রাচ্যবিদ্যার সহিত সম্মিলন পাশ্চাত্য বিদ্যার শিক্ষাদান, কোন প্রকার ক্ষমতা-প্রকাশদ্বারা প্রথমোক্ত বিদ্যাকে স্থানচ্যুত না করিয়া ক্রমে শেষোক্তটির প্রচলন, অন্য কোনরূপে না হউক, শিক্ষক ও অনূদিত গ্রন্থাদি বিতরণ দ্বারা বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির উন্নতি ও পোষকতা-সংবর্দ্ধন এবং ঐ কয়েকটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাভাব পূরণ করিয়া আর কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে তদ্দ্বারা একত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষাদানোপযোগী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের কার্য্যতঃ উৎসাহবৃদ্ধি করা, এই সমস্ত বিষয়ই আমার প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত।

* * * * *

উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়া মেকেঞ্জি সাহেব আরও প্রস্তাব করেন যে হিন্দু সাহিত্যের উৎসাহ এবং আদালতের পণ্ডিতদের শিক্ষার জন্য দুইটি সংস্কৃত-কলেজ আবশ্যক, এবং বর্ত্তমান মাদ্রাসা মুসলমানদের

বিদ্যা-প্রচলনের জন্য যথেষ্ট না হইলে পশ্চিমাঞ্চলে আর একটি মাদ্রাসা স্থাপন প্রয়োজন। নূতন বিদ্যালয়-স্থাপন অপেক্ষা যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইউরোপীয় বিদ্যার প্রচলনদ্বারা ঐ গুলির উন্নতিসাধন চেষ্টাই প্রথমতঃ বিধেয়। তাঁহার বিবেচনায় কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ যথেষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে দেশীয় লোকে ইংরেজিভাষা শিক্ষা করিয়া শিক্ষক ও অনুবাদকের পদের উপযুক্ত হইতে পারে। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে মেকেঞ্জি সাহেব এই বলেন যে, ইংরেজি-শিক্ষাবিষয়ে কোন সীমা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। ভাষার মিলন মনোভাবের মিলনের সুনিশ্চিত বা একমাত্র উপায়। অতএব বৈদেশিক পারসি ভাষার পরিবর্ত্তে সরকারী কার্য্যে ইংরেজিভাষা প্রচলিত হইলে সকল দিকেই উপকার হইতে পারে। উহা না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষার বহুল প্রচারের চেষ্টা বৃথা। এই সমস্ত বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যে একটি কমিটি-স্থাপন অনুমোদন করিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এই কমিটির মেম্বর নিযুক্ত করা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে মেকেঞ্জি সাহেবের মত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মফস্বলে তখন যে সকল কমিটি ছিল, মেকেঞ্জির মতে ঐ গুলির এই কমিটির আদেশ-অনুসারে কার্য্য করিবার বিধান করা উচিত। তাহার মতে কলিকাতার বিদ্যালয়গুলির জন্য আর স্বতন্ত্র কমিটি আবশ্যক না হইতে পারে। কারণ প্রস্তাবিত সদরের কমিটিই উহাদের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন। শিক্ষার জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহাও এই কমিটির হস্তে ন্যস্ত করা যাইতে পারিবে। ঐ টাকা কিরূপে ব্যয় করা হইবে, তাহা কমিটি স্থির করিবেন। ইহা ভিন্ন

দেশীয় বদান্য ব্যক্তিগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল অর্থ বা সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, কমিটির তাহারও সদ্ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা মেকেঞ্জি সাহেব আবশ্যক মনে করেন। সাধারণশিক্ষা-প্রচলনের সম্বন্ধে মেকেঞ্জি সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়া তাঁহার মন্তব্য শেষ করিয়াছিলেন :—

"জাতীয় উন্নতিকল্পে সাধারণ শিক্ষার বিধান করিবার জন্য আমাদের দেখিতে হইবে যে, এই প্রকার শিক্ষাবিস্তার দ্বারা আশানুরূপ ফল হইলে, পরিশেষে আমাদের অন্যান্য বিদ্যালয়ের কি প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কি প্রকারে রাজকার্য্য-পরিচালন-বিষয়ে পারগতা-লাভের উপযোগী হইতে পারে এবং বিদ্যার্থীদের শিক্ষা-প্রাপ্তির চেষ্টা-বর্দ্ধন ও উহাদের মধ্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সরকারী আফিসের কি প্রকার সংগঠন ও উহাতে কর্ম্মচারী-নিয়োগের কিরূপ বিধান হওয়া আবশ্যক তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।"

উপসংহারে মেকেঞ্জি সাহেব প্রস্তাবিত কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করা যে তাঁহার পক্ষে কি কারণে সম্ভবপর নহে, তাহার উল্লেখ করিয়া উক্ত পদ গবর্ণমেণ্টের পারসি বিভাগের সেক্রেটারিকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

মেকেঞ্জি সাহেবের মন্তব্য হইতে জানা যায় যে, সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে শিক্ষাপরিচালন জন্য একটি কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব চলিতেছিল। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার অন্যতম কারণ তৎকালীন কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস-সংস্কৃতকলেজ-সংক্রান্ত গোলযোগ। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে ঐ দুইটিই কেবল সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। উভয়ের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় হইতেছিল

বটে, কিন্তু কোনটিই সে সময়ে সুনিয়মে পরিচালিত কিংবা আশানুরূপ ফলপ্রদানোপযোগী হইবে বলিয়া অনুমিত হয় নাই। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পরিচালন জন্য এক একটি কমিটি ছিল, কিন্তু ঐ কমিটির কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ঐ দুই বিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়েরও তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া একটি সুদক্ষ কমিটি নিয়োগ করিবার সংকল্প করেন। এই কমিটি-সংগঠনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য ও মেম্বর-নিয়োগসম্বন্ধীয় আদেশপত্র হইতে উহার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমে মন্তব্যের এবং পরে আদেশপত্রের প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

"মাদ্রাসা-কমিটির সম্বন্ধে পূর্ব্বের আদেশ সহ গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তদনুযায়ী সকাউন্সিল্ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর * এই অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছেন যে, সাধারণশিক্ষাবিধান জন্য একটি কমিটি বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্থাপিত হইবে। ঐ কমিটি ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের এই প্রদেশের (বাঙ্গালা) শিক্ষার ও তদুন্নতিবিধায়ক বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া দেশীয় লোকের চরিত্রের উন্নতি, উহাদের মধ্যে কার্য্যকরী বিদ্যার প্রচলন ও উহাদের উৎকৃষ্টতর শিক্ষাবিধানকল্পে যে যে উপায় অবলম্বন যুক্তিযুক্ত সে সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য আবশ্যকমত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(২) সকাউন্সিল্ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আরও এই আদেশ হইল যে, উল্লিখিত কমিটি স্থাপিত হইলে উহার এবং ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়-পরিচালন জন্য যে সকল কমিটি নিযুক্ত হইতে পারে, তাহাদের সহিত

* Mr Adam was then the acting Governor General.

গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্মবিষয়ক পত্রাদির আদানপ্রদানকার্য্য পারসি-বিভাগের সেক্রেটারী সম্পাদন করিবেন।

(৩) প্রস্তাবিত কমিটির গঠন ও কর্ত্তব্য বিষয়গুলি এবং বর্ত্তমানে যে সকল কমিটি আছে তাহাদিগের কার্য্য ও গঠন-সম্বন্ধে যে প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে এবং যে প্রণালী অনুযায়ী সাধারণশিক্ষা-বিষয়ে সরকারী কাগজপত্র রাখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সবিস্তর উপদেশ উক্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়া হইবে।

(৪) সকাউন্সিল্ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই আদেশপত্রে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন যে, মাননীয় ডিরেক্টর-সভার মঞ্জুর সাপেক্ষ, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়ের ৫৩ সংখ্যক বিধি-অনুযায়ী-প্রদত্ত বার্ষিক যে একলক্ষ টাকা ও উহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা এবং ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অর্থ বা সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে, তৎসমুদায় কেবল শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে।

(৫) আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের পারসি সেক্রেটারীকে এই বিষয়ে পত্র লেখা হউক এবং এই বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ হইতে সাধারণশিক্ষাবিষয়ক সমস্ত কাগজপত্র উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হউক।

উল্লিখিত আদেশপত্রের নকল গবর্ণমেণ্টের শাসন, বিচার ও সাধারণ বিভাগে প্রেরিত হওয়ার আদেশও দেওয়া যাইতেছে।

১৭ই জুলাই, ১৮২৩।

১৭ই জুলাই তারিখে গবর্ণর জেনারেলের আদেশ প্রচারিত হয়। ঐ আদেশ-অনুসারে পারসি-বিভাগের সেক্রেটারী তাঁহার কার্য্যভার

গ্রহণ করিয়া ৩১শে জুলাই তারিখে প্রত্যেক মেম্বরকে তাহার নিয়োগ ও কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ জ্ঞাপন করেন। সেক্রেটারী পত্রের প্রথম ভাগে পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্রের এবং মিঃ হ্যারিংটন যে কমিটির সভাপতি হইবেন, ইহারই উল্লেখ এবং কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্য্য বিবৃত করিয়া যাহা লিখেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

"সকাউন্সিল্ গবর্ণর জেনারেলের ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আপনাদের কমিটি, অধীনস্থ অন্যান্য কমিটি বা ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা রাজধানীর সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। সুতরাং মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের পরিচালক বর্ত্তমান কমিটির আর প্রয়োজন হইবে না। কি প্রণালীতে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহা নির্ণয়ের ভার গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিটির প্রতি দিতেছেন, উহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত সমবেত মেম্বরগণের মতানুসারে কার্য্য চলিবে; এবং কোন আবেদনসংক্রান্ত আদেশ সভাপতি ও অধিকাংশ মেম্বরের মতানুযায়ী হইলেই উহা বিধিসঙ্গত হইবে। *

* The Governor General in Council has resolved that your Committee shall exercise through sub-committees or individual members, as may appear to you most expedient, the superintendence of all Government seminaries at the Presidency, an arrangement which will, of course, supersede the necessity of maintaining separately the existing Madrissa and Sanskrit College Committees. The Governor General in Council leaves it to your discretion to determine the particular mode of conducting the above branch of your duties, and until this be definitely arranged, the superintendence would be exercised by your collecting, in which case the order of the President and majority

"আপনাদের প্রতি যে কার্য্যভার দেওয়া হইতেছে তাহা পরিচালন ও সম্পাদন বিষয়ে সাহায্যপ্রদান জন্য সম্প্রতি এই কয় ব্যক্তিকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হইতেছে,—মাদ্রাসা এবং মুসলমান স্কুলের জন্য ডাক্তার লামস্‌ডেন, হিন্দু কলেজ ও স্কুলের জন্য লেপ্‌টেনেণ্ট প্রাইস্‌। ডাক্তার লামস্‌ডেন এখন যে বেতন পাইতেছেন তাহাই পাইবেন, প্রাইস্‌ সাহেবের মাসিক ৩০০৲ বেতন দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে, আপনাদের কমিটির মধ্যে একজনকে সেক্রেটারির কার্য্যভার দেওয়া আবশ্যক। ডাক্তার উইল্‌সনকে এই কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। তিনি তাঁহার আফিসের ঘরভাড়া ও বাজে খরচ এবং নিজের পারিশ্রমিক বাবত মাসিক ৫০০৲ পাইবেন।"

"বেনারসের কমিটি ও অন্যান্য স্থানে পরে যে সকল কমিটি স্থাপিত হইবে সে সমস্তই এই নূতন-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষাকমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবে। ঐ সকল কমিটির বাৎসরিক রিপোর্ট ও যে সমস্ত বিষয় উহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশ জন্য উপস্থিত করিবে, আপনারা তাহা আপনাদের কমিটিব মতসহ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।"

of the members will, of course, be sufficient authority for the issue of any instructions on application.

To aid you in the management and execution of the detailed business of the office now confided to you, the following secretaries will be immediately appointed ; *viz.* Dr. Lumsden, Secretary in the Madrissa and the Mahammedan School Department, with his present allowances ; Lieutenant Prire, Secretary for the Hindu College and Hindu Schools, with a salary of Rs. 300 per mensem.

"এই প্রেসিডেন্সির প্রত্যেক জেলাতে, শিক্ষার জন্য যে সমস্ত টাকা বা সম্পত্তি কি বৃত্তি, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান জন্য আপনারা স্থানীয় সরকারী কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে পত্র লিখিতে পারিবেন।"

* * * * *

"কলিকাতার হিন্দু কলেজের ও মাদ্রাসার নূতন-গৃহ-নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত যাহাতে শীঘ্র সমাপ্ত করা হয়, তৎপ্রতি আপনাদের আশু মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ঐ দুই বাড়ীর আকার-প্রকার সম্বন্ধে শেষ মীমাংসায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুযায়ী বিদ্যালয়ের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে, এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রচলন জন্য উহাদের যদি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হয়, আপনারা তাহাও দেখিবেন।"

এই নিয়োগপত্রে উপরি লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত আর একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ থাকে। ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন-উপলক্ষে ১৮২১ সালের ২১শে তারিখে গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার এবং মাদ্রাসা কমিটির ১৮২৩ সালের ৩০শে মে তারিখের রিপোর্টে যে সমস্ত বিষয়ের প্রস্তাবনা থাকে, তৎসম্বন্ধে নূতন কমিটিকে বিশেষ বিবেচনা ও অনুসন্ধান পূর্ব্বক সর্ব্বাগে রিপোর্ট পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হয়। সংস্কৃতকলেজ-স্থাপনসংক্রান্ত মন্তব্যে গবর্ণমেণ্ট উহার পরিচালক কমিটিকে কলেজের শিক্ষাসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The Committee will bear in mind that the immediate object of the institution is the cultivation of Hindu

literature Yet it is in the judgment of His Lordship in Council a purpose of much deeper interest to seek every practicable means of effecting the gradual diffusion of European knowledge It seems indeed no unreasonable anticipation to hope that if the higher and the educated classes among the Hindus shall, through the medium of their sacred language, be imbued with a taste for European literature and science, general acquaintance with these and with the language whence they are drawn, will be as surely and as extensively communicated as by any attempt at direct instruction by other and humbler seminaries."

ইহার সারার্থ এই:—কমিটির যেন স্মরণ থাকে যে, হিন্দু সাহিত্যের আলোচনাই এই কলেজের মুখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি ইউরোপীয় বিদ্যার ক্রমশঃ প্রচলন জন্য সাধ্যানুযায়ী উপায় অবলম্বন করাও গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বিবেচনায় অধিকতর প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। যদি হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকের পবিত্র সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে ইউরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞানাদি বিষয়ের ও ইংরেজি ভাষার জ্ঞানলাভের স্পৃহা জন্মে, তবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে যে, ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইতে থাকিবে। নিম্নতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রকাশ্যতঃ ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা দিলেও তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা করা যায় না।

কলেজ কমিটি কিন্তু প্রথমতঃ কেবল সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়াই স্থির

করেন। এই কারণেই নূতন প্রতিষ্ঠিত কমিটিকে পুনরায় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিবার আদেশ দেওয়া হয়। নিয়োগপত্রে আর দুইটি গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ-প্রদানের জন্যও তাঁহারা আদিষ্ট হন। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কি প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের কর্তৃক দেশের উপকার সাধিত হইতে পারে, এবং সরকারী আফিসগুলির কি প্রকার সংগঠন ও কর্ম্মচারী-নিয়োগের কিরূপ ব্যবস্থা হইলে যোগ্য ব্যক্তিগণকে পদপ্রদান করিয়া তদ্দ্বারা বিদ্যালাভের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এই দুইটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয়ে, বিচার ও রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্যও কমিটির বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়। *

কথাটি এই :—কমিটির বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনায়, সর্ব্বপ্রধান বিষয়টি এই। শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে যেন এই প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা উহারা সরকারী-কার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত হয়, এবং রাজস্ব ও বিচারবিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকারী আফিসগুলির কি প্রকার সংগঠন হইলে এবং উহাতে কর্ম্মচারী-নিয়োগের কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানলাভের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতে পারে ও

* Amongst these, none are of more serious importance than the consideration, in communication with the principal judicial and revenue authorities, how the acquirements of the students at the different seminaries can best be rendered available for the benefit of the public, and again, how the constitution of public offices and the distribution of employments can be made the means of exciting to study and of rewarding merits

পারদর্শিতার জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে পদ-প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করা সম্ভবপর হয়, সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

বে-সরকারী স্কুলের উপর কমিটির যে কোন প্রকার ক্ষমতা থাকিবে না, মেম্বরদের এই নিয়োগপত্রে তাহারও উল্লেখ থাকে। কিন্তু দেশীয় কিংবা ইউরোপীয় বিদ্যালয়-পরিচালকদিগকে শিক্ষাদানবিষয়ে উৎসাহপ্রদান করা এবং শিক্ষোন্নতি-উদ্দেশে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যয় ও সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা, কমিটির পক্ষে অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হন:—

মাননীয় যে, এইচ্, হ্যারিংটন
মিঃ যে, পি, লারকিন্স্
„ ডবলিউ, বি, মার্টিন
„ „ „ বেলি
„ এইচ্ সেকস্পিয়ার
„ „ মেকেঞ্জি
„ „ টি প্রিন্সেপ্
„ যে, সি, সাদারল্যাণ্ড
„ এ, ষ্টারলিং
„ এইচ্, এইচ্, উইলসন্।

ইঁহাদের মধ্যে ষ্টারলিং সাহেব গবর্ণমেণ্টের পারসি বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কমিটির সহিত কার্য্য চালাইবার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হয়। সংস্কৃতজ্ঞ উইলসন সাহেব কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এই নিয়োগপত্র ১৮২৩ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয়।

কমিটির নিয়োগপত্রে মাদ্রাসা ও হিন্দুকলেজের (সংস্কৃতকলেজের) জন্য নূতন গৃহনির্ম্মাণবিষয়ের উল্লেখ আছে। উভয়ই সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়। ১৮২৩ সালে গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসা কলেজ হেষ্টিংস প্লেস্ নামক স্থানে উঠাইয়া লওয়া স্থির করেন এবং কলেজের নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১৪০৫৩৭্ টাকাও মঞ্জুর করেন। কিন্তু নূতন কমিটি নিযুক্ত হওয়ার সময়েও ঐ বাড়ীর কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এদিকে সংস্কৃতকলেজের (এই কলেজকে তখন হিন্দুকলেজ ও হিন্দুসংস্কৃত-কলেজও বলা হইত) বাড়ীর জন্য যদিও উহার প্রতিষ্ঠা-সময়েই (১৮২১ সালে) গবর্ণমেণ্ট ১২০০০০্ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮২৩ সালে শিক্ষা-কমিটি স্থাপিত হওয়ার সময় পর্য্যন্তও উহার কার্য্য আরম্ভ হয় না। এই বিলম্বের কারণ পরে বিবৃত হইবে। হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সময় উহার গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্য পৃষ্ঠপোষকেরা ১১৩১৭৯্ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। ঐ টাকা যে সওদাগরদের তহবিলে জমা থাকে, তাঁহাদের দেউলিয়া হওয়ায় বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তজ্জন্য মহামতি হেয়ার সাহেবের প্ররোচনায় বিদ্যালয়-কমিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। সে সময়ে কমিটিতে দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়েরই মেম্বর ছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য দেশীয় মেম্বরগণের মতেই নির্ব্বাহিত হইত, কারণ তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল। এজন্য অধিকাংশ ইংরেজ মেম্বরগণ কমিটির কার্য্যে বড় মনোযোগ দিতেন না। কমিটি মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলে অনেক বাদানুবাদের পর গবর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে ৩০০্ টাকা সাহায্য * মঞ্জুর করেন যে, গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়-

* Fisher's Memoir

পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে। * এই মাসিক সাহায্য মঞ্জুর হওয়ার কিছু পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের বাড়ী-নির্ম্মাণের জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ঐ বাড়ী সংস্কৃত কলেজের প্রস্তাবিত বাড়ীর নিকটে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব চলিতেছিল। যে কারণে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, পরে তাহার উল্লেখ করা হইবে।

শিক্ষাকমিটির মেম্বরদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সংস্কৃতভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের উদ্যোগেই কলিকাতায় উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয় বা কলেজ-স্থাপন স্থিরীকৃত হয়। এই কলেজস্থাপন-উপলক্ষেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উহার অনাবশ্যকতা এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্র তাঁহার অসীম দূরদৃষ্টির সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকাশ্যভাবে কেবল তিনিই সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন

* The Indian members of the Vidyalaya proposed a joint Committee on which the General Committee reported as follows "We received a proposal to place the College under the control of a special Committee to consist of an equal number of the General Committee and of the Native Managers, with this condition that no measures should be adopted to which the native members of the Committee should unanimously object We thought it advisable to decline acceptance of the authority thus offered to us, but we deemed it expedient to propose taking a share in the control of the institution as visitors of the College."

Letter, dated 15th October 1824, from The General Committee to Government

শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করেন। তাঁহার এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে এ, পি, হাউএল সাহেব তাঁহার পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"It is one of the most unintelligible facts in the History of English Education in India, that at the very time when the natives themselves were crying out for instruction in European literature and science and were protesting against a continuance of the prevailing orientalism, a body of English gentlemen, appointed to initiate a system of education for the country, was found to insist upon the retention of oriental learning to the practical exclusion of European learning"

ইহার অর্থ এই :—যে সময়ে দেশের লোকে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য এবং প্রচলিত প্রাচ্যশিক্ষানীতি-পরিরক্ষণের বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছিল, সেই সময়ে নূতন শিক্ষাবিধানকার্য্যে ব্রতী কয়েকজন ইংরেজ যে কার্য্যতঃ প্রথমোক্ত বিস্তার একপ্রকার বর্জ্জন করিয়া শেষোক্তের সংরক্ষণের অযথা পোষকতা করিবেন, এদেশে ইংরেজী-শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে ইহা একটি দুর্বোধ সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষাকমিটির উল্লিখিত শিক্ষানীতি অবলম্বনের স্বপক্ষে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সে সময়ে দেশস্থ পণ্ডিতগণ ও সমাজের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ রামমোহন রায় প্রমুখ নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষ বিরোধী ছিলেন, এবং সেই কারণেই গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের মতের বিরুদ্ধে আমূল শিক্ষা-সংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বিশপ হিবার (Bishop Heber) রামমোহন রায় মহাশয়ের পত্র গবর্ণর জেনারেলের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু মিস্ কলেট্ কৃত রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্তে (The Life and Letters of Raja Ram-Mohan Roy by Miss Collet) অথবা জর্জ ট্রিভেলিয়ানের শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকে (George Trevalyan's Education of the people of India) উহার উল্লেখ দেখা যায় না। রাজার আবেদন যে, সেক্রেটারির দ্বারা লাট সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা নিম্ন উদ্ধৃত পত্র হইতেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।* এই আবেদনপত্র বঙ্গবাসীদিগের একটি গৌরবের বস্তু, এজন্য সমগ্র পত্র পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইবে এবং নিম্নে উহার অর্থ দেওয়া হইল।

"যদিও রাজকীয় কার্য্যকলাপসম্বন্ধে স্বকীয় মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেন্টের জ্ঞানগোচর করণবিষয়ে ভারতবাসীরা [illegible]-বশতঃ তূষ্ণীম্ভাবাপন্ন, কিন্তু স্থলবিশেষে ঐ প্রকার সম্মানসূচক তূষ্ণীম্ভাব দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং উপস্থিত বিষয়ের ন্যায় গুরুতর বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধনোপযোগী কোন বিধান উদ্ভাবন ও অবলম্বনে প্রবৃত্ত দেখিয়া

---

* Sir,

I beg leave to send you the accompanying address and shall feel obliged if you will have the goodness to lay it before the Right Hon'ble the Governor General in Council.

Calcutta, the 11th December, 1823.

I have etc.,
Ram Mohan Roy.

তাঁহাদিগকে যথার্থ অবস্থাজ্ঞাপনে উপেক্ষা করিলে এবং দেশের হিতার্থে তাঁহাদের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে আমাদের স্থানীয় অভিজ্ঞান ও বহুদর্শিতা দ্বারা সহায়তা না করিলে আমাদিগের ঔদাসীন্য জন্য তাঁহারা যথার্থই অনুযোগ করিতে পারেন, এবং আমাদিগকেও কর্ত্তব্য বর্জ্জন হেতু অপরাধী হইতে হয়।

দেশের লোকের উন্নতিবিধান-কল্পে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের একটি নূতন সংস্কৃতবিদ্যালয়-স্থাপনের সঙ্কল্প প্রশংসনীয় এবং তাঁহাদের সদভিপ্রায়ের পরিচায়ক। দেশের লোক এজন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। মানবজাতির প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষীর এই বাসনা যে, উহার উন্নতিবিধায়ক সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা উন্নতনীতি অনুযায়ী চালিত হউক, যেন জ্ঞানস্রোত শ্রেষ্ঠতম উপকারসাধনোপযোগী প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে পারে।

এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হওয়ার সময় আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ভারতবাসী প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক অনধিক অর্থব্যয়ের আদেশ দিয়াছেন। আমরা বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম যে, বিজ্ঞ ইউরোপীয় শিক্ষকদ্বারা এদেশীয় লোককে গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও শারীরস্থান-বিদ্যার শিক্ষাদানে এই অর্থ ব্যয়িত হইবে, কেননা ইউরোপীয় জাতিসমূহ ঐ সকল বিদ্যার এতদূর উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন যে, কেবল তদ্দ্বারাই তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোক অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের উদীয়মান সম্প্রদায়ের জ্ঞানোদয় আশায় আমরা উৎফুল্লচিত্ত হইয়াছিলাম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উদারনীতি-

পরায়ণ ও উন্নতিশীল ইংরেজ-জাতি এসিয়াখণ্ডে ইউরোপের বর্ত্তমান-যুগের বিজ্ঞান, সাহিত্যাদির বীজ রোপণ দ্বারা গৌরবাভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

কিন্তু আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে, হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচলিত দেশীয় বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানার্থই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। লর্ড বেকনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় ইউরোপেও এই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ছাত্রেরা তাহাদের মন কেবল দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কূটতর্কের জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া ব্যতীত আর কিছুরই প্রত্যাশা করিতে পাবে না। এ প্রকার জ্ঞান যাহারা প্রাপ্ত হইবে তদ্দ্বারা তাহাদের কিংবা অপর সাধারণের কোনই উপকার হইবে না। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লোকে যাহা জানিত, ছাত্রেরা কেবল তাহাই শিক্ষা করিবে এবং তৎসঙ্গে পরবর্ত্তী কালের অনুধ্যানপরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তি উদ্ভাবিত শূন্যগর্ভ আরও অনেকানেক কূটতত্ত্বপূর্ণ যুক্তি ইত্যাদি (যাহা এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শিক্ষা দেওয়া হয়) শিক্ষা করিবে।

সংস্কৃত ভাষা এতই দুরূহ যে, উহা আয়ত্ত করিতে সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়, এবং সেই কারণেই বহুকাল ব্যাপিয়া উহা জ্ঞানবিস্তারের অন্তরায় হইয়াছে। আর উহার দুর্ভেদ্য আবরণাভ্যন্তরে নিহিত জ্ঞান, কখনই তৎপ্রাপ্তি উদ্দেশে পরিশ্রমের সম্যক্ পুরস্কারও হইতে পারে না। এই ভাষা হইতে যে মূল্যবান্ জ্ঞান সংগ্রহ হইতে পারে, তজ্জন্যই কেবল যদি উহার সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তবে নূতন আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন না করিয়া অন্য উপায়েও তাহা সংসাধিত হইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্রই অনেকানেক অধ্যাপক

পূর্ব্বাপরই সংস্কৃত ভাষা ও প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল বিষয় বিশেষ অভিনিবেশ-সহ অনুশীলনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ত্তমান অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সম্প্রতি কিছু কিছু বৃত্তিদান ও পরে পুরস্কারপ্রাপ্তির আশা প্রদর্শন করিলে, যে শিক্ষাদানকার্য্য এখন তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের অধিকতর চেষ্টা উদ্দীপিত হইতে পারে।

উল্লিখিত কারণে, সম্মানপুরঃসর আমি এই নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি যে, শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা ভারতবাসীদের উন্নতিবিধান জন্য ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অর্থব্যয়ের আদেশ করিয়াছেন, প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন সে উদ্দেশ্যসাধনের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী হইবে। কারণ দেশীয় যুবকবৃন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর শিক্ষায় জীবনের দ্বাদশবর্ষ ব্যয় করিলে উহাদের কোনই উন্নতি লাভ হইবে না। ব্যাকরণের সূক্ষ্মতর্কের দুই একটি দৃষ্টান্ত এই:—খাদ্ অর্থে খাওয়া, খাদতি অর্থে সে (স্ত্রী বা পুরুষ অথবা ইহা) খায় বুঝায়, এক্ষণে প্রশ্ন এই যে খাদতি বলিলে সমস্ত অর্থ, (অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য কেহ খায়) বা আংশিক অর্থ বুঝাইবে? যেমন ইংরেজী ভাষার eats শব্দের eat ও s এই দুই ভাগের প্রত্যেকের নিহিত অর্থ কি এবং শব্দটীর সম্যক্ অর্থ উভয়াংশে একত্র বা প্রত্যেক অংশ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করে, এই প্রকার প্রশ্নও উপরের প্রশ্নের অনুরূপ।

বেদান্তদর্শনে যে সকল প্রসঙ্গের সূচনা আছে, তাহাদের আলোচনায়ও বিশেষ কোন উন্নতির আশা করা যায় না। আত্মা কি প্রকারে ঈশ্বরে লীন হয়, ঐশ্বরিক সত্তার সহিত উহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ইত্যাদি

ঐ সকল প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত। বেদান্ত মতে দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব নাই; সুতরাং যখন পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতির সত্তার অভাব তখন তাঁহারা প্রকৃত স্নেহপাত্র হইতে পারে না, এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে যত শীঘ্র পলাইতে পারা যায় ততই আমাদের শুভ। বেদান্তের এই সকল মত আলোচনা করিয়া যুবকেরা কখনই সমাজে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। আবার মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়া যে প্রকার জ্ঞানলাভ সম্ভবপর, তাহার দ্বারাই বা শিক্ষার্থীর কি উপকার হইতে পারে? যেমন, বেদের কয়েকটি বাক্যের আবৃত্তি করিলে ছাগহত্যা পাপ হইতে কেন মুক্ত হয়? বেদের বাক্যনিচয়ের প্রকৃত-তত্ত্ব ও কার্য্যকরী ক্ষমতাই বা কি? ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ীরাই বা নিম্নোক্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া জ্ঞানের কি উন্নতি করিতে পারিবে? বিশ্বস্থিত পদার্থসমূহ কতগুলি কাল্পনিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে? আত্মা ও শরীরের, শরীর ও আত্মার, চক্ষু ও কর্ণ ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর কি মনঃকল্পিত সম্বন্ধ লক্ষিত হয়? উপরে বর্ণিত কল্পনাপ্রসূত বিদ্যা-শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে যে প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইতে পারে না, তাহার সম্যক্ উপলব্ধি জন্য ভবদীয় সকাশে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইউরোপে লর্ড বেকনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিতে আজ্ঞা হয়।

প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে ইংরেজ জাতিকে অজ্ঞ রাখাই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে দেশে মূর্খতা বজায় রাখিবার পক্ষে উপযোগী ইউরোপের মধ্যযুগের স্কুলম্যানদের দর্শনবিদ্যাকে স্থানচ্যুত করিয়া বেকন-প্রবর্ত্তিত নূতন দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা প্রচলন করা হইত না। এদেশে সেই প্রকার মূর্খতান্ধকার স্থায়ীকরণই যদি ইংরেজ-শাসননীতির

উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা তৎপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইত। কিন্তু এদেশবাসীদের উন্নতি-বিধানই যখন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, তখন অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত জ্ঞানালোকপ্রদানোপযোগী উদার শিক্ষানীতি অবলম্বন করিবেন। গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদান উক্ত শিক্ষারীতির অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। এজন্য একটি উচ্চবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপনের, তাহার আবশ্যক পুস্তক ও উপকরণাদি সংগ্রহের, এবং ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন পারদর্শী শিক্ষকের ব্যয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

আমার ধারণা এই যে, ভবদীয় সকাশে এই বিষয় উপস্থিত করিয়া আমি দেশবাসীদের সম্বন্ধে আমার একটি গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিলাম। এই দেশের অধিবাসীদের উন্নতিসাধন-সংকল্পে প্রণোদিত হইয়া ইংলণ্ডের উদারচেতা রাজা ও শাসকসম্প্রদায় তৎপক্ষে যে তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ী-মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, আমার এই নিবেদনপত্র দ্বারা আমি তাঁহাদের নিকটও আমার কর্ত্তব্য পালন জ্ঞাপন করিতেছি। অতএব ভবদীয় সকাশে বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি এই প্রকার মনোভাব ব্যক্ত করিতে যে সাহসী হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা

১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩। রামমোহন রায়।

গবর্ণর-জেনারেল রামমোহন রায়ের পত্র নূতন-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-কমিটির নিকট পাঠাইয়া দেন। কমিটি সে সময় ঐ পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ডিরেক্টর-সভার ১৮২৪ সালের ১০ই

ফেব্রুয়ারি তারিখের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যের প্রত্যুত্তরস্বরূপ গবর্ণর জেনারেলকে ঐ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, রামমোহন রায়ের তৎকালীন শিক্ষানীতির প্রতিবাদ ডিরেক্টর-সভার গোচরে আসিয়াছিল এবং উহাতেই উক্ত সভার মতও কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকাতার শিক্ষাকমিটি আপনাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি সমর্থন ও ডিরেক্টর-সভার মতের খণ্ডন করিয়াই ঐ পত্র লেখেন। ঐ পত্রে লিখিত মতের পোষকতা এবং রামমোহন রায়ের এই প্রতিবাদ হইতে পাশ্চাত্যশিক্ষা ও প্রাচ্য-শিক্ষা-সমর্থনকারী দুই দলের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এই দ্বন্দ্ব ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চলিতে থাকে, এবং তৎপরে ইংলণ্ডেও উহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ের বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

শিক্ষাকমিটির নিয়োগপত্রে গবর্ণর জেনারেল কমিটিকে জানাইয়াছিলেন যে, শিক্ষাব্যয়সংক্রান্ত সমস্ত সরকারী অর্থ কমিটির হস্তে প্রদত্ত হইবে। তদনুসারে ১৮২৩-২৪ সালের শেষে ঐ বৎসরের ও পূর্ব্ব দুই বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৬৬০০০৲ টাকা কমিটিকে দেওয়া হয়। ১৮১৩ হইতে ১৮২২ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষার জন্য ৬৪৭১৩ পাউণ্ড বা ৬৪৭১৩০৲ টাকা ব্যয় করা হয়।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। যে উদ্দেশ্যেই হউক তিনি উক্ত পত্র নূতন-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকমিটির নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু কমিটিও রাজার পত্রের লিখিত বিষয় লইয়া তাঁহাকে কোন উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কমিটির নিরুত্তর থাকার দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে

পারে। প্রাচীন-পদ্ধতি-অনুযায়ী সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার বিরুদ্ধে রাজা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা অখণ্ডনীয়, সুতরাং কমিটির পক্ষে উহার বিরুদ্ধে বলিবার আর কিছুই ছিল না। অপর কারণ এই হইতে পারে যে, রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সে সময়ে হিন্দুসমাজের ঘোরতর বিসম্বাদ চলিতেছিল। কমিটির মেম্বর ও সমগ্র ইংরেজ সম্প্রদায় জানিতেন, রাজার সহিত হিন্দুসাধারণের কোনই সহানুভূতি নাই, সুতরাং তাঁহার মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলে হিন্দুসম্প্রদায় কখনই অসন্তুষ্ট হইবে না। কমিটির শেষোক্ত ধারণা যে অনেক পরিমাণে ভ্রান্তিমূলক তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। কারণ রামমোহন রায়ের সহিত হিন্দুসমাজের নেতাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে মতদ্বৈধ যতই কেন না থাকুক, ইংরেজি শিক্ষা-প্রচলন বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে রাজার মতাবলম্বী ছিলেন, হিন্দু-কলেজ বা মহাবিদ্যালয়-স্থাপনের সময়ই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ফিসার সাহেব লিখিয়াছেন * যে, রাজা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়াই সংস্কৃতকলেজ-স্থাপনের প্রতিবাদ করেন। এই মত সমর্থন জন্য ফিসার সাহেব, ডিরেক্টর সভা ১৮২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শিক্ষাবিষয়ে গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র প্রেরণ করেন ঐ পত্র ও উহার সমালোচনা, এবং তাঁহাদের শিক্ষানীতি সমর্থন করিয়া শিক্ষা-কমিটি ১৮ই আগষ্ট তারিখে গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লেখেন, তাহাও তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডিরেক্টর-সভার ঐ পত্র হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। হাউএল সাহেব তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সুবিখ্যাত পণ্ডিত যেম্‌স্ মিল্

---

* Fisher's Memoir.

ডিরেক্টরগণের আদেশপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। * তিনি সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিসে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

ডিরেক্টরদের আদেশপত্র ও বাঙ্গালার শিক্ষাকমিটির প্রতিবাদের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে কমিটির সভাপতি মিঃ হ্যারিংটন গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন যে, ডিরেক্টর-সভার আদেশানুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নূতনপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতকলেজের জন্য ইংলণ্ড হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (প্রধানতঃ বল ও গতি-বিজ্ঞান) শিক্ষাপ্রদান-সৌকর্য্যার্থে এক বিশাল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রোপকরণ পাঠাইয়াছেন। কি প্রকারে এই উপকরণ-সমূহের ব্যবহার করা হইবে, কমিটি তাহা হঠাৎ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সংস্কৃতকলেজের পণ্ডিতগণ ঐ সকল উপকরণ দেখিয়া ভীত হইতে পারেন। যাহা হউক কমিটির প্রার্থনা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একজন অধ্যাপকের বেতন মঞ্জুর করেন, এবং উপকরণসমূহের ব্যবহার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে কমিটিকে উপদেশপূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করেন। নূতনশিক্ষা-প্রচলন সম্বন্ধে প্রথম হইতেই কমিটি অনেক পরিমাণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অতি অল্প কয়েকজন মাত্র ছাত্রকে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন মঞ্জুর হওয়ার সময় উহার পরিচালন জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, নূতন শিক্ষাকমিটি

† Howell's Education in India.

প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা উঠিয়া যায়। এই শিক্ষাকমিটি সংস্থাপিত হওয়ার কিছু পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষ উহার গৃহনির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্টও ৮২৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখের এক আদেশপত্রে হিন্দুকলেজ ও স্কুলের জন্য প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের সন্নিকটে সরকারী ব্যয়ে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ মঞ্জুর করেন, এবং তদনুসারে লেফ্‌টেনেণ্ট বারটন নামক জনৈক সৈনিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার উভয় বিদ্যালয়ের বাটীর নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। ইতোমধ্যে ইংলণ্ড হইতে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান-শিক্ষাদানোপযোগী যন্ত্রাদি আসিয়া পৌঁছে। গবর্ণমেণ্ট তখন উভয় বিদ্যালয়ের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতকলেজ ও হিন্দুকলেজের ছাত্রগণকে একত্র বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক আদেশ প্রচার করেন। সুতরাং পূর্ব্বে কলেজদ্বয়ের গৃহের যে নক্সা প্রস্তুত করা হয় তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-বিষয়ে যতদূর সম্ভব শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিবার ভারও কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। কমিটি এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের মত বিবৃত করিয়া ১৮২৩ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট সকাশে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে কমিটি যে শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত পত্রের অংশ বিশেষের মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। পত্রের প্রথমাংশে কমিটি এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন ; (১) সংস্কৃত কলেজের গৃহনির্ম্মাণ ; (২) পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত গৃহের আকার-পরিবর্ত্তন ; (৩) সংস্কৃত কলেজের সন্নিকটে হিন্দু-কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ, (৪) উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে একত্র বিজ্ঞানশিক্ষা-প্রদান জন্য যে অধ্যাপক সরকারী ব্যয়ে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার কার্য্য-

পরিচালনের যেরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর, তাহা স্থিরীকরণ। কমিটি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয় লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোনই আপত্তি হইতে পারে না, বরং এই প্রকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে, তাঁহাদের মতে, উভয় বিদ্যালয়েরই (বিশেষতঃ সংস্কৃত কলেজের) মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক অভ্রান্ত ও ব্যবহারিক জ্ঞান বিস্তৃত হইবে, তাহারা সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয়, এবং অধিকাংশই জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া অপরাপর শ্রেণীর লোকের উপর সমাজে তাহাদের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। সুতরাং এই জ্ঞানবিস্তারের ফল অবশ্যই শুভ হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা শিক্ষার্থীদিগের কৌতূহল ও বুদ্ধিবৃত্তি যে উত্তেজিত হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বতঃই চিত্তাকর্ষক, এবং অধ্যাপক যে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিবেন, সেই সমস্ত, বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আমোদজনক ও জ্ঞান-বিকাশক পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হইবে। ইহাতে প্রধানতঃ এই উপকার সাধিত হইবে যে, অন্য শিক্ষার সহিত এই শিক্ষা অলক্ষিত ভাবে প্রচলিত হইতে থাকিবে, এবং তজ্জন্য কলেজের ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও ছাত্রদের কুসংস্কারজনিত কোন প্রকার আশঙ্কার উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। আর ইহাও আশা করা যায় যে, এই শিক্ষা সাবধানে প্রচলিত হইতে থাকিলে ক্রমে উহা অন্য শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে। এক বিষয়ে হিন্দু ও ইউরোপীয় বিদ্যার সংযোগ স্থাপিত হইলে পরে অন্যান্য বিষয়েও এই প্রকার সম্মিলন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে, এবং বিস্তৃত ও সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রকৃষ্ট আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে।

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের সময় ও স্থান সম্বন্ধে কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করেন—বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এবং তদুপযোগী যন্ত্রাদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপককে এই কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে—বল ও গতিবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, রসায়ন, তাড়িত ও আলোকবিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ। পাঠ্যবিষয়গুলির পর্য্যায় যদিও অধ্যাপকই স্থির করিবেন—তত্রাপি কমিটি পত্রে ইহাও উল্লেখ করেন যে, রসায়ন একটি স্বতন্ত্র ও পরীক্ষামূলক বিষয়রূপে শিক্ষা দিতে হইবে। বিজ্ঞান-বিষয়ের পাঠ কলেজের অতিরিক্ত পাঠ-স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। বলবিজ্ঞান ইত্যাদি ও রসায়ন-বিষয়ে সপ্তাহে দুই দিন পাঠ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারিবে। বেলা ১০টা হইতে ১টা কি ২টা পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও পারদর্শিতা বিবেচনায় পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৎসরের মধ্যে সুবিধামত সময়ে, বিকালে কিংবা কলেজের ছুটির মধ্যে, অধ্যাপক কর্ত্তৃক বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ে সাধারণের জন্য প্রকাশ্যস্থানে শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারিবে। কলেজ ও স্কুলের পরিচালক ও অধ্যাপকগণ এবং ছাত্রেরা সকলেই ঐ প্রকার বক্তৃতা শুনিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত স্কুল ও কলেজের অসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিদিগকেও অল্প কিছু ফি দিলে এই সকল বক্তৃতা শুনিতে দেওয়া হইবে। ফি-এর টাকা অধ্যাপকই অতিরিক্ত পারিশ্রমিকস্বরূপ পাইবেন।

বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে কমিটি এই প্রস্তাব করেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথমশ্রেণীর ছাত্রদিগকেই কেবল বিজ্ঞান-শিক্ষার শ্রেণীতে লওয়া হইবে এবং উক্ত শ্রেণীর সকল ছাত্রকেই বিজ্ঞানের কোন

একটি বিষয়ে বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমগ্র পাঠ শেষ করিতে হইবে। তদতিরিক্ত শিক্ষা, শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও অধ্যাপকের মতের উপর নির্ভর করিবে। অধ্যাপক সংস্কৃত কিংবা অন্য কোন দেশীয় ভাষায় উপদেশ প্রদানক্ষম হইলে সংস্কৃত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্যও বিজ্ঞান শ্রেণীতে শিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হইবে। কমিটির প্রস্তাবে ইহাও উল্লিখিত হয় যে, অধ্যাপককে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য শিক্ষকের ও পুস্তকাদির ব্যয় সরকার হইতে দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞানশিক্ষা-প্রদানের উপযোগী গৃহের সম্বন্ধে কমিটি বলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশিক্ষার যন্ত্রাদি যতদূর সম্ভব সংস্কৃত কলেজের গৃহেই স্থাপিত হইবে এবং ঐ স্থানেই ছাত্রদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে। যদি যন্ত্রাদির পরে বিস্তৃতি হয় এবং উক্ত কলেজের ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে অসুবিধার কারণ হইতে পারে। রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষাদান সংস্কৃত কলেজে হওয়া সম্ভব নহে, কারণ ছাত্রদের বসিবার ঘর ব্যতীত আর একটি কার্য্যশালা (laboratory) চাই। এজন্য সংস্কৃত কলেজগৃহের সন্নিকটে বিজ্ঞানশিক্ষাদানের উপযোগী আর একটি গৃহ নির্ম্মাণ বাঞ্ছনীয়। এই গৃহ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহাতে যন্ত্রাদি সুবিধামত স্থাপন করা যাইতে পারে এবং উহার একটি ঘর রসায়নের কার্য্যশালার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিস্তৃত আর একটি ঘর শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতাদির জন্যও পৃথক রাখা আবশ্যক। প্রস্তাবিত শিক্ষার উন্নতি হইলে ভবিষ্যতে যাহাতে আবশ্যকমত ব্যবহারোপযোগী ঘরের অভাব না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। কমিটি এই প্রসঙ্গে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহারা এই প্রকার একটী গৃহের নক্সা ক্যাপ্টেন বার্টনের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছেন। তদনুসারে নির্ম্মাণের ব্যয় আনুমানিক ১৫৯৯৮৲ টাকা হইতে পারে।

অধ্যাপকের বেতন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০৲ টাকা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কমিটি এসম্বন্ধে বলেন যে, দেশীয় লোকের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়ার যখন কোনই সম্ভাবনা নাই তখন ইউরোপ হইতেই শিক্ষক আনিতে হইবে এবং বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকার কম হইলে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। এতদ্ভিন্ন একজন সহকারী শিক্ষক ও চাকর প্রভৃতির জন্যও মাসিক আরও ১০০৲ টাকা লাগিতে পারে।

সংস্কৃত কলেজের ও মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু-কলেজের বাড়ীর সম্বন্ধে কমিটি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। হিন্দু কলেজের বাড়ী ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত গৃহ সংস্কৃত কলেজের নিকটেই নির্ম্মাণ করা স্থির হইয়াছে। কলেজের বাড়ীর যায়গার মূল্য ব্যতীত নির্ম্মাণের ব্যয় ১৫৯৯৮৲ টাকা হইবে এবং তিনটী গৃহের নির্ম্মাণ জন্য ৮৫৯৬১ টাকা ব্যয় হইতে পারে। শেষোক্ত দুইটী গৃহের জন্য স্থান (সংস্কৃত কলেজের বাড়ীর নিকটেই হেয়ার সাহেবের নিকট প্রতি কাঠা ৫০০৲ মূল্যে লওয়া স্থির হইয়াছে। অতিরিক্ত ভূমির পরিমাণ ৩ বিঘা ৭ কাঠা এবং সমস্ত যায়গার পরিমাণ ৫ বিঘা ৭ কাঠা হইবে। ভূমির মূল্য ও নির্ম্মাণের খরচ জন্য সর্ব্বসমেত ১১২৪৬১৲ টাকা আবশ্যক। ঐ টাকার মধ্যে দুই কলেজের বাড়ীর জন্য ৬০ হইতে ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে।

পত্রের উপসংহারে কমিটি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও ১৮২১ সালের আগষ্ট মাসে কলেজ স্থাপন মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও সংস্কৃত কলেজের কার্য্যারম্ভ হয় নাই। এই নিমিত্ত কমিটি প্রস্তাব করেন যে, শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কলেজের কার্য্য আরম্ভ করা হউক।

বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে উপরি-বর্ণিত প্রস্তাব হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিক্ষাকমিটি পাশ্চাত্যবিদ্যা-প্রবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার আলোচনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রচলন করিলে দেশস্থ লোক কুসংস্কারবশতঃ উহা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় নূতন প্রবর্ত্তিত শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিতেও পারে, এই সন্দেহে তাঁহারা ইউরোপীয় বিদ্যার বিস্তার যাহাতে ধীরে ধীরে ও অপ্রত্যক্ষভাবে হইতে পারে, সেই প্রকার শিক্ষানীতির অনুসরণ শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে যে এদেশের সকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই চিরপ্রচলিত প্রাচীন বিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না এবং উহা আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। যখন বর্ত্তমান কালেও প্রাচীন বিদ্যা ও শিক্ষানীতির অনেকানেক বিচার-বিবর্জ্জিত প্রতিপোষক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের লোকের পক্ষে (প্রাচীনের পরিবর্ত্তে) নূতন শিক্ষার বিদ্বেষী হওয়া অন্যায় ও অসম্ভব বিবেচনা করা যাইতে পারে না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় রাজা রামমোহন রায় তাঁহার সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতাধিক বর্ষাগ্রগামী মহাপুরুষ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন, ভারতবাসীদের উন্নতি পাশ্চাত্যশিক্ষা-সাপেক্ষ এবং তন্নিমিত্তই তিনি প্রাচীন-প্রথানুযায়ী সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রচলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

শিক্ষাকমিটির অবলম্বিত শিক্ষানীতি দুই প্রকার ফলোপধায়ক হইয়াছিল। প্রথমতঃ, এই নীতির সমর্থন হেতু ইংরেজ রাজপুরুষ ও

দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটি প্রাচ্য ও অপরটী পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষাবলম্বী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর এদেশে ও ইংলণ্ডে তর্কযুদ্ধ চলিতে থাকে। উহার সম্যক্ বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কমিটি প্রাচীন উচ্চশিক্ষা-প্রচলনই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বিবেচনা করায় বঙ্গদেশে সাধারণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোনই চেষ্টা করা হয় না। উচ্চশিক্ষাও কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকের জন্যই প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালে কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল নেতারই এই ধারণা ছিল যে, শিক্ষার প্রভাব ধীরে ধীরে উচ্চ হইতে সমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিবে। এই ভ্রান্তিমূলক নীতি অনুসরণ জন্যই বঙ্গদেশ নিম্নশিক্ষা বিষয়ে এখনও অন্যান্য প্রদেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[কলিকাতা মাদ্রাসা, বেনারস্ সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে ডিরেক্টরসভার মত ও আদেশপত্র; তাঁহাদের শিক্ষানীতি; শিক্ষাকমিটি কর্ত্তৃক তাঁহাদের শিক্ষানীতি-সমর্থন; ১৮২৪ সালের পূর্ব্বে মাদ্রাসা ও বেনারস্ কলেজের অবস্থা; শিক্ষা-কমিটি কর্ত্তৃক শিক্ষার অবস্থানুসন্ধান; শিক্ষাব্যয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ; মফঃস্বলের ও কলিকাতার কতকগুলি বিদ্যালয়ের বিবরণ; সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে ডিরেক্টরসভার চূড়ান্ত আদেশ; উচ্চ ও নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত।]

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন সময়ে তদানীন্তন বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে কেবল দুইটি উচ্চশ্রেণীর সরকারী বিদ্যালয় ছিল, (১) কলিকাতা মাদ্রাসা এবং (২) বেনারস্ সংস্কৃত কলেজ। স্থাপনাবধি ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত এই দুইয়ের কোনটিরই ফল সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশিত হয়

নাই। ফিসার সাহেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, মাদ্রাসার আভ্যন্তরিক অবস্থার উন্নতি ও উহার সুপরিচালন জন্য ১৮১৮ সালে ক্যাপটেন আরভিন নামক জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারী মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসার জন্য যে জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার আয় বার্ষিক ৩০০০০৲ টাকা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অভাব-পূরণ জন্য ১৮২১ সালে গবর্ণমেণ্ট ৬০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৮২২ সালে ডাক্তার লামস্‌ডেন মাদ্রাসার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ঐ বৎসরই সর্ব্বপ্রথম নূতন নিয়মানুসারে ছাত্রদের পরীক্ষা গৃহীত হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালক-কমিটির উক্ত বৎসরের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, শিক্ষকদের কুসংস্কার হেতু উহার উন্নতিপথে বহু বাধা উপস্থিত হইতেছিল।* বেনারস্ সংস্কৃত কলেজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা গবর্ণমেণ্টের নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় নাই। ১৮১১ সালে উক্ত কলেজের সংস্কার জন্য লর্ড মইরা যে প্রস্তাব করেন পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, কলেজের উৎকর্ষলাভের প্রধান অন্তরায় হিন্দুদিগের বেতনভোগী হইয়া অধ্যাপকের পদগ্রহণসম্বন্ধে কুসংস্কার, এবং প্রধান শিক্ষকের অপকর্ম্ম ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে বিসংবাদ।† ১৮১০ সালে লেফ্‌টেনেণ্ট ফেল নামক একজন ইংরেজ কলেজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

* The prejudices of the preceptors opposed considerable obstacles in the way of reform. *Fisher's Memoir.*

† The principal cause of the want of efficiency. .. .arises from the prejudices of Hindus against the office of Professor considered

কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস্ সংস্কৃত কলেজের কার্য্য ও শিক্ষার ফল যে একবারেই আশানুরূপ হয় নাই, বিলাতের ডিরেক্টরসভার তাহা অবিদিত ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষাবলম্বী যে দুইটি সম্প্রদায় সে সময়ে উপস্থিত হন, তাঁহাদের মতদ্বৈধের বিষয়ও ডিরেক্টরগণের অজ্ঞাত ছিল না এবং রাজা রামমোহন প্রমুখ কলিকাতার হিন্দুবিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ ও দেশস্থ অধিকাংশ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি যে ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবিষয়ও তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতায় শিক্ষা-কমিটি ও অনরাবল্ গবর্ণমেন্ট শিক্ষাবিষয়ে উক্ত কমিটির মতই সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরসভা যে গবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত তদানীন্তন শিক্ষানীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের ১৮২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্রের নিম্নে বিবৃত অংশ হইতে নিঃসন্দেহ অনুমান করা যাইতে পারে। এই আদেশপত্র সকাউন্সিল গবর্ণরজেনারেলকে সম্বোধন করিয়া লিখিত হয়, এবং এরূপ শুনা যায় যে, খ্যাতনামা জেমস্ মিল উক্ত আদেশপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। যদিও কলিকাতা-সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনাই পত্রের মুখ্য বিষয় ছিল, কিন্তু ডিরেক্টর মহোদয়েরা তদানুষঙ্গিক ভারতগবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত সমগ্র শিক্ষানীতিরও পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ এইস্থানে দেওয়া যাইতেছে।

---

as an office or even as a service. The malversation of the former native rector and the feuds among the members of the College had materially defeated the object of the institution *Fisher's Memoirs*

"প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বিবেচনাতেই কলিকাতায় হিন্দু কলেজের (সংস্কৃত কলেজের) স্থাপন হইতেছে, মুসলমানদের জন্য পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কলেজেরও ঐ দুইটিই উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য, দেশীয় সাহিত্যালোচনায় উৎসাহপ্রদানদ্বারা লোকের মনে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুকূল ভাবের উদ্রেককরণ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কার্য্যকরী বিদ্যার উন্নতি-বিধান। আপনি বলিতেছেন (গবর্ণর জেনারেলের প্রেরিত প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া এই কথা বলা হয়) যে, প্রথমোক্ত বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে ফলোপধায়ক হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর বিষয়ে কিছুমাত্রও হয় নাই। আপনি আরও বলিতেছেন যে, এরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, উদ্দেশ্য সাধনের অসাফল্যজনিত অপযশ হেতু শিক্ষার্থে অর্থদান-বিষয়ে উদারতা-প্রদর্শন দ্বারা যে প্রতিষ্ঠালাভ আশা করা গিয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।

"আমরা এপর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এই আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি যে, বিদ্যালয় দুইটি দ্বারা যদিও এপর্য্যন্ত কোন উপকার সাধিত হয় নাই, কিন্তু প্রস্তাবিত সংস্কার হইলে তাহা অচিরাৎ হইতে পারিবে। এই ভাবী উন্নতির আশ্বাস এবারও আপনি দিয়াছেন।

"আপনি যে সামান্য সংস্কার-প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা হইতে যে বিশেষ কোন উন্নতি হইবে, আমরা সে আশায় একেবারেই আশ্বস্ত হইতে পারি না। আর বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষকেরা অধিকতর কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিলেও তদ্দ্বারা সম্যক্ আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা বিষয়ে আপনি যেরূপ সন্দেহ করেন, আমাদেরও সেই প্রকারই ধারণা।

"প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যে প্রকার বিবৃত

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত কিংবা শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা, বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিজনক কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। ঐ সকল ভাষায় ঐতিহাসিক বিষয়-সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি যাহা কিছু পাওয়া যাইতে পারে, প্রচলিত ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহার অনুবাদ সম্পাদিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রাচ্য-বিদ্যার ইহা ব্যতীত আর কেবল পদ্যসাহিত্য মাত্র আছে। কিন্তু ঐ পদ্যসাহিত্যের আলোচনার জন্য কলেজ স্থাপন করা কথনই প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, আর ঐ উপায়ে আমাদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্যসাধনচেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলোপধায়ক হইতে পারিবে তাহাও অনিশ্চিত।

"ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন এবং উহার উন্নতি-বিধান বিষয়ে আমরা যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, এবং ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শিত হইলে আমরা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেও যে প্রস্তুত আছি, এস্থলে আপনার সম্যক্ বিদিতার্থে তাহাও জানাইতেছি। কিন্তু যে যে বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন জন্য এক্ষণে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে, আদৌ তাহাদের প্রতিষ্ঠাকল্পনার মূলেই ভ্রম দেখা যাইতেছে। হিন্দু বিদ্যার স্থলে কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষাদান করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল। হিন্দু কি মুসলমানদিগকে এইপ্রকার শিক্ষাদান করিতে, যতদূর সম্ভব তাহাদের স্ব স্ব ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইলে তৎসাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত হইত, এবং তাহা হইলে তাহাদের কুসংস্কারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের সাহিত্যে যাহা যাহা আবশ্যকীয় তাহাও বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইত না। এই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিলে নূতনশিক্ষা-প্রণালী-প্রবর্ত্তন পক্ষে অনতিক্রম্য কোন

প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারিত না এবং উক্ত শিক্ষাদ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়াও যাইত। কিন্তু কেবল হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যার শিক্ষাদানই উদ্দেশ্য, এই শিক্ষানীতি প্রচার করিয়া আপনারা এক্ষণে উক্ত প্রকার শিক্ষা-প্রদান করিতেই বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। এই শিক্ষার বিষয়গুলি অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর, যেগুলি নিরবচ্ছিন্ন অনিষ্টজনক তাহার পরিমাণও কম নয়, অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, তাহাই কথঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে।

"যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় অবস্থানুসারে কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থায় আছে, তাহা উহাদের প্রতি সাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা ও উহাদের সংস্কার পক্ষে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থাদি বিবেচনা না করিয়া উন্নতির উদ্দেশে শীঘ্র শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন সঙ্গত নহে। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান অধ্যেতব্য বিষয়ের মধ্যে যাহা অকিঞ্চিৎকর বা যাহা তদপেক্ষাও দূষণীয়, তৎপরিবর্ত্তে আপনার অভিজ্ঞতায় যাহা সমীচীন বিবেচিত হইবে, তাহা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত অবিরত চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া ও ত্রিহুতে কলেজ-স্থাপনের আদেশ দেওয়া হয়, উহাদের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কলিকাতায় কলেজ স্থাপনের যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ এই কলেজের পাঠ্য-নির্দ্দেশ-বিষয়ে প্রাচীন প্রণালী ও প্রথার গণ্ডীতে আপনাকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না; এজন্য (নদীয়া ও ত্রিহুতে যেরূপ থাকিতে হইত) আপনি অনেক পরিমাণে পাঠ্যবিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইবেন। এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি আপনি

অবশ্যই মনোযোগ প্রদান করিবেন, এবং এ বিষয়ে আপনার অনুমোদিত প্রস্তাব আমাদিগকে পাঠাইবেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে যাহাতে তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত জ্ঞাত হইতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা করিবেন।"

ডিরেক্টর-সভার উল্লিখিত আদেশপত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ডিরেক্টর মহোদয়েরা হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষা-প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী না হইলেও তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশপত্র নূতন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকমিটির নিকট প্রেরিত হয় এবং কমিটি উহার সমালোচনা করিয়া গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সকাশে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করেন। ঐ মন্তব্যে কমিটি তাঁহাদের শিক্ষানীতি-সমর্থন পক্ষে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

ডিরেক্টরসভার ১৮২৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পূর্ব্বোদ্ধৃত আদেশপত্রের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যাংশ গবণর জেনারেল বাহাদুর শিক্ষা-কমিটির অবগতির জন্য তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন, ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের আদেশপত্রে যে শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়াছিলেন, উক্ত নীতি ঐ শিক্ষাকমিটি কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়; গবর্ণর জেনারেল কেবল উহার অনুমোদন করেন মাত্র। সুতরাং কমিটি তাঁহাদের শিক্ষানীতির সমর্থন পক্ষে যে সকল যুক্তি-প্রদর্শন আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সন্নিবেশিত করিয়া ১৮ই আগষ্ট (১৮২৪) তারিখে গবর্ণর জেনারেল সকাশে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র ডিরেক্টরসভার অবগতির

জন্যই লিখিত হয় এবং উহা যথাসময়ে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। উহার প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

শিক্ষা-কমিটি পত্রের প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন যে, মাননীয় ডিরেক্টর-সভা যে শিক্ষানীতির অনুমোদন করিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা তাঁহাদের (কমিটির) অনুষ্ঠিত শিক্ষানীতি হইতে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নহে। কারণ ডিরেক্টর মহোদয়গণের আদেশপত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, এতদ্দেশীয় লোকের সংস্কারের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শিক্ষা প্রদান করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে তাহাদের নিজ নিজ ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত, এবং নূতন কোন বিষয়ে শিক্ষাপ্রচলন করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, উক্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে লোকের আস্থা কিংবা অনাস্থাই প্রধানতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। কমিটি নিবেদন করেন যে, তাঁহারাও ঐ সকল বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়াই তাঁহাদের শিক্ষাপরিচালন-নীতি অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে কমিটি ডিরেক্টরগণের মতের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হন। কমিটির বা ভারতগবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়া ডিরেক্টরগণ যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে এক বিষয়ে তাঁহাদের তীব্র কটাক্ষ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে উহাদের প্রতিষ্ঠাপনের উদ্দেশ্যই আদৌ ভ্রমমূলক, কারণ ঐ প্রকার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল অলীক, অনিষ্টকর ও অব্যবহার্য্য কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষাকমিটি এই মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যদিও একথা স্বীকার করিতে

হইবে যে, পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচলন করিবার চেষ্টা অনেক পূর্ব্বে করা সঙ্গত ছিল, কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে উহাদের সাহিত্য ও আইন-বিষয়ে শিক্ষা-দান জন্য বেনারস্ কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ সঙ্গত হইতে পারিত না। যাহাদের জন্য ঐ বিদ্যালয় দুইটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা অন্য কোন প্রকার শিক্ষার বিরোধী হইলে তাহাদিগকে অন্য উপায়ে কখনই নূতন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট আর কোন সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। সামান্য পরিমাণে ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অন্য বিদ্যালয়ে করা যাইতে পারিত, কিন্তু দেশের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকে যখন দেশীয় বিদ্যারই পক্ষপাতী, তখন পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা-প্রদানে কোনই ফল হইত না।

কমিটি আরও নিবেদন করিয়াছিলেন যে, উল্লিখিত যুক্তি যে ডিরেক্টর মহোদয়গণ সমীচীন বিবেচনা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন সন্দেহ না থাকায় ঐ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলা তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন না। কিন্তু ডিরেক্টর-সভার আদেশপত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সমস্ত কারণে গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্ত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সে নীতির অনুসরণ তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। এজন্য কলিকাতায় কেবল প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষা-প্রদানের জন্য আর একটি নূতন কলেজ-স্থাপন তাঁহাদের মতে অনাবশ্যক। ইহার উত্তরে কমিটি এই বলেন যে, নদীয়া ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার

প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট অনেক পূর্ব্বে মঞ্জুর করিয়াছিলেন, এবং ঐ দুই বিদ্যালয়ে যে কেবল হিন্দুদের প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইবে তদ্বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন। কলিকাতায় প্রস্তাবিত কলেজ ঐ দুই বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে স্থাপিত হইতেছে। সুতরাং তাহাতে প্রাচ্যবিদ্যা ব্যতীত অন্য বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। প্রাচ্যবিদ্যার সঙ্গে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য বিদ্যার শিক্ষাদানে অবশ্য কোন বাধা নাই। কিন্তু এস্থলে দেখিতে হইবে, দেশীয় লোকের নিকট কোন্ প্রকার শিক্ষা আদরণীয়। কমিটির বিশ্বাস এই যে, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায়ের লোক সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিদ্যাচর্চ্চার পক্ষপাতী নহে। সুতরাং অন্য কোন প্রকার শিক্ষাপ্রদান-চেষ্টা বৃথা হইবে, কারণ ইউরোপের বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা তাহারা প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে না।

কোন প্রকার শিক্ষাদ্বারা লোকের মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে উক্ত শিক্ষার উপকারিতায় লোকের বিশ্বাস আছে কি না। যাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, উহারা পাশ্চাত্য সাহিত্য বা বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান কিরূপ তুচ্ছ মনে করে। উপজীবিকা-লাভের জন্য ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি আস্থা কতক লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু উহাদের সংখ্যা অতি অল্প। পণ্ডিত ও মৌলবীগণ তাহাদের দেশীয় বিদ্যাতেই সন্তুষ্ট এবং উহা ব্যতীত আর কিছু (যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্য বা বিজ্ঞান) শিক্ষার জন্য প্রয়াস তাহাদের বিবেচনায় নিষ্প্রয়োজন। যতদিন এই প্রকার কুসংস্কার

দূরীভূত না হইবে, এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, শীঘ্র উহা অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, তখন প্রাচীন ভিন্ন শ্রেষ্ঠতর পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রদানের চেষ্টা করিলে, দেশীয় লোকের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। পাশ্চাত্যবিদ্যা-প্রচলনপক্ষে সাধারণ লোকের এই প্রকার ধারণা একটি বিশেষ অন্তরায়। আর শিক্ষাবিষয়ে ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানতাসম্বন্ধে কুসংস্কার কতকপরিমাণে মন্দীভূত হইলেও, এখনও সম্পূর্ণরূপ উহা দূরীভূত হয় নাই। সুতরাং কোন প্রকার নূতন শিক্ষার হঠাৎ প্রবর্ত্তন করিলে ঐ কুসংস্কারজনিত বিদ্বেষভাব প্রবল হইতে পারে এবং শিক্ষাবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সদভিপ্রায় সম্বন্ধে বিশ্বাস যে পরিমাণে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইতেছে, তাহাও না থাকিতে পারে। সরকারী বিদ্যালয়গুলি যে উদ্দেশ্যে ইংরেজকর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কমিটির মতে তাহা একটা গুরুতর বিবেচ্য-বিষয়। তাঁহাদের এই ধারণা যে, এইপ্রকার ব্যবস্থা কিছুদিন চলিলে ক্রমে তাঁহারা শিক্ষক ও ছাত্রদের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবেন এবং তখন নূতন কোন বিদ্যার প্রচলনও সম্ভবপর হইতে পারিবে।

কমিটি বলেন যে, আর একটি বিষয়ও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। ভারতবাসিগণ পাশ্চাত্য বিদ্যা-লাভের জন্য প্রয়াসী ও প্রস্তুত হইলেও কি উপায়ে তাহাদিগকে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? উহাদের ভাষার সাহায্য ব্যতীত যে এই প্রকার শিক্ষাদান অসম্ভব, তাহা মাননীয় ডিরেক্টরগণও স্বীকার করিয়াছেন। এই কার্য্যের প্রারম্ভে শিক্ষকগণকে শিক্ষাপ্রদান ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রণয়ন করা আবশ্যক। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন সম্ভবপর? যতদিন এই অভাব

দূর না হইবে, ততদিন উচ্চশ্রেণীর সামান্যসংখ্যক ব্যক্তিগণের মধ্যে অল্পাধিক ইংরেজি-শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা চলিতেছিল, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতেই উপযুক্ত শিক্ষক-সংগ্রহের আশা করা যাইতে পারে, এবং কেবল তাহাদের দ্বারাই দেশীয় লোকের কুসংস্কার দূর হইতে পারিবে।

কমিটি নিবেদন করেন যে, প্রাচ্যবিদ্যার অযথা গৌরববৃদ্ধি-করণার্থ তাঁহারা কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, মাননীয় ডিরেক্টরগণ উক্ত বিদ্যাসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে এদেশীয় গ্রন্থাদিতে যাহা কিছু আছে, তাহা শিক্ষা দেওয়ার বা শিক্ষা করার জন্য প্রয়াস—বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষাও গর্হিত কার্য্য। এই মতের ভ্রম প্রদর্শন করিতে হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার নানাবিধ শাখার আপেক্ষিক গুণাগুণ বিস্তৃতরূপে তুলনা করা আবশ্যক। নতুবা একের অপেক্ষা অপরের শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হইতে পারে না। সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় লিখিত দর্শনশাস্ত্র ঐ দুই ভাষাতেই অতি সুন্দররূপে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। হিন্দুদের পাটীগণিত ও বীজগণিত ইউরোপীয় গণিত হইতে পৃথক্‌ নহে। মাদ্রাসাতে ইউক্লিডের গণিতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দেশের সুশাসনসম্বন্ধে আইন একটি প্রধান বিষয়; এবং ভাষাশিক্ষার উপরই ঐ শিক্ষা নির্ভর করে। সুতরাং আইন ও ভাষা-বিষয়ের শিক্ষাদানকে বৃথা সময় ব্যয় করা বলা যাইতে পারে না। কমিটি ইহাও বলিতে ত্রুটি করেন না যে, মাননীয় ডিরেক্টরগণ অনেকানেক বিদ্যাশাখার প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই এদেশীয় বিদ্যার নিকৃষ্টতা-সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ সাহিত্য-বিষয়ক মত সম্বন্ধেও

কমিটি এই বলেন যে, ডিরেক্টরমহোদয়গণ তাঁহাদের আদেশপত্র প্রেরণকালে সকল বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করেন নাই। ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যদি কোন মৌলিক গ্রন্থাদি থাকে তাহা ইউরোপীয় লোক্দ্বারা অনুবাদিত হউক। ইউরোপীয় অনুবাদকের আবশ্যকতা আছে কি না, এবং যদি মুসলমান-সময়ের ইতিহাসই এই অনুবাদের বিষয় হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুবাদ-কার্য্যটি যে কি পরিমাণ গুরুতর ব্যাপার হইবে, তাহা বিবৃত না করিয়া কমিটি কেবল এইমাত্র বলেন যে, দেশীয় লোককে তাহাদের স্বদেশের ইতিবৃত্ত-অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত-করণপক্ষে বাধা দেওয়ার কোনই কারণ দেখা যায় না, এবং দেশের লোকের অনূদিত গ্রন্থাদি তাহাদের অধ্যয়নের উপযোগী না হওয়ারও কোনই কারণ নাই ?

"ডিরেক্টরমহোদয়গণের আর একটি অসঙ্গত মত সম্বন্ধেও কমিটি নীরব থাকেন নাই। ডিরেক্টরসভা লিখিয়াছিলেন যে, ইতিহাস বা দর্শন-শাস্ত্রাদি ব্যতীত প্রাচ্য বিদ্যার আর কেবল একমাত্র শাখা কাব্য, এবং ঐ কাব্যবিষয় শিক্ষাপ্রদান জন্য কলেজ-স্থাপন কখনই আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। কমিটি বলেন তাঁহাদের জ্ঞানগোচরে কেবল কাব্যশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে, সকল দেশেই কলেজে সাহিত্য শিক্ষা দিতে হইলে কাব্য ঐ প্রকার শিক্ষার একটি অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে, এবং উহা পরিত্যাগ করা হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্যবিষয়ের সঙ্কীর্ণতা-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কোন ভাষা এবং উহার সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে হইলে উক্ত ভাষার কাব্যগ্রন্থাদি বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন না করিলে উহাতে ব্যুৎপন্ন হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত কমিটি বলেন

যে, হিন্দু ও মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সাহিত্যের অংশস্বরূপ কাব্যগ্রন্থাদি পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ এই কাব্যগ্রন্থসমূহ হইতেই শিক্ষার্থীরা জাতীয়-সাহিত্য-নিহিত অলঙ্কার, জাতীয়মনোভাবব্যঞ্জক উচ্ছ্বাসোক্তি এবং পরিমার্জ্জিত শব্দবিন্যাস-প্রণালী ও ভাষার বিশুদ্ধলিখন-পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ ক'রতে পারিবে।

কমিটি এই নিবেদন করিয়া পত্রের উপসংহার করেন যে, অবস্থানুসারে তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে অযৌক্তিক ডিরেক্টর-সভা তাহা উপরে প্রদর্শিত যুক্তি হইতে অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রচলনসম্বন্ধে কমিটির এই শেষ কথা থাকে যে, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই উক্ত শিক্ষার প্রচলনে যত্নপর হইবেন।

শিক্ষাকমিটির উক্ত মত কতদূর সমীচীন, তাহা বিবেচনা করিতে হইলে একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীদের জ্ঞানোন্নতির প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। পাশ্চাত্যশিক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে, এ বিশ্বাস সে সময়ে বড়ই প্রবল ছিল, আর দেশীয় বিদ্যাই যে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ধারণাও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ছিল, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। সুতরাং শিক্ষাকমিটির অনুষ্ঠিত শিক্ষা-প্রণালী দেশ, কাল ও পাত্র-বিবেচনায় অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কেবল উচ্চশিক্ষা-সম্বন্ধেই তাঁহাদের মত সমর্থনযোগ্য, সাধারণ বা ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রচলনবিষয়ে ঐ মতের পোষকতাপক্ষে কোনই সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। সে সময়ে দেশের অনেক স্থানে খৃষ্টীয় মিশনারি ও দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া

হইতেছিল। অল্লাধিক ইংরেজি-ভাষা-শিক্ষার প্রতি দেশীয়দের, সম্পূর্ণ অনাস্থা থাকিলে দেশীয় প্রচলিত ভাষায় বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ও তৎসঙ্গে ইংরেজিভাষা-শিক্ষাপ্রদানোপযোগী বিদ্যালয়গুলির আদর কখনই হইত না। গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে এই শ্রেণীর একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন নাই। তবে এই প্রকার শিক্ষার প্রতি যে, তাঁহাদের সহানুভূতি একেবারেই ছিল না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কারণ গবর্ণমেণ্ট তখন হিন্দুমহাবিদ্যালয়ের (হিন্দুকলেজের) ও মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত অনেক পাঠশালার সাহায্য করিতেছিলেন। ডিরেক্টরসভার আদেশপত্রে এবং কমিটির প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু ডিরেক্টর-সভা যে, রাজার পত্রে প্রদর্শিত যুক্তি অনেকাংশ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য-বিদ্যা-প্রচলনদ্বারা নূতন জ্ঞানালোকের বিকাশ হইলে দেশীয় লোকের কুসংস্কার দূরীকৃত হইবে এবং ব্যবহারিক অনেক বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান-লাভ হইতে পারিবে, ডিরেক্টর-সভা এবং রাজা বাহাদুর উভয় পক্ষেরই এই প্রধান মন্তব্য ছিল। রাজা বাহাদুরের পত্রের প্রায় একবৎসর পর যখন ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের শিক্ষানীতি-সম্বন্ধে মত প্রচার করেন, তখন উক্ত পত্রের মর্ম্ম যে, তাঁহারা অবশ্যই অবগত ছিলেন, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না।

ডিরেক্টর-সভা তাঁহাদের ১৮২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের আদেশপত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস্ হিন্দুকলেজের দ্বারা শিক্ষোন্নতি বিষয়ে যে আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না, তাহা গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের উক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ের

তদানীন্তন অবস্থাসম্বন্ধীয় রিপোর্ট হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং ঐ দুই বিদ্যালয় যে অকর্ম্মণ্য, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা দেশীয় প্রাচীন শিক্ষার জন্য আরও অর্থব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন। যে সমস্ত কারণে ভারত-গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাচীন বিদ্যাচর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা শিক্ষাকমিটির পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। এস্থলে ১৮২৪ সালের পূর্ব্বে মাদ্রাসা ও বেনারস্ কলেজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

আরবি ও পারসি ভাষা এবং মুসলমানদের ব্যবস্থা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ভাষা ও ব্যবস্থা-শাস্ত্র ব্যতীত মুসলমানদের দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, পাটীগণিত, অলকার, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদিও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভূত ছিল। প্রথমতঃ পাঁচ জন শিক্ষক দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁহাদের বেতন মাসিক ৩০০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে। শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণী ছিল এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ১৫৲ টাকার ও সর্ব্ব-নিম্ন শ্রেণীতে ৬৲ টাকার বৃত্তি দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য প্রথমতঃ বার্ষিক ২৯০০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয় এবং বিদ্যালয়ের পরিচালন-কার্য্যের ভার প্রধান শিক্ষকের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সম্পত্তি প্রধান শিক্ষকের এক প্রকার জায়গীর-স্বরূপ থাকে; কারণ তাঁহার অভাবে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণও যে বিদ্যালয় পরিচালন করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই প্রধান শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ হইতে থাকে; এজন্য ১৭৮৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়-পরিচালন-কার্য্যের

ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু নানাবিধ সংস্কার-সাধনোপায় অবলম্বন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়-পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৭৯১ সালে উহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষ-জনক দৃষ্ট হওয়ায় প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করা হয়, এবং বিদ্যালয়-পরিচালন-কার্য্যের ভার এক কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। এই কমিটিও যে আশানুরূপ সংস্কার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না; কারণ ১৮১২ সালে কমিটির মেম্বর ডাক্তার লামস্‌ডেন বিদ্যালয়ের কার্য্যাক্ষমতা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সকাশে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কোন ফল না হওয়ায় কমিটির উপদেশানুসারে গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮ সালে ক্যাপটেন আরভিন্‌ নামক একজন সাহেবকে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। পরিচালন-কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত হয়। ঐ বৎসরেই মাদ্রাসার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির আয় ৩০,০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮২১ সালে কমিটির প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের আবশ্যক পুস্তকাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ঐ সময়ে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী মাত্র ১২ খানি পুস্তক ছিল।* ঐ বৎসরেই শিক্ষাকার্য্য-পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় এবং ঐ নিয়মানুসারে ১৮২২ সালে ছাত্রদের প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয়। ইহার পর হইতে মাদ্রাসার পর পর উন্নতির উল্লেখ

* In 1821 the Committee reported on the lack of books—the stock consisting only of 12 volumes, and Government agreed to an expenditure of Rs. 6000 for the formation of a respectable library. —Fisher's Memoir.

দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২২ সালে ডাক্তার লামস্‌ডেন মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে মাদ্রাসার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে উহার মাসিক ব্যয় নিম্নের হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ব্যয়ের হিসাব।

সাহেব সম্পাদক ...	৫০০৲	১ জন খাতিব	২০৲
দেশীয় সহকারী .	১০০৲	„ লাইব্রেরিয়ান	৩২৲
প্রধান শিক্ষক .	৩০০৲	„ হাকিম	৪০৲
দ্বিতীয় „ ...	১০০৲	মোজ্জেন	১০৲
তৃতীয় „ .	৮০৲	„ হরকরা	৫৲
চতুর্থ „ ...	৬০৲	„ মালি	৪৲
পঞ্চম „ ...	৬০৲	৩ জন দারোয়ান	১২৲
	১২০০৲	„ ঝাড়ুদার	১০৲
প্রথমশ্রেণীর ১৯ জন ছাত্রের বৃত্তি,		১ জন দপ্তরি	৮৲
মাসিক ১৫৲ হিসাবে		২ জন ভিস্তি	১০৲
(কর্ত্তন বাদে) ..	২৬৮৷৷০	লাইব্রেরির কাগজ ইত্যাদি	
দ্বিতীয়শ্রেণীর ৩২ জনের ১০৲		ও কেরাণীর জন্য	৫০৲
হিসাবে (কর্ত্তন বাদে)	৩১১৷৷৶৮		১৭৩৲
তৃতীয়শ্রেণীর ২৩ জনের ৮৲			
হিসাবে ...	১৮৪৲		
	৭৭৪৶৮		
	১৯৭৪৶৮		
	১৭৩৲		
	২১৪৭৶৮		

মাসিক আয় গড়ে ২৫০০৲ ছিল। সুতরাং মাসিক ব্যয় তদপেক্ষা অনেক কম হারে হইত।

বেনারস্ সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনের এবং যে সকল কারণ উহার উন্নতির প্রতিবেধক হইয়া উঠে, তাহারও কিছু কিছু বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয় প্রথমতঃ আটজন শিক্ষক ও একজন তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। নয়জন বৃত্তিভোগী ছাত্র ব্যতীত কয়েক জন অবৈতনিক ছাত্রও লওয়া হইত। পাঠ্যবিষয়গুলির সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সমগ্র দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র বা ব্যবহার-সংহিতা, গণিত, পুরাণ ও অভিধান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়েই সুশিক্ষা দেওয়া হইত না। বিদ্যালয়ের পরিচালন-কার্য্যেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। ১৮০৪ সালে কলেজ-কমিটির সভাপতি ব্রুক সাহেব কলেজের সংস্কার-বিধান-কল্পে যে প্রস্তাব করেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কলেজের প্রতি হিন্দুসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা-প্রদর্শন দূরে থাকুক, তাহারা উহাকে এক উপহাসের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করিত। শিক্ষক-দিগকে কেহ পণ্ডিতশ্রেণীভুক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিত না, সর্ব্বসাধারণের এই ধারণা ছিল, উহারা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী অযোগ্য নিকর্ম্মা ব্যক্তি। ১৮০১ সালে নানাপ্রকার অবৈধকার্য্যের জন্য প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করা হয়, কিন্তু ১৮০৪ সাল পর্য্যন্তও তাঁহার স্থানে কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় না। ব্রুক সাহেবের প্রস্তাব-অনুসারে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কলেজের সংস্কারবিধান জন্য কতকগুলি নূতন নিয়ম অনুমোদন এবং স্থানীয় কমিটিকে পরিচালন বিষয়ে অধিক-

তর ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সংস্কার-চেষ্টার ফলে নূতন প্রধান অধ্যাপক-নিয়োগ, নিয়মিতরূপে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি-প্রদানের এবং ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণের সুব্যবস্থা করা হয়।

মাদ্রাসা ও বেনারস্ কলেজের তদানীন্তন অসন্তোষজনক অবস্থা মাননীয় ডিরেক্টরগণের নিশ্চয়ই অবিদিত ছিল না। ঐ দুই বিদ্যালয়ের আকাঙ্ক্ষিত ফলদানাক্ষমতাই ঐ শ্রেণীর আর একটি নূতন বিদ্যালয়-সংস্থাপনপক্ষে তাঁহাদের অনভিমত-প্রকাশের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আনুষঙ্গিক আর একটি কারণ এই যে, সে সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষিত ও উচ্চ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিরই এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের হিন্দু বা মুসলমানদিগের প্রাচীন বিদ্যার আলোচনা দ্বারা কেবল প্রাচীন কুসংস্কার বদ্ধমূলকরণ ব্যতীত অন্য কোন ফল হইতে পারে না। এই কারণেই তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রচলনবিষয়ে ভারতগবর্ণমেণ্টের মনোযোগ যাহাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করেন। যে সমস্ত কারণে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টর-সভার অভিপ্রেত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। কমিটি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মত সমর্থন করেন, তাহার সমীচীনতা স্বীকার করিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ১৮২৩ সালের পূর্ব্বে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উচ্চ-পদস্থ ইংরেজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ বা সাধারণ-শিক্ষার, কেহ উচ্চ-শিক্ষার এবং অধিকাংশই দেশীয় প্রাচীন শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার জন্য যে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অতি সামান্য। এই কারণে অনেকে উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের শিক্ষোন্নতির উদ্দেশেই কেবল

গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় করা সঙ্গত, এই মতের পোষকতা করিতে থাকেন। * যে কারণেই হউক, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে কেবল ইংরেজকর্ম্মচারিগণ নয়, দেশীয় গণ্যমান্য সমস্ত লোকই সে সময়ে এই শিক্ষানীতি সমর্থন করিতে থাকেন। বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে সমাজের নিম্নস্তরে স্বতই প্রবেশ করে, এই ভ্রমমূলক শিক্ষানীতি বঙ্গদেশ ব্যতীত ইংরেজা-ধিকৃত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধেরও কতক সময় পর্য্যন্ত এরূপ অপ্রতিহত ভাবে অনুসরণ করা হয় নাই।

১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষাকমিটি প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও দেশস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে এক বিবরণী চাহিয়া পাঠান। বঙ্গদেশে মফস্বলের শিক্ষার অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের এই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে এই প্রকার চেষ্টা আর করা হয় নাই। বিবরণী-সংগ্রহ জন্য কমিটি যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহার ভূমিকায় তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে, দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার উন্নতিসাধন, কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন (অর্থাৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিদ্যাবিষয়ক শিক্ষার †) এবং নৈতিক উন্নতিবিধান হইতে পারে· তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট-সকাশে আবশ্যকমত প্রস্তাব প্রেরণ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

* The theory of the downward permeation of knowledge prevailed largely, one suspects, because the opposite theory led to impossible paths.—Selections from Educational Records, Vol. I, p 30.

† "The introduction of useful knowledge including the sciences and arts of Europe."

সুতরাং এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, কমিটি পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রচলনের বিরোধী ছিলেন, অথবা কেবল উক্তশিক্ষার পক্ষাবলম্বীদের মনস্তুষ্টির জন্যই তাঁহারা উপরি লিখিত বাক্য তাঁহাদের পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। কমিটি যে যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। সাধারণের অর্থে বা ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত জেলার সহরে ও পল্লীতে কোন কলেজ, স্কুল বা অন্য প্রকারের বিদ্যালয় থাকিলে তাহার বিবরণ।

২। ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কি প্রকার ব্যবস্থা আছে এবং কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে?

৩। ছাত্রেরা কি কি পুস্তক পাঠ করে? পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয় কি না?

৪। শিক্ষকেরা কোন্ শ্রেণীর লোক? অর্থাৎ উহারা উচ্চজাতীয় বা নিম্নজাতীয় লোক?

৫। শিক্ষকদিগকে মাসিক বা বার্ষিক কত বেতন দেওয়া হয় এবং উহা কিরূপে সংগ্রহ করা হয়?

৬। যদি সরকারী সাহায্য বা বৃত্তি দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তবে ঐ সাহায্য বা বৃত্তি কি প্রকারের এবং কি অবস্থাতে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল? অর্থাৎ প্রত্যেক বৃত্তি বা সাহায্য প্রথমতঃ কে, কাহাকে, কি হারে, কতদিনের জন্য প্রদান করেন? প্রধানতঃ কি উদ্দেশ্যে উহা প্রদত্ত হয়? এবং উহা কি প্রকারের, ভূসম্পত্তি বা নগদ অর্থ? ঐ প্রকার সম্পত্তির বার্ষিক আয় কত? এক্ষণে উহা কিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে?

৭। যে সকল স্কুল, কলেজ ও অন্য শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, সে

সমস্ত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়ার যোগ্য কি না? সাহায্য দিতে হইলে উহা কি নিয়মে দেওয়া যাইতে পারে?

৮। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কত?

৯। কত বয়সে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং কত বয়সে উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে?

১০। ছাত্রেরা শিক্ষকের আশ্রমে কিংবা অন্য কোন স্বতন্ত্র স্থানে থাকিলে উহাদের আহার, পরিধেয় ইত্যাদি জন্য ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে?

১১। যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে কতদূর অনুকূল? কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এবং অন্যান্য সমিতি যে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি ছাত্রদের জ্ঞান ও নীতির উন্নতিসাধনপক্ষে বিশেষ উপযোগী?

পত্রের উপসংহারে কমিটি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উল্লিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর কখনই আশা করেন না। শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার পক্ষে যে সমস্ত অন্তরায় আছে, তাহা তাঁহাদের অবিদিত নাই। কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য অনুসন্ধান করিলে লোকের মনে যে নানাপ্রকার সন্দেহের এবং ভয়ের উদ্রেক হইতে পারে, তাহাও তাঁহারা অসম্ভব মনে করেন না। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেশমধ্যে কিরূপ শিক্ষার বিস্তার হইলে লোকের উপকার সাধিত হইতে পারে, এবং পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রচলন আবশ্যক কি না এবং উক্তশিক্ষা ইংরেজি কিংবা দেশীয় ভাষার সাহায্যে দেওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়েও কমিটি স্থানীয় কর্ম্মচারীদের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হেমান্ উইলসন সাহেব সে

সময়ে শিক্ষা-কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং উল্লিখিত পত্র তাঁহারই স্বাক্ষরে প্রেরিত হয়। ১৮২৬ সাল পর্য্যন্তও উহার উত্তর আসিতে থাকে।

শিক্ষার ব্যয়সম্বন্ধে শিক্ষা-কমিটি ১৮২৩ সালের শেষভাগে গবর্ণমেণ্ট-সকাশে এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। ঐ প্রস্তাবসম্বন্ধে ১৮২৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কর্ত্তৃক কমিটির তত্ত্বাবধান-ভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের ব্যয়-নির্ব্বাহ বিষয়ে এক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। উহার স্থূল স্থূল বিষয়গুলির নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। সকাউন্‌সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিটির রিপোর্টে প্রদর্শিত যুক্তি সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া এই স্থির করেন যে, তাঁহারা যে সকল নূতন বিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল নিম্নলিখিত স্থানের বিদ্যালয়ের জন্যই সরকারী একলক্ষ টাকা হইতে সাহায্য দেওয়া হইবে :—

চুঁচুড়ার স্কুলের জন্য	৯৬০০৲
ভাগলপুরের "	৩৬০০৲
রাজপুতানার "	৩৬০০৲
	১৬,৮০০৲

২। কমিটি যে কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল বিদ্যালয় পরিচালন করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে শিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য বার্ষিক ৮৩,২০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। যদি কোন কারণে ঐ সাহায্য বন্ধ, কিংবা উহার পরিমাণ ন্যূন করা হয়, তাহা হইলে কমিটির অন্য প্রকারের আয় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইবে। কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীন ভবিষ্যতে যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হইবে, তদ্বিষয়ে নিম্নের বিধান মঞ্জুর করা হয়।

(১) ১৮১৯ সালের আদেশ-অনুসারে মাদ্রাসার আয় বার্ষিক

৩০,০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৮১৯-২০ সালের প্রথম হইতে ঐ হারে উক্ত টাকা কমিটিকে দেওয়া হইবে এবং ঐ বৎসর হইতে মাদ্রাসার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব স্থির করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যাইবে, তাহা এবং প্রতিবৎসরে এইরূপ উদ্বৃত্ত টাকা উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য কমিটির হস্তে মজুত থাকিবে। ১৮২৪ সাল হইতে মাদ্রাসার হিসাবে মাসিক ২৫০০৲ টাকা জমা দেওয়া হইবে, এবং ঐ টাকা ও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিবার জন্য কমিটিকে স্বতন্ত্র আদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে না। ব্যয় মঞ্জুর জন্য কমিটি যে সকল বিল্ পাঠাইবেন তাহাতে সম্পাদক ও আর দুই জন মেম্বরের স্বাক্ষর থাকিবে।

(২) কলিকাতা হিন্দুকলেজের (সংস্কৃত-কলেজের) জন্য বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা ১৮২১ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে মঞ্জুর করা হয়। পূর্ব্বোক্ত মাদ্রাসার নিয়মানুসারে ঐ টাকাও উক্ত তারিখ হইতে কমিটিকে দেওয়ার আদেশ হয় এবং মাদ্রাসার নিয়মে উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবার নিয়ম করা হয়।

(৩) ১৮২১-২২ এবং ১৮২২-২৩ এই দুই বৎসরেই গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রাজস্ব হইতে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থ অল্পাধিক পরিমাণে মজুত হয়। উহার কতক অংশ শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় করা গবর্ণমেণ্ট যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। বিশেষতঃ কার্য্যারম্ভসময়ে, কমিটির হস্তে শিক্ষা-সংক্রান্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত আনুষঙ্গিক আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকাও গবর্ণমেণ্ট বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কমিটির শিক্ষা-নির্ব্বাহ জন্য বার্ষিক যে ৮৩,২০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কমিটিকে তাহা ১৮২১-২২ সালের

প্রথম হইতে প্রদান করা হয়। উক্ত বৎসর হইতে ঐ টাকা মাসে মাসে কমিটির হিসাবে জমা দেওয়া হয়। *

(৪) নির্দ্দিষ্ট মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ কিংবা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাজে খরচের জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর সাপেক্ষ থাকিবে না। ঐ সকল ব্যতীত অন্য প্রকারের ব্যয় কিরূপ নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কমিটি সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পার্‌সিবিভাগ হইতে উপদেশ পাইবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা-কমিটি ১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মফস্বলের শিক্ষার অবস্থা জানিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় পত্রপ্রেরণ করেন। ঐ পত্রের উত্তরে কোন স্থান হইতে কিরূপ বিবরণ আসিয়াছিল, তাহা কমিটির কোন রিপোর্টে সম্যক্‌রূপে উল্লিখিত হয় নাই। উহার কারণ এই অনুমান করা যায় যে, বিবরণসমূহ এক সময়ে কমিটি পান নাই, তিন চারি বৎসর ধরিয়া ঐগুলি আসিতে থাকে। কমিটির সর্ব্বপ্রথম কার্য্যবিবরণী ১৮৩১ সালে গবর্ণমেণ্ট-সকাশে প্রেরিত হয়। ঐ রিপোর্ট কমিটির সম্পাদক হোরেস হেম্যান উইল্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হয়। উহাতে মফস্বলের স্কুলের কিছু কিছু বিবরণ সন্নিবেশিত থাকে। ইহা ব্যতীত কেবল মিঃ এডাম সাহেবের বাঙ্গালায় শিক্ষা-সম্বন্ধে বিস্তৃত তিন রিপোর্টের স্থানে স্থানে ঐ সকল বিবরণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কমিটি যে শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে এরূপ অনুমান অসম্ভব হইতে পারে না যে, সে

* কলিকাতা মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, বেনারস্ কলেজ, মুরশিদাবাদ স্কুল ও কলেজের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহা এই ৮৩,২০০৲ টাকা হইতে দেওয়া হইত না।

সময়ে কেবল কলিকাতা ও অন্য কয়েকটি সহরের কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষোন্নতির চেষ্টাতেই তাঁহাদের কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখা তাঁহারা সমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের ১৮২৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের আদেশপত্রে কেবল রাজপুতানা, ভাগলপুর ও চুঁচুড়ার স্কুলের উল্লেখ আছে। ঐ কয়েকটি ও অন্যান্য স্থানের সে সময়ের যে সকল বিদ্যালয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সামান্য বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। * এডাম্ সাহেবের রিপোর্ট হইতেও কতক কতক বিষয় এই বিবরণমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

চুঁচুড়ার স্কুলের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৮২৪ সালে ঐ সকল স্কুল শিক্ষাকমিটির তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভূত হয়।

ঢাকা সহরে সে সময়ে (অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ সালে) যে অনেকগুলি স্কুল ছিল, তাহা ডাঃ হ্যামিলটনের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়। কেবল সাধারণ লোকের ছেলেরাই ঐ সকল স্কুলে পড়িত। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বালকদের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত রাখিবার প্রথা ছিল। শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ ঢাকা সহরে ও উহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে কতকগুলি স্কুল চালাইতেছিলেন; ঐগুলি ১৮০১ ও উহার পর কয়েক বৎসর মধ্যে স্থাপিত হয়। ১৮২৩ সালে সহরের স্কুল পরিচালন জন্য দেশীয় লোকে এক সমিতি গঠন করিয়া ছয়টি স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুরের মিসনারি-সমিতিও পূর্ব্বোক্ত সমিতিকে সাহায্য ও উহার সহযোগিতায় কার্য্য করিতে থাকেন। ঐ সকল স্কুলের সংখ্যা ১৮২৯ সালে পঁচিশ পর্য্যন্ত হয় এবং উহাদের ছাত্রসংখ্যা এক হাজারের অধিক থাকে।

---

* ফিসার সাহেবের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত হইতে এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইল।

কিন্তু ঐ সমস্ত স্কুলে বাইবেল্ শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে দেশীয় ও মিসনারি-সমিতি উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সমিতি তাঁহাদের সাহায্য বন্ধ করেন। সরকারী কোন রিপোর্টে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও এই কারণেই যে দেশের লোকে সাহায্যদানে বিমুখ হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, কলিকাতার শিক্ষা-কমিটির নিকট সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হইলে কমিটি এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, শিক্ষাব্যয়-নির্ব্বাহজন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে যে টাকা পাইয়া থাকেন, তাহা হইতে ঢাকার স্কুলের নিমিত্ত সাহায্য-প্রদানের উপায় নাই। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল স্কুলের জন্য ৩০০০৲ টাকা সাহায্য ও কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রদান করেন।

হুগলি ইমামবারাতে ১৮১৭ সালে একটি পাঠশালার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২৪সাল হইতে ঐ পাঠশালা মাদ্রাসা নামে অভিহিত হইতে থাকে। * ঐ বৎসর উহার ছাত্রসংখ্যা ৮০ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ৬০ জন ইংরেজি পড়িত বলিয়া জানা যায়। ফিসার সাহেব তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয় ও খরচ যথাক্রমে ১৬০০০৲ টাকা ও ৫০৫৲ টাকা ছিল। এই বিবরণীতে মহাত্মা মহম্মদ মসিন প্রদত্ত সম্পত্তির কোন উল্লেখ নাই। ঐ মহাত্মার ১৮০৬ সালে মৃত্যু হয়। তাঁহার সৈদপুরনামক জমিদারীর বার্ষিক আয় ৪৫০০০৲ টাকা ছিল, এবং ঐ সম্পত্তির আয় কোন সদুদ্দেশ্যে (pious uses) ব্যয় করিবার জন্য তিনি উক্ত সম্পত্তি দুইজন ট্রষ্টির হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। অন্যায়কার্য্যের জন্য ১৮১৬ সালে গবর্ণমেণ্ট ট্রষ্টিদিগকে অপসারিত করিয়া স্বহস্তে ট্রষ্টির ভার গ্রহণ

* In 1824 the institution "had acquired the title of a Madrissa" and was in a prosperous state.—Fisher's Memoirs.

করেন। জমিদারীর পত্তনি বন্দোবস্ত করা হয় এবং উহার বার্ষিক আয় হইতে হুগলিতে একটি কলেজ স্থাপন করা হয়। কলেজের দুই শাখা ছিল, ইংরেজি ও প্রাচ্যবিভাগ। ১৮৩৬ সালের পূর্ব্বে কলেজের কার্য্য নিয়মিতরূপে আরম্ভ করা হয় না। কলেজ খুলিবার তিন দিবসের মধ্যেই উহাতে ১২০০ ছাত্র ভর্ত্তি হয়।

১৮২৫ সালে মুরশিদাবাদে নবাব-পরিবারের বালকদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১৮,০০০৲ টাকা ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট একটি কলেজ ও স্কুল-স্থাপন মঞ্জুর করেন। ১৮২৬ সালে রেসিডেণ্ট সাহেব রিপোর্ট করেন যে, নবাব-পরিবারের কেহই কলেজ কিংবা স্কুলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ জন্য তিনি স্কুলবিভাগে ৪৪ ও কলেজে ৬ জন বাহিরের ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়দ্বয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এই কলেজ ও স্কুল-পরিচালন বিষয়ে কলিকাতার শিক্ষা-কমিটিকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

১৮২০ সালে বৈদ্যনাথ-মন্দিরের সেবাইত সর্ব্বানন্দ ঠাকুর নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বীরভূম সহরে একটি স্কুল স্থাপন জন্য ৫০০০০৲ টাকা দানের এক প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট-সকাশে প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রস্তাবে একটি সর্ত্ত এই থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এবং তাঁহার অভাবে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে চিরকালের জন্য মন্দিরের সেবাইতের পদে অধিষ্ঠিত রাখিবেন। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বীরভূম সদরে তখন বালকদের জন্য ব্যাপটিষ্ট মিশনের একটি মাত্র স্কুল ছিল।

রংপুর জেলার বর্ত্তমান কুড়িগ্রাম মহকুমার মধ্যে সিংমারি নামে একটি পল্লীগ্রাম আছে। উহা ব্রহ্মপুত্র নদের অদূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ঐ স্থান ও উহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অনেক গারোর বসতি ছিল। ১৮২৬ সালে ডি, স্কট্ নামক একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ঐ স্থানে

গারোদের জন্য একটি স্কুল-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে একজন ইংরেজ হেড্‌মাষ্টার ও ৫০৲ টাকায় একজন দেশীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ৪০ জন ছাত্রের জন্য মাসিক ১৬০৲ বৃত্তি ও বাজে খরচ বাবত ৪০৲টাকাও মঞ্জুর করা হয়। প্রথম হেড্‌মাষ্টার কার্য্যগ্রহণ করিয়া অল্পকাল পরেই পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী হেড্‌মাষ্টারের ঐ স্থানেই মৃত্যু হয়। ইহার পর স্কুল উঠিয়া যায়।

১৮২৭ সালে চট্টগ্রামে সুপরিচালিত একটি মাদ্রাসার পরিচয় পাওয়া যায়। মির হিঞ্জা নামক একজন ধনাঢ্য মুসলমান মাদ্রাসার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য একটি সম্পত্তি দান করিয়া যান। উহার বার্ষিক আয় ১৫৭০৲ টাকা ছিল এবং উক্ত আয়ে ৫০ জন ছাত্রের শিক্ষাব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইত।

সৈনিকদিগের বালক ও নূতন সৈনিকদের শিক্ষার জন্য ভাগলপুরে ১৮২৩ সালে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। উহার ব্যয়নির্ব্বাহজন্য শিক্ষা-কমিটির তহবিল হইতে প্রথমে মাসিক ৩০০৲ টাকা এবং পরে ৪০০৲ টাকা খরচ হইতে থাকে। ১৮২৪ সালে স্কুলের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

বেনারস্ সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮২০-২১ সাল পর্য্যন্ত উহার পরিচালনের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৮১৪ সালে বেনারস্ সহরে একটি স্কুল স্থাপন জন্য ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন দানশীল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকট ২০,০০০৲ টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার প্রার্থনানুসারে ঐ স্থানে ১৮১৮ সালে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হয়। গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্কুলের পরিচালন জন্য বার্ষিক ন্যূনাধিক ৩০০০৲ টাকা ব্যয়

করিতেন। স্কুলে ইংরেজি, পারসি, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালাভাষা এবং পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত আইন-বিধান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮২৫ সালে ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র স্কুলের জন্য আরও ২০,০০০৲ টাকা দান করেন।

এলাহাবাদে ইংরেজ অধিবাসিগণের চেষ্টায় দেশীয় বালকদের শিক্ষার জন্য ১৮২৫ সালে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। পরবৎসর গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হইলে কলিকাতার শিক্ষা-কমিটি কেবল পুস্তকাদির জন্য ১০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। ইহার পর ১৮৩০ সালে স্কুলের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।

রাজপুতানা প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন প্রতিনিধি ১৮১৮ সালে আজমীর সহরের স্কুলে ল্যাংকেষ্টেরিয়ান শিক্ষা-প্রণালী * প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা মিসনারি কেরি সাহেবের পুত্র যে: কেরি সাহেবকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি স্কুলে বাইবেল পড়াইবার ব্যবস্থা করায় বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য সাহেবকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত এই স্থানের স্কুল কয়েকটির জন্য গবর্ণমেণ্টের ১৭,৮৪৯৲ টাকা ব্যয় হয়। ১৮২৭ সালে এখানে একটি মাত্র স্কুল রাখিবার আদেশ হয়।

গঙ্গাধর পণ্ডিত নামক আগ্রা প্রদেশের জনৈক ভূস্বামীর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির আয় হইতে দেড়

* এই প্রণালীর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে সময়ে কেবল এ দেশে নহে ইংলণ্ডেও ঐ শিক্ষা প্রণালীর অনেকে পক্ষপাতী ছিলেন। উহার অসারতা সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই।

লক্ষ টাকা মজুত হয়। ঐ অর্থ দ্বারা আগ্রাতে একটি কলেজ স্থাপন জন্ম শিক্ষা-কমিটি প্রস্তাব করেন। কলেজে কেবল আরবি, পারসি, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব থাকে। কিন্তু যে কারণেই হউক দেশীয় ভাষায় সাহায্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবও পরে অনুমোদিত ও ১৮২৭ সালে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। কমিটির প্রস্তাব অনুসারে কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্ম বার্ষিক ১৫,২৪০৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ইহার কিছুকাল পরে কলেজের সহিত ইংরেজি শিক্ষার জন্ম একটি পৃথক শ্রেণী সংযোজিত হয়।

১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু মহাবিদ্যালয় বা কলেজ-স্থাপনের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বিখ্যাত মিসনারি ডফ্ সাহেব এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞানগোচরে ইহার পূর্ব্বে ইংরেজি-শিক্ষার জন্ম কেবল বাঙ্গালা দেশ কেন, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেও উপযুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিদ্যালয়ের পরিচালক-কমিটিতে প্রথম অবস্থায় দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই মেম্বর ছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মেম্বরগণের সংখ্যাধিক্য থাকায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতই প্রবল হইত। এই কারণে হেয়ার সাহেব ব্যতীত অন্যান্য ইংরেজ মেম্বরগণ ক্রমে কমিটির সংস্রব ত্যাগ করেন। অর্থাভাবে কমিটিকে গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। এ বিষয়ে নানা প্রকার প্রস্তাব প্রায় বৎসরাবধি চলিতে থাকে। কমিটির শেষ প্রস্তাব এই থাকে যে, শিক্ষা-কমিটি ও তাঁহাদের মধ্য হইতে সমানসংখ্যক মেম্বর লইয়া এক নূতন পরিচালক-কমিটি গঠিত হউক। কিন্তু শিক্ষা-কমিটি এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন না। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কলেজ-পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে, এই সর্ত্তে কলেজ-কমিটি সাহায্য গ্রহণ

করেন। শিক্ষা-কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক সংস্কৃতজ্ঞ উইল্‌সন্ সাহেব প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মাসে ৯০০৲ টাকা ও পরে ১৮৩০ সাল হইতে মাসিক ১২০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন।

হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের একত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ও উভয় বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কমিটির প্রস্তাব পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে। এই হিন্দু মহাবিদ্যালয়ই ১৮৫৫ সালে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়।

এডাম্ সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে, ১৮১৮-১৯ সালে কলিকাতা সহরে সর্ব্বসমেত ২১১টি স্কুল ও উহাদের ছাত্রসংখ্যা ৪৯০৮ ছিল। ১৮২১ সালে ঐ সকল স্কুলের মধ্যে ১১৫টিতে স্কুলবুক-সোসাইটির প্রণীত পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত হইয়াছিল। স্কুল-সোসাইটির পরিদর্শকগণ নিয়মিতরূপে ঐ সকল স্কুল পরিদর্শন করিতেন। উক্ত সোসাইটির তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভূত সহরের সমস্ত স্কুলগুলি চারিভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন পরিদর্শক পণ্ডিত ও একজন সরকার নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদিগকে প্রাতে দুইটি ও বিকালে দুইটি স্কুল প্রত্যহ পরিদর্শন করিতে হইত। প্রত্যেক স্কুলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা থাকিয়া শিক্ষকদিগকে কঠিন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া এবং ছাত্রদের কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিবারও নিয়ম ছিল। পণ্ডিত ও সরকার উভয়কেই এক রেজিষ্টেরি-বহি রাখিতে হইত। উহাতে স্কুলের নাম, পরিদর্শনের তারিখ ও সময়, যে সকল বালকদের পরীক্ষা করা হইত তাহাদের নাম, পুস্তকের যে বিষয় বা যে পৃষ্ঠার বিষয় পরীক্ষা করা হইত, তৎসমুদায় লিখিতে হইত। ঐ রেজিষ্টেরি-বহি সোসাইটির সম্পাদকেরা প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া

পরীক্ষা করিতেন। স্কুল-পরিদর্শনের অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা চীৎকার করিতেছেন, এই বিবরণ পড়িয়া তাঁহারা হয় ত একটু স্তম্ভিত হইবেন।

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিসনারি মিঃ ওয়ার্ড কলিকাতা সহরের সে সময়ের টোল বা চতুষ্পাঠীর এক তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ গুলির নাম ও ছাত্রসংখ্যা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ওয়ার্ড সাহেবের তালিকা ১৮১৮-১৯ সালে সংগৃহীত হইয়াছিল।

স্থানের নাম	শিক্ষকের নাম	ছাত্রসংখ্যা
হাতিবাগান	অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ	১৫
ঐ	রামকুমার তর্কালঙ্কার	৮
ঐ	রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার	৮
ঐ	রামদুলাল চূড়ামণি	৫
ঐ	গুরুমণি ন্যায়ালঙ্কার	৪
ঐ	হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন	৪
ঐ	রামহরি বিদ্যাভূষণ	৩
গোশালাবাগান	কাশীনাথ তর্কবাগীশ	৬
শিকদারবাগান	রামসেবক বিদ্যাবাগীশ	৪
শিমলা	রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন	৫
ঐ	রামনাথ বাচস্পতি	৯
ঐ	রামধন তর্কবাগীশ	৬
আরকুলি	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	৬
ঐ	গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন	৫
হরিতকীবাগান	রামহরি বিদ্যাভূষণ	৬

ঠন্‌ঠনিয়া	পার্ব্বতী তর্কভূষণ	৪
ঐ	কাশিনাথ তর্কালঙ্কার	৩
শোভাবাজার	রামতনু বিদ্যাবাগীশ	৫
মলঙ্গা	রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত	৬
বিরুপাড়া	রামকুমার তর্কপঞ্চানন	৫
ইটালি	কালিদাস বিদ্যাবাগীশ	৫
বাগবাজার	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৫
ঐ	রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	৬
ঐ	রামকুমার শিরোমণি	৪
টালার বাগান	জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	৫
ঐ	শম্ভুনাথ বাচস্পতি	৬
লালবাগান	শিবরাম ন্যায়বাগীশ	১০
ঐ	গৌরমোহন বিদ্যাভূষণ	৪

ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই সকল চতুষ্পাঠীতে প্রধানতঃ ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করা হইত। এই সকল এবং সে সময়ের মফঃস্বলের চতুষ্পাঠীগুলির সম্বন্ধে এডাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, শিক্ষার বিষয়মাত্র বিবেচনা করিলে চতুষ্পাঠীসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা—

(১) সাহিত্যের চতুষ্পাঠী:—এই সকল চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ ও স্মৃতি (অল্প পরিমাণে) বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত।

(২) স্মৃতির চতুষ্পাঠী:—এই গুলিতে কেবল স্মৃতি ও কোন কোনটিতে কিছু পৌরাণিক বিষয় অধীত হইত।

(৩) ন্যায়ের চতুষ্পাঠী :—এই শ্রেণীর চতুষ্পাঠীতে কেবল ন্যায়-শাস্ত্রই অধীত হইত।

মিসনারি ওয়ার্ড সাহেব অধীত বিষয়গুলির তুলনা করিয়া এক স্থলে বলিয়াছিলেন * যে, এক লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে এক হাজার হয় ত অধ্যয়ন করে এবং উহাদের মধ্যে সকলেই সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া থাকে। এই এক হাজারের মধ্যে আবার চারি কি পাঁচ শত ছাত্র কিছু কিছু কাব্য পড়িয়া থাকে। উহাদের মধ্যে হয় ত পঞ্চাশ জন মাত্র অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। হাজারের মধ্যে চারিশত পরিমাণ স্মৃতি-শাস্ত্রের আলোচনা করে; কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্র দশজনও পড়ে কি না সন্দেহ। দর্শনের ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই ন্যায়ের ছাত্র; এক হাজারের মধ্যে পাঁচ কি ছয়টি মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ বা বৈশেষিক দর্শন অথবা বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। হাজারের মধ্যে দশজন হয় ত জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করে এবং ঐ সংখ্যক ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ওয়ার্ড সাহেবের উপরি উক্ত অনুমান যে অসঙ্গত নহে, বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্নশ্রেণীর সংস্কৃত চতুষ্পাঠী-গুলির ছাত্রসংখ্যার তুলনা করিলে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে এডাম সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, উহাদের প্রাচীন বিদ্যার চর্চ্চা ও সংরক্ষণ বিষয়ে হিন্দুদিগের বিদ্যালয়ের ন্যায় কোন প্রকার বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় ছিল না। স্থানে স্থানে যে দুই চারিটি ছিল তাহাদের পরিচালনের সুব্যবস্থা হয় নাই। কোনটিরই ছাত্রসংখ্যা ৬ জনের অধিক ছিল না। শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এক শিক্ষকের নিকট সামান্য কিছু শিক্ষা করিয়া অপর এক শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ

* Quoted by Adam in his first report.

করিত। ছাত্রেরা কোন ক্রমে পারসি ভাষায় পাঞ্জনামা ও গলিস্থানের কিছু পড়িতে পারিলে ও ঐ ভাষায় পত্র লিখিতে শিখিলেই মুন্সী উপাধি ধারণ করিয়া চাকুরি জন্ম গবর্ণমেণ্টের আফিসে উমেদারী করিত।

১৮১৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ডিরেক্টর সভার শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্রের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যদিও কলিকাতায় সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন উপলক্ষেই ঐ পত্র লিখিত হয়, কিন্তু উহাতে ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের অনুমোদিত শিক্ষানীতি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে হিন্দু কিংবা মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা তাহাদিগের শিক্ষার যে কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারিবে, তাহা তাঁহারা একবারেই স্বীকার করেন নাই। ঐ পত্রে কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষা-প্রদানের বিধান যাহাতে হয়, তজ্জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদেশ প্রদান করিতেও ডিরেক্টরগণ ক্রুটি করেন নাই। কলিকাতার প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিদ্যালয় যাহাতে বেনারস্ সংস্কৃত কলেজের অনুরূপ না হয়, এই জন্যই আদেশপত্রে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হয় যে, কলেজের পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধীয় বিধান তাঁহাদের পুনর্বিবেচনা-সাপেক্ষ থাকিল। পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব যথাসময়ে প্রেরিত হয়, কিন্তু ডিরেক্টর-সভার চূড়ান্ত আদেশ আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহাদের ১৮২৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করা হয় যে, কলেজ-স্থাপন সম্বন্ধে তাঁহাদের অমত নাই; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেন শিক্ষার উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ডিরেক্টর-সভা আরও বলেন যে, দেশীয় লোকের সংস্কার অগ্রাহ্য না করিয়া যতদূর সম্ভব তদতিরিক্ত কোন পরিবর্ত্তন যেন

হঠাৎ প্রবর্ত্তিত করা না হয়। * এই আদেশপত্রে আর দুইটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ থাকে। পাঠ্য-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ডিরেক্টরগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, যাহারা গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে তাহারা যেন পরে গবর্ণমেণ্ট আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত হয়। শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে তাঁহারা এই উপদেশ প্রদান করেন যে, শিক্ষার জন্য যে সামান্য পরিমাণ ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষোন্নতির চেষ্টাও সংকীর্ণ হওয়া উচিত। যে স্থলে উচ্চ কি নিম্ন শিক্ষার মধ্যে কোন্ প্রকার শিক্ষা-প্রদান শ্রেয়, ইহাই বিবেচনার বিষয়, সে স্থলে দেশের মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকের শিক্ষার উন্নতির জন্য সাহায্য করাই সঙ্গত। কারণ ঐ দুই শ্রেণীর লোকদিগকেই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে এবং দেশীয় অন্যান্য শ্রেণীর লোকের উপর কেবল উহাদেরই যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। † ডিরেক্টর-সভার উল্লিখিত

* The Court observed that Government should "keep utility in view, but not introduce alterations more rapidly than a regard to the feelings of the natives will prescribe".

† From the limited nature of the means at your disposal, you can engage in only limited undertakings, and where a preference must be made, there can be no doubt of the utility of commencing both at the place of the greatest importance and with the superior and the middle classes of the natives from whom the native agents whom you have occasion to employ in the function of government are most fitly drawn and whose influence on the rest of their countrymen is the most extensive". Quoted in the Selections from Educational Records, Vol. I.

দুইটি উপদেশ বা আদেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট শেষোক্তটি পালন করিয়াছিলেন। কার্য্যকরী শিক্ষাপ্রচলন সম্বন্ধে তাঁহারা ডিরেক্টরগণের আদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে না। কেবল সে সময়ে নহে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের শেষ পর্য্যন্তও বাঙ্গালাদেশে সাধারণ শিক্ষা কিংবা কার্য্যকরী শিক্ষার প্রতি শাসনকর্ত্তাদের মনোযোগ প্রদানের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[ডিরেক্টর-সভার শিক্ষানীতির পুনরুল্লেখ; পদপ্রদান সম্বন্ধে তাঁহাদের মত; মিসনারিদের শিক্ষানীতি; শিক্ষাকমিটির প্রথম রিপোর্ট ও উহাতে বর্ণিত কয়েকটি বিদ্যালয়ের পরিচয়; হিন্দুকলেজের উন্নতি সম্বন্ধে কমিটির মত, আইন-পরীক্ষার বিধান; ১৮৩০।৩১ সালের আদেশপত্র, শিক্ষাকমিটির মুদ্রাযন্ত্র।]

ডিরেক্টর-সভা তাঁহাদের ১৮৩০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশপত্রে এদেশের লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইতে নিঃসন্দেহ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতগবর্ণমেণ্টের সে সময়ের শিক্ষানীতি তাঁহারা একবারেই অনুমোদন করেন নাই, এবং উহার পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলকে স্পষ্টাক্ষরে আদেশ প্রদানও করিয়াছিলেন। এই আদেশপত্র এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮২৪ সালের আদেশপত্র একই মর্ম্মে লিখিত হয়। কারণ এই পত্রেও ডিরেক্টরগণ, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায় দেশীয় লোকের সম্যক্‌রূপে

শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করেন। তাঁহাদের এই অভিপ্রায় থাকে যে, যাহারা ইংরেজি ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিবে, তাহাদের দ্বারাই দেশীয় ভাষায় ঐ বিদ্যানিহিত জ্ঞানবিস্তারকরণ একটি প্রধান উদ্দেশ্য-বিষয় থাকিবে, এবং প্রধানতঃ তদুদ্দেশেই ইংরেজি শিক্ষা দিতে হইবে। ডিরেক্টরগণ ইহাও আদেশ করেন যে, পাশ্চাত্য বিদ্যায় এইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে গবর্ণমেণ্ট অর্থদ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারেও যে সাহায্য করিবেন, একথাও তাঁহারা ঘোষণা করিতে পারেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় হইতে ভারতবাসীদিগকে ইংরেজ-রাজ-সরকারে উচ্চপদ প্রদান করিবার প্রথা উঠিয়া যায়। ঐ সময় হইতে এদেশের ইংরেজি-ভাষায় ও পাশ্চাত্য-বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সেরেস্তাদারের পদ ভিন্ন তদূর্দ্ধ অন্য কোন পদে নিযুক্ত করা হইত না। মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিকেও সেরেস্তাদারের ঊর্দ্ধতন কোন পদ প্রদান করা হয় নাই। দেশীয় লোককে উচ্চপদ-প্রদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই অসঙ্গত রাজনীতি যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমোদন করিতেন না, তাহা তাঁহাদের আদেশপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে নিঃসংশয় অনুমান করা যাইতে পারিবে। উহার অনুবাদ এস্থলে দেওয়া হইল।

"গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর নিশ্চয় জানিবেন যে, এক্ষণে ভারতবাসীরা যে সকল পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদের জন্য তাহারা যাহাতে সম্পূর্ণ যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাই আমাদের বিবেচনার বিষয় নহে। আমাদের প্রকৃত ইচ্ছা ও আশা এই যে, তাহারা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদপ্রাপ্তির যোগ্য হউক। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে দেশীয়

লোকের শিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য যে প্রকার চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে ঐ শিক্ষার ফলে যেন ভারতবাসীদের মধ্যে এরূপ একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যাহারা জ্ঞান ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব হেতু গবর্ণমেণ্টের বিচার, শাসন প্রভৃতি বিভাগের উচ্চপদ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এই বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যে কয়েকটি অনুকূল ঘটনার প্রতি আমরা নির্ভর করি তাহা এই:—পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভারতবাসীদের সুপরিচিত হইলে তদ্দ্বারা ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের মানসিক প্রকৃতিও শিক্ষিত লোকের মনে অঙ্কিত হইবে আর এই শিক্ষা দ্বারা উঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণ উন্নতি সাধিত হইবে এবং উঁহারা নীতিশাস্ত্রে ও ব্যবহার-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। ভারতবাসীদের শিক্ষার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার লক্ষ্য এবং পরিসর নির্দ্ধারণ যেন এই নীতি অনুযায়ী হয় এবং গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ইহাই ডিরেক্টর-দিগের সুবিবেচিত সংকল্প বলিয়া জানিবেন।" * দুঃখের বিষয় এই যে,

* "In the meantime we wish you to be fully assured not only of our anxiety that the judicial offices to which natives are at present eligible should be properly filled, but of our earnest wish and hope to see them qualified for situations of higher importance and trust There is no point of view in which we look with greater interest at the exertions you are now making for the instruction of the natives than as being calculated to raise up a class of persons qualified by their intelligence and morality for high employments in the civil administration of India. As the means of bringing about this desirable object, we rely chiefly on their becoming through

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর মহোদয়গণের উল্লিখিত সুস্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত ভারতবাসীরা অনেক কাল পর্য্যন্ত সরকারী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। পদ-প্রদান সম্বন্ধে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষদিগের উদারনীতি পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করা হইলে এদেশের শিক্ষিত সমাজের উপর গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্বের কোন অংশে লাঘব না হইয়া বরং উহার বৃদ্ধিই হইত।

বঙ্গদেশের শিক্ষা-কমিটির এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি যাহাই হউক না কেন, খৃষ্টানমিসনারি-সম্প্রদায়সমূহ শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাদের দেশের সেই সময়ের পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইংরেজি-ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শিক্ষা দেওয়া হইত। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বা সাহায্যে মফঃস্বলে অর্থাৎ কলিকাতার বাহিরে যে সকল নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেগুলিও মিসনারিদের স্কুলের অনুকরণে গঠিত হয়।

কলিকাতার শিক্ষাকমিটির সর্ব্ব প্রথম কার্য্য-বিবরণী ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট-সকাশে প্রেরিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৮২৬ সালে কমিটির এক রিপোর্ট ডিরেক্টর-সভায় প্রেরিত হয়। পূর্ব্বোক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৮৩১ সালে কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৪টি

---

familiarity with European science and literature, embued with the ideas and feelings of civilized Europe, on the general cultivation of their understanding and specially on their instruction in the principles of morals and general jurisprudence. We wish you to consider this as our deliberate view of the scope and end to which all your endeavours with respect to the education of the natives should refer."

Howell's "Education in India".

বিদ্যালয় এবং ঐগুলিতে ৩৪৯০ জন ছাত্র ছিল। ঐ বৎসর কমিটির ২৬৩,৯৯৪৲ টাকা শিক্ষাব্যয় হইয়াছিল। প্রাচ্যশিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর যে কয়টি বিদ্যালয় ছিল তাহাদের ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না, এবং অধিকাংশ ছাত্রই ৫৲ হইতে ৮৲ পর্যান্ত মাসিক বৃত্তি পাইত। অন্য প্রকার স্কুলের ছাত্রদের বেতন দেওয়ার নিয়ম ছিল। কমিটির রিপোর্টে তাঁহাদের কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয় কয়টির ছাত্রসংখ্যা ও আয়-ব্যয়ের যে হিসাব দেওয়া হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্রসংখ্যা	ব্যয়
১।	কলিকাতা মাদ্রাসা	৮০	৩০,০০০৲
	ঐ ইংরেজি বিভাগ	১০০	৪৮০০৲
২।	সংস্কৃত কলেজ	১৬০	৩০,০০০৲
৩।	হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয়	৪০০	২৬,২৪৪৲
৪।	হুগলি মাদ্রাসা	—	৩৭,০০০৲
৫।	চুঁচুড়ার স্কুলসমূহ	১০৫০	৭২০০৲
৬।	বেনারস্ সংস্কৃত কলেজ	১৬০	৩৫,০০০
	ঐ ইংরেজি বিভাগ	৪০	
৭।	ভাগলপুর স্কুল	৭৭	৩৬০০৲
৮।	এলাহাবাদ স্কুল	১০০	১২০০৲
৯।	জৌনপুর কলেজ	১০০	১০৫০৲
১০।	সাগর স্কুল	৩৯৮	১২০০৲
১১।	কাণপুর স্কুল	১৪৫	৪৮০০৲
১২।	আজমীর স্কুল	৯১	৩৬০০৲

১৩।	আগ্রা ক: ন্ন	১৮০	১৬০০০৲
১৪।	দিল্লি কলেজ	৩০৯	১৬০০০৲
	ঐ ইংরেজিস্কুল	১০০	৯৬০০৲

১৮৩১ সালে কমিটির আয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সাহায্য	১০০০০০৲
২।	কলিকাতা মাদ্রাসার ভূসম্পত্তির আয়	৩০০০০৲
৩।	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পৃথক সাহায্য	২৫০০০৲
৪।	বেনারস কলেজের জন্য	২০০০০৲
৫।	আগ্রা কলেজের জন্য	১৬০০০৲
৬।	কমিটির তহবিলে মজুত টাকার সুদ	৩০৬২৲
৭।	হুগলি কলেজের আয়	৩৭৩৫০৲
৮।	বেনারস্ কলেজের জন্য প্রদত্ত মজুত টাকার সুদ	৬৩৭৪৲
৯।	আগ্রা কলেজের জন্য ঐ ঐ	৯৭০১৲
		২৭৫০৪৭৲

পাঠ্য-বিষয় ও ছাত্রদের উন্নতি সম্বন্ধে কমিটি লিখিয়াছিলেন যে, উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের অনেক পরিমাণে সংস্কার করা হইয়াছে। মাদ্রাসাতে ১৮২৭ সালে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি নর-কঙ্কাল সংগ্রহ করা এবং ডাক্তার টাইট্লারের অস্থি-বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকও আরবি ভাষায় অনুবাদিত হয়।

ইংরেজি-শিক্ষা-প্রদান জন্য স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে; কারণ গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছিলেন যে, উকীল নিয়োগ করিতে পদপ্রার্থীদের ইংরেজিতে পারদর্শিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ১৮৩০ সালে ৯৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৮৫ জন বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়।

আগ্রা ও দিল্লির বিদ্যালয়ে ভূগোল, জ্যোতিষ ও গণিত পাঠ্য-বিষয়ের অন্তর্ভূত করা হইয়াছিল। ইংরেজি-শিক্ষার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়। আগ্রা কলেজে ১৮২৬, ১৮২৭, ও ১৮২৯ সালে ইংরেজি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১১৭, ২১০ ও ২০৩ হইয়াছিল।

নূতন প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উন্নতি সম্বন্ধে কমিটি ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৮৩১ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রেরণের পূর্ব্বে) এই মত প্রকাশ করেন যে, ১৮২৭ সালের পরীক্ষায় ছাত্রেরা সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যে যে পরিমাণ উৎকর্ষ-প্রাপ্তির পরিচয় দেয়, দেশীয় মতে পরিচালিত শিক্ষার তদ্রূপ ফল আর কখনই দেখা যায় নাই। * ঐ বৎসরই চিকিৎসা-বিদ্যা এবং ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রিপোর্টে শিক্ষার্থীদের এই দুই বিষয়েই প্রশংসা-যোগ্য উন্নতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২৯ সালে কলেজের নিকট একটি হাঁসপাতাল স্থাপন জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ছাত্রদের

* In 1827 the acquirements of the students in Sanskrit language and literature had reached a point of excellence which had never before been attained under the native system of education. Fisher's Memoirs.

অসঙ্কুচিত ভাবে নর-কঙ্কালের ব্যবহার ও মৃত জীবজন্তুর ব্যবচ্ছেদের কথাও রিপোর্টে উল্লিখিত থাকে। *

হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের উন্নতি সম্বন্ধে কমিটি অতীব সন্তোষজনক মত প্রকাশ করেন। এজন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। † ১৮২৪ সালে মিঃ রস্ নামক এক ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ের শিক্ষাপ্রদান জন্য সর্ব্বপ্রথম শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ১৮২৭ ও ১৮২৮ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত রাসেল্ সাহেব-কৃত বর্ত্তমান (তৎসময়ের) ইউরোপের ও টাইট্লার-কৃত ঐতিহাসিক উপক্রমণিকা, মিল্টন্ ও সেক্স্পিয়ারের কাব্য ও নাটক ইত্যাদি পাঠ্য-বিষয় ছিল। ১৮২৬ সালের ছাত্রসংখ্যা ১৯৬, পর বৎসর ৩৭২ এবং তাহার পরের বৎসরে ৪৩৭ পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১০০ অবৈতনিক ছাত্র ছিল। ‡

* Fisher's Memoirs

† "The consequence has surpassed expectation—a command of the English language and a familiarity with its literature and science have been acquired to an extent rarely equalled by any school in Europe A taste for English has been widely disseminated and independent schools conducted by young men taught in the vidyalaya are springing up in every direction. The moral effect has been equally remarkable, and an impatience of the restrictions of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly averred by many young men of respectable birth and talents and entertained by many more who entirely conform to the practices of their countrymen.

Quoted from Howell's Education in India

‡ Fisher's Memoirs.

কমিটি লিখিয়াছিলেন, হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। ছাত্রেরা ইংরেজি ভাষায় অধিকার এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে পরিমাণ উৎকর্ষ-প্রাপ্তির পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ইউরোপের কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায় কি না সন্দেহ। ইংরেজি-শিক্ষার স্পৃহা বহুল বিস্তৃত হইয়াছে। হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক নানাস্থানে অনেক নূতন স্কুল স্বাধীনভাবে স্থাপিত হইতেছে। ছাত্রদের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ নৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অনেক উচ্চবংশের শিক্ষিত যুবকগণ হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুশাসনসমূহের প্রতি অনাদর এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া-কলাপের প্রতি অশ্রদ্ধা, প্রকাশ্য ভাবেই জ্ঞাপন করিতেছে। অনেকে আবার দেশের প্রচলিত প্রথা বলিয়া প্রকাশ্যে ঐ সমস্ত মানিয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মতেরও যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ বোধ হয় না। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে ইংরেজিভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিদ্যালয় বা কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ ছাত্রদিগকে অবৈতনিক ছাত্ররূপে উক্ত কলেজে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ডিরেক্টর-সভার আদেশ জন্য উহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। প্রস্তাবের সঙ্গে মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনে দুই জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবারও প্রার্থনা থাকে। প্রস্তাবে বিদ্যালয়ের ব্যয় জন্য বার্ষিক ২৪০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিবার প্রার্থনাও থাকে।

ডিরেক্টর-সভা প্রস্তাব অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় না।

ডিরেক্টর-সভার ১৮২৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশপত্রের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। ঐ পত্রে তাঁহারা ব্যয়সংক্ষেপ করিবার এবং ছাত্রদিগকে বৃত্তিপ্রদান করিবার প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার জন্য দুইজন অধ্যাপকের ব্যয়ও উক্তপত্রে মঞ্জুর করা হয়। সরকারি আদালতে আইনসংক্রান্ত কার্য্যে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিয়োগ সম্বন্ধে ১৮২৬ সালে যে বিধান অনুমোদিত হয়, তাহাও এই আদেশপত্রে মঞ্জুর করা হয়। আইন-সম্বন্ধীয় কার্য্যে যাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত, তাহাদের কর্ম্মপ্রাপ্তি উচ্চশিক্ষায় পারদর্শিতা-সাপেক্ষ হওয়া উচিত কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য ঐ বৎসর গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটির মতানুসারে ১৮২৬ সালের ১১ (একাদশ) বিধান ব্যবস্থিত করা হয়। ঐ বিধান অনুসারে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাদ্রাসা ও হিন্দু (সংস্কৃত) কলেজে আইনের পরীক্ষা দিতে পারিতেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট-প্রদানেরও বিধান করা হয়। *

ডিরেক্টর-সভার ১৮২৯ সালের আদেশপত্রে কেবল ব্যয়-সংক্ষেপ-সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু উহার পর-বৎসরের অর্থাৎ ১৮৩০ সালের এক আদেশপত্রে কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উন্নতি ও আয়-ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করা হয়। ডিরেক্টরগণ শিক্ষার্থীদের উন্নতি সন্তোষজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

* Fisher's Memoirs,

এই পত্রে পারসি ভাষার পরিবর্ত্তে সরকারি কার্য্যে ইংরেজি-ভাষা-প্রচলনের কথা থাকে।

ডিরেক্টর-সভায় ১৮৩১ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের আদেশপত্রে শিক্ষাকমিটির প্রথম রিপোর্ট সমালোচিত হয়। চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার সুবিধার জন্য সংস্কৃত-কলেজের সংশ্রবে ইতিপূর্ব্বে যে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, ডিরেক্টরগণ এই পত্রে তাহা মঞ্জুর করেন। শ্রীরামপুরের মিসনারিদের প্রচারিত ইংরেজি ও বাঙ্গালা পুস্তকগুলির প্রচলনপক্ষে কমিটির চেষ্টাও অনুমোদন করা হয়।

১৮২৪ সালে কমিটির প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট একটি মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন মঞ্জুর করেন। মুদ্রিত পুস্তক সামান্য মূল্যে বিক্রয় দ্বারা জ্ঞানোন্নতির প্রসারণই ঐ মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। যন্ত্রস্থাপন জন্য ১৩,০০০৲ টাকা ও উহা চালাইবার জন্য মাসিক ৭১৫৲ টাকা ব্যয় নির্দ্দেশ করা হয়। ১৮২৪ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রনকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ৯৮,৮৯০৲ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ঐ কালের মধ্যে কেবল ৩৩খানি মাত্র পুস্তক মুদ্রিত হয়। ঐ পুস্তক কয়েকখানির যতগুলি মুদ্রিত হয়, তাহাদের মূল্য ৫৮৮৯০৲ টাকা অনুমান করা হইয়াছিল। * ১৮৩১ সালে মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ভার ব্যাপ্‌টিষ্ট মিসনারিদিগকে দেওয়া হয়। সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় ইংরেজি পুস্তকবিশেষের অনুবাদ করিয়া ঐগুলি এবং সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুস্তকও মুদ্রিত করা হয়। কমিটি তিন বৎসরে কেবল ১০০০৲ টাকা পরিমাণের পুস্তক বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু ঐ তিন বৎসরে স্কুলবুক-সোসাইটি তাঁহাদের মুদ্রিত ৩০০০ হাজার ইংরেজি পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন।

* Fisher's Memoirs.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিষয়ক বিসংবাদ ; লর্ড মেকলের শিক্ষা-মন্তব্য ; মন্তব্য মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করিবার জন্ত প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেবের প্রতি আদেশ ; মেকলে সাহেবের মন্তব্য গোপনে রাখিবার চেষ্টা ; প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেবের প্রতিবাদ ; মেকলের টিপ্পনী , গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিষয়ক আদেশ ; শিক্ষা-কমিটির নূতন শিক্ষা-বিধান সম্বন্ধে মন্তব্য , কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব ; প্রচলিত ভাষায় উন্নতি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ।]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার তুলনায় কোন্ প্রকার শিক্ষা ভারতবাসীদের পক্ষে উপযোগী এই বিষয়ে মতদ্বৈধের উল্লেখ পূর্ব্বে কয়েকস্থলে করা হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবাসীদের শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অবধি এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে মতভেদের সূত্রপাত হয় এবং লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাকার্য্যে সংসৃষ্ট উচ্চপদস্থ ইংরেজকর্ম্মচারীদের মধ্যে এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া কাগজে কলমে একপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে থাকে। লর্ড মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক মন্তব্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে বিতর্ক-ঝটিকা কিছুদিনের জন্ম আরও প্রবল হইয়া উঠে, এবং লর্ড অক্ল্যাণ্ড ১৮৩৯ সালে তাঁহার শিক্ষামন্তব্য প্রচার করিয়া যদিও এদেশে উহা কতক পরিমাণে নির্ব্বাপিত করেন, কিন্তু উহার প্রতিধ্বনি তখন ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কেবল বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সিতে নহে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও সে সময়ের শিক্ষাকমিটির মেম্বর ও অন্যান্ত খ্যাতনামা সিভিলিয়ানদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই শিক্ষার বিষয় লইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং উভয়ের মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্সের উদ্রেক হওয়ারও পরিচয় পাওয়া যায়। মিসনারি-সম্প্রদায়সমূহ যে তাঁহাদের স্বার্থানুরোধে প্রথম হইতেই

পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশবাসী পাশ্চাত্যবিদ্যায় পারদর্শী উন্নতপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে উক্তশিক্ষায় বিরোধী হওয়া একটি দুরধিগম্য বিষয় বলিয়া এখন অনুমিত হয়।

কলিকাতায় সংস্কৃতকলেজ-স্থাপন উপলক্ষেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য-শিক্ষার পক্ষাবলম্বীদের মতানৈক্য প্রকাশ্যভাবে এদেশে ও ইংলণ্ডে বিতর্কের বিষয় হইয়া উঠে। ঐ কলেজের উপযোগিতাসম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভা তাঁহাদের ১৮২৪ সালের আদেশপত্রে যে মত প্রকাশ করেন, এবং কলিকাতার শিক্ষাকমিটি ও উহার পৃষ্ঠপোষক ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি সমর্থন করিয়া উক্ত সভার মতের যে প্রতিবাদ করেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ডিরেক্টর-সভার ঐ আদেশপত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা প্রাচ্যশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী না হইলেও তদপেক্ষা ইউরোপীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকতর উপযোগিতার জন্য এদেশে উহারই প্রচলন সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতগবর্ণ-মেণ্টের মতের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে কোন আদেশ প্রদান করা তাঁহারা সমীচীন বোধ করেন নাই। কলিকাতার শিক্ষা-কমিটি সে সময়ে শিক্ষা-বিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা ছিল এবং তজ্জন্যই কমিটির মতের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় বিদ্যাপ্রচলনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও তৎপক্ষে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। দেশের লোকের ইংরেজি-শিক্ষার দিকে আগ্রহাতিশয্য জন্য সরকারি কয়েকটি বিদ্যালয়ে সামান্য কিছু কিছু ইংরেজি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যার

আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত অর্থের অধিকাংশ ব্যয়িত হইতে থাকে। ১৮২৭ সালে শিক্ষাকমিটির প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রাচ্যশিক্ষা-প্রচলন-বিষয়ে প্রতিবাদ হইতেই ইংরেজ রাজপুরুষ এবং দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয়বিধ বিদ্যার আপেক্ষিক উপযোগিতা সম্বন্ধে মতপার্থক্য একটি গুরুতর আন্দোলনের বিষয় হইয়া পড়ে। এই অনুমানের স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যে সময় ঐ প্রতিবাদ গবর্ণমেণ্ট সকাশে প্রেরিত হয়, সেই সময় হইতেই এই আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং ইহার অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভা ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রাচ্য-বিদ্যাসংরক্ষণী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের ১৮২৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করেন। রামমোহন রায়ের পত্রসম্বন্ধে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে।. তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন।" ঐ সময় হইতেই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার পক্ষপাতীদের মধ্যে প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধের আরম্ভ হয়, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

যে ঘটনা হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিসংবাদ স্পষ্টীভূত হইয়া পড়ে, প্রথমে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। এইচ্, টি, প্রিন্‌সেপ্

সাহেব শিক্ষাকমিটির একজন প্রধান মেম্বর এবং প্রাচ্যবিদ্যা-সংরক্ষক দলের নেতা ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শিক্ষাকমিটির শাখাসমিতির এক অধিবেশনে মিঃ সেক্সপিয়র ও কলভিন্ ১৮৩৪ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে এই মর্ম্মে এক মন্তব্য অনুমোদন করেন যে, কমিটির মতে মাদ্রাসাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে ও সংকল্পবদ্ধ হইয়া ইংরেজি-শিক্ষা-প্রচলনবিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, তজ্জন্য এই স্থির করা হয় যে, ঐ তারিখ হইতে ইংরেজি ও আরবি উভয় ভাষা অধ্যয়ন না করিলে কোন ছাত্রকে বৃত্তিপ্রদান করা হইবে না। * প্রিন্সেপ্ সাহেব এই সম্বন্ধে ঐ সালের ৯ই জুলাই তারিখে এক ক্ষুদ্র মন্তব্যলিপিতে শাখাসমিতির উল্লিখিত মন্তব্যের যে প্রতিবাদ করেন, তাহা হইতেই উভয়পক্ষের মধ্যে বিসংবাদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। প্রিন্সেপ্ সাহেব বলেন যে, কাজি ও মৌলবীদের শিক্ষা এবং আরবি সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও তদুদ্দেশে উৎসাহপ্রদান জন্যই মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী সম্পত্তি দান করিয়াছেন। যদি কমিটি শাখা-সমিতির মন্তব্য গ্রহণ করেন, তবে মাদ্রাসাকে কার্য্যতঃ একটি ইংরেজি স্কুলে পরিণত করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, কমিটির এই কার্য্যে অবিবেচনা ও অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তিনি উহার স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শাখা-কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইলে মাদ্রাসার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত

* The Committee being of opinion that the time has arrived for encouraging more openly, and decidedly the study of English in the Madrissa resolved that from the present date no student should be elected to a scholarship unless on the express condition of studying English as well as Arabic.

অর্থের অপব্যবহার এবং তজ্জন্ত মেম্বরদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করা হইবে। ইংরেজি-শিক্ষার ব্যবস্থা ছাত্রদের স্বেচ্ছানুযায়ী না হইয়া অন্তবিধ হইলে এবং ইংরেজিশিক্ষার্থীদিগকেই বৃত্তি-প্রদানের জন্ত মনোনীত করিলে বিদ্যালয়ের যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশ ব্যতীত কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে না। যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে যে সকল ছাত্র ইংরেজি অধ্যয়ন করিবে, বৃত্তিগুলি কেবল তাহাদেরই প্রাপ্য হইবে, অর্থাৎ মৌলবীদের জন্ত প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইংরেজিশিক্ষা একটি অপরিহার্য্য বিষয় হইবে। ইহার পর হয় ত অধ্যাপকদিগের বৃত্তি হইতে ইংরেজির শিক্ষকদিগের বেতন দেওয়ায় এবং অবশেষে আরবি ও পারসি শিক্ষার মূলোচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হইবে। এই নিমিত্ত প্রিন্‌সেপ সাহেব লেখেন, "আমি সূচনাতেই শাখাকমিটির প্রস্তাবের এই প্রতিবাদ করিতেছি এবং এই বিষয়ে আমার মত যেরূপ দৃঢ়, তাহাতে আমি ইহাও জানাইতেছি যে, ঐ প্রস্তাব খণ্ডন করা না হইলে আমি উক্ত কমিটির মেম্বর থাকিতে পারিব না।" *

---

* This Resolution if allowed to stand, will have the effect of converting an institution established and endowed for the revival and encouragement of Arabic literature for the education of Kazees and Moulvies into a mere seminary for the teaching of English I protest against this measure as hasty and indiscreet, as diverting the funds of an endowment from the purposes to which they were specially assigned and as involving nothing less than a breach of trust If the teaching of English be attempted to be put on any other footing than a course of study thrown open to the students if the Madrissa to be undertaken or not at their perfect option; if a preference of any be given to it in the

প্রিন্সেপ্ সাহেবের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে অপরপক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইতে লাগিল। সাধারণ কমিটি ও উহার শাখাগুলিতেও কোন পক্ষের কোন প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা একপ্রকার উঠিয়া গেল। স্ব স্ব মত বজায় রাখিবার জন্য উভয়পক্ষই সমান জিদ্ দেখাইতে লাগিলেন। সুতরাং কমিটির কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া উঠিল। এই বিষয়ে সি. ই. ট্রিভেলিয়ান (তিনিও সে সময়ে কমিটির একজন প্রধান মেম্বর ছিলেন) সাহেব তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকে (Education in India) যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ও তাহার মর্ম্ম এস্থলে দেওয়া হইল। *

---

distribution of jaigeers, we shall be making a change in the character of the Institutiou such as nothing but an order of the Government which made the endowment could justify But the resolution goes further than this * * * I protest against this course of proceeding at the first step and feel so strongly on the subject that unless this resolution be rescinded I cannot retain my seat in this Sub-Committee Extract from a minute by the Hon'ble H T Prinsep, dated 9th July 1824.

* (1) Under these circumstances a difference of opinion arose in the committee One section of it was for following out the existing system—for continuing the Arabic translations, the patronage of Arabic and Sanskrit works, and the printing operations, by all which means fresh masses would have been added to an already unsaleable and useless hoard. The other section of the committee wished to dispense with this cumbrous and expensive machinery for teaching English science through the medium of the Arabic language, to give no bounties in the shape of stipends to students for the encouragement of any particular kind of learning; to purchase or print only such Arabic and

এই সকল ঘটনাবশতঃ শিক্ষাকমিটির মেম্বরদিগের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইল। একপক্ষ প্রচলিত শিক্ষার পক্ষপাতী হইলেন এবং প্রাচ্যশিক্ষা-দান এবং ইংরেজি হইতে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় গ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া ঐ সকলের ও ঐ দুই ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদির মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য যেরূপভাবে চলিতেছিল, তাহাই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাদিগকেই সে সময়ে 'ওরিয়েণ্টালিষ্ট' (Orientalists) বা প্রাচ্যবিদ্যোৎসাহী এবং অপর পক্ষকে (Anglicists) পাশ্চাত্য বিদ্যোৎসাহী আখ্যা দেওয়া হয়। শেষোক্ত পক্ষ

Sanskrit books as might actually be required for the use of the different colleges, and to employ that portion of their annual income which would by these means be set free in the establishment of new seminaries for giving instruction in English and the vernacular languages at the places where such institutions were most in demand.

(২) This fundamental difference of opinion long obstructed the business of the committee Almost everything which came before them was more or less involved in it The two parties were so equally balanced as to be unable to make a forward movement in any direction This state of things lasted for about 3 years until both parties became convinced that the usefulness and respectability of their body would be utterly compromised by its long continuance The committee had come to a dead stop and the Government alone could set it in motion again by giving a preponderance to one or the other of the two opposite sections. The members therefore took the only course which remained open to them and laid before the government a statement of their existing position and of the grounds of the conflicting opinions held by them.

এই মত সমর্থন করিতে থাকেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার বহুব্যয়সাপেক্ষ ও দুঃসাধ্য অনুবাদপ্রণালী দ্বারা ইংরেজিশিক্ষা দেওয়া ও গ্রন্থপ্রকাশ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ইঁহাদের মতে প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে বৃত্তিপ্রদান করাও অসঙ্গত। আর পুস্তক-ক্রয় ও প্রণয়নসম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কৃত ও আরবি গ্রন্থাদি ব্যতীত কেবল অনুবাদ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য পুস্তক ক্রয় করিয়া অর্থ নষ্ট করা উচিত নহে। অনুবাদ-কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহাতে প্রয়োজন অনুসারে স্থানে স্থানে নূতন স্কুল স্থাপন করিয়া উহাতে ইংরেজি, বাঙ্গালা বা অন্য প্রচলিত ভাষার শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব তাঁহারা সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। এই অনুবাদ-ব্যাপারের ব্যয় সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, * "আবিসেন্না নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রায় ২০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং ছাত্রদের পাঠার্থে পারাস ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬৲ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অনুবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুবাদককে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন দিয়া রাখা হইয়াছিল, অপর দিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাঁচিল, তাহা কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল।"

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

মতানৈক্যহেতু কমিটির কার্য্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া পড়ে। ট্রিভেলিয়ান্ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কমিটির মধ্যে এই মূলীভূত মতপার্থক্য জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁহাদের বিবেচনাধীন প্রায় সকল বিষয়ই উভয়পক্ষের মতবিভিন্নতার সহিত জড়িত থাকে; আর উভয়পক্ষই সমান প্রবল থাকায় কেহই কোন কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। ক্রমে ৩ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হয়। তখন কমিটির চৈতন্যোদয় হয় যে, এরূপ আত্মবিরোধ অধিকদিন চলিলে তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হইবে এবং কর্ম্মোপযোগিতা বিষয়ে সন্দেহের কারণ হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয় এরূপ তুল্য ক্ষমতাপন্ন ছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কোন একটির পৃষ্ঠপোষক হইয়া না দাঁড়াইলে কাহারও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। * এই অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া কমিটি উভয়পক্ষের মতামত ও তন্নিমিত্ত কমিটির কার্য্যাক্ষমতার বিষয় তাঁহাদের ১৮৩৫ সালের ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি তারিখের দুই পত্রে গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন।

উল্লিখিত দুই পত্রই শিক্ষাকমিটির সম্পাদক যে, সি, সি, সদরল্যাণ্ড সাহেবের স্বাক্ষরে প্রেরিত হয়। এক সঙ্গেই দুই পত্র প্রেরিত হয়, কিন্তু একখানির ২১শে ও আর একখানির ২২শে জানুয়ারি (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) তারিখ দেওয়া হয়। একপত্রে উভয়পক্ষের মতান্তর-বিষয়ক তর্কবিতর্ক বিবৃত করিলে উহা অত্যধিক দীর্ঘ হইবে বলিয়া স্বতন্ত্র

* "The two parties were so equally balanced as to be unable to make a forward movement in any direction"

Arnold's Life of Macaulay.

দুই পত্রে দুই পক্ষের বক্তব্য বিষয় প্রদর্শিত হয়। প্রথম পত্র ৫৫ এবং দ্বিতীয় ৩১ দফা বা পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। উভয় পত্রের প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমপত্রের ভূমিকা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শেষ হয়। উহাতে কেবল উভয়পক্ষের বিসংবাদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ থাকে। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বিতর্কের বিষয় কয়টি উল্লেখ করিতে গিয়া সম্পাদক সদরল্যাণ্ড সাহেব প্রথমতঃ নিবেদন করেন যে, কমিটির মেম্বরদিগের মধ্যে যে সকল মূলীভূত বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই তাহার মীমাংসা হইতে পারে। পত্রে এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ থাকে :—

(১) ইংরেজি-ভাষার শিক্ষা ও তৎসঙ্গে ঐ ভাষার সাহায্যে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের উপকারিতা ও তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা; (২) হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাচীন বিদ্যার ও ভাষা-নুশীলনের উপযোগিতা, (৩) ইংরেজিভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান সুফলদায়ক বিবেচিত হইলে প্রাচ্যশিক্ষার উন্নতিবিধান উদ্দেশে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাতে প্রাচ্যের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচলন সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় কি না? সম্পাদক বলেন যে, বিষয় কয়েকটির বিচার সহজসাধ্য নহে; কারণ উহাদের মীমাংসার উপরই গবর্ণমেণ্টের সমগ্র শিক্ষানীতি নির্ভর করে। সুশিক্ষার বিধান করিয়া ভারত-বাসীদের জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি সাধন করা ইংরেজরাজের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য; এবং এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

কমিটির মধ্যে উভয় পক্ষেরই এই প্রার্থনা থাকে যে, তাঁহাদের যে শিক্ষানীতি অবলম্বন করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে কতকগুলি

সাধারণ বিধান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। যে সকল বিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা-প্রদানের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইতেছিল, ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজিভাষায় ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদির শিক্ষাপ্রদান দ্বারাই যে, স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে এবং ঐরূপ শিক্ষাবিধান করাই যে কর্ত্তব্য, একপক্ষ তাহা আশু প্রয়োজনীয় বিচার্য্য বিষয় বিবেচনা করেন না। তাঁহারা এই মতও দৃঢ়রূপে সমর্থন করেন যে, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে তৎকালপ্রচলিত শিক্ষার সাবধানে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাচীন বিদ্যার স্থলে ইংরেজি বিদ্যাকেই প্রধান স্থান প্রদান করা সঙ্গত ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অপর পক্ষ বিভিন্ন হেতুবশতঃ এবং বিভিন্ন রূপে উক্ত মতের প্রতিবাদ করেন, এই নিমিত্ত সম্পাদক নিবেদন করেন যে, এস্থলে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় প্রকাশ করা আবশ্যক।

উপরোক্ত প্রকারে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-প্রচলনের বিরুদ্ধপক্ষের মত সম্বন্ধে সম্পাদক বলেন যে, শিক্ষাকমিটির ১৮৩১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে দিল্লী কলেজের সংস্কার-বিষয়ক মন্তব্যের পাণ্ডুলিপি হইতে উহা পরিষ্কার জানা যাইতে পারিবে। ঐ রিপোর্টে লিখিত হয় যে, এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন-স্পৃহার উদ্রেক ও উহার বর্দ্ধন করা একটি মহৎ উদ্দেশ্য, কারণ ঐ প্রকার বিদ্যাচর্চ্চা হইতে দেশীয় প্রচলিত ভাষার এবং তৎসঙ্গে বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান-বিস্তার হইতে পারিবে। কিন্তু প্রথমতঃ দেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা উহার পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারা অবশ্যই উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যার চর্চ্চা পূর্ব্বোক্ত শিক্ষার অর্থাৎ দেশীয় বিদ্যাশিক্ষার ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া

উচিত। পাশ্চাত্য বিদ্যাই একমাত্র শিক্ষার বিষয় হইতে পারে না এবং উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ্যতঃ প্রদর্শন করাও অন্যায়। এই মতাবলম্বীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন বিশেষ প্রকার বিদ্যাশিক্ষা-প্রদানের পক্ষপাতী হওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন না। ইঁহাদের মতে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদাসীন থাকাই শ্রেয় বিবেচিত হয়। তাঁহারা বলেন যে, দেশস্থ লোকের কোন্ প্রকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা বিধেয়।

পত্রের উপসংহারে (৫৫ পরিচ্ছেদে) সদরল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, উহার প্রথম হইতে একচল্লিশ পরিচ্ছেদে যাহা বিবৃত করা হয়, তাহা কমিটির মেম্বর, বার্ড, সণ্ডার্স, বুসবি, কলভিন্ ও ট্রেভেলিয়ান সাহেবের মত; এবং উহা তাঁহাদের লিখিত মন্তব্যস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইঁহারাই পাশ্চাত্যবিদ্যোৎসাহী বা ইংরেজিশিক্ষার পক্ষাবলম্বী (Anglicists) বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন।

২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্রে এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক শিক্ষা-বিষয়ে যে বিধান অনুমোদিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য-সাধন জন্য কমিটি তাঁহাদের কার্য্য-পরিচালন নিমিত্ত দুইটি প্রধান মূলনীতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারেই তাঁহারা চলিতে বাধ্য। প্রথমটি এই:—কমিটির সমস্ত কার্য্যেই এইরূপ ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে যে, দেশে শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, এবং বিদ্যার উন্নতিকল্পে যে যে উপায় অবলম্বন করা হইবে, তাহাতে যেন তাহাদের সহানুভূতি থাকে। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে কমিটি তাঁহাদের কর্ত্তব্য এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে,

শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহজন্ত গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত অর্থ যখন অতি সামান্ত, এবং ঐ অর্থ দ্বারা যখন সাধারণ শিক্ষার উন্নতি সাধন করা অসম্ভব, তখন কেবল দেশীয় বিদ্যার উচ্চশিক্ষা-প্রদানোপযোগী বিদ্যালয়ের সাহায্য দ্বারাই উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারাই দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকেও উৎসাহ প্রদান করা যাইতে পারে।

পত্রের উপসংহারে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, কমিটি প্রথমাবধি যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তদনুসারেই যাহাতে তাঁহাদের কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট যেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পত্রে যাহা নিবেদন করা হয়, তাহা মিঃ এইচ্, টি, প্রিন্‌সেপ্, যে, প্রিন্‌সেপ্, ডবলিউ, এইচ্ ম্যাকনটন্, এইচ্ সেক্সপিয়ার ও লেথক মিঃ সদরল্যাণ্ডের মত। ইঁহাদিগকেই সে সময়ে প্রাচ্যপক্ষ (Orientalists) বলা হইত।

শিক্ষা-কমিটির দুই আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্ট সকাশে প্রেরিত হওয়ায় প্রায় ৮ মাস পর সুবিখ্যাত টি, বি, মেকলে সাহেব (পরবর্ত্তী কালের লর্ড মেকলে) উহার সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার কলিকাতায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সেক্সপিয়ার সাহেব উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মেকলে সাহেব সভাপতির স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কমিটির মধ্যে দুই-পক্ষের যেরূপ সমকক্ষতা ছিল, তাহা আর থাকিতে পারে নাই। মেকলে সাহেব পাশ্চাত্য পক্ষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় ঐ পক্ষই কমিটিতে প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। সি, ই, ট্রিভেলিয়ান ও যে, আর, কলভিন্ সাহেব এই দলের অগ্রণী মেম্বর ছিলেন। প্রাচ্য পক্ষের নেতা এইচ, টি, প্রিন্‌সেপ সাহেবও বিদ্যাবত্তায় মেকলে সাহেবের প্রায় তুল্য প্রতিযোগী

ছিলেন। তাঁহার পক্ষে সদরল্যাণ্ড ও সেক্সপিয়ার সাহেব নামজাদা মেম্বর ছিলেন।

অতঃপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া কোন এক পক্ষের মতানুযায়ী শিক্ষানীতি অনুমোদন করিতে হইল।

লর্ড মেকলে ইংরেজাধিকৃত ভারতে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার লিখিত শিক্ষা-মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় প্রাচ্যশিক্ষাসংরক্ষণ-নীতি প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ করেন এবং পাশ্চাত্য বা বর্ত্তমান শিক্ষানীতি অবলম্বন বিষয়ে আদেশ প্রচার করেন। এই আদেশ প্রচার হইতেই ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষার নবযুগের আরম্ভ হয়। যে শিক্ষানীতি অনুসরণ ও যে বিদ্যা-প্রচলন পক্ষে মেকলে সাহেব তাঁহার বহুযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, মহাত্মা রামমোহন রায় সেই বিদ্যানুশীলনেরই আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরের সকাশে তাঁহার অনতিদীর্ঘ নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। উভয় মন্তব্যের তুলনা করিলে বোধ হয় যেন মেকলে সাহেব রাজা বাহাদুরের মন্তব্যের যুক্তি কয়েকটিই বহু বিস্তৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানশিক্ষা সম্বন্ধে কোন আন্দোলন বা বিতর্ক উপস্থিত হইলে কেবল এদেশে নহে, ইংলণ্ডেও লর্ড মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক মন্তব্যের উল্লেখ এখনও হইয়া থাকে। অনেক তর্ক-বিতর্কে আমরা ঐ মন্তব্যের দোহাই দিয়া থাকি। যে ভাবে আমরা উহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতপ্রকাশ করিয়া থাকি, তাহাতে অনুমান করা

যাইতে পারে যে, মন্তব্যটি যেন আমাদের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। কিন্তু মন্তব্যে কি আছে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষা-বিস্তারের ইতিবৃত্তে মন্তব্যটির আদ্যোপান্ত বিবরণ সন্নিবেশিত করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না; বরং এরূপ সন্নিবেশ যে বাঞ্ছনীয় এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই কারণে মন্তব্যপত্রের সামান্য কিছু পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় অংশ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত এবং উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা হইল। *

মেকলে সাহেব মন্তব্যের সূচনায় লিখেন যে, শিক্ষাকমিটির কোন কোন মেম্বরের এই ধারণা যে, ১৮১৩ সালে পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবাসীদের শিক্ষাবিষয়ে যে বিধান অনুমোদন করেন, তাঁহারা এযাবৎ ঠিক সেই বিধানানুসারেই শিক্ষা-কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। এই মত অভ্রান্ত হইলে বর্ত্তমান শিক্ষানীতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অবশ্যই উক্তবিধানের পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য উহা গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করিতে হইবে এবং মন্ত্রিসভায় তাঁহাকেও ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে হইবে, এই বিবেচনায় তিনি শিক্ষা-কমিটিতে তর্কের বিষয়ে প্রথমতঃ কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

১। মেকলে বলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক বিধানটির পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থ কোন প্রকার ব্যাখ্যাকৌশল দ্বারাই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। ঐ বিধানে কোন্ ভাষা বা কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার কোনও কথা নাই। উহাতে কেবল ভারতবাসীদের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা ও উহার পুনরুদ্ধার ও উন্নতিবিধান এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে প্রোৎসাহিত

* Appendix D.

করা, এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ মাত্র আছে। কমিটির এক পক্ষ বলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টের বিধানে বিদ্যা বা সাহিত্য শব্দে সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যা এবং সাহিত্য বুঝিতে হইবে; কারণ বিধানকর্ত্তারা 'দেশীয় বিদ্বান্ ব্যক্তি' এই বাক্য যে মিল্টনের কাব্যে, লকের দর্শনে বা নিউটনের বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ দেশীয় লোকের প্রতি অর্পিত হইতে পারিবে, এরূপ কখনই মনে করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা কুশ-তৃণের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার এবং মানবাত্মা কিরূপে ঈশ্বরে লীন হয় সেই সকল গূঢ় বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, * বিদ্বান্‌সংজ্ঞা তাঁহাদের উদ্দেশেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের বিধানের এই প্রকার ব্যাখ্যা কখনই হইতে পারে না। কারণ শিক্ষার নিমিত্ত যে এক লক্ষ টাকা ব্যয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য, প্রাচ্যমতাবলম্বীরা যাহাই কেন না বলেন, কেবল ভারতবর্ষের বিদ্যার পুনর্জীবিতকরণ নহে; ভারতবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞানানুশীলনের প্রচলন ও উহার উৎকর্ষ-সাধনও অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্য বিবেচনা করিলে শিক্ষাবিষয়ে সকল প্রকার পরিবর্ত্তনই সম্ভব হইতে পারে। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মন্ত্রিসভা পার্লিয়ামেণ্টের বিধানটির এইরূপ ব্যাখ্যা অনুমোদন করিলে আর কোন পৃথক্ বিধানের আবশ্যক হয় না; নতুবা ১৮১৩ সালের শিক্ষাবিধানের যে অংশ লইয়া শিক্ষাকার্য্য-প্রচলনের অসুবিধা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন্ করিবার জন্য ক্ষুদ্র একটি বিধান মন্ত্রিসভার অনুমোদন জন্য উক্ত সভায় উপস্থিত করিতে হইবে।

---

* এইটি বিদ্রূপাত্মক বাক্য। মেকলে সাহেব যে এদেশের প্রাচীন বিদ্যাবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এই প্রকার উক্তিই তাহার প্রমাণ।

২। প্রাচ্যপক্ষ হইতে আর একটি তর্ক উপস্থিত করা হয়। ঐ তর্ক সঙ্গত বলিয়া স্বীকার ক'রলে বর্ত্তমান শিক্ষানীতির অবশ্যই কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। প্রাচ্যপক্ষ বলেন যে, যে নীতি-অনুযায়ী শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাই বজায় রাখিতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যাচর্চ্চার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, তাহা অন্যপ্রকারে ব্যয় করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একপ্রকার পরস্বাপহরণ করা হইবে। কোন্ যুক্তিমূলে ইঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাহা সহজে বোধগম্য নহে। যদি গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিবিশেষকে কোন বিষয়ে অর্থপ্রাপ্তির আশা প্রদান করিয়া থাকেন, কিংবা সংস্কৃত বা আরবি ভাষা শিক্ষাকরণ ও শিক্ষাদান জন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, এরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তবে ঐ অঙ্গীকার অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষকে অকারণ অর্থদান করা অসঙ্গত হইলেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অঙ্গীকারভ্রষ্ট হওয়া কখনই উচিত নহে। কিন্তু পূর্ব্ব অঙ্গীকারহেতু গবর্ণমেণ্টকে যে কয়েকটি অব্যবহার্য্য ভাষা ও ভ্রমপূর্ণ বিদ্যা শিক্ষা দিতেই হইবে, এ প্রকার যুক্তি সম্পূর্ণ অর্থশূন্য বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কোন মন্তব্যে বা আদেশপত্রে এরূপ একটি কথাও নাই, যাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষভাষা শিক্ষা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন এবং শিক্ষাব্যয়েরও পূর্ব্বনির্দ্দেশহেতু কোন পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না। মন্ত্রিসভাধিপতি গবর্ণর জেনারেল ভারতবাসীদের শিক্ষার উন্নতিজন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থের ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিতে পারেন, ইহাই কেবল যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

৩। প্রকৃত বিষয়টি এই; এদেশের লোকের শিক্ষার জন্য

গবর্ণমেণ্টের কিছু অর্থ আছে। এখন মীমাংসার বিষয় এই যে, কি প্রকারে ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে?

যাহাকে সাহিত্য বা বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে, এদেশের প্রচলিত ভাষায় তাহার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল ভাষা এতদূর অপুষ্ট ও অপরিমার্জ্জিত অবস্থায় আছে যে, অন্য ভাষার সাহায্যে উহাদের পুষ্টিসাধন না হইলে, ভিন্ন কোন ভাষায় লিখিত কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও ঐ সকল ভাষায় অনুবাদ করা যাইতে পারে না। দেশীয় লোকের মধ্যে যাহাদের উচ্চবিদ্যানুশীলন করিবার সুবিধা আছে, তাহাদের শিক্ষা যে প্রচলিত ভাষার সাহায্যে হইতে পারে না, এ মত সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং এখন প্রশ্ন এই যে, কোন্ ভাষার সাহায্যে উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? এক পক্ষের মতে ইংরেজি এবং অপর পক্ষের মতে সংস্কৃত ও আরবি উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী প্রকৃষ্ট ভাষা। সুতরাং দেখিতে হইবে, ইহাদের মধ্যে কোন্ ভাষার জ্ঞান প্রয়োজনীয়। ইহা নির্দ্ধারণ করাই প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা।

প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া মেকলে সাহেব প্রথমতঃ সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় তাঁহার অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এ কথাও আবার লিখিয়াছেন যে, ঐ দুই ভাষায় লিখিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ এবং ইংলণ্ডে ও এদেশে ঐ দুই ভাষায় পারদর্শী বলিয়া খ্যাত অনেক ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথন করিয়া তিনি ভাষা দুইটির প্রকৃত মূল্যাবধারণ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, এবং প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতীদেরও এই মত যে, ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সমগ্র সাহিত্যাদির পুস্তকের মূল্য

ইউরোপের কোন পুস্তকাগারের একটিমাত্র সেল্‌ফের পুস্তকগুলিরও সমান হইবে না। *

সাহিত্যবিষয়ে কেবল কাব্যশাস্ত্রেই প্রাচ্যবিদ্যার গৌরব স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ কাব্যও যে ইউরোপের কাব্যের সহিত তুলনায় যোগ্য, এ কথা প্রাচ্যবিদ্যানুকারীদের মধ্যেও কেহ বলিতে সাহস করেন না। কাব্য বা কল্পনাসম্ভূত কোন বিষয়ের গ্রন্থাদি ব্যতীত অন্য বিষয়ে অর্থাৎ যাহাতে প্রকৃত ঘটনা বা সর্ব্বজনীন মৌলিকতথ্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব অপরিসীম। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সংস্কৃতভাষার যাহা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায় একত্র করিলে উহা ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য লিখিত ক্ষুদ্র একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তকের বিষয়ের সমানও হইবে না। তুলনা করিলে প্রাকৃতিক ও নীতিবিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিষয়েও উভয়দেশের মধ্যে এই প্রকার পার্থক্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৪। অতঃপর পাশ্চাত্যভাষা কয়েকটির মধ্যে ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঐ ভাষার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের গৌরব কীর্ত্তন করিয়া মেকলে সাহেব বলেন যে, ভারতবাসীদের পক্ষে যখন তাহাদের দেশের প্রচলিত ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত হওয়া অসম্ভব, তখন তাহাদিগকে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। ইংরেজি এদেশের রাজভাষা; ইংরেজরাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরেই

* শিক্ষা-কমিটির কোন মেম্বর যে, এই প্রকার অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই, কিংবা তাহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে। অতিরঞ্জন করা মেকলে সাহেবের একটি প্রকৃতিগত দোষ ছিল; উপরের কথাগুলি তাহারই প্রমাণ।

উচ্চশ্রেণীর দেশীয় ব্যক্তিগণ ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করেন। ইংরেজি ভাষার প্রচলন পূর্ব্বাঞ্চলে (এসিয়া মহাদেশে) ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। এ অবস্থায় ইউরোপের সমস্ত ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষাই যে, ভারতে ইংরেজরাজ্যের অধিবাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তাহার পক্ষে যুক্তি অখণ্ডনীয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইংরেজরাজ যখন তাঁহাদের এই উৎকৃষ্ট ভাষা ও উহার সাহায্যে ইউরোপের বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় ভারতবাসীদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তখন তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল ভাষায় ইংরেজি গ্রন্থাদির সমতুল্য কোনই গ্রন্থ নাই, যাহাতে লিখিত বিজ্ঞাননামাখ্যাত বিষয়গুলি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সহিত তুলনারও যোগ্য নহে বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, যে ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিষয়ক ব্যবস্থা-প্রণালী অবলম্বন করিলে কোন ইংরেজ অশ্বচিকিৎসককেও নিন্দনীয় হইতে হইবে, যে ভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্র ইংরেজি স্কুলের বালিকাদেরও উপহাসের বিষয়, যাহার ইতিহাস ত্রিশফুট দীর্ঘ রাজাদের ত্রিশ হাজার বৎসরব্যাপী রাজত্বের বর্ণনায় পূর্ণ, ভূগোল বিবরণে ক্ষীরসমুদ্র ও ইক্ষুসমুদ্রের বর্ণনা, গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে কি এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত?

এই প্রসঙ্গে মেকলে সাহেব দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শের প্রারম্ভে ইউরোপের পশ্চিমাংশে এবং অপরটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুসিয়া দেশে বিদ্যার অভ্যুত্থান। তিনি বলেন যে, দেশীয় প্রচলিত-ভাষার অনুশীলনে এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় নাই, অন্যান্য ভাষার চর্চ্চাদ্বারাই হইয়াছে। অন্য-দেশে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা কেন না হইবে? বিচার ও বহুদর্শিতা মূলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে পন্থা অবলম্বন বিধেয়, তাহার

বিরুদ্ধেই বা কি যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে? ইহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, জ্ঞানোন্নত কোন জাতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কোন জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গিয়া শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষার পক্ষপাতী তাহাদিগকে কেবল তাহাই শিক্ষা দেওয়ার বিধান করিবে। এ তর্কের সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ গবর্ণমেণ্ট এখন যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তৎপ্রতি যে দেশের লোকেরও সহানুভূতি নাই, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। প্রাচ্যশিক্ষার উন্নতিপক্ষে তাহাদের সহযোগিতা থাকিলেও দেখিতে হইবে যে, কোন্ প্রকার শিক্ষা হিতকারী। তাহা না দেখিয়া কোন্ প্রকার শিক্ষা লোকের রুচিকর, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা দোষাবহ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে দেশের লোকের অভিরুচি বা কোন্ শিক্ষা তাহাদের হিতকারী হইতে পারে তাহার কোনটিই বিবেচনা করিয়া শিক্ষাদান করা হইতেছে না। যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ, তাহা শিক্ষা না দিয়া যাহার প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা, বাধ্য করিয়া তাহাদিগকে সেই অসার বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহার প্রমাণ এই যে, সংস্কৃত ও আরবি-শিক্ষার্থীদিগকে অর্থ দিতে হয়, কিন্তু ইংরেজিশিক্ষার্থীরা অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে কুণ্ঠিত নহে। এদেশের লোকের তাহাদের পবিত্র ভাষার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যিনি যতই কেন না বলেন, এই বৃহৎ রাজ্যমধ্যে অর্থের প্রলোভন ব্যতীত যে একটি লোকও ঐ পবিত্রভাষা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহে, এ কথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই মত সমর্থন পক্ষে মেকলে সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মাদ্রাসার ১৮৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আরবি-;

শিক্ষার্থী ৭৭ জন ছাত্র সকলেই বৃত্তি পাইত, কিন্তু যাহারা ইংরেজি-শিক্ষা করে তাহারা বেতন দিয়া পড়িত। মে, জুন ও জুলাই এই তিন মাসে এই শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট ১০৩৲ টাকা আদায় হয়; কিন্তু আরবি-শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক ৫০০৲ টাকারও অধিক বৃত্তি দানে ব্যয়িত হয়।

৫। যাঁহারা বলেন যে, অর্থ না পাইলে এদেশের ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায় না, তাঁহারা হয়ত মনে করেন না যে, পাঠশালার ছাত্রেরা শিক্ষককে বেতন দিয়া থাকে, শিক্ষক তাহাদিগকে অর্থ দেন না। তবে সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষা করিবার জন্য কেন বৃত্তি দেওয়া হয়? নিশ্চয়ই এই কারণে যে, ঐ সকল ভাষায় জ্ঞান, উহা আয়ত্তীকরণ জন্য পরিশ্রমের সম্যক্ পুরস্কার নহে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের শিক্ষা-কমিটির নিকট আবেদনপত্র হইতেই উহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ১৮৩৪ সালে সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা তাহাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষা-কমিটির সকাশে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করে। ঐ পত্রে আবেদনকারিগণ জ্ঞাপন করে যে, তাহারা ১০।১২ বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সাহিত্য, দর্শনাদি বিষয়ে পারদর্শিতার প্রশংসাপত্র পাইয়াছে; কিন্তু দেশের লোক তাহাদের উপজীবিকা-সংগ্রহের উপায়বিধান-বিষয়ে উদাসীন; সুতরাং কমিটির অনুগ্রহ ব্যতীত তাহাদের দুরবস্থা দূর হওয়ার আশা নাই। আবেদন-পত্রে ইহাও লিখিত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় করিয়া বাল্যকাল হইতে প্রার্থীদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা যে, সংসারে নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় পাইবে না, তাহাদের এ প্রকার ধারণা কখনই ছিল না। অতএব রাজসরকারে

যাহাতে তাহারা ভরণপোষণোপযোগী কাজ-কর্ম্ম পাইতে পারে, কমিটি অনুগ্রহ করিয়া তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টসকাশে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

লোকে ক্ষতিপূরণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক সময় প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোদ্ধার করিতে অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যে কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হইলে লোকে এই প্রকার ক্ষতিপূরণের আবেদন করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের আবেদন এক নূতন ব্যাপার। ইহারা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বিদ্বান্ আখ্যা লইয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রার্থনাপত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া যেন ইহাদের ক্ষতি করা হইয়াছে, এবং সেই ক্ষতিপূরণজন্য এখন ইহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী উপস্থিত করিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সকল ব্যক্তিকে নিন্দা করা যায় না, কারণ ইহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যে বিদ্যাশিক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছে, এখন সেই বিদ্যাবলে ইহারা না অর্থ না সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে।

৬। দেশের লোকের অসন্তোষজন্য গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্টের আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের কার্য্যে কিন্তু তাহারই সৃষ্টি করা হইতেছে। সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নিরাশ্রয়, গোঁড়া এক শ্রেণীর উমেদারের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহারাই পরে ঈর্ষাবশতঃ ও স্বার্থহানির আশঙ্কায় নূতনশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রচলনের যদি কেহ বিপক্ষ হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে শিক্ষিত এই সকল ব্যক্তিই হইবে।

৭। প্রাচ্যশিক্ষার প্রতি যে দেশের লোকের আস্থা নাই, আর

একটি বিষয়ও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। কমিটি বহুব্যয়ে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় যে সকল পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা স্তূপাকার পড়িয়া আছে। * কেহই উহা ক্রয় করিয়া পাঠ করে না। দুই পেজি ও চারি পেজি ফর্ম্মার এই প্রকার ন্যূনাধিক বিশ হাজার পুস্তক কমিটির পুস্তকাগারে জমা হইয়া রহিয়াছে। গত তিন বৎসরে এই মুদ্রণকার্য্যে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৮। প্রাচ্যপক্ষাবলম্বীদিগের আর একটি তর্ক এই যে, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া অসম্ভব। এ তর্কের এখন আর কোন মূল্য নাই। পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের ব্যবস্থাশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন, এবং তজ্জন্য এক আইনসমিতিও গঠিত হইয়াছে। আইন বিধিবদ্ধ হইলে মুনসেফ্ বা সদর আমিনের আর হিন্দুশাস্ত্র বা হেদায়ার আবশ্যক হইবে না।

৯। আর একটি তর্কও অখণ্ডনীয় নহে। এ কথা সত্য যে, দশ-কোটি লোকের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় লিখিত। কিন্তু তন্নিমিত্ত ঐ দুই ভাষা সংরক্ষণপক্ষে সাহায্য করা কি গবর্ণমেণ্টের একটি কর্ত্তব্য কার্য্য? ধর্ম্মবিষয়ে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উদারনীতি অবলম্বনই যে সঙ্গত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এই উদারনীতি অনুসারে চলিলে অসার, তত্ত্বহীন ও ভ্রমপূর্ণ বিষয়াদির শিক্ষা দেওয়া যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এ কথা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

১০। প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতীরা আর এক তর্ক উপস্থিত করেন যে, এদেশের লোকে ইংরেজি ভাষায় কেবল সামান্য কিছু জ্ঞান লাভ

* পূর্ব্বে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

করিতে পারে; উহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে তাহারা অক্ষম। এই মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ কেহ দিতে পারেন না, কেবল উহার উল্লেখ মাত্র করা হইয়া থাকে। এদেশের লোকের ইংরেজিশিক্ষা বর্ণপরিচয়েই পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া বিদ্রূপও শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সকল মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারণানুসারে বিচার্য্য বিষয় যেন এই—একদিকে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য-লাভ, আর অপরদিকে সামান্ত ইংরেজিশিক্ষা। কিন্তু এই প্রকার ধারণার মূলে কোন যুক্তি নাই। অনেক ভিন্ন দেশের লোকদিগকেও ইংরেজি ভাষায় এরূপ পারদর্শী দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা অতি প্রকৃষ্ট ইংরেজি সাহিত্যেরও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে এবং ঐ ভাষায় লিখিত অতি দুরূহ বিষয়ও বুঝিতে সমর্থ। কলিকাতা নগরীতে অনেকানেক দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞান বা রাজনীতি বিষয়ে অতি বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় অবাধে আলাপ করিতে পারেন। এই শিক্ষার বিষয় লইয়া এদেশের অনেক ব্যক্তি যে প্রকার বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তার সহিত ইংরেজি ভাষায় তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন, সে প্রকার ক্ষমতা কমিটির মেম্বরদিগের পক্ষেও গৌরবের বিষয় হইতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে যেরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় অনায়াসে কথোপকথন করিয়া থাকেন, ইউরোপের কোন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেরূপ প্রায়ই দেখা যায় না। ইংরেজযুবকেরা যে সময়ে গ্রীক্ ভাষায় কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় বুঝিতে সক্ষম হয়, হিন্দুযুবকেরা তাহার অর্দ্ধেক সময়ে হিউম ও মিল্টনের গ্রন্থাদি বুঝিতে পারে।*

---

* ১৮৩৪ সালে মেকলে সাহেব হিন্দু কলেজের (মহা বিদ্যালয়ের) ছাত্রদের পরীক্ষা লইয়াছিলেন।

১১। অতঃপর মেকলে সাহেব লেখেন যে, যে সমস্ত যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, (১) ১৮১৩ সালের পার্লিয়ামেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক বিধান ভারত-গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে; (২) গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ নহে এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন; (৩) উপকারিতা বিবেচনায় যে বিদ্যা এদেশের লোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতব্য তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই অর্থ ব্যয় করা উচিত; (৪) ভারতবাসীদের পক্ষে সংস্কৃত ও আরবি অপেক্ষা ইংরেজি উৎকৃষ্টতর শিক্ষার বিষয়; (৫) দেশীয় লোক ইংরেজিশিক্ষার জন্যই উৎসুক, সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার জন্য নহে; (৬) ধর্ম্মগ্রন্থের বা ব্যবস্থাশাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় শিক্ষা দিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য নহে; (৭) এদেশের লোকের পক্ষে ইংরেজিতে পাণ্ডিত্য লাভ করা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার উন্নতিজন্য সমস্ত চেষ্টাই সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত।

১২। এক বিষয়ে প্রাচ্যবাদীদের সহিত তাঁহার মতের একতা আছে বলিয়া মেকলে সাহেব স্বীকার করেন। শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম, তাহা বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার উন্নতি-চেষ্টা করা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং বিশেষ কোন একশ্রেণীর লোকের শিক্ষাই লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। ইহারা শিক্ষিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ প্রজাবৃন্দের মধ্যে একের কার্য্যাদির উদ্দেশ্য অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারিবে। ক্রমে এরূপ এক শ্রেণীর লোকের উদয় হইবে যে, তাহারা ভারতবাসী হইলেও

রুচি, রাজনীতিজ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিতে ইংরেজের ন্যায় হইবে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকেই ইংরেজি ভাষার সাহায্যে এদেশের প্রচলিত ভাষার উৎকর্ষসাধনকার্য্য অর্পণ করিতে হইবে। ঐ সকল ভাষার উন্নতি না হইলে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি সম্ভব হইতে পারিবে না।

১৩। মেকলে সাহেব আর এক প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিয়া কেবল বেনারস সংস্কৃত কলেজ ও দিল্লির আরবি বিদ্যালয় রাখা হউক। তাঁহার মতে প্রাচ্য-বিদ্যা-সংরক্ষণের জন্য ঐ দুইটি বিদ্যালয় পরিচালন করিলেই যথেষ্ট করা হইবে। তাঁহার আরও প্রস্তাব থাকে যে, কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রকেই বৃত্তি দেওয়া হইবে না, তাহারা ইচ্ছামত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিবে , কিন্তু উৎকোচ দিয়া কাহাকেও কোন শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করা হইবে না। শিক্ষকগণের মধ্যে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইতে থাকিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা-নীতির পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন তাহার সমূল উচ্ছেদ করিতে হইবে। ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ করিলে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে কলিকাতা হিন্দু-কলেজের সাহায্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে এবং বাঙ্গালা ও আগ্রা প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যেক প্রধান নগরে ইংরেজিশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হইবে।

১৪। মন্তব্যের উপসংহারে মেকলে সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মত অবলম্বন না করিলে তিনি শিক্ষা-কমিটির সভাপতি বা মেম্বরের পদে থাকিবেন না। কারণ তাঁহার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা হইতেছে

না; কেবল যে সকল অসত্যের তিরোভাব আসন্ন, সেই সমস্তেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে ব্রতী, তাঁহারা শিক্ষাসমিতির সদস্য-নামের যোগ্য নহেন। এই সমিতি কর্ত্তৃক গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে যে অর্থ নষ্ট হইতেছে, ঐ সকল মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য, মুদ্রণে ব্যবহৃত কাগজের মূল্যেরও সমান নহে। আর একটি বিষয় এই যে, এক্ষণে অসম্ভব ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস, অসঙ্গত দর্শনশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং কুসংস্কারবহুল ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য এক শ্রেণীর লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; উহাদের উপার্জ্জনের কোনই ক্ষমতা নাই এবং সাধারণে সাহায্য না করিলে উহাদিগকে অন্নাভাবে মরিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার যখন এই প্রকার ফল, তখন তাঁহাদের শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন না করিলে তিনি কখনই ঐ প্রকার শিক্ষাকার্য্যে সংসৃষ্ট থাকিতে পারিবেন না। স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়া মেকলে সাহেব তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্য শেষ করেন।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর মেকলে সাহেবের মন্তব্যের নিম্নে তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতিজ্ঞাপক কয়েকটি কথা মাত্র লিখিয়া * উহা কাউন্‌সিলের অন্যান্য মেম্বরের অবগতির জন্য সেক্রেটেরি প্রিন্‌সেপ্ (এইচ, টি, প্রিন্‌সেপ্) সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। যে ভাবে প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের নিকট মন্তব্যটি প্রেরিত হয় তাহা তিনি তাঁহার

* I give my entire concurrence to the sentiments expressed in this Minute.

W. C. Bentinck.

দৈনন্দিন কার্য্য-বিবৃতিতে এইরূপ লিখিয়াছেন। মেকলে তাঁহার মন্তব্যের কথা শিক্ষা-কমিটির নিকট গোপন রাখেন। তিনি উহা গবর্ণর জেনারেলের বারাকপুরের বাটীতে তাঁহাকে দিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল মন্তব্যের নিম্নে তাঁহার অনুমোদনসূচক কয়েকটি কথা লিখিয়া উহা কাউন্সিলে উপস্থিত করিবার জন্য প্রিন্সেপ্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তিনি প্রচলিত রীতি অনুসারে কাগজগুলি একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া মেম্বরদের নিকট পাঠান। কিন্তু মন্তব্যের সম্বন্ধে কোন মেম্বরই কোন মত প্রকাশ করেন না। এই কারণে প্রিন্সেপ সাহেব সংক্ষেপে মন্তব্যের এক সমালোচনা লিখিয়া গবর্ণর জেনারেলের নিকট পাঠান। ঐ সমালোচনাও মেম্বরদিগের অবগতির জন্য তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাঁহারা উহার সম্বন্ধে স্ব স্ব মত লিখিয়া পাঠান। *

মেকলে যে তাঁহার মন্তব্যের বিষয় গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপক্ষীয়গণের

---

* This Minute, T B. Macaulay gave to Lord W Bentinck at Barrackpur the Governor General's country house Lord William sent it down to me (the Educational being one of my Secretariat Departments) with a short note written at the fort adopting it and desiring it to be put in train to be brought before council. I accordingly circulated it in a box in the usual form. The box was returned to me without a note or memorandum of any kind from any of the members. I accordingly considered it my duty to prepare and circulate a Memorandum * * * This Memorandum I sent up to the Governor General and it was afterwards circulated to the members of the council from whom it elicited separate short minutes of their opinions

Prinsep's Diary, reprinted in Selections from Educational Records Vol. I.

আক্রমণ-আশঙ্কাই মন্তব্য গোপনে রাখিবার প্রধান কারণ। * ট্রিভেলিয়ান সাহেব ১৮৩৮ সালে উক্ত মন্তব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন। যে, কে, সাহেব তাঁহার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ইতিবৃত্তের একস্থানে মন্তব্যের উল্লেখ করেন। ঐ পুস্তক ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ সালে মেকলের মন্তব্য ইংলণ্ডে প্রচারিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুস্তকের তালিকায় উহার নাম নাই। বাঙ্গালার ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্সন্ উড্রো সাহেব বলেন যে, তিনি কলিকাতার কোনও সরকারী পুস্তকাগারে উহা পান নাই, মান্দ্রাজের ডিরেক্টর তাঁহার এক রিপোর্টে মন্তব্যটি সন্নিবেশিত করেন এবং উড্রো সাহেব ঐ রিপোর্ট হইতে মন্তব্যের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া ১৮৬১ সালে উহা মুদ্রিত করেন। যাঁহারা মন্তব্যের বিষয় জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেবল ট্রিভেলিয়ান ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই বিভিন্ন

* One of the most curious facts in connection with the Minute is that it was not generally known until some years after its issue. C. E. Trevelyan quotes it in 1838. * * * There is not much doubt that Macaulay wished his name to be kept out of the controversy. * * * In Kaye's History of the Administration of the East India Company, 1853, we have the following. "Lord W. Bentinck's own unaided judgment had led him to similar conclusions and he was well prepared to lay the axe to the trunk of the great tree of Oriental learnings. I had written this, he says, before the appearance of H. Cameron's 'Address to Parliament on the duties of Great Britain to India in respect of the education of the natives' made me acquainted with the language of Mr. Macaulay's Minute.

কারণে বিষয়টি গোপনে রাখেন। * প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব এই মন্তব্য সমালোচনা করিয়া গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন; ট্রিভেলিয়ান্‌ মেকলের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং মেকলের অনভিপ্রায়ে তিনি কিছু করিতে পারেন নাই।

মন্তব্যের বিষয়টি কিন্তু গবর্ণর জেনারেলের কাউন্‌সিলে বিবেচিত হওয়ার পূর্ব্বেই কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দেশীয় প্রাচীন শিক্ষার পরিবর্ত্তে ইংরেজিশিক্ষা প্রচলিত হইবে এবং কলিকাতার মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হইবে, কলিকাতা সহরে সর্ব্বত্র এই জনরব উত্থিত হওয়ায় লোকে উত্তেজিত হইয়া উঠে। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে তিন দিনের মধ্যেই ত্রিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত দুই দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব কর্ত্তৃকই যে এই আন্দোলন উত্থাপিত হয়, এই ধারণায় মেকলে সাহেব মাদ্রাসার প্রধান-শিক্ষককে ডাকিয়া আনিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব বা তাঁহার আফিসের কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ পাইবার বিষয়েও তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু প্রধান-শিক্ষক বলেন তিনি কিছুই জানেন না। তিনি মেকলে সাহেবের নিকট দরবার শেষ হইলে প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেবের সকাশে উপস্থিত হইয়া বলেন যে,

---

* Of those who know of the Minute and whose writings are now available, there are Prinsep and C. E. Trevelyan They both kept the secret (if it was one), but from different motives. Prinsep's knowledge of it was purely official and he had one snub on this very matter sufficiently severe to make him cautious of again interfering, and Trevelyan evidently was given permission to use the minute but with a caution not to discover the author.

Howell's Education in India.

কলভিন্ সাহেব গবর্ণর জেনারেলের আদেশে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াই ঐ সংবাদ মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। *

গবর্ণর জেনারেলের কাউনসিলে মেকলে সাহেবের মন্তব্য লইয়া তাঁহার ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের মধ্যে যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়েই উগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক কাউন্‌সিলে সামান্য পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মেকলে সাহেবের মতই গৃহীত হয়। প্রিন্‌সেপ্ সাহেব যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন গবর্ণর জেনারেল তাহা বিবেচ্য-বিষয়-সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত রাখিতে দেন নাই। পরন্তু তিনি প্রিন্‌সেপ্

* "But somehow the report got wind that the Government was about to abolish the Madrassa and Sanskrit Colleges The mind of the public of Calcutta was immediately in a ferment In three days a petition was got up signed by no less than 30,000. people in behalf of the Madrassa and another by the Hindus for the Sanskrit College T. B Macaulay took it into his head that this agitation was excited and even got up by me He sent for the Head of the Madrassa who of course was the recognised promoter of the Mahommedan petition * * * *. After his examination, he (the Head Teacher) came to me to tell me what had passed upon hearing it, I asked him from whom he had got the information, when he told me it was from John Colvin himself who had acted as interpreter (between Macaulay and the Head Teacher), for he had been at Barrackpur when T B. Macaulay presented his Minute to Lord W. Bentinck; and there learning that it was adopted by the Governor General had come back elate at the triumph of his party and could not help boasting of it to the people of the College."

Selections from Educational Records, Vol. I

সাহেবকে একটু তিরস্কার করিয়া বলেন যে, সেক্রেটেরিদের পক্ষে স্ব-ইচ্ছায় কোন বিষয়ে মন্তব্য লেখা তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভা কেবল কাউন্সিলের মেম্বরদের প্রকাশ্যমতই জানিতে চান ; গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ না করিলে কোন সেক্রেটেরির মতের কোনই মূল্য নাই , অর্থাৎ ঐ প্রকার মত ডিরেক্টর-সভার নিকট প্রেরিত হওয়ার যোগ্য নহে। *

যে মন্তব্যের জন্য প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব তিরস্কৃত হন, এই প্রসঙ্গে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। তাঁহার মন্তব্যের কয়েকটি যুক্তি অকাট্য এবং মেকলে সাহেব উহার সমালোচনা করিতে গিয়া ঐ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অধিক কিছু বলিতে পারেন নাই। প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেবের লিখিত মন্তব্যের পার্শ্বে কয়েক স্থানে পেন্‌সিল দিয়া তিনি তাহার মতানৈক্য প্রকাশ করেন। †

প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব ভূমিকায় এই বলিয়া তাহার মন্তব্য আরম্ভ করেন যে, শিক্ষার বিষয়টি অতি গুরুতর , উহার সম্বন্ধে অগ্রপশ্চাৎ বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন আদেশ প্রদান করিলে পশ্চাতে

* Lord W Bentinck would not even allow my memorandum to be placed on record He said it was quite an abuse of power that Secretaries should take upon themselves to write memorandums , that it was enough for the Court of Directors to see what the Members of Council chose to place on record that what the Secretaries wrote was nothing unless adopted by the Government.

Selections from Educational Records, Vol. I

† The manuscript bears the marginal remarks of Lord Macaulay written in pencil with his own hand. Ibid.

অনুতাপের কারণ হইতে পারে। এজন্ত কোন আদেশ প্রচারের পূর্ব্বেই কতকগুলি ভ্রমাত্মক যুক্তি ও তন্মূলক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্য যাহাতে না হয়, তাঁহার মন্তব্যের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। মেকলে সাহেবের মন্তব্যে প্রাচ্যপক্ষীয়গণের যুক্তিসমূহ নিরপেক্ষভাবে প্রদর্শিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত বক্তব্য-বিষয় গবর্ণমেণ্টের জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ . পার্লিয়ামেণ্টের ১৮১৩ সালের শিক্ষাবিধানের সম্বন্ধে প্রিন্‌সেপ্ সাহেব বলেন যে, উক্তবিধানে "সাহিত্যের পুনরভ্যুত্থাপন ও উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং দেশীয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে উৎসাহ-প্রদান" এই বাক্যে দেশীয় সাহিত্য এবং দেশীয় বিদ্বান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন সাহিত্য বা ব্যক্তি-বিশেষকে কখনই লক্ষ্য করা হয় নাই। ঐ বাক্যের এরূপ অর্থ কখনই হইতে পারে না যে, সাহিত্য শব্দে যে কোন সাহিত্য এবং বিদ্বান্ শব্দে যে কোন ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকেও বুঝিতে পারা যাইবে। সংস্কৃত ও আরাবি ভাষায় শিক্ষাদান করিবার জন্য যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তি বা অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সম্পত্তির আয়ের বা অর্থের অন্য প্রকারে ব্যবহার করা হইলে পরস্বাপহরণ কেন না হইবে? মাদ্রাসা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য যে ভূমিসম্পত্তি প্রদত্ত হয় (বারাকপুরের বাগান ঐ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত থাকে) প্রথমে উহা গবর্ণমেণ্টের খাসদখলে থাকে এবং উহার রাজস্ব আদায় করিয়া মাদ্রাসার প্রধান-শিক্ষকের হস্তে দেওয়া হইত। পরে ঐ মহাল নদীয়ার রাজাকে নির্দ্দিষ্টজমায় বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের কলেজসমূহের পরিচালনার্থ

যে সকল সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, মাদ্রাসার সম্পত্তিও সেই প্রকারের ; প্রভেদের মধ্যে এই যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ন্যায় মাদ্রাসার সম্পত্তি-পরিচালনের ভার শিক্ষকদের হস্তে নাই। মাদ্রাসা-প্রতিষ্ঠা সময়েই এই বিধি লিপিবদ্ধ করা হয় যে, কাজি ও মৌলবিদিগকে আরবি ভাষায় শিক্ষাদান করাই উহার উদ্দেশ্য। ইউরোপে যেরূপ মাষ্টার অব আর্টস্ ও ডক্টর উপাধি দেওয়া হয়, মাদ্রাসাতেও প্রথমাবধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে মৌলবি ও কাজি উপাধি প্রদান করা হইতেছে। দেশীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র ও প্রথা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসার ওয়াকিফ্ (wakif) বা দানকর্ত্তা, কিন্তু ইউরোপের স্কুল কলেজের পরিদর্শকের ক্ষমতার সহিত তুলনায় গবর্ণমেণ্টের মাদ্রাসা সম্বন্ধে ক্ষমতা অনেক অধিক। সে যাহা হউক ১৮১৩ সালের শিক্ষাবিধান মঞ্জুর হওয়ার অনেক পূর্ব্বে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারি লক্ষ টাকা হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয় না। উক্ত লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত ব্যয় করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু মাদ্রাসার সম্পত্তি অন্যপ্রকারে ব্যয়িত হইতে পারে না। মেকলে সাহেব উপরের যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই।

'ইহার পর প্রিন্‌সেপ্ সাহেব কোন্ ভাষা এদেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া উচিত সেই তর্কের বিচার সম্বন্ধে বলেন যে, এদেশের প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা ইংরেজির শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন এই শ্রেষ্ঠ ভাষা শিক্ষা দিতে পারেন, তখন অন্য ভাষা কেন শিক্ষা দিবেন, ইহা মীমাংসার বিষয় নহে ; ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপের বিজ্ঞান গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র শিক্ষা দিতে সক্ষম কি না, তাহাই বিবেচ্য। প্রাচ্যপক্ষাবলম্বীরা বলেন্ ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের এরূপ ক্ষমতা নাই ; সুতরাং দেশের লোকে যাহা শিক্ষা করিতেছে তাহাই করিতে

থাকুক; ক্রমে পাশ্চাত্যবিদ্যা ঐ শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইবে। গ্রীক ও লাটিন ভাষার সাহায্যে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েক দেশের বিদ্যার উন্নতিসাধন হইয়াছে, সত্য বটে; কিন্তু সেই প্রকারে ইংরেজির সাহায্যে এদেশের প্রচলিত ভাষার উন্নতি হইতে পারে না। ইউরোপের অধিকাংশ জাতির নিকট লাটিন ও গ্রীক ভাষা যেরূপ পূজ্য ও মূল্যবান্, ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট সংস্কৃত ও আরবি ভাষাও তদ্রূপ। এ দেশের ভাষার উন্নতি করিতে হইলে ঐ দুই ভাষার সাহায্যেই কেবল সে উন্নতি সম্ভব। মেকলে সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান-দিগের যে বিদ্যার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং যাহা নামে-মাত্র বিদ্যা, এখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে তাহাই শিক্ষা করিতে হইতেছে। ইহার উত্তরে প্রিন্‌সেপ্ সাহেব লিখেন যে, হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষার এবং মুসলমানদের আরবি ও পারসি ভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না থাকা সত্য হইলে উপরের যুক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এ অদ্ভুত যুক্তি কোন্ প্রকৃত ঘটনাবলির দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে? * মেকলে ইহার উত্তরে পেন্‌সিল দিয়া প্রিন্‌সেপের মন্তব্যের একধারে লিখেন যে, তিনি রাধাকান্ত দেবের (রাজা রাধাকান্ত দেব) নিকট শুনিয়াছিলেন যে, বৃত্তি

* Men may have a great veneration for a language and not wish to learn it. I have seen Radhacant Deb since the last meeting of the council. He tells me that nobody in India studies Sanskrit profoundly without being paid to do so Men of fortune learn a little superficially. But he assures me that to the best of his belief there is not, even at Benares, a single student of the higher Sanskrit learning who is not paid

T. B. M.

Selections from Educational Records, Vol. I

না পাইলে এদেশে কেহ সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভের জন্ত উহা পড়ে না, এমন কি কাশীতেও বিনা বৃত্তিতে কেহ সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা করে না।

অর্থ না পাইলে যে ছাত্রেরা সংস্কৃত বা আরবি, পারসি শিক্ষা করে না এবং উহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত মাদ্রাসার ছাত্রদের বৃত্তি-প্রাপ্তির যে উল্লেখ করা হয়, মেকলের ঐ সিদ্ধান্তের অমূলকতা-প্রদর্শন জন্ত প্রিন্‌সেপ্‌ বলেন যে, মাদ্রাসাতে দুই শত হইতে তিন শত ছাত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু আশিটি মাত্র বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। মাদ্রাসার বাৎসরিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ বৃত্তি পাওয়ার জন্ত ছাত্রদের মধ্যে কি পরিমাণ প্রতিযোগিতা। বেনারস সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্ব বর্ষের পরীক্ষার রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বৃত্তির সংখ্যা ১৩০, কিন্তু তিন শতের অধিক ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্তির আশায় পরীক্ষায় উপস্থিত হয়। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে যে সকল বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে, ঐ সকল ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলের বৃত্তির সদৃশ। পারদর্শী ছাত্রদের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্তির জন্ত উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান করাই উভয় দেশের বৃত্তির উদ্দেশ্ত। এই উত্তরের সম্বন্ধে মেকলে পেন্‌সিলে লেখেন যে, তিনি পারসি ভাষার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; মাদ্রাসার যে সকল ছাত্র বৃত্তিভোগী নয়, তাহারা যে আরবি অতি সামান্তই শিখিয়া থাকে, তিনি তাহাই শুনিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতা তিনি স্বীকার করেন।*

* I said nothing of Persian I am assured that nothing deserving the name of a learned Arabic education is received at the Mudrassa by any unpaid student. I acknowledge my own ignorance on the subject.

T. B. M.

Selections from Educational Records.

মাদ্রাসার ইংরেজি শ্রেণীর ছাত্রদের বেতন দেওয়ার বিষয় লইয়া প্রিন্‌সেপ্‌ অনেক কথা বলেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য আগ্রহাতিশয্যের বিদ্যমানতা যে অপ্রমাণ্য, তৎপক্ষে তিনি এই বলেন যে মাদ্রাসার বহু ছাত্রের মধ্যে কেবল দুইটি মাত্র ছাত্র ইংরেজি বর্ণ-পরিচয় পুস্তকের অধিক আর কিছু শিক্ষা করিতে পারে নাই, এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব জন্যই সকল ছাত্রকেই উহা শিক্ষা করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। *

মুসলমানদিগের মধ্যে সে সময়ে যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল না, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরেজি-শিক্ষা জন্য যে যে শ্রেণীর লোকের আগ্রহ ছিল, প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব এই প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, কলিকাতা-বাসী হিন্দু এবং তৎকালের সরকার-আখ্যাত ব্যক্তিগণ ও তাহাদের আত্মীয়বর্গ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঐ শ্রেণীর লোকের বংশধরগণ, অর্থাৎ যাহারা ইংরেজের সংশ্রবে আসিয়া অবস্থার উন্নতি করিয়াছে এবং যাহারা ইংরেজ সরকারে কর্ম্মপ্রার্থী, তাহারাই কেবল ইংরেজি শিক্ষার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যে তাহাদের জাতীয় বিদ্যার পরিবর্ত্তে ইংরেজি

* If again, the desire of this instruction were so great, how comes it to have been proposed to make the learning of English compulsory in the Mudrassa and how does it happen that of all the students now in the Madrassa there are but two who have made progress beyond the spelling book?

Ibid.

শিক্ষার জন্য উৎসুক, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। * মেকলে কিন্তু একথা বিশ্বাস করেন না। তিনি লেখেন যে, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য ভাল স্কুল নাই এবং গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রকার একটি স্কুল স্থাপন করা একটি সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য। †

দেশীয় বিদ্যার পোষকতা করিতে থাকিলে যে ভবিষ্যতে ঐ সকল বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজিশিক্ষা প্রচলনের বিরোধী হইবে, প্রিন্‌সেপ্ সাহেব বলেন যে, এ তর্কের কোনই মূল্য নাই। যদি ইংরেজি বিদ্যার প্রতি দেশের লোকের বিশেষ আগ্রহ থাকা প্রকৃত হয়, তবে লোকে ঐ বিদ্যার কেন বিরোধী হইবে?

* Undoubtedly there is a very widely spread anxiety at this time for the attainment of a certain proficiency in English The sentiment is to be encouraged by all means * * * but there is no single member of the Education Committee who will venture to assert that this disposition has yet shown itself extensively amongst the Musalmans It is the Hindoos of Calcutta, the Sirkars and their connexions and the descendants and relation of the Sirkars of former days, those who have risen through their connexion with the English and with public offices, men who hold or seek employments in which a knowledge of English is a necessary qualification These are the classes of persons to whom the study of English is as yet confined and certainly we have no reason yet to believe that the Musalmans in any part of India can be reconciled to the cultivation of it, much less give it a preference to the polite literature of their race or to what they look upon as such.

† There is no good English school for the Musalmans, and one of our first duties is to establish one.

T. B. M

Selections from Educational Records, Vol. I.

প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেবের একটি মতের সম্বন্ধে খ্যাতনামা বেথুন সাহেব "অদ্ভুত মত" (monstrous doctrine) এই বাক্য প্রয়োগ করেন। প্রিন্‌সেপ্‌ লিখিয়াছিলেন যে, ইউরোপের স্কুলম্যানদের (schoolmen) দর্শন-শাস্ত্রই বেকন, লক্ ও নিউটনের দর্শন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূল এবং ঐ স্কুলম্যানদের দর্শন-শাস্ত্র ও আরবি এবং সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্র যখন মূলে অভিন্ন, তখন শেষোক্ত ভিত্তির উপর বেকন প্রভৃতির দর্শন ইত্যাদি কেন স্থাপন করা যাইতে পারিবে না ?

পুস্তক-মুদ্রণ-কার্য্যে অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ার বিষয় প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অযৌক্তিক, তিনি ঐ মতের প্রতিবাদ করেন। আইন-শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত আইন-সমিতি (Law Commission) যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যশেষ না করিবেন ততদিন সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় ব্যবস্থাশাস্ত্রের শিক্ষা-প্রদান নিশ্চিতই আবশ্যক।*

উপসংহারে প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব বলেন যে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিয়া উহাদের স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গুরুতর অন্যায় কার্য্য করা হইবে। এ প্রকার পরিবর্ত্তনে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, অত্যন্ত

* মেকলে কিন্তু এ যুক্তি স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রিন্‌সেপের মন্তব্যের উপরে লিখিত কথাগুলির পার্শ্বে লিখিয়াছিলেন: "On the legal question I have had the opinion of Sir E. Ryan (Chief Judge of the Supreme Court). He pronounces that there is not a shadow of a reason for Mr. Prinsep's construction."

Selections from Educational Records, Vol. I

অসন্তুষ্ট হইবে। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের অধিকতর বিরোধী। উহাদিগকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার প্রথম প্রস্তাব করা হইলে উহারা ইংরেজি শিক্ষা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কি না, উজিজউদ্দীন নামক দিল্লির এক প্রাজ্ঞ মুসলমানের নিকট ঐ বিষয়ের মত জিজ্ঞাসা করে; এবং তাঁহার নিকট সঙ্গত উত্তর পাওয়ার পর হইতেই কেবল উহারা ইংরেজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। * প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেবের প্রতিবাদে শেষ কথা এই থাকে যে, শিক্ষাকমিটির মেম্বর ম্যাকরটন্‌ সাহেব প্রস্তাবিত বিষয়ে এক মন্তব্য লিখিয়াছেন এবং কমিটি শীঘ্রই উহা গবর্ণমেণ্ট সকাশে প্রেরণ করিবেন। প্রাচ্যপক্ষীয় সকল মেম্বরদেরই ইচ্ছা যে, শিক্ষাবিষয়ে তাঁহদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্ট যেন শেষ আদেশ প্রদান করেন।

প্রিন্‌সেপের প্রতিবাদের কোন কোন অংশের সম্বন্ধে মেকলের পেন্‌সিলে লিখিত মতের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। তাঁহার শেষ বাক্য এই থাকে যে, প্রতিবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার নিজের মত পরিবর্ত্তিত না হইয়া বরং উহা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; কোন কোন বিষয়ে হয়ত তিনি ভুল করিয়া থাকিতে পারেন, কিংবা যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন

* The Musalman subjects of the Government are much more jealous of innovation upon their habits and their religion than the Hindoos ever were. When it was first proposed to teach them English they consulted their oracle of the day, Uzeezooddeen of Delhi as to whether it was sinful to yield to the innovation He gave them a most sensible answer and since then not only have English and English science been extensively taught but much progress has been made in instilling correct moral principles and reconciling the sect to further improvements.

Selections from Educational Records, Vol. I.

তাহা কর্কশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি যে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার কোনটিই তিনি প্রত্যাহার করিবেন না। *

১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি মন্তব্য গৃহীত হয় এবং তদনুসারে শিক্ষা-বিধানের আদেশ প্রদান করা হয়।

প্রথম। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের মত এই যে ভারতবাসীদের মধ্যে ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রচলন ও তৎপক্ষে উৎসাহ-দান করাই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; এবং শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ কেবল ইংরেজি শিক্ষা-প্রদান দ্বারাই হইতে পারে।

দ্বিতীয়। দেশীয় বিদ্যাশিক্ষাপ্রদানের জন্য যে সকল স্কুল ও কলেজ আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের প্রতি যতদিন লোকের অনুরাগ দেখা যাইবে, ততদিন সে সমস্ত উঠাইয়া দেওয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের মত নহে; পরন্তু তাঁহার আদেশ এই যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এক্ষণে যে যে বৃত্তি পাইতেছেন তাহা তাঁহারা পাইতে থাকিবেন। কিন্তু ছাত্রদিগকে সমস্ত শিক্ষাকাল পর্য্যন্ত এক্ষণে যেরূপ বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর-জেনারল তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার ধারণা যে বর্ত্তমান প্রথানুযায়ী বৃত্তি প্রদানের ফল

* "I remain not only unshaken but confirmed in all my opinions on the general question. I may have committed a slight mistake or two as to details and I may have occasionally used an epithet which might with advantage be softened down. But I do not retract the substance of a single proposition I have advanced."

Howell.

এই হইতেছে যে, যে সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইত না এবং তদপেক্ষা উপকারী অন্তবিধ বিদ্যা হয়ত যাহাদের স্থানাধিকার করিত, বৃত্তিদান করিয়া প্রথমোক্ত সেই শিক্ষার জন্যই এক্ষণে কৃত্রিম উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। এজন্য তাঁহার আদেশ এই যে অতঃপর যে সকল ছাত্র ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদিগকে আর বৃত্তি দেওয়া হইবে না। আর প্রাচ্যবিদ্যার কোন অধ্যাপক পদত্যাগ করিলে ঐ পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন কি না তাহা বিবেচনার নিমিত্ত কমিটি উক্ত অধ্যাপকের শিক্ষাধীন ছাত্রের সংখ্যা ও শ্রেণীর অবস্থা গবর্ণমেন্টের নিকট জ্ঞাপন করিবেন।

তৃতীয়। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর-জেনারেল অবগত হইয়াছেন যে কমিটি প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থাদি মুদ্রিত করণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার এই আদেশ হইল যে শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ ঐ প্রকার মুদ্রণ কার্য্যে ব্যয় করা হইবে না।

চতুর্থ। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আদেশ প্রদান করিতেছেন যে এই সমস্ত সংস্কার সাধন দ্বারা কমিটির যে আয় বৃদ্ধি হইবে তাহা কেবল এদেশীয় লোককে ইংরেজি ভাষার সাহায্যে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান কার্য্যেই ব্যয় করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে কমিটির প্রস্তাব অতি সত্বর গবর্ণমেণ্ট সকাশে পাঠাইবার জন্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিটিকে অনুরোধ করেন।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে শিক্ষা-কমিটি ১১ই এপ্রিল তারিখের অধিবেশনে নিম্নলিখিত আটটি মন্তব্য অনুমোদন করেন। নূতন শিক্ষা-নীতি প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে এই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। কমিটির

এই অধিবেশনে সভাপতি মেকলে এবং সম্পাদক সদরল্যাণ্ড সাহেব উভয়েই উপস্থিত থাকেন।

১। শিক্ষাবিষয়ক নূতন আদেশ প্রচার করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হউক।

২। ফতোয়া আলমগির নামক পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ প্রায়ই শেষ হইয়াছে; উহা সমাধা করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করা হউক।

৩। অপর যে সকল পুস্তকের মুদ্রণ এখন পর্য্যন্ত অসমাপ্ত অবস্থায় আছে, কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সমিতি ঐ সকল পুস্তক মুদ্রিত করণের ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে ঐগুলি প্রদান করিবার আদেশ প্রার্থনা করা হউক।

৪। কলিকাতা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের জন্ত সেক্রেটেরি আবশুক কি না এবং আবশুক হইলে ঐ পদে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না, কমিটি এই বিষয়ে স্থির না করা পর্য্যন্ত ঐ দুই পদ শূন্ত রাখিবার অনুমতির প্রার্থনা করা হউক।

৫। পুস্তক বিক্রয়ের জন্ত কমিটির এখন যে বন্দোবস্ত আছে তাহা অতি শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া হউক।

৬। ইংরেজি শিক্ষার জন্ত কমিটি সম্ভবতঃ কত টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন সেক্রেটেরি তাহার আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

৭। ফোর্ট উইলিয়ম ও আগ্রা প্রেসিডেন্সির প্রধান প্রধান নগরে ইংরেজি ভাষা 'ও ইংরেজি সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্ত শিক্ষক' সংগ্রহ হইলে কমিটির আর্থিক অবস্থানুসারে স্কুল স্থাপন করা হউক।

৮। শিক্ষক নির্ব্বাচন ও তাহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত

একটি সব্ কমিটি গঠিত হউক; উহাতে সার, ই, রায়েন, মিঃ ট্রিভেলিয়ান, ক্যাপ্টেন বার্চ এবং মিঃ গ্রাণ্ট মেম্বর থাকিবেন।

মন্তব্য কয়েকটি কমিটির ২০এ এপ্রিল তারিখের ২১১৪ নং পত্রসহ গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। ঐ পত্রে মন্তব্যগুলি গ্রহণ করিবার কারণ প্রদর্শিত হয় এবং কমিটির আয়ের আনুমানিক এক হিসাব ও কমিটির ব্যয়ে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত করা হইতেছিল তাহার এক তালিকাও প্রেরিত হয়। এই দুইটির বিবরণ প্রথমে দেওয়া যাইতেছে।

১৮৩৫ সালের শিক্ষাকমিটির আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

	আয়ের বিবরণ	ব্যয়ের বিবরণ	
	গবর্ণমেণ্ট যাহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন	১৮৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে	পরবৎসরের জন্য
বিদ্যালয়ের বাবত	১,৭৪,৯৫৪	১,৬৫,৬৫৭	১,৪৩,১৩৮
কমিটির আফিসের বাবত	১২০০০	১২০০০	১৪৫০০
প্রাচ্যবিদ্যার পুস্তক মুদ্রিত করণ জন্য	১৫০০০	৭৮০০	—
পুস্তকাদি সংগ্রহের বাবত	৮০০০	১১৪২২	১৫০০০
বাজে খরচ বাবত	—	১৩০০	১৫০০
	২,০৯,৯৫৪	১৯৮১৭৯	১৭৭১৩৮

যে সকল পুস্তকের মুদ্রণ অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল তাহাদের তালিকা।

হিন্দুস্থানী—গ্রীক্‌ভাষায় জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির অনুবাদ।

আরবি—ফতোয়া আলমগির; হটন সাহেব কৃত গণিতের অনুবাদ; ব্রীজ সাহেব কৃত বীজগণিত; কুপার কৃত সংক্ষিপ্তসার।

ক্রোকার কৃত জরিপের পুস্তক এবং এই গুলির অনুবাদ।

পারসি—খাজগতুল ইলম্।

সংস্কৃত—মহাভারত; নৈষধ কাব্য, * শকুন্তলা, রাজতরঙ্গিণী, হুপারকৃত সংক্ষিপ্ত সার।

যে সকল পুস্তক সংগ্রহজন্ত চাঁদা দেওয়া হইতেছিল তাহাদের তালিকা।

সংস্কৃত—বীজগণিত, বিবাদচিন্তামণি।

হটন সাহেব কৃত জ্যামিতির অনুবাদ।

মুদ্রণের ব্যয় যাহা করা হইয়াছিল	..	...	২৯,৪৬৩
... ... বাকি ছিল	...	...	১৫,১০৪
চাঁদা যাহা বাকি ছিল	...	...	১৮০০
			৪৬,৩৬৭

মফঃস্বলে অর্থাৎ কলিকাতার বাহিরে নূতন স্কুল স্থাপন করা সম্বন্ধে কমিটির পত্রে এই প্রস্তাব থাকে যে কমিটি প্রথমতঃ পাটনা ও ঢাকাতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবেন। স্কুলের বাড়ীর জন্ত যে অর্থ আবশ্যক হইবে স্থানীয় লোকের সাহায্যে তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করা হইবে। কমিটির তহবিল হইতে প্রত্যেক স্কুলের জন্ত বার্ষিক ৬০০০ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইবে।

ফতোয়া আলমগির নামক পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত করিবার

* মূল ইংরেজীতে Kalidasa's Naishadh ও Sustara লিখিত আছে। কালিদাসের শকুন্তলা,ও শ্রীহর্ষের নৈষধ এই দুই নামের পরিবর্ত্তে ঐ ভুল শব্দ যে লেখা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। Sustara কোন সংস্কৃত গ্রন্থের নাম বলিয়া শুনা যায় নাই। সম্ভবতঃ উহা কালিদাসের 'শ্রুতবোধ' নামক ছন্দগ্রন্থ হইবে।

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিটি বলেন, উহা সাধারণের বোধগম্য প্রকাণ্ড আইনের পুস্তক এবং উহার এক ষষ্ঠাংশ মাত্র মুদ্রণ বাকি ছিল। পুস্তক মুদ্রিত হইলে উহার বিক্রয় দ্বারা মুদ্রণে ব্যয়িত অর্থ কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিষয়ক নূতন আদেশ প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিটি বলেন যে, ঐ আদেশ প্রচারিত হইলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

কমিটির আটটি প্রস্তাব মধ্যে ৬ ও ৮ সংখ্যক দুইটি ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ৪ঠা জুন তারিখের পত্রে অনুমোদন করেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে আদেশ প্রচারিত হইলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার পক্ষাবলম্বীদের বিসংবাদ নির্ব্বাপিত না হইয়া অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। শিক্ষা-কমিটি উক্ত আদেশ অনুসারে তাঁহাদের শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু প্রাচ্যপক্ষীয়গণ নানাপ্রকারে তাঁহাদের কার্য্যের অসুবিধা জন্মাইতে থাকেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রতীচ্য পক্ষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তিনি ২০শে মার্চ্চ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রদানের একপক্ষ মধ্যেই পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। সার চার্লস্ মেটকাফ্ তাঁহার পর অস্থায়ীভাবে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের স্বদেশ গমনে প্রাচ্যপক্ষীয়গণের আন্দোলন পুনরুত্থিত করিবার বিশেষ একটি সুবিধার কারণ হয়। ক্রমে আন্দোলনের প্রবাহ ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছে এবং উহা নিবারণের ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি পুনরায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করণের জন্য পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড ডিরেক্টর-সভার অভিপ্রায় অনুসারে

১৮৩৯ সালে আর এক মন্তব্য প্রচার করেন। ঐ মন্তব্যের এবং তজ্জনিত নূতন আন্দোলনের বৃত্তান্ত পরে দেওয়া হইবে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আদেশ সম্বন্ধে এস্থলে কেবল একটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষা-কমিটির প্রাচ্যপক্ষীয়গণের একজন প্রধান মেম্বর মিঃ সেক্সপিয়ার ইতিপূর্ব্বেই পদত্যাগ করেন এবং আদেশ প্রচার হওয়ার পরে আর একজন প্রধান মেম্বর মিঃ সদরল্যাণ্ডও আর কমিটিতে থাকেন না। তাঁহাদের স্থানে (সার) রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্ত মেম্বর নিযুক্ত হন। তাঁহারা উভয়েই বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আদেশের স্বপক্ষে ছিলেন। কলিকাতার 'সাহিত্য সভা' ঐ আদেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এসিয়াটিক্ সোসাইটিও বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ডিরেক্টর-সভার নিকট তাঁহারা যে প্রতিবাদ প্রেরণ করেন তাহাতে উক্ত আদেশ অন্যায়, অনিষ্টজনক, লোকের মতবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক বলিয়া কথিত হয়। সোসাইটি এপর্য্যন্তও বলেন যে আলেক্জেন্ড্রিয়ার পুস্তকালয় ধ্বংস করা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের ঐ আদেশ কম অনিষ্টকারী হইবে না। *

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আদেশ প্রচারিত হইলে প্রথম এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, গবর্ণমেণ্টের নূতন শিক্ষাবিধান কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের প্রচলিত ভাষায় শিক্ষাদান এক প্রকার উঠিয়া যাইবে এবং ঐ সকল ভাষার আর উন্নতিসাধন হইতে পারিবে না। কারণ গবর্ণমেণ্টের

* The Calcutta Literary Society condemned the order The Asiatic Society took up the quarrel and memoralised the Court of Directors against the 'destructive, unjust, unpopular and impolitic Resolution, not far outdone by the destruction of the Alexandrian Library itself.'

Howell, 'Education in India.'

মন্তব্য অনুসারে দেশীয় সাধারণ শিক্ষার উৎসাহ প্রদান একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে শিক্ষা-কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে প্রচলিত ভাষায় এবং তন্মূলক শিক্ষার উন্নতি বিধান চেষ্টা করিলে কমিটির পক্ষে গবর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করা হইবে না এবং কমিটি এই নীতিরই অনুসরণ করিতেছিলেন। * গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়পক্ষই দেশীয় প্রচলিত ভাষার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। গবর্ণমেণ্টসকাশে যে বিষয় মীমাংসাজন্য উপস্থিত করা হয়, সে কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে কোন্‌টি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং কমিটি বলেন যে, তাঁহাদের বিবেচনায় 'ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান', 'কেবল ইংরেজি বিদ্যা', এবং 'এদেশীয় লোককে, ইংরেজি ভাষা ও উহার সাহায্যে ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া' সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে যে কয়েকটি বাক্য আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল

---

* The committee remarked, "We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of the vernacular languages We do not conceive that the order of the 7th March precludes us from doing this and we constantly acted on this construction. In the discussion which preceded that order the claims of the vernacular languages were broadly and prominently admitted by all parties and the question submitted for the decision of Government only concerned the relative advantages of teaching English on the one side and the learned eastern languages on the other. We therefore conceive that the phrases 'European literature and science', 'English education alone', and 'imparting to the native population a knowledge of English literature and science through the medium of the English language' are intend-

বিদ্যালয়ে এক্ষণে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইতেছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় ইউরোপের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই শ্রেয়স্কর ; ভবিষ্যতে কোন্ ভাষার সাহায্যে সাধারণ লোককে শিক্ষা দিতে হইবে গবর্ণমেণ্টের আদেশের উল্লিখিত বাক্যে তাহার কোন মীমাংসা করা হয় নাই। কমিটি আরও বলেন যে, দেশের প্রচলিত ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টিকরণই তাঁহাদের শিক্ষোন্নতি পক্ষে সমস্ত চেষ্টার উদ্দেশ্য। * কিন্তু প্রচলিত ভাষায় কোনই সাহিত্য না থাকায় দেশের লোকের পক্ষে অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। তাহারা শিক্ষিত না হইলে কখনই শিক্ষাদান করিতে পারিবে না।

ed merely to secure the preference to European learning over oriental learning taught through the medium of the Sanskrit and Arabic languages as regards the instruction of those natives who receive a learned education at our seminaries These expressions have, as we understand them, no reference to the question through what ulterior medium such instruction as the mass of the people is capable of receiving Is to be conveyed.

' We conceive the promotion of a vernacular literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed "

Howell's Education in India.

নবম পরিচ্ছেদ

[নিম্নশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত ; মিঃ এডামের প্রস্তাব ; নিম্নশিক্ষার অবস্থা নির্ণয়করণ জন্য মিঃ এডামের নিয়োগ, শিক্ষা-কমিটির প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশ ; মিঃ এডামের প্রথম রিপোর্ট ; তাঁহার মফঃস্বলে পরিভ্রমণ ও দ্বিতীয় রিপোর্ট, তৃতীয় রিপোর্ট ও তাঁহার প্রস্তাব, শিক্ষা-কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবের আলোচনা এবং ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ, সরকারী আফিসে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ; সংস্কৃত ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে পণ্ডিতদের মত।]

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে শিক্ষাবিস্তারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিম্নশিক্ষার উন্নতিপক্ষে গবর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ চেষ্টার পরিচয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৬ সালের পূর্ব্ব পর্যান্ত দেশের সাধারণলোকের শিক্ষাবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। এদেশে নূতন অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রণালীতে নিম্নশিক্ষা প্রদান কার্য্যে খৃষ্টান-মিসনারিগণই অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সাহায্যদানই কেবল নিম্নশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতির একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু বহু পূর্ব্ব অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮১৩ সালের শিক্ষাবিধান অনুমোদন হইতেই সাধারণ-শিক্ষার উন্নতিজন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের ১৮১৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্রে এদেশের গ্রাম্যপাঠশালার এবং উহাদের শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত পাঠশালার উন্নতি-বিধান ও উহার শিক্ষকদিগকে কি প্রকারে উৎসাহ প্রদান করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব পাঠাইবার আদেশ করেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ময়রা

পাঠশালার যৎসামান্ত শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করেন। শিক্ষকদের জ্ঞানোন্নতির জন্য নীতিবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক বিতরণ করিলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, ডিরেক্টরদিগকে তিনি তাহাই জ্ঞাপন করেন। তাঁহার এ প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত করা হয় না, এবং নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিষয়ে কি দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, কি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণ, সকলেই সমপরিমাণে নিশ্চেষ্ট থাকেন। এই প্রকার নিশ্চেষ্টতার দুইটি কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইলেও এস্থলে পুনরায় উল্লেখযোগ্য; একটি শিক্ষাব্যয় জন্য অর্থের অল্পতা এবং অপরটি তৎসময়ের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও দেশস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে উচ্চশ্রেণীর লোকের জ্ঞানোন্নতি হইলে উহার প্রভাব সমাজের নিম্নস্তরে স্বতঃই প্রবেশ করিবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যোৎসাহীদের দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে দেশীয় প্রচলিত ভাষার উৎকর্ষ-সম্পাদন উভয় পক্ষেরই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য থাকে; কেবল তাঁহাদের মতানৈক্য হেতু উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী কোনই উপায় অবলম্বন করা হয় না। সুতরাং শিক্ষা-কমিটির স্থাপনাবধি নিম্নশিক্ষার কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে নাই।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের শিক্ষাসম্বন্ধীয় আদেশ প্রচারিত হইলে ইংরেজাধিকৃত ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষানীতির অল্লাধিক পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। উক্ত আদেশ প্রচারের পর কলিকাতার শিক্ষা-কমিটির নূতন শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তনের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। দেশের প্রচলিত ভাষার সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা উক্তনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে, এবং আদেশ প্রচারিত হওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয়ে কি

কর্ত্তব্য তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। অনেক বাদানুবাদের পর ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, যে সকল গ্রাম্য পাঠশালা প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী চলিতেছিল সেই সকলের সম্পূর্ণরূপ না হউক, যথাসম্ভব সংস্কার করিতে পারিলেও তদুপরি জাতীয়শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদায়ী গ্রাম্যবিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। কি উপায়ে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন। এই সন্ধিক্ষণে উইলিয়ম এডাম্ নামক জনৈক খৃষ্টান মিসনারি প্রস্তাবিত অনুসন্ধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের সকাশে এক যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন সম্বন্ধে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া উহা মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করেন। ঐ মন্তব্যের মর্ম্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। * মন্তব্যের সূচনায় গবর্ণর-

* But there is one very material fact still wanting to be known, the actual state of native education, that is, of that which is carried on, as it probably has been for centuries, entirely under native management This information, which Government ought at any rate to possess, regards a most important part of the statistics of India. A true estimate of the native mind and capacity cannot well be inferred without it. But at this time when the establishment of education upon the largest and the most useful basis is become the object of universal solicitude, it is essential to ascertain in the first instance the number and descriptions of the schools and colleges in the Mafasil, the extent to which instruction is carried, the knowledge and sciences taught

জেনারেল বাহাদুর বলেন যে দেশের লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহে বহুকাল হইতে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার অবস্থা অবগত হওয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ঐ বিষয়টি রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থাসম্বন্ধীয় বিবরণীর কেবল একটি প্রধান অঙ্গ নহে, উহা হইতে দেশের লোকের মনের গতি ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা কিরূপ তাহা জানা যাইতে পারে। শিক্ষার উন্নতি যাহাতে সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় এবং উন্নতি যাহাতে ফলোপধায়ক হয়, তৎপ্রতি সকলেরই আগ্রহ আছে। সুতরাং দেশের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যা, উহাতে কোন্ কোন্ বিষয় কি পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়, কি প্রকারে উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, কি অবস্থাতে ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাদের পূর্ব্বতন অবস্থা কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান অবস্থাই বা কিরূপ, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ

in them, the means by which they are supported with all the particulars relating to their original foundation, and their past and present prosperity The same enquiry will point out the dreary space where the human mind is abandoned to entire neglect. I think it very likely that the interference of Government with education as with most of the other native institutions with which we have too often so mischeivously meddled, might do much more harm than good. Still it behoves us to have the whole case before us, because it is possible that the aid of Government if interference be carefully excluded,, might be very usefully applied and very gratefully received, and a still more important end might be attainable of making these institutions subsidiary and conducive to any improved general system which it may be hereafter thought proper to establish.

Minute by Governor General.
20-1-1835.

বিবরণ সংগ্রহ করা বিশেষ আবশুক। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানের সঙ্গে যে যে স্থানের লোক সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অবস্থায় আছে তাহাও জানা যাইতে পারিবে। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর মন্তব্যে স্পষ্টতঃ এই মত প্রকাশ করেন যে গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে দেশীয় লোকের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে; শিক্ষাপরিচালন কার্য্যে ঐ প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিলে লোকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং এইরূপ সাহায্য দ্বারা উপকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এই উপায়ে আর একটি গুরুতর উদ্দেশুও সাধিত হইবে। ভবিষ্যতে নূতন প্রণালী অনুযায়ী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে দেশীয় পাঠশালাগুলিকে তাহাদের সহকারী বিদ্যালয়রূপে পরিণত করা যাইতে পারিবে।

অতঃপর গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বলেন যে কি প্রণালী অবলম্বন করিলে দেশীয় প্রচলিত শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারা যাইবে তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তিনি দুইটি প্রণালীর উল্লেখ করেন; একটি সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা ও অপরটি ব্যক্তি বিশেষকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের দ্বারা (ইংলণ্ডের প্রথা অনুযায়ী) আবশুক বিবরণ সংগ্রহ করা। প্রথম উপায় অবলম্বনের বিপক্ষে তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যে প্রকার নির্ভুল ও সবিশেষ বর্ণনা-পূর্ণ বিবরণ আবশুক তাহা মফঃস্বলের সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং ঐ প্রকার বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যও করা যাইতে পারিবে না। লোকের মনোগত ভাব ও ইচ্ছা কি, বিদ্যালয়সমূহের প্রকৃত আভ্যন্তরিক অবস্থাই বা কি প্রকার, সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে সাধারণের অন্তঃকরণে সন্দেহ না

জন্মাইয়া তাহা অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিলে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিশেষ উপযুক্ত কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কালের জন্য এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু অর্থ ও লোকের অভাববশতঃ ঐরূপ ব্যবস্থাকরণ অসুবিধাজনক হইতে পারে। এই নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তৎসঙ্গে এডাম সাহেবের পরিচয় ও তাঁহার কার্য্যপটুতার উল্লেখ করেন। এডাম সাহেব ইহার পূর্ব্বে ১৭ বৎসর এদেশে ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং তিনি ইণ্ডিয়া গেজেট্ নামক পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যও দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। দেশীয় শিক্ষার অবস্থা কি উপায়ে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, এই বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনারেলের সকাশে যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন তাহা হইতেই তাঁহার বিচক্ষণতার ও প্রস্তাবিত কার্য্যে উপযুক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। *

* —"the point for consideration seems to be as to the mode of obtaining it", whether by calling upon the local functionaries for a report of all institutions within their districts, or to employ, as in England, a special deputation for the purpose. The first mode would be attended with no expense, but we could not expect from it that fulness of information and accuracy of detail which could lead to any safe conclusion or practical result. Nothing but a close insight into these institutions, and an inquiry into the feelings of the people themselves, which cannot be made directly by official authority with any prospect of success and without exciting distrust, could elicit the information and all the data requisite

গবর্ণর জেনারেল অনুমান করেন যে, তিন বৎসরে এডাম সাহেব তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক জেলার স্বতন্ত্র বিবরণ আবশ্যক না হইতেও পারে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জেলার বিবরণ হইতে অন্যান্য জেলার শিক্ষার অবস্থা কিরূপ তাহা স্থির করা যাইতে পারিবে।

এডাম সাহেবের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাবত মাসিক ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিবারও প্রস্তাব গবর্ণর জেনারেলের মন্তব্যে লিখিত হয়। মন্ত্রিসভার মেম্বরগণ কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ১৮৩৫ সালের ২০এ জানুয়ারি তারিখে প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং ২২এ তারিখে এডাম সাহেবের নিয়োগপত্র এবং শিক্ষা কমিটির নিকট এক আদেশপত্র প্রেরিত হয়। নিয়োগপত্রে এই আদেশ থাকে যে শিক্ষা-কমিটির উপদেশ অনুসারে এডাম সাহেবকে কার্য্য করিতে হইবে, আর শিক্ষা-কমিটির প্রতি আদেশ থাকে যে, তাঁহারা সমস্ত বিষয়ে এডাম সাহেবকে আবশ্যকমত উপদেশ প্রদান করিবেন। কমিটির প্রতি আদেশপত্রের উপসংহারে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বলেন যে, এডাম সাহেবের উপর যে কার্য্যের ভারার্পণ করা হইল তৎপক্ষে তাঁহার বিচক্ষণতা বিবেচনায় তিনি যে উহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন তাহা আশা করা যায়, এবং এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে

---

for any future measure The importance of the subject would well deserve the exclusive time and attention of a commision composed of the ablest of our servants, but neither men nor money could at this moment be conveniently spared. I am of opinion however that by a deputation can the object be alone accomplished—".

Minute by the Governor General.

20-1-1835.

শিক্ষার উন্নতি ও কমিটিকে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহারও সুপরিচালনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারিবে।

উপরে বলা হইয়াছে যে, মিঃ এডাম কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে কি প্রণালীতে উহা সম্পাদিত হইতে পারিবে তাহা বিবৃত করিয়া গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের সমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন। কার্য্য-সম্পাদন বিষয়ে শিক্ষা-কমিটি ঐ প্রণালীই অনুমোদন করেন। কারণ কমিটি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন নাই। মিঃ এডামের বিবরণীর মূল্য অবধারণ করিতে হইলে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই কারণে তাঁহার উল্লিখিত পত্রের প্রয়োজনীয় অংশের তাৎপর্য্য এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

মিঃ এডাম প্রথমতঃ দুই প্রকার তদন্তের স্থানের উল্লেখ করেন; প্রথম—কলিকাতা, নদীয়া, ঢাকা, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরি ও শিক্ষার স্থল; দ্বিতীয়—যশোর, মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলা ও সহর। উভয়বিধ স্থানের জন্য তদন্তের প্রণালী যে বিভিন্ন হইতে পারে তাহারও আভাস দেওয়া হয়।

প্রধান প্রধান নগরের শিক্ষার অবস্থানুসন্ধান কার্য্য-সম্বন্ধে এডাম সাহেব প্রস্তাব করেন যে, তিনি এক একটি নগরে বা শিক্ষার স্থানে প্রয়োজনানুযায়ী কালের জন্য অবস্থান করিবেন। ঐ কালের মধ্যে তাঁহার সহকারী পণ্ডিত ও মৌলবির সাহায্যে এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া বা তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া এই সমস্ত বিষয় নির্ণয় করিবেন:—শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয়-সমূহের তালিকা; উহাদের শ্রেণী-বিভাগ, অর্থাৎ কোন্‌টি হিন্দু, কোন্‌টি

মুসলমান বা খৃষ্টানদের জন্ত প্রতিষ্ঠিত; কোন্‌টি অবৈতনিক, কোন্‌টি ব্যক্তিবিশেষের এবং কোন্‌টি সাধারণের কর্ত্তৃক পরিচালিত; বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উহার পরিদর্শন এবং তৎসঙ্গে ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষার বিষয় এবং কি পরিমাণে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ঐ শিক্ষার ফলই বা কিরূপ। যে সম্প্রদায়ের লোকের জন্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত তাহার অন্তর্ভূত জন-সাধারণের উহার প্রতি শ্রদ্ধা কিরূপ, প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা এবং সাধারণের অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়-গুলিতে অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না, এবং কোনটিকে উন্নত করা সম্ভবপর কি না তাহাও স্থির করিতে হইবে। তিনি এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অপর এক শ্রেণীর এবং উহার পর অন্য এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের তদন্ত আরম্ভ করিবেন এইরূপ প্রস্তাব করেন। এই প্রকারে নগরের ও উহার সান্নিধ্যে অবস্থিত সমস্ত বিদ্যালয়ের অবস্থা নির্ণয় করা হইলে ঐ স্থানের অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইবে। স্থানীয় অনুসন্ধান সময়ে যে সকল বিষয় লিখিয়া রাখা হইবে, তন্মূলেই পরে গবর্ণমেণ্ট সমীপে রিপোর্ট প্রেরিত হইবে।

মিঃ এডাম বলেন যে, প্রধান প্রধান নগর ব্যতীত জেলাসমূহের শিক্ষার অবস্থার তদন্ত অন্য প্রকারে করিতে হইবে। প্রথমতঃ, জেলার সদর ষ্টেসনে অবস্থান করিয়া তথা হইতে উহার সীমার অন্তর্গত প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে যাইতে হইবে। প্রয়োজনমত কোন স্থানে এক বা ততোধিক দিন থাকিয়া ঐ স্থানের শিক্ষাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য সকল বিষয় অবগত হওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই সকল স্থানেও বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এবং শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত

হইয়া ভবিষ্যৎ রিপোর্টের জন্ম তৎসমুদায় লিখিয়া রাখা হইবে। এইরূপে এক জেলার তদন্ত শেষ করিয়া অন্য এক জেলার তদন্ত আরম্ভ করা যাইবে।

তাঁহার রিপোর্ট পাঠাইবার বিষয়ে এডাম সাহেব প্রথমতঃ প্রস্তাব করেন যে, এক এক জেলার কার্য্য শেষ হইলে এক একটি রিপোর্ট পাঠাইবেন এবং এক প্রদেশের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া একটি স্বতন্ত্র বিবরণীতে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া উহা পরে প্রেরণ করিবেন। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে কত সময় লাগিতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি বলেন যে, ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বুকেনান্ ১৮০৭, ১৮০৮ ও ১৮০৯ এই তিন বৎসরে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির কৃষি ও বাণিজ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ কালের মধ্যে তিনি কয়েকটি মাত্র জেলায় পরিভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষার অনুসন্ধান-কার্য্যও তদপেক্ষা অল্প সময়ে নির্ব্বাহিত হইবে না। সুতরাং তিনি অনুমান করেন যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অনুসন্ধান-কার্য্যে তাঁহার তিন বৎসর সময় লাগিতে পারে।

মিঃ এডাম বাঙ্গালা প্রদেশের দেশীয় শিক্ষা-সম্বন্ধে তিনটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বিবরণ এই পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হইল। বর্ত্তমান-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে এদেশের শিক্ষার অবস্থা, শিক্ষাবিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বা উহার অভাব, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে ইতরবিশেষ, শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থা, সমাজে উচ্চ ও নিম্নতর শ্রেণীর লোকের শিক্ষার তারতম্য প্রভৃতি বিষয়ের ঐ তিনটি রিপোর্ট অকৃত্রিম চিত্র। উহাতে মিঃ এডাম কেবল তাঁহার নিজের অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করেন

নাই; তাঁহার পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারী বা খৃষ্টান মিসনারিগণ শিক্ষা-বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তই তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেন। ঐ সকলের মধ্যে তাঁহার প্রথম রিপোর্টের ভূমিকায় লিখিত কয়েকটির বিবরণ এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বুকেননের তদন্তের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালা প্রদেশে রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া এবং বেহার প্রদেশের কয়েকটি জেলা পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার তদন্ত শেষ করেন। তাঁহার রিপোর্টে শিক্ষা-সংক্রান্ত যে সকল বিষয় বর্ণিত থাকে, মিঃ এডাম তাহার এক সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করিয়া উহার অনেকাংশ তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেন। কলিকাতার শিক্ষা-কমিটি ১৮২৩-২৪ সালে মফঃস্বলের শিক্ষার অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য প্রত্যেক জেলায় যে বিজ্ঞাপন-পত্র প্রেরণ করেন, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ পত্রানুযায়ী যে সমস্ত বিবরণ কমিটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় মিঃ এডামের ব্যবহারার্থে তাঁহাকে দেওয়া হয়। ১৮২৮ সালে ডাক্তার বুকেনন্ হামিল্টন্ কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার (ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত অভিধান) নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এডাম সাহেব ঐ পুস্তক এবং মিসনারি স্কুল ও কলেজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতেও তাঁহার প্রথম রিপোর্টের কতক কতক উপাদান সংগ্রহ করেন। এই সকল ব্যতীত ফিসার সাহেবের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত-সার * হইতেও তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

* পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৩২ সালে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচন জন্য পার্লিয়ামেণ্ট যে কমিটি নিয়োগ করেন, ফিসার সাহেবের সংক্ষিপ্তসার তাঁহাদের রিপোর্টের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হয়।

এডাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন; (১) ছাত্রদিগের ও বিদ্যালয়ের সংখ্যার অনুপাত; (২) বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থান অনুসারে উহাদের উপযোগিতা; (৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রণালী ও বিষয়। প্রথম বিষয়টি নির্ণয় করিতে হইলে দেশের প্রত্যেক জেলার লোক-সংখ্যা, কোন সম্প্রদায় বা জাতিভুক্ত কত লোক ইত্যাদির বিবরণ জানা আবশ্যক। কিন্তু এডাম সাহেব যে সময় তাঁহার রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, তখন ভারতবর্ষের প্রথম আদম-সুমারি প্রকাশিত হয় নাই। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৮০১ সালে রেভিনিউ বোর্ডের প্রতি অন্যান্য বিবরণের সহিত লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের আদেশ প্রদান করেন। বোর্ডের আদেশ অনুসারে জেলার কলেক্টরগণ যে সংখ্যা নির্ণয় করেন তাহাই সে সময়ে একপ্রকার প্রকৃত সংখ্যা বলিয়া গৃহীত হয়। মিঃ এডাম অনেকস্থলে দেখাইয়াছেন যে, কলেক্টরদিগের নির্ণীত সংখ্যা ভ্রমাত্মক এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না।

শিক্ষা-কমিটির আদেশ অনুসারে মিঃ এডাম পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারী ও বে-সরকারী কাগজপত্রে জেলাসমূহের শিক্ষার বিষয় যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রথম রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল দ্বিতীয় রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় রিপোর্টে প্রথম ও দ্বিতীয়ের সমালোচনা করিয়া তাঁহার মন্তব্য লিখিত হয়। তাঁহার প্রথম দুই রিপোর্টে বর্ণিত বিষয় অবলম্বন করিয়া নিম্নের বিবরণ লিখিত হইল। তাঁহার প্রথম রিপোর্টে এই কয়েকটি জেলা ও নগরের শিক্ষার অবস্থার যৎসামান্য উল্লেখমাত্র আছে—২৪ পরগণা, কলিকাতা, মেদিনীপুর, হুগলি, যশোহর, নদীয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মৈমনসিং,

ও দিনাজপুর।* ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের বিবরণ পূর্ব্ব কয়েক পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। অপর কয়েকটি সহরেরও ঐ শ্রেণীর কোন কোন বিদ্যালয়ের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে। এডাম ঐ সকল বিদ্যালয়ের বিবরণও তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। অনাবশ্যক বিবেচনায় ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের পুনরুল্লেখ এস্থলে করা হইল না। দেশের প্রাচীন প্রথানুযায়ী শিক্ষার যে বিবরণ তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। খৃষ্টান মিসনারিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কতক কতক নূতন পাঠশালার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা মফঃস্বলে অর্থাৎ কলিকাতার বাহিরে নূতন শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন এস্থলে কেবল তাহারই উল্লেখ করা হইবে।

২৪ পরগণা। ১৮০১ সালে ডাঃ বুকেনন্ হামিল্টন্ এই জেলার লোকসংখ্যা ৯৬,২৫,০০০ অনুমান করেন। মিঃ এডামের মতে উহা কলিকাতার বাহিরের লোকের সংখ্যা হইতে পারে। কারণ ১৮২২ সালে যে সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তাহাতে কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাই ৬০০০০০ নির্দ্দেশিত হয়। যাহা হউক তিনি ২৪ পরগণার দেশীয় পাঠশালার কোনই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। উহাদের সংখ্যা যে অনেক ছিল কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ডাওসিসান্ কমিটি কলিকাতার উপকণ্ঠে কতকগুলি পাঠশালা স্থাপন করেন। ঐ গুলি দুই মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়; (১) টালিগঞ্জ মণ্ডল ও (২) হাওড়া মণ্ডল। প্রত্যেকের অন্তর্গত স্কুলের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

* এডাম সাহেবের রিপোর্ট যে সময়ে লিখিত তখন উল্লিখিত জেলা কয়েকটির মধ্যে কোন কোনটির আয়তন বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল।

ালিগঞ্জ মণ্ডলের অন্তর্গত স্কুল	গড়ে দৈনিক উপস্থিত সংখ্যা	হাওড়া মণ্ডলের অন্তর্গত স্কুল	গড়ে দৈনিক উপস্থিত সংখ্যা
বালিগঞ্জ	৮০	হাওড়া	৮০
কালিঘাট	৯০	শিবপুর	৮০
জানজারা	২৫	বাটোর	৭০
রায়পুর	৩২	সালকিয়া	৭০
আন্দারমাণিক	৩০	বালি	৯৫

এই সকল পাঠশালায় দেশীয় প্রণালীতে কদলী ও তালপত্রে লেখন শিক্ষা দেওয়া হইত। খৃষ্টানধর্ম্মের উপদেশও দেওয়া হইত।

এডাম সাহেবের ২৪ পরগণার বিবরণ সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর। এই জেলার ও কলিকাতার বিবরণ-প্রসঙ্গে তিনি গ্রাম্য-পাঠশালার শিক্ষা-প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়ের জ্ঞাতার্থে ঐ বিবরণের সারাংশ দেওয়া হইল।

"বালকেরা ৫ কি ৬ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ৫ বৎসরে উহা শেষ করিত। বড়লোকের বাড়ীতে স্কুল বসিত। ছেলেরা প্রথমে একখানি বালুকা বিস্তৃত করা তক্তার উপর অঙ্গুলি চালাইয়া তাহার পর মাটির উপর একখণ্ড চা-খড়ি দিয়া আদর্শ অক্ষরের উপর দাগ বুলাইত। ১০।১২ দিবস এই শিক্ষার পর তালপাতায় অক্ষর-লেখা আরম্ভ করা হইত। বালকেরা শর বা খাগড়ার কলম মুঠা করিয়া ধরিয়া ভূষার কালিতে লিখিত। অতঃপর উহারা বর্ণ-সংযোজন শিক্ষা করিয়া শব্দ-লিখন, শতকিয়া, মুদ্রা ও ওজন ইত্যাদির আর্য্যা, স্থানের নাম, ব্যক্তি বিশেষের সম্বোধনসূচক বাক্য প্রভৃতি লিখিতে ও বলিতে শিক্ষা করিত। হস্তাক্ষর শিক্ষা দিতে শিক্ষক অনেক স্থলে লোহার তক্ষণী বা লেখনী দ্বারা

তাল পাতার উপর শব্দ ও বাক্য লিখিয়া দিতেন ; ছাত্রেরা ঐ দাগের উপর কলম দিয়া সাবধানে কালি লাগাইত। বৎসরাবধি এই প্রকার শিক্ষার পর ছাত্রেরা কদলীপত্রে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, জমির কালি, অল্প কিছু জমিদারী ও মহাজনী হিসাব এবং আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাকে কিরূপ সম্বোধন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিত। কাগজে ভাল লিখিতে এবং হিসাবাদি ও পত্র-দলিল প্রভৃতি লিখিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হইত। কোন পাঠশালাতেই শব্দের বানান শিক্ষা দেওয়া হইত না। কোন কোন পাঠশালার দুই তিনটি বিশেষ পারদর্শী ছাত্রেরা মুখস্থ পদ্যের কয়েক ছত্র লিখিতে পারিত, কিন্তু উহার বানান একবারেই অশুদ্ধ হইত। কারণ যে হস্তলিপি হইতে উহারা মুখস্থ করিত তাহার বানানও অশুদ্ধ এবং বানান সম্বন্ধে শিক্ষকের অজ্ঞতা জন্য তিনি ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন না। সদসৎ-বিচার এবং গার্হস্থ্য বা সামাজিক কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ছাত্রেরা কোনই উপদেশ পাইত না। তাহাদের উপর চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে শিক্ষকের আদর্শের কোনই প্রভাব ছিল না। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তিনি এক প্রকার মজুরের ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিতেন। অন্য দিকে নীতি বা উন্নত জ্ঞান-পূর্ণ কোন পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হইত না। সুতরাং শিক্ষা কেবল হিসাব-পত্রের জ্ঞানেই সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকায় ছাত্রদের নীচ উপায়ে অর্থসঞ্চয়ের প্রতিই লক্ষ্য থাকিত, উহাদের জ্ঞানের প্রসারণ বা অন্তঃকরণের উন্নতি হইত না। বাঙ্গালার সমস্ত পাঠাশালার সম্বন্ধেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য।"

স্কুল-সোসাইটি ও ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টানসম্প্রদায়ের মিসনরিগণ যে সমস্ত নূতন পাঠশালা স্থাপন করেন, ঐ সকল পাঠশালায় মুদ্রিত পুস্তক ব্যবহৃত

হইতে থাকে। লিখন, পঠন ও অঙ্ক ব্যতীত ঐগুলিতে ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল পাঠশালার শাসন-প্রণালীও সন্তোষজনক ছিল। এই সকল পাঠশালাতেই বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করা হয়। এইগুলির অনুকরণেই পরে সরকারী ও বে-সরকারী নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর পাঠশালা গঠিত হয়।

মেদিনীপুর ও হুগলি। মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা ১৮০১ সালে ১৫০০০০০ এবং উহার ৴ অংশ মুসলমান নিরূপণ করা হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক গ্রামেই পাঠশালা ছিল। জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ম্যালেট্ সাহেব স্কুলের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে যে বিবরণ সংগ্রহ করেন মিঃ এডাম তাহাই তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেটের সংগৃহীত বিবরণ এই :—

১।	বাঙ্গালা স্কুল ..	৫৪৮
২।	উড়িয়া " ...	১৮২
৩।	পারসি " ...	৪৮
৪।	ইংরেজি " .	১

(মেদিনীপুর সহরে)

জেলায় ১৭টি থানা ছিল এবং গড়ে প্রত্যেক থানায় ৪৫টি স্কুল ছিল। শিক্ষকদের মাসিক আয় ১৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত। সমুদায় ছাত্রের সংখ্যা ১০১২৯; তন্মধ্যে ৯৮১৯ হিন্দু এবং ৩১০ মুসলমান। মেদিনীপুর সহরের ইংরেজি স্কুলে ৪২ জন মাত্র ছাত্র পড়িত। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। সহরের ইংরেজ ও বাঙ্গালী সকলেই চাঁদা দিতেন। মিঃ এডাম লিখিয়াছেন যে, ডাঃ বুকেনন্ হামিল্টনের লিখিত বিবরণীতে মেদিনীপুর জেলায় হিন্দু কি মুসলমানদের

প্রাচীন ব্যবস্থা-শাস্ত্র শিক্ষাপ্রদায়ী কোন বিদ্যালয়ের নাম ছিল না। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ৪০ টি অনুমান করা হয়।

১৮০১ সালে হুগলি জেলার লোকসংখ্যা ১০,০০০০০ এবং হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত ৩ ১ নির্দ্দেশ করা হয়। জেলায় বহু-সংখ্যক পাঠশালা থাকার উল্লেখ আছে। ঐগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়; (১) সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের নিজ বাড়ীতে তাঁহাদের বালকদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা; (২) সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে পরিচালিত পাঠশালা। প্রথম প্রকারের পাঠশালার সংখ্যাই অধিক ছিল। ঐ সকল পাঠশালায় অন্য বালকদিগকেও গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল। উহাদিগকে মাসে শিক্ষককে দুই আনা বেতন ও সিধা দিতে হইত। শিক্ষক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৩৲ টাকা পরিমাণ বেতন পাইতেন। দ্বিতীয় প্রকারের পাঠশালায় ছাত্রেরা পাতায় যতদিন লিখিত ততদিন শিক্ষককে আট আনার অধিক বেতন দিত না; কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলে আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্তও মাসিক বেতন দেওয়ার প্রথা ছিল। ঐ সকল পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যার গড় ৩০এর অধিক ছিল না এবং কোন পাঠশালাতেই ছাপার পুস্তক ব্যবহৃত হইত না।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা আপন আপন বাড়ীতে তাঁহাদের বালকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন। সাধারণ লোকের আরবি পারসি শিক্ষার জন্য অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যালয় ছিল। হুগলি মাদ্রাসা ব্যতীত সিতাপুর নামক স্থানে আর একটি মাদ্রাসা ছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে ঐ মাদ্রাসার জন্য মাসিক ৫॥০ টাকা সাহায্য দিতেন। ১৮২৪ সালের শিক্ষার রিপোর্টে পাণ্ডুয়াতে অবস্থিত কোন কোন ভূমির রাজস্ব শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়ার উল্লেখ থাকে। মোল্লা গোলাম হায়দর, মোল্লা মিরাদ্দীন

এবং মির গোলাম মস্তাফা নামক তিন ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষদিগকে মাদ্রাসা পরিচালন জন্য সরকারী সাহায্য দানের উল্লেখ আছে। ঐ মাদ্রাসা গুলি তাঁহারা দুইপুরুষ পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

১৮০১ সালে ডাঃ হামিল্টন্ হুগলি জেলার সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ১৫০ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ সালে মিসনারি মিঃ ওয়ার্ড বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ১৪টি অন্য ন্যায়ের এবং ত্রিবেণীতে ৭।৮টি চতুষ্পাঠীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর এক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ওয়ার্ড সাহেব যে বৎসরে তাঁহার বিবরণ লেখেন তখন তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বয়স ১০৯ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বর দুই গ্রামের প্রত্যেকটিতে ১০টি করিয়া এবং বালিগ্রামে ২।৩টি চতুষ্পাঠী ছিল।

যশোহর (খুলনার অধিকাংশ পূর্ব্বে যশোহরের অন্তর্গত ছিল)। এই জেলার কেবল লোকসংখ্যা ও মিসনারিদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলের মাত্র উল্লেখ আছে। লোকসংখ্যা ১২০০০০০ এবং হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত ৯ ৭ ছিল। শ্রীরামপুরের মিসনারিদের কর্ত্তৃক নিলগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, পুলাঘাট ও ভুরসাপুর নামক স্থানে ৪টি স্কুল স্থাপিত হয়।

নদীয়া। এই জেলার লোকসংখ্যা সম্বন্ধে মিঃ এডাম লিখিয়াছেন যে জেলার কলেক্টর ১৮০২ সালে উহার পল্লির সংখ্যা ৫৭৪৯ এবং ঐ সকলে বাড়ীর সংখ্যা ১২৭৪০৫ নির্দ্দেশ করেন। প্রত্যেক বাড়ীতে গড়ে ৬ জন লোক ধরিলে লোকসংখ্যা ৭৬৪৪৩০ অনুমান করা যাইতে পারে।

মিঃ এডাম এই জেলার গ্রাম্য-পাঠশালার কোনই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। চার্চমিসন্ সোসাইটি কৃষ্ণনগরে তিনটি এবং

নবদ্বীপে ছয়টি স্কুল স্থাপন করেন। প্রায় ৫০০ ছাত্র ঐ কয়টিতে পড়িত। এই সোসাইটির অনুরোধক্রমে কোন কোন নীলকর সাহেবদের কর্ত্তৃক তাহাদের কুঠির সন্নিকটে স্কুল স্থাপিত হওয়ার উল্লেখ আছে। *

এডাম সাহেবের প্রথম রিপোর্টে নদীয়া জেলার সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে নদীয়া বা নবদ্বীপ কিছুকাল বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসস্থান বলিয়া নদীয়ার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। নদীয়ার রাজা ও বাঙ্গালার অনেক জমিদার চতুষ্পাঠীর শিক্ষক ও ছাত্রদের ভরণপোষণার্থ ভূসম্পত্তি দান করেন।

১৮১৬ সালের গবর্ণমেণ্টের এক রিপোর্টে নদীয়াতে ৪৬টি চতুষ্পাঠীর ও উহাতে ৩৮০ জন ছাত্রের উল্লেখ আছে। পাঠার্থীদের বয়স ২১ হইতে ৩৫ বৎসর অনুমান করা হয়। খৃষ্টান মিসনারি মিঃ ওয়ার্ড সাহেব ১৮১৮ সালে নদীয়ার সমস্ত চতুষ্পাঠীর যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

ন্যায়ের চতুষ্পাঠী।

শিক্ষকের নাম	ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষকের নাম	ছাত্রসংখ্যা
১। শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি	১২৫	৬। ভোলানাথ শিরোমণি	১২
২। রামলোচন ন্যায়ভূষণ	২০	৭। রাধানাথ তর্কপঞ্চানন	১০
৩। কাশিনাথ তর্কচূড়ামণি	৩০	৮। রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি	২০
৪। অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার	২০	৯। শ্রীরাম তর্কভূষণ	২০
৫। রামশরণ ন্যায়বাগীশ	১৫	১০। কালিকান্ত চূড়ামণি	৫

* "At the suggestion of this society several Indigo-planters have been induced to establish schools near their factories"

শিক্ষকের নাম	ছাত্রসংখ্যা
১১। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ	১৫
১২। „ তর্কালঙ্কার	১৫
১৩। কালীপ্রসন্ন „	১৫
১৪। মাধব তর্কসিদ্ধান্ত	২৫
১৫। কমলাকান্ত তর্কচূড়ামণি	২৫
১৬। ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ	২০
১৭। শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার	৪০

ব্যবহারশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী

শিক্ষকের নাম	ছাত্রসংখ্যা
১। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	৪০
২। গদাধর শিরোমণি	২৫
৩। দেবিদাস তর্কালঙ্কার	২৫
৪। মোহনচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি	২০
৫। — গাঙ্গুলি তর্কালঙ্কার	১০
৬। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কভূষণ	১০
৭। প্রাণকৃষ্ণ তর্কবাগীশ	
৮। — পুরোহিত	৫
৯। কালীকান্ত তর্কচূড়ামণি	২০
১০। গদাধর তর্কবাগীশ	২০

সাহিত্যের চতুষ্পাঠী

শিক্ষকের নাম	ছাত্রসংখ্যা
কালীকান্ত তর্কচূড়ামণি	৫০

ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী

শিক্ষক	ছাত্রসংখ্যা
শম্ভুনাথ চূড়ামণি	৫

জ্যোতিষের চতুষ্পাঠী

শিক্ষক	ছাত্রসংখ্যা
গুরুপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ	৫০

গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটেরি সংস্কৃতবিশারদ এইচ্, এইচ্, উইল্‌সন্ সাহেব ১৮২১ সালে নদীয়ার চতুষ্পাঠীর যে বিবরণ প্রস্তুত করেন, তাহাতে ২৫টি চতুষ্পাঠীর উল্লেখ থাকে। এই সকল চতুষ্পাঠীর প্রায় সমস্ত গুলিতেই ন্যায় ও ব্যবহারশাস্ত্রই কেবল শিক্ষা দেওয়া হইত এবং বাঙ্গলার বহিঃস্থ স্থানের ছাত্রেরাও ঐ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসিত। ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি চতুষ্পাঠীর

সাহায্য দান করিতে থাকেন। উইল্‌সন্‌ সাহেবের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক পণ্ডিত বার্ষিক ৭১৲ টাকা সাহায্য পাইতেন। ১৮১৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রকেও চতুষ্পাঠী চালাইবার জন্য ঐ সাহায্য দেওয়া হয়। শুক্র তর্কবাগীশ নামক এক পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে রেভিনিউ বোর্ড ১৮১৮ সালে তাঁহার বার্ষিক ৯০৲ সাহায্য তাঁহার পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতিকে দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। শ্রীরাম শিরোমণি নামক আর এক পণ্ডিতকে উক্ত বোর্ড ১৮১৯ সালে বার্ষিক ৩৬৲ টাকা সাহায্য দান করেন। ঐ বৎসরে আর দুইটি পণ্ডিত, রামজয় তর্কবাগীশ ও রামচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রত্যেকে বার্ষিক ৬২৲ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হন।

নদীয়ার টোলের বিদেশীয় ছাত্রদের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য দিতেন। কোন কারণে ঐ সাহায্য বন্ধ করা হয়। ছাত্রেরা গবর্ণমেণ্টের সমীপে আবেদন করিলে উইলসন্‌ সাহেব ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। তিনি ১০০ হইতে ১৫০ জন বিদেশীয় ছাত্রের সংখ্যা স্থির করেন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে ঐ সাহায্য পুনরায় প্রদান করিবার আদেশ হয়।

নদীয়া ব্যতীত শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, ভাটপাড়া ও কুমারহাটায়ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল।

মিঃ এডামের অপর কয়েকটি জেলার বিবরণ একেবারেই অসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার নিজের তদন্তের ফল উহাতে নাই। সরকারী ও মিসনারিদের রিপোর্ট হইতে যাহা কিছু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেন। নিম্নে উহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

রংপুর। ১৮০৯ সালে ডাঃ বুকেনন এই জেলার লোকসংখ্যা ২৭,৩৫০০০ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১১৯৪৩৫০, মুসলমানের সংখ্যা ১৫৩৬০০০ এবং আদিমনিবাসী অসভ্য জাতির সংখ্যা ৪৬৫০ নির্দ্দেশ করা হয়। শিক্ষা-কমিটি তাঁহাদের ১৮২৩ সালের বিজ্ঞাপন-পত্রের উত্তরে এইমাত্র জানিতে পারেন যে, জেলার ১৯টি মহকুমার মধ্যে ১৪টিতে কোন পাঠশালা ছিল না। অপর ৫টিতে ১০টি বাঙ্গালা শিক্ষার ও ২টি পারসি শিক্ষার পাঠশালা ছিল। পারিবারিক পাঠশালার সংখ্যা অনেক ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য ৪১টী চতুষ্পাঠীর উল্লেখ থাকে। ঐ সকল চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ন্যায়, পুরাণ, জ্যোতিষ ও আগম শিক্ষা দেওয়া হইত। কোন কোন পণ্ডিত পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

জমিদারশ্রেণীর অধিকাংশই বিদেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমান। তাঁহারা ক্রীতদাস ও দাসী রাখিতেন। কৃষকেরা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ও ভীরু-স্বভাবাপন্ন বলিয়া উল্লিখিত হয়। উহারা ৫।৬ পরিবার একত্র মিলিয়া এক একজন প্রধান ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করিয়া তাহার পরামর্শ অনুসারেই চালত। *

দিনাজপুর। ডাঃ বুকেনন্ ১৮০৯ সালে এই জেলার লোকসংখ্যা ৩,০০০০০০ নির্দ্দেশ করেন। মালদহের অধিকাংশ তখন এই জেলার অন্তর্গত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত তখন ৭ ৩ ছিল।

* "Five or six families commonly unite under one chief man who settles the whole of their transactions with their landlords and to whose guidance they entirely surrender themselves." বর্ত্তমান সময়ে এই নেতৃগণ দেউলিয়া নামে কথিত হইয়া থাকে।

হিন্দুদের মধ্যে ৭০,০০০ পরিমাণ উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিল। এরূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে এই প্রদেশের হিন্দুজাতির মূলোচ্ছেদ করা হয়।

জেলার ২২টি থানায় ১১৯টি পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার অনেকগুলিতে পারসিও শিক্ষা দেওয়া হইত। অধিকাংশ ভদ্রলোক পারসি ভাষাই শিক্ষা করিত। হিন্দুস্থানী অধিকাংশ লোকের কথ্যভাষা ছিল।

১৫টি থানায় সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। সমস্ত জেলায় ৯টি মাত্র কেবল পারসি শিক্ষার স্কুল থাকে, কিন্তু একটিও আরবি স্কুল ছিল না।

শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ মফস্বলে একটি মাত্র স্কুল স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ঢাকা। ১৮০১ সালের গণনায় এই জেলার লোকসংখ্যা ৯৩৮৭১২ স্থির করা হয়। ইহাদের মধ্যে কতক ক্রীতদাস থাকে। জেলার সর্ব্বত্র দাস ক্রয়বিক্রয়-প্রথা ছিল এবং উক্ত বিক্রয়ের দলিল কখন কখন রেজিষ্টেরিও করা হইত। কোন লোকের ভূসম্পত্তি আপোষে বিক্রীত হইলে উহার অন্তর্ভুক্ত দাস-দাসীও বিক্রীত হইত। মিঃ এডাম এই বিবরণ কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করেন তাহা লেখেন নাই। সম্ভবতঃ উহা ডাঃ হামিল্টন্ অথবা ডাঃ বুকেননের বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। * ডাঃ হামিল্টনের গণনা-অনুসারে লোকসংখ্যা

* "A portion of this population consisted of slaves, and the sale of persons in a state of slavery is common throughout the district—on these occasions regular deeds of sale are executed, some of which are registered in the Court of Justice, and when an estate to which slaves are attached is sold privately the slaves are sold at the same time, although a separate deed of sale is always executed." Knoted by Adam.

২,০০০০০ নির্দ্দেশ করা হয়, আবার বিশপ হিবার উহা ৩,০০০০০ অনুমান করেন।

হামিল্টনের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে—জেলায় বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল। পারিবারিক পাঠশালাও অনেক ছিল। তাঁহার রিপোর্টে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী কিংবা মাদ্রাসার কোনই উল্লেখ নাই। মিঃ এডামও সেই জন্য ঐ প্রকার বিদ্যালয়ের কোনই বিবরণ দিতে পারেন নাই। ঢাকা জেলায় যে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী এবং সহরে ও মফঃস্বলে মাদ্রাসা ছিল তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

১৮১৭।১৮ সাল হইতে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ ঢাকাতে কতকগুলি পাঠশালা পরিচালন করিতে থাকেন। ঢাকাতে বাঙ্গালী ছাত্রদের জন্য তাঁহাদের ৮টি স্কুল ছিল এবং উহাতে ৩৯৭ জন ছাত্র পড়িত। বাইবেল পাঠ শিক্ষার একটি বিষয় ছিল।

এডাম সাহেবের রিপোর্টে বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ফরিদপুর ও মৈমনসিংহ জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয় নাই। কেবল মিসনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের উল্লেখমাত্র আছে। শ্রীরামপুর মিসন বরিশাল সহরে বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। এডামের রিপোর্টে আর কোন স্কুলের উল্লেখ নাই। চট্টগ্রাম সহরে উক্ত মিসন একটি হিন্দু ও একটি মুসলমানদের স্কুল স্থাপন করেন। সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা বাঙ্গালা পাঠশালার কোনও উল্লেখ নাই। চট্টগ্রামে মির হিজ্রার প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্রাসার উল্লেখ মাত্র আছে। কুমিল্লা সহরে শ্রীরামপুর মিসন ১৮২০ সালে একটি স্কুল স্থাপন করেন। মৈমনসিংহ জেলায় স্কুলসম্বন্ধে ডাঃ হামিল্টন্ লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক

পরগণায় ২।৩টি প্রাচীনবিদ্যা শিক্ষার জন্ম চতুষ্পাঠী ছিল। সমুদায়ে ৫০টির অধিক ছিল না।

রাজসাহী। এডাম সাহেবের দ্বিতীয় রিপোর্ট কেবল রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার শিক্ষার অবস্থা বর্ণনে সম্পূর্ণ হয়। রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

১৮০১ সালের গণনা অনুসারে রাজসাহীর লোকসংখ্যা ১৫,০০০০০ নির্দ্দেশ করা হয়। হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের দ্বিগুণ ছিল। ঐ সময়ের ও উহার পরবর্ত্তীকালের সরকারী কাগজপত্রে দেশীয় কোন পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮৩৪ সালে প্রচারিত একখানি মাসিক পত্রিকায় রামপুর বোয়ালিয়াতে জনৈক ইংরেজকর্ত্তৃক পরিচালিত এক স্কুলের উল্লেখ আছে।

রাজসাহী জেলার আয়তনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। উহার অন্তর্গত সাতটি পরগণা মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্ভূত করা হয়। ১৮১০।১১ সালে উহার কতক অংশ ও দিনাজপুরের কতক অংশ লইয়া মালদহ জেলা গঠিত হয়। ১৮২৫ সালে রাজসাহীর চারিটি থানা, আদমদিঘি, নখিলা, সেরপুর ও বগুড়া এবং রংপুরের দুইটি থানা লইয়া বগুড়া জেলা সৃষ্ট হয়। অতঃপর সাহাজাদপুর, রায়গঞ্জ, মথু। ও পাবনা থানা লইয়া ১৮৩২ সালে পাবনা জেলা গঠিত হয়। এই কারণে ১৮০১ ও ১৮৩৪ সালের গণনা অনুসারে লোকসংখ্যার বৈষম্য দেখা যায়। শেষোক্ত সালের গণনা অনুসারে ১০,৬৪২১৬ অধিবাসীর মধ্যে ৩০৪২৭২ হিন্দু ও ৬৭০৬৮৪ মুসলমানের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয়।

মিঃ এডাম নাটোর মহকুমার সদর ষ্টেসন ও মফস্বলের পাঠশালাসমূহের সবিস্তর বিবরণ দিয়াছেন। শিক্ষার প্রণালী ও বিষয় সম্বন্ধে

এই বলা যাইতে পারে যে, উহা সে সময়ে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এক প্রকার ছিল। এই নিমিত্ত উহার কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

নাটোরে ১১টি হিন্দুদের ও ১৬টি মুসলমানদের বিদ্যালয় ছিল। ঐ সকল স্কুলের মধ্যে কতকগুলিতে কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত। অপরগুলির মধ্যে কয়েকটিতে কেবল পারসি, কয়েকটিতে আরবি এবং কয়েকটিতে বাঙ্গালা ও পারসি দুই ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইত।

শিক্ষকদের মাসিক আয় ৩৷৷০ টাকা হইতে ৭৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত হইত। কোন স্কুলেরই পৃথক্ ঘর ছিল না, চণ্ডিমণ্ডপ, বৈঠকখানা অথবা উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া বালকেরা লেখাপড়া করিত। এডাম সাহেবের পরিদর্শনের পূর্ব্বে কোন পাঠশালায় মুদ্রিত পুস্তক শিক্ষক কি ছাত্রের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি স্কুলবুক-সোসাইটির মুদ্রিত কতকগুলি পুস্তক উপহার দিলে শিক্ষক ও ছাত্রেরা উহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সমস্ত বিষয়েই মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইত। বালকেরা শুভঙ্করের আর্য্যা ও সরস্বতীর বন্দনা প্রত্যহ আবৃত্তি করিত।

নাটোরে ৪টি পারসি স্কুলে ২৩জন মাত্র ছাত্র পড়িত। হস্তাক্ষর শিক্ষাতেই অধিক সময় বায়িত হইত। কোরাণের অংশবিশেষ ও পারসি ভাষার পদ্য ছাত্রদিগকে মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইত। ১১টি আরবি স্কুলে ৪২জন ছাত্র ছিল। ১২টি শিক্ষকেরা স্ব স্ব নাম পর্য্যন্তও লিখিতে পারিত না। উহারা কেবল বর্ণ কয়েকটি, বর্ণসংযোগ, ও কোরাণের কোন কোন অংশ মৌখিক শিক্ষা দিত। *

* 'They are Katmollas, the lowest grade of Musalman priests"—

Adam.

উপরের কথিত পাঠশালাগুলিতে সর্ব্বসাধারণের বালকেরা লেখা-পড়া করিত। এই সকল অপেক্ষা পারিবারিক পাঠশালার সংখ্যাই অনেক অধিক ছিল। ৪৮৫টি গ্রামের মধ্যে ২৩৮টি গ্রামে ১৫৮৮ পারিবারিক পাঠশালা ছিল। তন্মধ্যে ১২৭৭ হিন্দু ও ৩১১ মুসলমান পরিবারের প্রতিষ্ঠিত। ঐ সকল পাঠশালায় শিক্ষার বন্দোবস্ত ভাল ছিল না।

মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য নাটোরের জমিদার দোস্ত মহম্মদ খাঁ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইটি ব্যতীত কসবা নামক স্থানে আর একটি মাদ্রাসা ছিল।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য অনেক ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। ঐ সমস্তের আয় নির্দ্দেশ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে, জেলার কালেক্টর উহা বিতরণ করিবেন এবং তাঁহার দেয় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক রাজস্ব ঐ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইবে। * এই প্রকারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার জমিদারির রাজস্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার উত্তরাধিকারী ও স্বত্বাভিষিক্ত ভূম্যধিকারিগণকেও পরে ঐ বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল বৃত্তি দান করেন; কিন্তু নানা কারণবশতঃ ঐ সকল পরে আর দেওয়া হয় না। এই প্রকার চারিটি বৃত্তি বন্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে :—

(১) বেজপাড়া আমহাটি নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণকে চতুষ্পাঠী

* Rani Bhawani arranged with the Collector of the District for a fixed increase of the annual assessment to which her estates were liable, the increase being equal to the various endowments which she established and which were to be paid in perpetuity through the Collector." Adam.

চালাইবার জন্য বার্ষিক ১২০৲ টাকা দেওয়া হইত। তাঁহার পৌত্র পর্য্যন্তও উহা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে আর দেওয়া হয় না।

(২) চৌগ্রামে বার্ষিক ৬০৲ টাকার একটি বৃত্তি দেওয়া হইত।

(৩) শ্রীপতি বিদ্যালঙ্কার নামক এক পণ্ডিতকে বার্ষিক ৯০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত। ঐ বৃত্তি তাঁহার তিনটি পৌত্রও যথাক্রমে ভোগ করেন; তাহার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়।

নাটোর মহকুমায় কেবল হিন্দু বালকদের জন্য ৩৯টি পাঠশালা এবং ঐ সকলে ৩০৭ জন ছাত্র ছিল। বৈদ্য বেলঘরিয়া নামক গ্রামে একটি আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল। উহাতে দুইজন শিক্ষক ছিলেন। মহকুমার মধ্যে ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য ১৯টি চতুষ্পাঠী ছিল। ঐ সকল বিদ্যালয়ে কেবল রঘুনন্দনের স্মৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ন্যায়ের দুইটি এবং বেদান্তের একটি ও তন্ত্রশাস্ত্র-শিক্ষারও একটি চতুষ্পাঠী ছিল।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যে দুইজনের নাম আছে, রামকান্ত সার্ব্বভৌম ও শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত।

এডাম সাহেব নাটোর সহরে অনেকদিন থাকেন। এজন্য সাধারণ লোক যে কতদূর অশিক্ষিত তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সুসভ্য ইংরেজের রাজ্যে যে, এই পরিমাণ মূর্খতা থাকিতে পারে ইহাতে তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। * নামে মাত্র

* "I am not acquainted with any facts which permit me to suppose that, in any other country subject to an enlightened government and brought into direct constant contact with European civilization, in an equal population, there is an equal amount of ignorance with that which has been shown to exist in this district"

Adam.

শিক্ষিত এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে শেষোক্তের সংখ্যাই অধিক ছিল।

তৃতীয় রিপোর্টে মিঃ এডাম বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুরশিদাবাদ এই তিন জেলার বিদ্যালয়-সমূহের সবিস্তর বর্ণনা সন্নিবেশিত করেন। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

বর্দ্ধমান। ১৮১৩—১৪ সালে জেলার জজ ও কলেক্টর (সে সময়ে এক ব্যক্তিই উভয় কার্য্য করিতেন) মিঃ বেলি বসতির যে সংখ্যা নির্ণয় করেন তাহাতে হিন্দুর ২১৮৮৫৩ ও মুসলমানের ৪৩৭৮১ নির্দ্দেশ করা হয়। বাড়ী প্রতি ৫½ জন লোক ধরিয়া জেলার সমুদায় লোকসংখ্যা ১৪,৪৪৪৮৭ এবং হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত ৫ : ১ স্থিরীকৃত হয়। গ্রাম্য পাঠশালার বিষয়ে ডাঃ হামিল্টন্ কেবল এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, পাঠশালা নাই এরূপ গ্রাম অতি অল্প। হিন্দুদের পাঠশালায় মুসলমানেরাও শিক্ষা পাইত। ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত খৃষ্টান মিসনারিগণ ৯টি পাঠশালা স্থাপন করেন। উহাদের ছাত্রসংখ্যা ৭৫৮ ছিল। বাঁকুড়াতে (বাঁকুড়া তখন স্বতন্ত্র জেলা হয় নাই) স্কুল-সোসাইটির ৭টি পাঠশালা স্থাপিত হয়। ঐ সোসাইটি কালনাতে একটি সার্কেল্ স্কুলও স্থাপন করেন। ব্যাপ্‌টিষ্ট সোসাইটি কাটোয়াতে একটি পাঠশালা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাঃ হামিল্টনের বিবরণে সংস্কৃত-চতুষ্পাঠীর কোন উল্লেখ নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, নদীয়া হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া কোন কোন স্থানে সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ফিসার সাহেবের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, রায়বল্লভ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত এক চতুষ্পাঠী ও দেব-সেবার জন্য ৬০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। উহা বন্ধ করিয়া দেওয়ায়

তিনি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন এবং তদন্তের পর তাঁহার বৃত্তি পুনরায় দেওয়ার আদেশ হয়।

এডাম সাহেব তদন্ত করিয়া পাঠশালা-সমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা

১।	বাঙ্গালা পাঠশালা	৬২৯
২।	সংস্কৃত	১৯০
৩।	পারসি	৯৩
৪।	কোরাণ স্কুল	৩
৫।	আরবি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা	৮
৬।	ইংরেজি শিক্ষার স্কুল (নূতন প্রতিষ্ঠিত)	৩
৭।	বালিকা স্কুল ঐ	৪
৮।	শিশু পাঠশালা ঐ	১
		৯৩১

শিক্ষক ও ছাত্রদের জাতি অনুসারে এক তালিকা বিবরণীতে দেওয়া হইয়াছে, উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। ঐ তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পূর্ব্বকালে সমস্ত জাতির লোকেই আপন আপন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিত এবং যাহাদিগকে এক্ষণে সমাজে নীচ বলিয়া জ্ঞান করা হয়, সেই সকল জাতীয় লোকও শিক্ষকের কার্য্য করিত।

জাতি	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রদের সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	১০৭	৩৪২৯
কায়স্থ	৩৬৯	১৮৪৬

জাতি	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রদের সংখ্যা
সদ্গোপ	৫০	১২৫৪
আগুরি	৩০	৭৮৭
বৈষ্ণব	১৩	১৮৯
তেলি	১০	৩৭১
ভট্ট	৯	১১
গন্ধবণিক্	৬	৬০৬
কৈবর্ত্ত	৫	২৪৩
চণ্ডাল	৪	৬১
কুমার	৩	৯৫
নাপিত	৩	১৯২
সুবর্ণবণিক্	২	২৬১
গোয়ালা	২	৩১১
বাগ্দী	২	১৩৮
তাঁতি	১	২৪৯
দৈবজ্ঞ	১	৩৩
বারুই	১	৩২
কামার	১	২৬২
ময়রা	১	২৮১
ধোপা	১	২৪
রজপুত	১	২১
কুলু	১	২০৭
শুঁড়ি	১	১৮৮

জাতি	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রদের সংখ্যা
তামলি	০	২৪২
তিলি	০	২০৭
ক্ষত্রি	০	১৬১
ছত্রি	০	৩৫
কংসবণিক্	০	৩৪
জালিয়া	০	২৮
শঙ্খবণিক্	০	২৭
মালি	০	২৬
মুচি	০	১৬
হাড়ি	০	১১
কুর্মি	০	৮
তিওর	০	৪
লাহরি	০	৩
ছুতার	০	১০৮
স্বর্ণকার	০	৮১
ডোম	০	৬১
বাইতি	০	১৬
অগ্রদানি	০	৮
কাহার	০	১
মাল	০	১
পলি	০	১

পরের তালিকায় বৈদ্যজাতির উল্লেখ নাই। বৈদ্য সম্প্রদায়ের

মধ্যে কেহ শিক্ষকের কার্য্য না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বালকেরা যে লেখাপড়া করিত না ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তবে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৈদ্যজাতির ব্যবসা বিবেচনায় সংস্কৃত ভাষায় কিছু জ্ঞান অত্যাবশ্যক। হয়ত এই কারণে বালকদিগকে কেবল সংস্কৃত টোলেই শিক্ষা দেওয়া হইত। উপরের তালিকায় আর একটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। মুচি ও ডোম জাতির বালকেরা যে অন্যান্য হিন্দুজাতির বালকদের সহিত একত্রে এক পাঠশালায় লেখাপড়া করিত ইহা হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। সম্ভব ইহারা নূতন মিসন স্কুলের ছাত্র ছিল। মুসলমান-সম্প্রদায়ের বালকেরা যে, পাঠশালায় লেখাপড়া করিত না ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। উপরের তালিকায় উহাদের উল্লেখ নাই।

তালিকা হইতে দেখা যায় যে, কায়স্থ শিক্ষকের এবং ব্রাহ্মণ ছাত্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধিকাংশ জাতীয় লোকেও যে শিক্ষকের কার্য্য করিত, তালিকা হইতে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

এডাম সাহেব বর্দ্ধমান জেলায় ১৯০টি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের শিক্ষকদের মধ্যে ১০০ জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ৪ জন বারেন্দ্র, ২ জন বৈদিক এবং ৪ জন বৈদ্য ছিলেন। চতুষ্পাঠী-সমূহের ছাত্র-সংখ্যা ১৩৫৮ এবং উহাদের মধ্যে ১২৯৬ জন ব্রাহ্মণ, ৪৫ বৈদ্য, ১১ দৈবজ্ঞ ও ৬ জন বৈষ্ণব ছিল। শিক্ষার বিষয় অনুসারে চতুষ্পাঠীগুলির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী	...	৬৪৪	পুরাণ শিক্ষার চতুষ্পাঠী	...	৪৩
ব্যবস্থাশাস্ত্রের "	...	২৩৮	ফলিত জ্যোতিষের "	...	৭
ন্যায়ের "	...	২৭৭	তন্ত্রশাস্ত্রের "	...	২

সাহিত্যের চতুষ্পাঠী	৯০	বেদান্তের চতুষ্পাঠী ..	৩
অভিধান ও ভাষা শিক্ষার „	৩১	অলঙ্কার শাস্ত্রের „ ..	৮
চিকিৎসা শাস্ত্রের „	১৫		

শিক্ষকদিগের মধ্যে গ্রন্থপ্রণয়ন জন্য এই কয়জন বিখ্যাত ছিলেনঃ—

(১) কালিদাস সার্ব্বভৌম, (২) গুরুচরণ পঞ্চানন, (৩) ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, (৪) কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ও পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামি-কৃত নিম্নলিখিত পুস্তকের তালিকা এডামের বিবরণীতে পাওয়া যায়।

(১) ছন্দোমঞ্জরীর টীকা, এই পুস্তক এইরূপভাবে লিখিত হয় যে, উহাকে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তনের পুস্তকও বলা যাইতে পারে। (২) শান্তিশতকের টীকা. (৩) সদাচার-নির্ণয়, (৪) ধাতু-দীপক, (৫) রাজার্ণব তারিণী, (৬) অরিষ্ট-নিরূপণ. (৭) শরীর-বিবৃতি, (৮) লেখা-দর্পণ, (৯) দ্বৈত সিদ্ধান্ত-দীপিকা, (১০) হরিহর-স্তোত্র ইত্যাদি। তাঁহার প্রণীত সমুদায় গ্রন্থের সংখ্যা ৩৭ খানি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে পাঠশালা ও উচ্চশ্রেণীর স্কুলের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ, পূর্ব্বে গ্রাম্য পাঠশালা ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর মধ্যে সে প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। অর্থাৎ শেষোক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রেরা পাঠশালায় কিছুকাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইত না। যাহারা ব্যবসা বা চাকুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের বালকেরাই পাঠশালায় প্রবেশ করিত, সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সন্তানেরা চতুষ্পাঠীতেই শিক্ষা আরম্ভ ও শেষ করিত। দর্শন ও ব্যবস্থা-শাস্ত্র এবং পুরাণ ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ই সকল জাতীয় ছাত্রকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হইত।

মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় ছিল তাহাদের সংখ্যা ১০৪। উহাদের মধ্যে ৯৩টিতে কেবল পারসি এবং ৮টিতে কেবল আরবি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐগুলি ব্যতীত ৩টি কোরাণ স্কুলেরও উল্লেখ আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৯৭১ এবং তন্মধ্যে পারসি স্কুলে ৪৪৮ ও আরবি স্কুলে ৪ জন হিন্দুছাত্র অধ্যয়ন করিত। আরবি বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ ও সাহিত্য ব্যতীত মুসলমানদের আইন ও ব্যবহার-বিধান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, টলেমির মতানুযায়ী জ্যোতিষ ও দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। উর্দ্দু, শিক্ষিত মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিল, কিন্তু ঐ ভাষায় কোন পুস্তক ছিল না।

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব্বকালে পারসি শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল।

মুরশিদাবাদ। ১৮০১ সালের আদম সুমারিতে এই জেলার লোকসংখ্যা ১০,২০,৫৭২ স্থির করা হয়। উহার দুইভাগ হিন্দু ও একভাগ মুসলমান ছিল। মিঃ এডাম তদন্ত করিয়া পাঠশালা ও শিক্ষক এবং ছাত্রদের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহার আবশ্যকীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	বাঙ্গালা পাঠশালা ...	৬২
২।	সংস্কৃত " ...	২৪
৩।	পারসি " ...	১৭
৪।	আরবি " ...	২
৫।	ইংরেজি স্কুল (নূতন প্রতিষ্ঠিত) ...	২
৬।	বালিকা পাঠশালা ঐ ...	১
৭।	হিন্দি " ঐ ...	৫

জেলায় ২০টি থানা ছিল, উহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে পাঠশালা ছিল না। হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ১০১৮ এবং জাতি অনুসারে উহাদের যে সংখ্যা স্থির করা হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	জাতি	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রদের সংখ্যা
১।	ব্রাহ্মণ	১৪	১৮১
২।	কায়স্থ	৩৯	১২৯
৩।	আগুরি	৩	৫
৪।	শুঁড়ি	২	৩৯
৫।	কৈবর্ত্ত	২	৯৬
৬।	বৈদ্য	১	১৪
৭।	সুবর্ণবণিক্	১	৬২
৮।	ছত্রি	১	৯
৯।	সদ্গোপ	১	২
১০।	চণ্ডাল	১	৪
১১।	তাঁতি	০	৫৬
১২।	তেলি	০	৩৬
১৩।	ময়রা	০	২৯
১৪।	ক্ষত্রিয়	০	২৬
১৫।	কুর্ম্মি	০	২৪
১৬।	বৈষ্ণব	০	২৪
১৭।	তামলি	০	২২
১৮।	গোয়ালা	০	১৯
১৯।	মালি	০	১৬

২০।	নাপিত	০	১৫
২১।	ছুতার	০	১৩
২২।	অসওয়াল	০	১২
২৩।	স্বর্ণকার	০	১১
২৪।	যুগি	০	১০
২৫।	কামার	০	৯
২৬।	কুমার	০	৮
২৭।	রজপুত	০	৭
২৮।	কংসবণিক্	০	৭
২৯।	তিলি	০	৬
৩০।	বারুই	০	৪
৩১।	দৈবজ্ঞ	০	৪
৩২।	গোবরণিক্	০	৪
৩৩।	কাহার	০	২
৩৪	জালিয়া	০	১
৩৫।	লাহরি	০	১
৩৬।	বাগ্দি	০	১

কালু পশি. মুচি, ধোপা, গাভুরি, এই কয়েকটি জাতির প্রত্যেকের ছাত্রসংখ্যা ১ ছিল।

মুসলমান বালকেরা পাঠশালায় পড়িত কি না তাহার কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং নিঃসন্দেহ অনুমান করা যায় যে, তাহারা এই সকল পাঠশালায় লেখাপড়া করিত না।

জেলাতে সমুদায়ে ১৭টি পারসি এবং ২টি আরবি স্কুল ছিল। আরবি স্কুলেও পারসি পড়ান হইত। হিন্দুরা কয়েকটি পারসি স্কুল চালাইতেন। পারসি ও আরবি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১০৯ এবং উহাদের মধ্যে ৬১ জন বা অর্দ্ধেকের অধিক হিন্দু ছিল। জাতি অনুসারে হিন্দুছাত্রদের সংখ্যা এই :—

ব্রাহ্মণ ২৭, কায়স্থ ১৫, কুর্ম্মি ৬, কৈবর্ত্ত ৪, আগুরি ৪, স্বর্ণবণিক ২, নাপিত ১, মালি ১, ছুতার ১।

২৪টি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সকলেই ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের মধ্যে ১৩ জন বারেন্দ্র, ৮ জন রাঢ়ি এবং ৩ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই রাণীভবানী প্রদত্ত ভূসম্পত্তি বা বৃত্তি ভোগ করিতেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কয়েকজনের সম্পত্তি ও বৃত্তি বন্ধ করেন। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় তাহার বার্ষিক আয় ১০০০৲ টাকা পরিমাণ ছিল। এ সম্বন্ধে এডাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। কোন্ সরকারী রিপোর্ট বা পুস্তক হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা লেখেন নাই। "এ সমস্তই রাণীভবানীর প্রদত্ত বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তর; উহাদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক এবং ঐগুলি যে ব্যক্তি-বিশেষকে জীবিত-কাল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। সুতরাং ঐ সমস্ত বাজেয়াপ্ত হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ জন্যই ঐগুলি দেওয়া হয়, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। রাণী (দেব সেবা প্রভৃতি) অন্য উদ্দেশ্যেও ষষ্টি সংখ্যাধিক ব্যক্তিকে যে সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন তাহার আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা এবং ঐগুলি এখনও বজায় রহিয়াছে। জাইগীর ভোগীদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ের লোক

আছেন; দরিদ্র জমিদার, মুসলমান ফকির, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণ, ও বৈষ্ণব। *

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যে কেবল জজ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ পঞ্চাননের নামের উল্লেখ আছে।

এডাম বলেন যে, হিন্দি পাঠশালায় দানলীলা ও দধিলীলা নামক হস্তলিখিত পুস্তকের ব্যবহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৩২টি স্কুলে শুভঙ্করী শিক্ষা দেওয়া হইত, একটিতে অমরকোষ, অন্য একটিতে শব্দ স্তবক এবং অনেকগুলিতে চাণক্যের শ্লোক শিক্ষা দেওয়া হইত। কোন শিক্ষকের নিকট হস্তলিখিত উগ্র বলরামের পাটীগণিত, সরস্বতী-বন্দনা, হারাধন দাসের মানভঞ্জন ও কলঙ্কভঞ্জন পুস্তকও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার হামিল্টনের বিবরণী হইতে জানা যায় ১৮০১ সালে মুরশিদাবাদ নগরে হিন্দুদের ২০টি এবং মুসলমানদের একটি বিদ্যালয় ছিল। ১৮৩৪ সালে একটি মিসনারি স্কুল স্থাপিত হয়।

বীরভূম। ১৮০১ সালে এই জেলায় লোকসংখ্যা ৭০০০০০ নির্দ্দিষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত ৩০ : ১। ১৮২৩ সালে

* "They were grants of the Rani Bhawani and were enjoyed by upwards of thirty individuals, but it was distinctly admitted that they had been given for life and that the resumption was proper. The object of these endowments was stated to be the encouragement of learning, which was very carefully distinguished from the objects of certain other endowments established by the same Rani and still enjoyed to the extent of Rs 30,000 by upwards of sixty persons, Brahmans, Vaishnavas, female devoties, Musalman Fakirs and reduced zemindars" Adam

শিক্ষাকমিটির বিজ্ঞাপনপত্রের উত্তরে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ রিপোর্ট করেন যে, ঐ জেলায় কোন পাঠশালা বা বিদ্যালয় নাই। নিশ্চয়ই তাঁহারা তদন্তের কষ্ট স্বীকার করেন নাই।

এডাম সাহেবের তদন্তের ফল নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১।	বাঙ্গালা পাঠশালা	...	৪০৭
২।	হিন্দি "	...	৫
৩।	সংস্কৃত "	...	৫৬
৪।	পারসি "	...	৭১
৫।	আরবি "	...	২
৬।	ইংরেজি (নূতন প্রতিষ্ঠিত)		২
৭।	বালিকা " (ঐ)	...	১

এই সকল পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ৬৩৮৩ এবং উহাদের মধ্যে ২৩২ জন মুসলমান ও ২০ জন খৃষ্টান ছাত্র ছিল। জাতি অনুসারে শিক্ষক ও ছাত্রদের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

	জাতি	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা
১।	ব্রাহ্মণ	৮৬	১৮৫৩
২।	কায়স্থ	২৫৬	৪৮৭
৩।	সদ্‌গোপ	১২	২৯০
৪।	বৈষ্ণব	৮	১৬৪
৫।	গন্ধবণিক্	৫	৫২৯
৬।	সুবর্ণবণিক্	৫	১৮৪
৭।	তন্তু	৪	৮
৮।	কৈবর্ত্ত	৪	৮৯

৯।	ময়রা	৪	২৪৮
১০।	গোয়ালা	৩	—
১১।	বৈদ্য	২	৭১
১২।	আগুরি	২	২৮
১৩।	যুগি	২	—
১৪।	তাঁতি	২	১৯৬
১৫।	শুঁড়ি	২	১৬৪
১৬।	রজপুত	১	৬৮
১৭।	স্বর্ণকার	১	৫৩
১৮।	নাপিত	১	৭৯
১৯।	বারুই	১	৬২
২০।	ছত্রি	১	২৪
২১।	ধোপা	১	২৮
২২।	চণ্ডাল	১	—
২৩।	তামলি	০	১২৭
২৪।	কুমার	০	১০৯
২৫।	ছুতার	০	৫০
২৬।	তেলি	০	৩৮
২৭।	তিলি	০	২৫
২৮।	দৈবজ্ঞ	০	১৭

'ধাঙ্গর, সাঁওতাল, ডোম প্রভৃতি জাতীয় ছাত্রের সংখ্যা ৬৮ জন রিপোর্টে দেখা যায়।'

এডাম সাহেব বীরভূম জেলায় ৫৬টি চতুষ্পাঠী ও উহাদের ৫৮ জন

শিক্ষকের উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষকদের মধ্যে ৫৩ জন রাঢ়ী ও ৪ জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ১ জন বৈদ্য ছিলেন। ঐ সকল চতুষ্পাঠীর ছাত্রের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্যাকরণের টোলে	...	২৭৪
ন্যায়ের „	...	২৭
সাহিত্য ইত্যাদির „	...	৪
অলঙ্কারের „	...	৯
ব্যবস্থাশাস্ত্রের „	...	২৪
বেদান্তের „	...	৩
আয়ুর্ব্বেদের „	...	১
পুরাণের „	...	৮
ফলিত-জ্যোতিষের „	...	৫

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে এই কয়জনের নাম আছে :—

জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার, বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, বিশ্বম্ভর বিদ্যারত্ন, রুক্মিণীকান্ত বিদ্যাবাগীশ।

মুসলমানদের ৭১টি পারসি ও ২টি আরবি স্কুল ছিল। পারসি স্কুলের ৫ জন শিক্ষক হিন্দু ছিলেন। এই সকল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৪৯০; তন্মধ্যে আরবি স্কুলে ৫ জন মাত্র ছাত্র ছিল। পারসি স্কুলের ছাত্রের মধ্যে ২৪৫ জন হিন্দু ও ২৪০ জন মুসলমানের উল্লেখ আছে। হিন্দু ছাত্রদের জাতি অনুসারে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যথা :—

ব্রাহ্মণ	...	১১১
কায়স্থ	...	৮৩
কৈবর্ত্ত	...	১১

বৈদ্য	...	১০
গোয়ালা	...	২
শুঁড়ি	...	২
আগুরি	...	১
স্বর্ণকার	...	১

ব্যাপটিষ্ট-মিসন সদর ষ্টেসনে একটি বালকদের ও একটি বালিকাদের স্কুল স্থাপন করেন। বালিকা স্কুলে ৮০ জন ছাত্রী পড়িত।

মিঃ এডাম তাঁহার তৃতীয় বা শেষ রিপোর্টের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের ১৮৩৫ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখের আদেশ এবং শিক্ষা-কমিটির ৭ই মার্চ্চ তারিখের উপদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্য আরম্ভ করেন। মফস্বলে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কমিটির আদেশ অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারী ও অন্যান্য রিপোর্ট হইতে শিক্ষা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রথম রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ১লা জুলাই ঐ রিপোর্ট কমিটিসমীপে প্রেরিত হয়। উক্ত মাসেই তিনি প্রথমতঃ রাজসাহী জেলায় তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে উহা সমাধা করেন। তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টে কেবল রাজসাহীর শিক্ষার অবস্থাই বিবৃত হয়। ঐ রিপোর্ট ডিসেম্বর মাসে কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। রাজসাহী ব্যতীত বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত কেবল মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও বীরভূম এই তিন জেলায় তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার বর্দ্ধমান জেলায় অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ করিয়া তিনি বেহার প্রদেশে কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার শেষ এবং তৃতীয় রিপোর্ট ১৮৩৮ সালে লিখিত হয়। ঐ তিন রিপোর্টেই তিনি শিক্ষোন্নতি-বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ

করেন। তদন্ত শেষ করিয়া তিনি দেশীয় শিক্ষার উন্নতিবিধান জন্ত যে মন্তব্য শিক্ষা-কমিটি ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্ত প্রেরণ করেন, তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) মিঃ এডাম বলেন যে, দেশীয় শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষকদিগের উন্নতি আবশ্যক। তাঁহাদিগকে একজন পরিদর্শক কর্ম্মচারী ও স্থানীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শিক্ষা-কমিটির তত্ত্বাবধানে বৎসরের মধ্যে এক বা একাধিক বার তাহাদিগের ও ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়া উভয়ের পারদর্শিতা বিবেচনায় শিক্ষকদিগকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্ত প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠালব্ধ শিক্ষকদের জন্ত তাহাদের গ্রামে সরকার হইতে জায়গীর দান করিবার বিধান করাও প্রয়োজন।

(২) প্রথমতঃ একটি বা দুইটি জেলায় উপরের প্রস্তাব কতদূর কার্য্যকরী হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

(৩) যে যে জেলায় এই প্রকার শিক্ষকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা, ও স্থায়ী বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এক বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাদের ব্যয়ে পাঠশালার প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবহারোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া উহা বিনামূল্যে বিতরণ করা প্রয়োজন।

যে প্রকারের পাঠ্যপুস্তক আবশ্যক, মিঃ এডাম তাহার এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় কোন পুস্তকের অনুবাদ করিয়া উহা

পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ ব্যবহার করা চলিবে না; এবং দেশীয় কোন পুস্তকও বর্ত্তমান বিদ্যানুযায়ী পরিবর্ত্তিত না হইলে উহা পাঠের উপযোগী হইবে না। এই নিমিত্ত পাশ্চাত্যজ্ঞান-সম্বলিত পুস্তকের বিষয়গুলি দেশের প্রচলিত ভাষায় লিখিত হইবে। পাঠ্যপুস্তক চারিখানিতে এই সকল বিষয় থাকিবে :—

১ম পুস্তক। প্রাচীন প্রথানুযায়ী পাঠশালায় লিখন ও পঠন সম্বন্ধে যাহা কিছু এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এই পুস্তকে সে সমস্তই থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ব্যাকরণ ও অভিধানের সামান্য জ্ঞান যাহাতে হইতে পারে, তজ্জন্য অমরকোষ, শব্দমুবস্ত ও অষ্টধাতু পুস্তক কয়েকখানির অংশবিশেষ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ঐ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে।

২য় পুস্তক। এই পুস্তকে জীবনযাপনোপযোগী বিষয়সমূহের বিবরণ থাকিবে। ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও ঐ সকল বিষয়ের অন্তর্ভূত বিষয় এবং এই সমস্ত যে প্রকারে বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার কিছু কিছু বিবরণ এই পুস্তকে থাকিবে।

৩য় পুস্তক। ইংরেজ শাসনাধীন প্রত্যেক সমাজস্থিত লোকের পরস্পরের প্রতি নীতিও ব্যবহারানুযায়ী কর্ত্তব্য, সমাজে প্রত্যেকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, এই সকল বিষয় এই পুস্তকে থাকিবে।

৪র্থ পুস্তক। দেশের ও অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক ও অপরাপর বিষয়ের 'বিবরণ, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনপ্রণালীর বিবরণ, বর্ত্তমান জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাধারণ বিষয়ের বিবরণ ইত্যাদি এই পুস্তকে লিখিতে হইবে।

শিক্ষকদের পারিতোষিক সম্বন্ধে মিঃ এডাম প্রস্তাব করেন যে, প্রথমতঃ উঁহাদিগকে পুস্তক দেওয়া যাইবে। তার পর যে সকল শিক্ষক পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইবেন, তাহাদের নাম এক রেজিষ্টারিভুক্ত করিয়া যোগ্যতা বিবেচনায় কয়েক জনকে প্রথমে নর্ম্মাল এবং পরে ইংরেজি স্কুলে শিক্ষা দিতে হইবে। এই প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হয় জায়গীর নতুবা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। জেলার সদর ষ্টেসনে একটি ইংরেজি ও একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়া শেষোক্তটিকে নর্ম্মাল স্কুলে পরিণত করিতে হইবে। শিক্ষকদের জায়গীর-দানের এই প্রস্তাব করা হয় যে, খাসমহালের ভূমি হইতে অথবা কোন জমিদার বা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের প্রদত্ত সম্পত্তি বা অর্থ হইতে জায়গীর দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে ১৮২৩ সালে ডিরেক্টর-সভা বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এই। ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যের জন্য যে সম্পত্তি এখন লোকে নিষ্কর ভোগ করিতেছে, উহার অপব্যবহার হইলে গবর্ণমেণ্ট খাসদখল করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে ঐ সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারেন কি না, এই বিষয়ে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডিরেক্টরগণ বলেন যে, প্রদত্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্যানুযায়ী ব্যবহার না হইলে আইন অনুসারে উহা গবর্ণমেণ্ট খাস দখলে লইতে পারেন। অন্য স্থলে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে আরও একটি বিষয়ের অনুসন্ধান তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন। প্রদত্ত সম্পত্তির আয় অকিঞ্চিৎকর বা সাধারণের অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইতে থাকিলে, ঐ সমস্ত সম্পত্তির আয় দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্য উহার উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা নির্ব্বাহ করিয়া তৎসঙ্গে বিদ্যালয়ের উন্নতি বা

অপর কোন সদুদ্দেশ্ত সাধন করা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা আবশুক। * এডাম সাহেব জায়গীর-দানের আরও এই কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করেন:—(১) ধনী ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থ; (২) যাঁহারা সম্পত্তি দান করিবেন তাঁহাদের ঐ সম্পত্তির রাজস্ব অর্দ্ধেক হারে গ্রহণ করা; (৩) সরকারী রাজস্ব হইতে দান; (৪) লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহার দান।

শিক্ষা-কমিটি তাঁহাদের ১৮৩৮-৩৯ সালের কার্য্যবিবরণীতে এডাম সাহেবের রিপোর্টের সবিশেষ আলোচনা করিয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা মিঃ এডামের প্রস্তাবিত বিধানগুলি কার্য্যে পরিণত করা এক প্রকার অসম্ভব বিবেচনা করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় ঐগুলি অত্যন্ত জটিল এবং মিঃ এডাম যেরূপে অনুমান করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। † কমিটি আরও বলেন যে, এদেশের শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাদের অধিকতর বহুদর্শিতা ও পরিপক্ক-বিবেচনার ফল এই যে, তাঁহাদের পূর্ব্বসিদ্ধান্ত, অর্থাৎ প্রথমতঃ প্রধান প্রধান নগর ও জেলার সদর ষ্টেসনে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাবিধান করিতে

* Court of Directors' letter dated the 10th December 1823 in reply to the Governor General's letter of 30th March 1821.

† After a careful consideration of these propositions for the improvement of the rural schools, we fear that the execution of the plan would be almost impracticable in consequence of the complicated nature of the details which would also involve much more expenses and difficulty than Mr. Adam has supposed.

Report for 1838—39.

পারিলে তাহাদের দ্বারাই যে গ্রাম্যপাঠশালার সংস্কার সাধিত হইতে পারিবে, তাঁহারা ঐ মতের পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখিতে পান নাই।

কমিটি প্রাগুক্ত মত প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু মিঃ এডামের প্রস্তাব কতদূর সাধ্যায়ত্ত ও আশানুরূপ ফলসাধনোপযোগী তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকরণ-উদ্দেশ্যে তাঁহারা ১৮৩৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও আদেশ জন্য এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। প্রস্তাবের বিষয় কয়েকটি এই :—(১) কলিকাতার অনতিদূরে ২০টি পাঠশালায় মিঃ এডামের প্রস্তাবিত প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা; (২) পাঠশালার পরিদর্শন জন্য দুইজন শিক্ষক-নিয়োগ, পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের বাঙ্গালাভাষা ও অঙ্ক বিষয়ে কিছু উন্নতি দেখিতে পাইলে ভূগোল, সরলগণিত ও প্রকৃতিবিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (৩) এক বৎসর পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পরীক্ষা লইয়া উহাদের উন্নতি-নির্দ্ধারণ; (৪) দ্বিতীয় বৎসরের শেষে আর একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে কত জন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত তাহা নির্ণয়-করণ; (৫) তৃতীয় বৎসরান্তে কোন উন্নতি দেখিতে না পাইলে এই চেষ্টা পরিত্যাগ-করণ। মিঃ এডাম শিক্ষকদিগকে জায়গীর-দানের যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে কমিটি কোন আপত্তি করেন না। তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া গেলে ঐ প্রকার জায়গীর দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা উল্লিখিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার মাসিক আনুমানিক ব্যয় ৬০০৲ হইতে ৭২০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনই আদেশ প্রদান করেন না।

গ্রাম্যপাঠশালার উপযোগিতা সম্বন্ধে কমিটি বলেন যে, তাঁহাদের মত অনুমানমূলক নহে; উহা সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের বহুদর্শিতার ফল। সর্ব্বত্রই শিক্ষাপরিচালকগণকে প্রথমে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের শিক্ষা প্রদান করিয়া পরে বহুবিস্তৃত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। *

পাঠশালার উন্নতিচেষ্টা করিয়া কমিটি যে যে স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। খাস বাঙ্গালার মধ্যে ঢাকা ও চুঁচুড়ার স্কুলগুলি উহার দৃষ্টান্ত বলিয়া কথিত হয়। ঢাকার পাঠশালা কয়েকটির উন্নতি না হওয়ায় ঐগুলিকে একটি ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। উহার ছাত্রসংখ্যা ৩৪০ হয় এবং ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয়ে আরও কিছুকাল থাকিয়া ক্রমশঃ উচ্চ বিষয় শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখাইতে থাকে। চুঁচুড়ার স্কুলগুলি কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকে। তথাপি উহাদের আশানুরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। নানাবিধ পরিবর্ত্তনের পর ঐ সকল পাঠশালা হাজি মহম্মদ মসিনের কলেজ ও উহার আনুষঙ্গিক স্কুলের অন্তর্ভূত করা হয়। তদবধি উহার ক্রমোন্নতি দেখা যাইতে থাকে। ছাত্রসংখ্যা ১২০০ পর্য্যন্ত হয়। হুগলির নিকট আর

* The conclusions we have arrived at regarding the utility of village schools are not however the result of mere theoretical opinions, but they are borne out by the experience of every age and country, which uniformly teaches that education must first be imparted to upper and middle ranks and then descend to the lower and more numerous class of the people.

Report for 1838—39.

দুইটি এইপ্রকার ইংরেজি-বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়া সুফল পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তানুযায়ী কমিটি প্রধান প্রধান নগর ও জেলার সদর ষ্টেসনে ইংরেজি-বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকেন। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণও এই শ্রেণীর একটি বিদ্যালয় স্থাপন স্থির করিয়া উহার কার্য্যারম্ভ করেন। কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, পরিণামে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ তাহাদের পাশ্চাত্য-বিদ্যাবিষয়ের জ্ঞান দেশীয় প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া উক্তভাষার উন্নতিসাধন করিতে এবং উহার সাহায্যে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে স্বদেশের ছাত্রদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারিবে। কমিটির প্রস্তাবিত ও প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি-বাঙ্গালা স্কুলগুলিই পরে সরকারী উচ্চশ্রেণীর স্কুল বা জেলা স্কুলে পরিণত হয়।

উপরে কথিত কমিটির প্রস্তাব যে সমীচীন নহে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সে সময়ে কোন দেশেই সাধারণের শিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সকল দেশেই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সৎশিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিত। মিঃ এডাম গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে যে পত্র লেখেন, তাহার একস্থলে বলিয়াছিলেন যে, সে সময়ে স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাংশে হাজার হাজার লোক নিরক্ষর ছিল, এবং তুলনা করিলে হয়ত বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা উহাদের অপেক্ষায় ভারতবাসীদের মধ্যেই অধিক হইতে পারে। নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যার অনুপাত যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালা প্রদেশে যে সকল শ্রেণীর লোকেই পাঠশালায় শিক্ষা-লাভ করিত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকে যে তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহা মিঃ এডামের বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুরশিদাবাদের

শিক্ষক ও ছাত্রদের জাতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগের তালিকা হইতে অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা মিঃ এডামের প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহাদের ১৮৪২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে এই মত প্রকাশ করেন যে, ঐ সকল প্রস্তাব তাঁহারা অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রচলিত ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন সম্পূর্ণ না হইলে সাধারণের উপকারার্থে ঐ সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ফলোপধায়ক হওয়ার ভালরূপ আশা করা যাইতে পারে না। * এডাম সাহেবের তিন বৎসর পরিশ্রমের ও গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ের এই প্রকার পরিণাম নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক, উত্তরকালে দেশীয় শিক্ষার উন্নতিবিধান-কল্পে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, সে সমস্তই যে তাঁহার প্রস্তাবের কোন না কোনটির প্রকারান্তর মাত্র তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

মিঃ এডাম তাঁহার রিপোর্টে সরকারী আফিসে পারসিভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলনের জন্য অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হইলে যে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতে পারে না, তাহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য ছিল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে

---

* They (the Court of Directors) approved of the policy. But they added, "when the education of the higher classes had been provided and when a complete series of vernacular books had been produced, then Mr. Adam's proposals might be taken up on a liberal and effective scale with some fair prospect of success."
Howell's Education in India.

হইতেই এই পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। শিক্ষা-কমিটির পারসি নবীশ কয়েকজন মেম্বর ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। যাহা হউক ১৮৩৯ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে পারসির পরিবর্ত্তে খাস বাঙ্গালার জেলাসমূহে বাঙ্গালা ভাষা-প্রচলনের আদেশ-প্রচার যে অনেক পরিমাণে এডাম সাহেবের চেষ্টায় হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

আর একটি বিষয়েও মিঃ এডামের চেষ্টা প্রশংসাযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় লিখিত নূতন নূতন বিষয়ের (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির) সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার তিনি এক প্রস্তাব করেন। উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা-প্রচলনই তাঁহার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য থাকে। সংস্কৃত বিদ্যা ব্যতীত অন্যদেশীয় কোন বিদ্যা যে শিক্ষা করিবার যোগ্য, এদেশের পণ্ডিতসমাজ কিংবা সাধারণলোকের এরূপ ধারণা ছিল না। কেবল সংস্কৃতই পবিত্র ভাষা এবং ম্লেচ্ছদের ভাষা অপবিত্র, এই বিশ্বাসই যে উক্ত ধারণার মূল কারণ, মিঃ এডাম মফস্বলে পরিভ্রমণ করিয়া এই বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় পাশ্চাত্য-বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজের মতামত জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাদিগের নিকট এক বিজ্ঞাপনপত্র প্রেরণ করেন। পত্রে এই জিজ্ঞাস্য থাকে যে, ধর্ম্মবিষয় ব্যতীত, গণিত, বলবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা নীতিশাস্ত্র এবং কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের ইংরেজি গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া ঐ সকল চতুষ্পাঠীতে পাঠ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে কি না। * সংস্কৃত কলেজের ও অন্যান্য কয়েক

* To the Learned &c.

I have observed that teachers of Hindu learning in this country in their respective schools instruct their pupils in Hindu learning

স্থানের অধ্যাপকেরা যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা হইতে তাঁহাদের শিক্ষা-বিষয়ে উদারনীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্ম-বিবৃতি গ্রন্থাদি ভিন্ন, জ্যোতিষ, নীতিশাস্ত্র, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান-সংবলিত ইংরেজি গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করিলে সাংসারিক কার্য্য পরিচালন বিষয়ে লোকের অনেক উপকার হইতে পারে। আরবি ভাষা হইতে রেখাগণিত, নীলকান্তীয় তজক এবং অন্যান্য জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদিত হওয়ায় উহাদের ব্যবহারে ছাত্রেরা উপকৃত হইয়াছে এবং শিক্ষকদিগকেও নিন্দনীয় হইতে হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের ইংরেজি বিদ্যার গ্রন্থাদি দেবভাষায় অনুবাদ করিয়া ঐ সকল অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিবার পক্ষে কিছুমাত্রও আপত্তি নাই। *

---

only. There are, however, many English books of learning, in which arithmetic, mechanics, astronomy, medicine, ethics, agriculture and commerce are treated at length. I beg to be informed whether, if such works, exclusive of those which relate to religion, were prepared in Sanskrit, there is any objection to employ them as text books in your schools.

W. Adam

* "English books of learning, exclusive of those which are explanatory of the religion of the English nation, containing information on Astronomy, ethics, mechanics &c. and translated into the Sanskrit language, are of great use in the conduct of worldly affairs in the same manner as the Rekhaganits, the Nilkanthiya Tajaka and other works translated into Sanskrit, from Arabic astronomical books were found to be of much use and were employed by former teachers without blame. So there is not the least objection on the part of the professors and students of the

সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার স্বপক্ষে মিঃ এডাম এই কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেন :—

১। দেশের শিক্ষাপ্রণালী অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষাই উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

২। দেবভাষা-জ্ঞানে লোকে সংস্কৃত ভাষার সম্মান করিয়া থাকে।

৩। সংস্কৃত ভাষা হিন্দুদিগের সমস্ত প্রচলিত ভাষার মূল।

৪। কেবল সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের হিন্দুজাতি পরস্পরের সহিত মনোভাবের আদান প্রদান করিতে পারে।

৫। হিন্দুদিগের অলৌকিক বা লৌকিক, সমস্ত বিদ্যাই সংস্কৃত ভাষা-নিহিত।

present day in this country to teach and study books of learning translated from English into the language of the gods."

Signatories to the above.

Ram Chandra Vidyabagis Sambhu Chandra Vachaspati. Hara Nath Tarkabhusan. Nimai Chandra Siromoni. Hari Prosad Tarkapanchanan. Hem Chandra Tarkabagis. Joygopal Sarman. Gangadhar Tarkabagis.	*Professors Sanskrit College, Calcutta.*
Kamalakanta Vidyalankar.	*Private professors.*
Harachandra Nyayabagis. Guru Charan Tarkapanchanan.	*Professors Burdwan, District.*
Panchanan Siromani. Becharam Nyaratna.	Do *Jessore, District.*

৬। সংস্কৃত বিদ্যালয়-সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত হিন্দুসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারিবেন।

মিঃ এডামের অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটিও কার্য্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় না। তাঁহার রিপোর্টের উপসংহারে লিখিত কয়েকটি বাক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাকমিটি দুই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্রতী করেন; একটি বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ের এবং বিশেষ কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়-সমূহের উন্নতি-সাধন সম্ভব কি না তাহা নির্ণয় এবং অপর উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের শিক্ষানীতি নির্দ্দেশ। তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টে নাটোর মহকুমার শিক্ষা-বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী অনুসন্ধান-কার্য্য হইতে তাঁহার ঐ মত দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, দেশীয় লোকের চরিত্রের উন্নতিবিধান-পক্ষে সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর দেশস্থ সকল প্রকার বিদ্যালয়ের সহকারিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এতদপেক্ষা সহজ, নিরাপদ, সর্ব্ববাদীসম্মত, অল্পব্যয়সাধ্য এবং অভীষ্ট-ফলপ্রদ এরূপ আর কোন উপায় নাই যদ্দ্বারা সমগ্র দেশবাসীদের শিক্ষোন্নতির স্পৃহা উদ্দীপিত এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা প্রকটিত হইতে পারে। এ উপায় অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায়ে কোন ফল হইবে না।

দেশের সে সময়ের লোকের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি সারগর্ভ মত প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, বহুকালব্যাপী পরাধীনতা-জনিত দেশের লোক সম্পূর্ণ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। যে সকল বিষয়ে শাসনকর্ত্তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেই

সমস্ত বিষয় পরিচালনে দেশীয় লোকের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তির যে কেবল লোপ হইয়াছে তাহা নহে; উহাদের মনে এই লোপ সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা বা প্রতীতিও স্থান পায় না। মিঃ এডাম কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিলে উহারা উক্ত অনুরোধ আদেশস্বরূপ মনে করিত। শাসনকার্য্যে গবর্ণমেণ্ট যে কেবল আইন-বিধানানুযায়ী কার্য্যের পরিচালক মাত্র, তাহাদের এ ধারণা নাই। তাহাদের চক্ষে গবর্ণমেণ্ট কেবল ক্ষমতার আধার, উহার আদেশ অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিবাদ্য এবং উহা সমাজস্থ লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যক্তিগত সহযোগিতা-সাপেক্ষ নহে।

বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুরশিদাবাদ জেলার পাঠশালা ও ছাত্রের তালিকায় সমাজের অধঃস্থ অনেক সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা মিঃ এডামের রিপোর্টে পাওয়া যায়। উহারা সকলেই যে উচ্চ সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগের সহিত একত্রে লেখাপড়া করিত, এ বিষয়ে হয়ত কেহ সন্দেহ করিতে পারেন; এজন্য মিঃ এডাম ঐ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে কতজন দেশীয় এবং কতজন মিসনারি পাঠশালার ছাত্র ছিল, তাহার এক স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা নিম্নে দেওয়া হইল।

	দেশীয় পাঠশালার ছাত্র	মিসনারি পাঠশালার ছাত্র
কলু	১৭৪	৩৩
সুঁড়ি	১৬৮	২০
বাগদি	১১৭	২১
ডোম	৫৮	৩
চণ্ডাল	৬০	১
জালিয়া	২৮	০
ধোবা	১৯	৫

	দেশীয় পাঠশালার ছাত্র	মিসনারি পাঠশালার ছাত্র
মুচি	১৬	০
হাড়ি	১১	০
তিওর	২	২
লাহরি	৩	০
গারর	২	০
কাহার	২	০
মাল	২	০
সত্য	১	০
পশি	০	১
	৬৬৩	৮৬

উপরের তালিকা হইতে কি অনুমান করা যায় না যে, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সে সময়ের হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান কালের সহিত তুলনায় অনেক পরিমাণে উদারভাবাপন্ন ছিল ?

দশম পরিচ্ছেদ

[শিক্ষা-কমিটির নূতন শিক্ষানীতি ; সংস্কৃত কলেজের আবেদন ; লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য ; কল্‌ভিন্‌ সাহেবের লিখিত ঐ মন্তব্যের ক্রোড়পত্র ; শিক্ষাকমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের তালিকা।]

লর্ড উইলিয়ম্‌ বেণ্টিঙ্কের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ প্রচারিত হইলে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষা-কমিটি তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির যে প্রকার পরিবর্ত্তন করেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যে যে কারণে নিম্নশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে মিঃ এডামের অনুমোদিত প্রস্তাব

তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে অনিচ্ছুক এবং অপারগও ছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ের দ্বন্দ্বে প্রতীচ্যপক্ষাবলম্বীরাই জয়ী হয়েন; সুতরাং শিক্ষা-কমিটিতে তাঁহাদের পক্ষই প্রবল হয়। ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত কমিটি যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করেন, তাহার প্রধান লক্ষণ কয়েকটি এস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে:—(১) ইংরেজিভাষা এবং উহার সাহায্যে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-শিক্ষা-প্রদান, (২) বাঙ্গালাভাষার উন্নতি জন্য ঐ ভাষায় ইংরেজি হইতে কোন পুস্তক অনুবাদিত হইলে তজ্জন্য পুরস্কার-প্রদান; (৩) দেশীয় প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষাদানোপযোগী যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সকল বিদ্যালয়ে ইংরেজিশিক্ষার প্রচলন, (৪) জেলাসমূহের সদর ষ্টেসনের এবং কোন কোন প্রধান নগরের স্কুলগুলিকে ইংরেজি-বাঙ্গালা স্কুলে পরিণত করণ, (৫) দেশীয় উচ্চ-বিদ্যাশিক্ষার্থীদিগকে মাসিক ভাতা-প্রদান * প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন। শেষোক্ত কারণেই দেশের সর্ব্বত্র অত্যন্ত অসন্তোষের উদ্ভব হয়। কারণ, কোন নির্দ্দিষ্ট হারে মাসিক ভাতা পাইবার উদ্দেশ্যেই অনেকে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিত। এই আর্থিক সাহায্য দ্বারা অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকেরাও উপকৃত হইতেন, সুতরাং ঐ ভাতা-প্রদান রহিত হইলে যে লোকে অসন্তুষ্ট হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

* ছাত্রদের উপযুক্ততা বিবেচনা না করিয়া সকলকেই মাসিক নির্দ্দিষ্ট হারে যে অর্থ সাহায্য করা হইত তাহাকেই এস্থলে 'ভাতা' এবং পরীক্ষার ফলানুসারে প্রদত্ত সাহায্যকে বৃত্তি বলা হইল। ইংরেজি stipend ও scholarship যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ভাতা ও বৃত্তি সেই অর্থে প্রয়োগ করা হইল।

লর্ড অকল্যাণ্ড গবর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রেরা পূর্ব্বনিয়মানুযায়ী মাসিক ভাতা পুনঃপ্রদানের জন্য তাঁহার সমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের আবেদনের মর্ম্ম এই :—অতি প্রাচীন সময় হইতে হিন্দুরাজগণ সংস্কৃতবিদ্যার চর্চ্চা ও উৎকর্ষ-সাধন জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূমি-সম্পত্তি দান করিয়া আসিতেছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের 'ভরণপোষণার্থেই' ঐ সকল সম্পত্তি প্রদত্ত হইত। হিন্দুদিগের সমস্ত বিদ্যাই সংস্কৃতভাষানিহিত, সুতরাং ঐ ভাষায় জ্ঞান ব্যতীত ধর্ম্ম বা সমাজনীতি বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। এই নিমিত্তই পণ্ডিতশ্রেণী যাহাতে নির্ব্বিবাদে, নিশ্চিন্ত হইয়া শিক্ষাদান করিয়া জ্ঞান-বিস্তার করিতে পারেন, হিন্দুরাজগণ তদুদ্দেশেই তাঁহাদিগকে ভূসম্পত্তি-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। মুসলমান-রাজত্ব আরম্ভ হইলে সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা যদিও কতকপরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয়, তথাপি মুসলমানরাজগণ, অন্যবিষয়ে অত্যাচারী হইলেও, হিন্দুরাজাদের প্রদত্ত পণ্ডিতদিগের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করেন নাই, বরং উপযুক্ত পাত্রকে তাঁহারাও জায়গীর প্রদান করিতেন। ইংরেজরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় বিদ্যা, বিশেষতঃ সংস্কৃতবিদ্যার চর্চ্চার প্রতি একবারেই দৃষ্টি প্রদান করেন না। দেশীয় লোকের আবেদন-অনুসারে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমাবধি উহার ছাত্রদিগকে বৎসামান্য মাসিক ভাতা দান করা হইতেছিল, কিন্তু লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের ১৮৩৫ সালের আদেশ মত নূতন ছাত্রদিগকে ভাতা প্রদান করা রহিত হইয়াছে। এই বিধান বলবৎ থাকিলে সংস্কৃত বিদ্যালোচনার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

কারণ দরিদ্র ছাত্রেরা কখনই নিজব্যয়ে কলিকাতা নগরীতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না। আবেদনকারিগণ পুনরায় ভাতা-প্রদানের আদেশ প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বশেষে নিবেদন করেন যে, কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রদিগকে যখন ভাতা দেওয়া হয়, তখন সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদিগকে উহা প্রদান না করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হইবে।

১৮৩৬ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে ছাত্রদের আবেদন প্রেরিত হয়। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার ২৪শে আগষ্ট তারিখের এক মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে, ভাতা-প্রদান বিষয়টি ডিরেক্টর-সভার বিবেচনাধীন আছে। তাঁহার নিজের মত এই যে, যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সকল ছাত্রকে ভাতা প্রদান করিয়া কোন দেশেই শিক্ষার উন্নতি হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক প্রকাশ্য পরীক্ষায় পারদর্শী ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অল্পসংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবার প্রথা শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধনের এক প্রধান উপায়। যাহা হউক তিনি দেশস্থ বহুসংখ্যক সম্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের জ্ঞাতার্থে ইহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন যে, ডিরেক্টর-সভা কর্ত্তৃক বৃত্তি বা ভাতা কোন একটি মঞ্জুর হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের আবেদন হইতে এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে যে, কেবল প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষার্থীরাই নূতন শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে দেশের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং উহার পরিবর্ত্তে ইংরেজি-বিদ্যার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর মনোযোগ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া তাঁহাদেরও যে অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের তাহা

অবিদিত ছিল না। নূতন অর্থাৎ ইংরেজিবিদ্যা-শিক্ষার ফল কি হইবে, সে বিষয়ে শিক্ষা-কমিটিও সন্দিহান হইয়াছিলেন। কারণ ইংরেজি-শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে কলিকাতা বা অন্য কোন প্রধান নগর ব্যতীত মফস্বলের লোকের বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। সরকারী-কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে ইংরেজিভাষায় জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশ সে সময়ে প্রচারিত হয় নাই। ১৮২৬ সালে কর্ম্মপ্রার্থীদিগের উপযুক্ততা-নির্দ্ধারণ জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাঁহারা এই মাত্র নির্দ্ধারণ করিয়া দেন যে, প্রার্থিগণের আরবি ও সংস্কৃত ভাষা ও ঐ দুই ভাষায় লিখিত ব্যবহারশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলেই তাহাদিগকে আদালতের কার্য্যে নিয়োগ করা এবং উহাতে ব্যবহারাজীবরূপে কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে।* সুতরাং ইংরেজিভাষার জ্ঞান সাধারণের নিকট তত প্রয়োজনীয় বলিয়া সে সময়ে বিবেচিত হয় নাই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিষয়ক দ্বন্দ্ব কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও উহা কিছু ভিন্ন আকারে কিন্তু সমান প্রবলতার সহিত চলিতে থাকে।† লর্ড উইলিয়ম্

* The committee on examinations which met in Calcutta in 1826 to give effect to the proposal of Government that literary attainments should be made "the condition of appointment to the law stations in the courts and of permission to practice as law officers in those courts," had prescribed both in the law and in the language in which it is written, "Sanskrit or Arabic," as the case may be.

Selections from Education Records, Vol I

† বোম্বাইএর শিক্ষাকমিটির সভাপতি সার আরস্কিন পেরী এই বিষয়ে যে মন্তব্য লিখেন তাহা একখানি মুদ্রিত সরকারী রিপোর্টের ১৭২ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হয়।

বেণ্টিঙ্কের আদেশের বিরুদ্ধে তিন প্রেসিডেন্সিতেই আন্দোলন চলিতে থাকে এবং বাঙ্গালা হইতে ডিরেক্টর-সভার নিকট এক আবেদনও প্রেরিত হয়। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়েও লোকে কল্পনা-সম্ভূত বিবিধ মত প্রকাশ করিতে থাকে। এই সমস্ত কারণে লর্ড অক্ল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যের অনুমোদিত নীতিই প্রায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত শিক্ষানীতি থাকে। সুতরাং উহার সবিস্তর বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না। সমগ্র মন্তব্যের অনুবাদ মুদ্রিত করিতে হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতে হয়, সুতরাং এই পুস্তকে উহার সন্নিবেশ অথবা মূলের উদ্ধৃতকরণ সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম্ম মাত্র প্রকাশ করা হইল।

লর্ড অক্ল্যাণ্ড তাঁহার মন্তব্যের প্রারম্ভে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিস্তার সমর্থনকারীদের বিসংবাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঐ বিসংবাদ-জনিত উভয় পক্ষের মনোমালিন্য ক্রমে মন্দীভূত হইবে আশায় তিনি কার্য্যভারগ্রহণাবধি শিক্ষাবিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করিতে বিরত থাকেন। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব-বিবেচনায় আর অধিক দিন নীরব থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহার ধারণা এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ও শিক্ষানীতি বিষয়ে শীঘ্রই কোন নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন।

মন্তব্যের প্রথমাংশে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা করেন: প্রথমটি গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যশিক্ষা-প্রদায়ী বিদ্যালয় বিশেষের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য যে অর্থ বা সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে,

১৮৩৫ সালের মার্চ্চ মাসের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ প্রচারিত হওয়ার পর হইতে উক্ত অর্থের উদ্দেশানুযায়ী ব্যবহার; এবং দ্বিতীয়টি এডাম সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী দেশীয় পাঠশালার উন্নতি-বিধান। শিক্ষাকমিটি উভয় বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বিষয়টি লইয়াই সে সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পক্ষাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের আদেশ প্রচার হইতে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ভাতাপ্রদান-প্রথা বন্ধ হয়, এবং প্রাচ্য-বিদ্যার গ্রন্থাদির অনুবাদ-কার্য্যও স্থগিত থাকে। এতদ্বারা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজি-শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে থাকে। প্রাচ্যবিদ্যার প্রতিপোষকগণ বলেন যে, ঐ উদ্ধৃত অর্থ কেবল প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতিবিধান জন্যই ব্যয় করা যাইতে পারে; উহা ইংরেজি-শিক্ষা বা অন্য কোন প্রকার শিক্ষার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে না। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনকারিগণ এই আপত্তি উপস্থিত করেন যে, গবর্ণমেণ্টের ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখের আদেশে স্পষ্টই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, উদ্বৃত্ত অর্থ কেবল ইংরেজিবিদ্যা-শিক্ষার্থেই ব্যয় করা হইবে। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এই মতানৈক্যের সামঞ্জস্যকরণার্থে প্রথমতঃ উল্লেখ করেন যে, শিক্ষাব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য অর্থের অল্পতাই উভয় পক্ষের বিরোধের প্রধান কারণ। প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতি-বিধান-উদ্দেশে যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অন্য উদ্দেশে ব্যবহৃত না হইলে, অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষার প্রচলন জন্য অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করা হইলে উভয়পক্ষের মধ্যে কোনই মতান্তর উপস্থিত হইতে পারিত না। সুতরাং তিনি এই আদেশ প্রদান করেন যে, বাঙ্গালা ও আগ্রা প্রেসিডেন্সির জন্য নিম্নে

হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজিশিক্ষার নিমিত্ত মঞ্জুর করিবেন।

	মাসিক
পার্লিয়ামেণ্টের আদেশানুযায়ী গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যয়	৮৮৮৮৲
কোম্পানির কাগজের সুদ	৩০৩০৲
কলিকাতা মাদ্রাসা পরিচালন জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির আয়	২৬৬৬৲
সংস্কৃত কলেজ পরিচালন জন্য নির্দ্ধারিত ব্যয়	২০৫৫৲
বাজেআপ্ত সম্পত্তির আয় (দিল্লী কলেজের জন্য নির্দ্ধারিত)	২৫০৲
বেনারস সংস্কৃত কলেজের পরিচালন জন্য নির্দ্ধারিত ব্যয়	১৭০১৲
আগ্রা কলেজের পরিচালন জন্য নির্দ্ধারিত ব্যয়	
সম্পত্তি হইতে	১১৭৫৲
সুদ হইতে	৬২২৲
	২০,৩৮৭৲

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বলেন যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির রাজস্ব হইতে যখন তেরকোটী টাকা সংগৃহীত হয়, তখন এই বহুবিস্তৃত, প্রজা-বহুল প্রদেশের শিক্ষাবিধান-কার্য্যে বার্ষিক ২,৪০,০০০ টাকা ব্যয় কখনই অন্যায় বলা যাইতে পারে না। দরিদ্রতা-হেতু এদেশের লোকের পক্ষে শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ভারতগবর্ণমেণ্টেরও সুশিক্ষা প্রদান উদ্দেশে অর্থব্যয় করা অনভিপ্রেত নহে। এক্ষণে কোন্ নীতি অনুসরণ করিলে অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার মত এই যে, প্রাচ্য ও ইউরোপীয় উভয়বিধ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশেই প্রয়োজনা-

মুরূপ ব্যয়-নির্ব্বাহের বিধান আবশ্যক, যেন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত শিক্ষাপ্রচলন বিষয়ে অর্থকৃচ্ছ্রতা-হেতু পরিচালকগণের কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়। ডিরেক্টর-সভাও এই নীতিই অনুমোদন করেন এবং এই কারণেই তাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্যের জন্য পৃথক্ ব্যয় মঞ্জুর করিয়া ঐ কার্য্যের ভার এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

মাদ্রাসা ও কয়টি সংস্কৃত কলেজ-পরিচালন জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ মঞ্জুর করেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষা-কমিটি ১৮৩৬ সালে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয়াতিরিক্ত টাকা প্রত্যেকের হিসাবে পৃথক্ পৃথক্ জমা না করিয়া সমস্ত তাঁহাদের তহবিলে জমা করা হউক এবং তাঁহারা যেন ঐ টাকা আবশ্যক মত অন্য বিদ্যালয় বা অন্য প্রকার শিক্ষার জন্যও ব্যয় করিতে পারেন। প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ হয় যে, বিদ্যালয় কয়েকটির ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ এক তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করা গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক বিবেচনা করেন না। প্রচলিত নিয়মানুসারেই টাকার হিসাব চলিত থাকিবে। ইহাতে কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহ বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা হওয়ার কারণ দেখা যায় না। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখের আদেশ-অনুসারে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় এবং গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অঙ্গীকার থাকিলে তদনুযায়ী ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, কমিটি তাহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ব্যয় করিতে পারিবেন। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বলেন যে, উক্ত আদেশের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, উদ্বৃত্ত অর্থ এক তহবিলে জমা হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের উক্ত আদেশে

পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত বিধানের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনও করা হয় নাই। সমস্ত বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই আদেশ প্রদান করেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ কয়েকটি পূর্ব্ব নিয়মানুসারেই পরিচালিত হইতে থাকিবে এবং প্রত্যেকটির ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য যে অর্থ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা কেবল উহার উন্নতিকল্পেই ব্যয়িত হইবে। এই বিধান-অনুসারে অন্যবিধ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কমিটির অর্থের অনটন হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিবেন। কমিটি-কথিত বিদ্যালয় কয়েকটির ব্যয়াবশিষ্ট টাকা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাকিলে তাহাও পূরণ করা হইবে। এই নিমিত্ত সরকারী রাজস্ব হইতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা আবশ্যক হইতে পারে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর মন্তব্যে তাহাও নির্দ্দেশ করেন। ১৮৩৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের ভাতা-প্রদান জন্য বার্ষিক যে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, ভাতার পরিবর্ত্তে বৃত্তি-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইলে উহার এক চতুর্থাংশের অধিক আবশ্যক না হইতে পারে। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়াবশিষ্ট থাকিতে পারে তাহা নিম্নের হিসাবে প্রদর্শিত হইল।

১৮৩৪ সালের ভাতার জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যয় :—

	বার্ষিক
সংস্কৃত কলেজ	৮৩৫২৲
মাদ্রাসা	৭৮৪৮৲
বেনারস সংস্কৃত কলেজ . .	৪১৭৬৲
আগ্রা কলেজ	৫৩৬০৲
দিল্লী কলেজ	৭৫২০৲
	৩৩,২৫৬৲

উহার চতুর্থাংশ ৪৩৯০৲ টাকা বাদে গবর্ণমেণ্ট ২৫১৭০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিলে কোন পক্ষেরই কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর প্রকাশ করেন যে, ডিরেক্টর-সভা অবশ্যই তাঁহার অনুমোদন-অনুসারে ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিবেন। এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যতীত বেনারস কলেজের সেক্রেটারির পদ উঠাইয়া দিলে শিক্ষা-কমিটির আরও বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। উল্লিখিত বিদ্যালয় কয়েকটির প্রত্যেকের জন্য যে যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইতে প্রথমতঃ প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, কমিটি তাহা ইংরেজি-শিক্ষার নিমিত্ত সেই সেই বিদ্যালয়ে ব্যয় করিতে পারিবেন। যতদিন প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ দেখা যাইবে, ততদিন প্রত্যেক বিদ্যালয় পূর্ব্বনিয়মানুসারেই পরিচালিত হইতে থাকিবে। লর্ড অকল্যাণ্ড বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তিগণকে উচ্চ বেতনে অধ্যাপক-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ করেন, এবং বৃত্তির সম্বন্ধে এই নির্দ্ধারণ করেন যে, কোন বিদ্যালয়েই ভাতার নিমিত্ত যে ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহার এক-চতুর্থাংশের অধিক ব্যয় করা হইবে না। বিদ্যালয়ের অর্থ হইতে গ্রন্থবিশেষের (যেমন সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ইউক্লিডের জ্যামিতির সংস্কৃত অনুবাদ) মুদ্রিত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবারও অনুমতি প্রদান করেন।

মিঃ এডামের প্রস্তাবানুযায়ী নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিধান সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই মত প্রকাশ করেন যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। তিনি বলেন যে, মিঃ এডামের প্রস্তাবানুসারে এইরূপ শিক্ষাবিধান আবশ্যক

যে, ছাত্রেরা উন্নতি দেখাইতে পারিলে পাঠশালা হইতে জেলা স্কুলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং তথায় তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধন-পক্ষে উপযুক্তশিক্ষক নিয়োগ, নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন এবং বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ঐ প্রকার ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ। দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এবং লর্ড অক্‌লাণ্ড ঐ শিক্ষানীতির কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনা করেন না। মিঃ এডামের প্রস্তাবমত দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক লিখিত হইলে ঐ সকলের প্রচলন দ্বারা তাঁহার অনুমোদিত উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারিবে। এই নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ঐ শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়নের প্রতি শিক্ষা-কমিটির লক্ষ্য রাখিতে বলেন এবং মিঃ এডামের প্রস্তাব সম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্য ঐ বিষয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন, তাহারও উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্কুল-সোসাইটি নামক সমিতি পূর্ব্বে কি প্রকারে পাঠশালা-স্থাপন ও উহাদের উন্নতি-বিধান জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করেন, তাহা অবগত হইবার জন্য কমিটির প্রতি আদেশ করেন যে, মিঃ ডেভিড্ হেয়ারকে যেন ঐ বিষয়ে একটি বিবরণী পাঠাইবার জন্য পত্র লেখা হয়। নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার শেষোক্তি এই থাকে যে, উহার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রয়োজনানুরূপ পাঠ্য-পুস্তক এবং সুদক্ষ শিক্ষক ও উৎসাহী পরিদর্শকের অভাব দূরীকরণের উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

উপরে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের যে অভিপ্রায় ও আদেশ বিবৃত

করা হইল, উহা তাঁহার মন্তব্যের প্রধান বিষয় নহে। উহা কলিকাতা শিক্ষা-কমিটির প্রস্তাবের মীমাংসা মাত্র। সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি যে শিক্ষানীতি-অবলম্বন অনুমোদন করেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎসাহদাতা দুই সম্প্রদায়ের মতানৈক্যের উল্লেখ করিয়া লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের যে সকল উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী শিক্ষা-পরিচালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী এবং তন্নিমিত্ত উক্ত বিদ্যার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহারা এই গুরুতর বিষয়টি বিবেচনা করেন না যে, যাহারা প্রাচ্য বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া বিদ্বান্ বলিয়া প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইবে, তাহারা সংসারে প্রবেশ করিলে কি উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিবে? বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে তাহারা এক-দিকে যেমন জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত, অন্যদিকে আবার উপার্জ্জনাক্ষমতা-হেতু সমাজে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ও পরানুগ্রহাপেক্ষী। অন্যপক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যাঁহারা উৎসাহী, তাঁহারা এদেশের সাধারণ লোকের দরিদ্রতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ইউরোপে সর্ব্বত্র যে প্রণালীতে শিক্ষোন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এদেশেও প্রবর্ত্তন-যোগ্য বিবেচনা করেন। এই দুই শিক্ষানীতির কোনটিই এদেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট নীতি বলিয়া গবর্ণর জেনারেল বিবেচনা করেন না। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে ডিরেক্টর-সভা যে নীতি-অনুসরণের আদেশ প্রদান করেন, তিনিও তাহাই প্রশস্ত বিবেচনা করেন। তদনুসারে দেশস্থ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারই কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত শিক্ষানীতি হওয়া উচিত। সুতরাং কোন্ প্রকার উচ্চশিক্ষা প্রদান করা সঙ্গত, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে, সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসাতে প্রাচ্য-বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যারও শিক্ষা প্রদান করা হউক। গবর্ণর জেনারেলের মতে এই প্রকার বিধান হইতে সন্তোষজনক ফল আশা করা যাইতে পারে না। যতদিন প্রাচ্যশিক্ষার প্রতি দেশীয় লোকের আগ্রহ দেখা যাইবে, ততদিন সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসাগুলি গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব-নিয়োগানুসারে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখাই তাঁহার অভিপ্রায়। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য-শিক্ষার প্রচলন না করিলেও ঐ সকল বিদ্যালয়ে দেশীয় বিদ্যালোচনা দ্বারা যে পরিমাণ জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা হইতে পারে, তাহা তিনি অবহেলার যোগ্য বিবেচনা করেন না। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে যাহারা প্রাচীনপদ্ধতি-অনুযায়ী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞানবিস্তার হওয়ার আশা করা যায় না। এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে গ্রন্থাদি অনুবাদ করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়াও বহু সময়-সাপেক্ষ। শিক্ষিতব্য বিষয় মূল ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত।

আর এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় ইংরেজি গ্রন্থাদির অনুবাদ না করিয়া দেশের প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিলে পাশ্চাত্যবিদ্যার শিক্ষা-প্রদান অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহারা প্রস্তাবানুযায়ী অনুবাদকার্য্য যে কি পরিমাণ ব্যয় ও আয়াস-সাধ্য এবং সুদূর-প্রসারিত ব্যাপার হইবে, তাহা বিবেচনা করেন না। নিম্নশিক্ষোপযোগী পাঠ্যের বিষয় এস্থলে বিবেচ্য নহে, সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ উচ্চবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ কতদূর সম্ভবপর তাহাই বিচার করা হইতেছে। এই কার্য্য যে কি পরিমাণে দুষ্কর তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসরদেশে ইউরোপের অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক

আরবি ভাষায় চিকিৎসা, যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গ্রন্থাদির অনুবাদ-কার্য্যের উল্লেখ করিয়া লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বলেন যে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং ঐ সকলের অনুবাদ সাধ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁহার বিবেচনায় যাহারা ইংরেজিভাষায় ইংরেজিবিদ্যা শিক্ষা করিবে, কেবল তাহারাই উক্ত শিক্ষার উচ্চতর আদর্শ ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারিবে, সুতরাং অনুবাদ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য-বিদ্যা-শিক্ষা-প্রদান তিনি অনুমোদন করেন না।

অতঃপর গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ইংরেজিভাষার সাহায্যে ইউরোপের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যাহারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সাধ্যমত উক্তশিক্ষা প্রদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঐ প্রকার শিক্ষা-বিধান করিয়া কলিকাতা ও বোম্বাই, এই দুই স্থানে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। উহার প্রবর্ত্তন-পক্ষে প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাব। এই অভাবের কেহ কেহ এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সংসারে প্রবেশ করিয়া দেশস্থ লোক কিংবা গবর্ণমেণ্টের নিকট আশানুরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হয় না। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এ মতের পোষকতা করেন না। তিনি বলেন যে, ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা উচ্চপদপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিফলমনোরথ হইয়া নিম্নতর-পদ-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ঐ শ্রেণীর লোকের আর সে প্রকার অনিচ্ছা থাকিবে না। ডিরেক্টর-সভা এদেশের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে উচ্চ পদে নিয়োগ করিবার

জন্য পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষিত লোকের অভাব জন্যই পদপ্রদান-বিষয়ে তাঁহাদের অনুমোদিত নীতি অনুসরণ করিতে পারা যায় নাই। শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্কারের উপরও উক্ত নীতির অনুসরণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আইন, ব্যবহারতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইলে ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উচ্চপদ-প্রাপ্তির অনেক সুবিধা হইতে পারিবে। শিক্ষিত শ্রেণীর যাহাতে উচ্চপদ-প্রাপ্তির সুবিধা হয়, তদুদ্দেশে তিনি ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডিরেক্টর-সভার আদেশ জন্য এই প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, কর্ম্মপ্রার্থিগণের উপযুক্তভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মুন্সেফের ও অন্যান্য উচ্চপদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক। উক্ত আদেশের এবং ইংরেজি-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জেলার জজের সহকারী কর্ম্মচারীরূপে নিয়োগের তিনি যে বিধান করেন, মন্তব্যে তাহারও উল্লেখ করা হয়। তিনি এ উচ্চ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেন যে, আইন ও তদানুষঙ্গিক বিষয়গুলির জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে যে সকল ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহারা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে ক্রমে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সমকক্ষ হইতে পারিবে। যদিও গবর্ণমেণ্ট আফিসে দেশের প্রচলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সমস্ত কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার হইতেছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সুতরাং লোকের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তনা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। ইংরেজি-শিক্ষিতদিগের ন্যায় যাহারা সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষা করিতেছিল তাহাদেরও শিক্ষার উদ্দেশ্য কর্ম্মপ্রাপ্তি। কিন্তু আইনজ্ঞ পণ্ডিত ও মৌলবির প্রয়োজন ক্রমে অল্প হইতে থাকিলে প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ক্রমে অল্প হইতে থাকিবে, ইংরেজি

ভাষাভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন ক্রমে অধিকতর হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যাও তজ্জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে উন্নতিশীল ছাত্রেরা যাহাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহারও বিধান করা আবশ্যক। প্রাচ্যবিদ্যাৰ্থিগণের জন্যও এই প্রকার বিধান অবশ্যই থাকিবে।

অতঃপর গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর নিম্নতর শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাপ্রণালীর বিচার করেন। জেলার সদর ষ্টেসনে যে সকল নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ও হইবে তাহাতে কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত? ইংরেজি না দেশের প্রচলিত ভাষায়? গবর্ণর জেনারেল বলেন যে, নূতন প্রতিষ্ঠিত এই সকল নিম্নশ্রেণীর ইংরেজি স্কুলে (Minor English Schools) ছাত্রেরা যাহা শিক্ষা করে, তাহা দেশীয় ভাষার সাহায্যেও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বনপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, উহা অপেক্ষাকৃত অল্প-ব্যয়সাধ্য। কারণ ইংরেজি-বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষকের বেতন দেশীয় ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষকের বেতনের দ্বিগুণ হইবে; সুতরাং পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইলে শিক্ষকের জন্য অধিক অর্থব্যয় করিতে হইবে না। কিন্তু দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক প্রণীত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় কোনই ফল হইতে পারে না। এই পুস্তক-প্রণয়ন-কার্য্য কেবল গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও অর্থে সম্পাদিত হইতে পারে না, দেশের লোকেরও এ বিষয়ে উৎসাহ-প্রদান ও অর্থব্যয় করা আবশ্যক। পাঠ্য-পুস্তকের অভাব মোচন না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজি ভাষার সাহায্যে যেরূপ সামান্য পরিমাণ শিক্ষা দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তনের

বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর নিম্নশ্রেণীর স্কুলে ইংরেজির সাহায্যে শিক্ষা-প্রদানই বজায় রাখিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশের নিম্ন-শ্রেণীর জেলাস্কুলের সম্বন্ধে তিনি এই বলেন যে, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সামান্য কিছু শিক্ষা করিবার জন্য লোকের যতদূর আগ্রহ না হইবে, ইংরেজি বিদ্যাব নূতনত্ব ও ভবিষ্যতে জীবিকা অর্জ্জন পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা হেতু উহা শিক্ষা করিবার জন্য সাধারণের অধিকতর আগ্রহ হওয়ারই সম্ভাবনা।

প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন-বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই মত প্রকাশ করেন যে, ঐ সমস্ত পুস্তক সকল প্রদেশের জন্য এক প্রকারেরই হওয়া আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত প্রচলিত ইংরেজি পাঠ্য-পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ কিম্বা ইংরেজিতে নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার অনুবাদ একই প্রণালী ও তত্ত্বাবধান-অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। ইংরেজি ভাষায় নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইলে, তাহার ব্যয় বাঙ্গলা ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কলিকাতা শিক্ষা-কমিটির প্রতি এই লিখিত আদেশ করা হয় যে, তাঁহারা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শিক্ষা-কমিটির এবং কলিকাতার হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যে যে শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন করা আবশ্যক তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিবেন। সাধারণ ও প্রাদেশিক আইন, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক পুস্তক ঐ তালিকাভুক্ত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সরকারী আফিস ও আদালতের কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত নিয়ম ও বিধান বিষয়ে প্রচলিত

ভাষায় যে পুস্তক প্রণয়নের আদেশ গবর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগ হইতে ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রচারিত হয়, সেই পুস্তকও পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার অভিপ্রায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর প্রকাশ করেন। বঙ্গ প্রেসিডেন্সির মধ্যে মফস্বলের অর্থাৎ জেলার সদর ষ্টেসন ও অন্যান্য স্থানের স্কুলে প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরে ইংরেজি শিক্ষার যে নিয়ম ছিল, উহার পরিবর্ত্তে ছাত্রেরা ইচ্ছানুসারে প্রথম হইতে ইংরেজি কিম্বা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা করিতে পারিবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তনেরও আদেশ প্রদান করা হয়।

জেলা-স্কুলের উপযুক্ত ছাত্রেরা ঐ সকল স্কুলেই পাঠ শেষ না করিয়া যাহাতে কলেজে উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে তদুদ্দেশে বৃত্তি-প্রদানের কি প্রকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাহারও বিচার করেন। তিনি এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন যে, উচ্চশ্রেণীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রদায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যত সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার এক-চতুর্থাংশকে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে। বৃত্তির হার ও উহা ভোগ করিবার সময় সম্বন্ধে তিনি এই নিয়ম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, ছাত্রগণ যাহাতে কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে থাকিয়া পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং কলেজে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়, শিক্ষা-কমিটি যেন তাহার উপযুক্ত বিধান করেন। প্রথম বর্ষের পর বৃত্তিভোগীদের পারদর্শিতা বিবেচনা করিয়া বৃত্তির হার কিছু বৃদ্ধি করিবার পক্ষেও তিনি মত প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজের বৃত্তিগুলিও এই নিয়মে প্রদান করা তাঁহার প্রস্তাব থাকে।

মফস্বলে অর্থাৎ জেলার সদর ষ্টেসনে স্কুল-স্থাপন সম্বন্ধে লর্ড

অকল্যাণ্ড বলেন যে, ঐ শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া প্রধান প্রধান নগরের উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নতিবিধান জন্য অর্থব্যয় করাই সঙ্গত। প্রথমতঃ ঢাকা, পাটনা, বেনারস, আলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী ও বারেলীতে কলেজ স্থাপন ও উহাদের পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঐ সকল স্থানে, বিশেষতঃ আগ্রা ও দিল্লীতে ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্য লোকের বিশেষ আগ্রহ আছে। উহাদের মধ্যে কোন স্থানে কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন বোধ না হইলে উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা স্কুল স্থাপন করা যাইতে পারে। কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে যাহাতে ব্যবস্থা-শাস্ত্র, শাসনপ্রণালী ও ধর্ম্মনীতি অন্তর্ভূত করা হয়, এবং কলিকাতা হিন্দু কলেজেও যাহাতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন অনতিবিলম্বেই করা হয়, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেন। শিক্ষা-কমিটিকে আর একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্যও আদেশ দেওয়া হয়। উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কতক কতক পারদর্শী ব্যক্তিগণ যাহাতে শিক্ষক-পদের উপযুক্ত হইতে পারে, কমিটির তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কলেজের লাইব্রেরির উন্নতিবিধান এবং ছাত্রদের লাইব্রেরির পুস্তক-ব্যবহারার্থে উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পারদর্শী ছাত্রকে পুরস্কার প্রদানের আবশ্যকতাও মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

মন্তব্যে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ থাকে। শিক্ষাকমিটি যদিও বিদ্যালয়-সমূহের পরিচালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ সকলের পরিদর্শন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিটিকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতে আদেশ প্রদান করেন।

মন্তব্যের শেষ অংশে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শিক্ষা-কমিটির প্রতি কয়েক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়।

লর্ড অক্ল্যাণ্ডের মন্তব্যের এক ক্রোড়পত্র ছিল। তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটেরি মিঃ যে, আর, কল্‌ভিন্ কর্ত্তৃক ঐ ক্রোড়পত্র লিখিত হয়। উহাতে কয়েক প্রেসিডেন্সির শিক্ষার বিবরণ ও প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির শিক্ষানীতির সমালোচনা থাকে। ক্রোড়পত্র মন্তব্য হইতেও বৃহত্তর হয়। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষা-সম্বন্ধে ক্রোড়পত্রে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পরিচ্ছেদে বিবৃত করা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এস্থলে কেবল আনুষঙ্গিক দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

কলিকাতা মাদ্রাসায় কয়েকবার ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বিফল হয়, কিন্তু উহাতে গবর্ণমেণ্টের শাসনবিধান বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহার ফল সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৮৩৫ সালের পর হইতেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচার কিছু কিছু উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। *

মিঃ এন্, উইল্‌কিন্‌সন্ নামক এক বিদ্যোৎসাহী কর্ম্মচারী সে সময় ভূপাল রাজ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দেশীয়

* The English class of the Mudrassa at Calcutta has not succeeded, but the failure is probably to be ascribed to accidental causes. Mr Prinsep states in his note of July 1839, "I know that the desire to learn English and to master the rudiments of European Science is growing fast among the Mahammedans."

J R Colvin's Note

প্রাচীন ও প্রচলিত ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা-প্রদানের জন্য সিহোর নগরে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহার উচ্চশ্রেণীতে সংস্কৃত ভাষায় গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হইত, নিম্নশ্রেণীতে ছাত্রেরা (হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয়) স্ব স্ব মাতৃভাষায় ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ পাঠ করিত। উইল্‌কিন্‌সন্ সাহেব এই প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য কলিকাতা শিক্ষা-কমিটি ও গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এবং কমিটি তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করণের যোগ্য বিবেচনা করেন না। যাহা হউক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্য ইউরোপীয় কোন কোন মিসনারি শিক্ষকের নিকট প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু দেশীয় প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা এই নূতন শিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠেন। সুবাজি বাহু নামে জনৈক নূতন-শিক্ষিত পণ্ডিত জ্যোতিষ বিষয়ে 'শিরোমণি প্রকাশ' আখ্যাত একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উজ্জয়িনী, পুনা, বেনারস্, মথুরা, নাগপুর, সেতারা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতেরা ঐ পুস্তকের সম্বন্ধে যে প্রকার মত প্রকাশ করেন, তাহা হইতে নূতন-শিক্ষার প্রতি সে সময়ে তাঁহাদের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উজ্জয়িনীর পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৌরাণিক মতই কেবল প্রামাণিক, সুতরাং পৃথিবী গোলাকার হইতে পারে না। মথুরার পণ্ডিতেরা ইউরোপের এবং ভারতবর্ষেরও জ্যোতিষ গ্রন্থ-সমূহ নাস্তিকের গ্রন্থ বলিয়া এক কথায় সমালোচনা শেষ করেন। 'নাগপুরের পণ্ডিতেরা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ' গ্রন্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। বেনারস্ ও পুনার পণ্ডিতেরা পুরাণ ও সিদ্ধান্ত উভয়ের মতেরই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া বলেন যে উহাদের

সামঞ্জস্য অসম্ভব নহে। কেবল সেতারার পণ্ডিতেরাই পৌরাণিক মত ভ্রমাত্মক এবং সিদ্ধান্তের মতই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। বিষয়টি একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে উহার উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, সে সময়ে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের জনসাধারণের কুসংস্কার যতই দূরীভূত হইবে, ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি উহাদের অনুরাগ ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সুতরাং এই কুসংস্কার দূরীকরণ গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। এতদ্দ্বারা খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইতে পারিবে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কখনও এ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথমাবধি তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদের যে ঔদাসীন্য-নীতি প্রচার করেন, কার্য্যতঃ তাহাই অবলম্বন করেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি-শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তন করা হইলে মৌলবিগণ ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের সকাশে এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। তাহার উত্তরে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক প্রতিবাদকারীদিগকে জ্ঞাপন করেন যে, এ দেশের লোককে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করণ উদ্দেশে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট কখন কোন রাজনীতি অনুসরণ করেন নাই। খৃষ্টান মিসনারিগণ তাঁহাদের এক অভিনন্দন-পত্রে ধর্ম্মপ্রচারের অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক তদুত্তরে বলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-শাসনের মূল নীতি এবং ঐ বিষয়ে তাঁহারা এদেশের লোকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। *

* Lord William Bentinck on the question of a representation by the Musalmans declared that "such motives as conversion have

লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি প্রচার হওয়ার দুই বৎসর মধ্যে বাঙ্গালার শিক্ষা-কমিটি অনেকগুলি নূতন স্কুল স্থাপন করেন। ঐ সকল স্কুলের অধিকাংশেই ইংরেজি ও প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় এবং কয়েকটিতে কেবল প্রচলিত ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার বিধান করা হয়। সংস্কৃত, আরবি ও পারসি শিক্ষার জন্য যে কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল তাহাদের সংসৃষ্ট নিম্নশ্রেণীর ইংরেজি স্কুলও স্থাপিত হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে বিদ্যালয়গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা হইল। *

প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়। (কেবল প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য)	১৮৩৭ সালের শেষে ছাত্রসংখ্যা	১৮৩৭ সালে গড়ে মাসিক ব্যয়
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ	১২২	১৩৫৮৲
বেনারস্ " "	১৭৮	১২৩৩৲
কলিকাতা মাদ্রাসা	১২৫	১৯৫০
দিল্লী আরবি ও পারসি কলেজ	৯১	৮০০
ঐ সংস্কৃত শাখা	৩২	১০০৲
আগ্রা আরবি ও পারসি কলেজ	১১৩	২৮৪৲
হুগলি মসিন্ কলেজ (পারসি শাখা)	২৭৪	১৫০০৲
আলাহাবাদ পারসি ও উর্দ্দু বিদ্যালয়	৪৮	৪০৲

never influenced the counsels of the Government" In reply to an address by the missionaries he declared that "the fundamental principle of British rule, the compact to which Government stands solemnly pledged, is strict neutrality"

Howell's Education in India

* শিক্ষা কমিটির ১৮৩৭সালের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়।

(ইংরেজি ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষার জন্য)

কলিকাতা হিন্দু কলেজ	৪২১	৪০৫৯৲
বেনারস্ বিদ্যালয়	১৪৭	৫২৭৲
হুগলি কলেজ (ইংরেজি শাখা)	৭৫০	৩০০০৲
ঐ ব্রাঞ্চ স্কুল	২২৭	২২৫৲
কলিকাতা মাদ্রাসা (ইংরেজি শাখা)	১৫১	৮৫০৲
আগ্রা কলেজ (ঐ)	১৫১	১২৮৮৲
দিল্লী " ঐ	৮৪	৭০৯৲
ঢাকা স্কুল	৩১৪	৫৩৬৲
আলাহাবাদ "	৯১	৪৬৫
মিরাট "	১৬	৪০৫৲
গোহাটি "	১০২	২৭৯৲
মেদিনীপুর "	৭৯	৩০৫৲
চট্টগ্রাম "	৮০	১৫০৲
পাটনা "	১০৯	৩৮৩৲
মুরশিদাবাদ নিজামত স্কুল	১০৯	৫০০৲
আজমীর "	৪৮	৩০৫৲
বোয়ালিয়া " (রাজসাহী)	৮০	১৭৭৲
সাগর "	১৪৪	২৯৭৲
গাজিপুর স্কুল	৬৯	২০০৲
মোলমিন "	৫৫	৩৭০৲
গোরকপুর "	৫০	২০০৲

ফরেক্কাবাদ	,,	৫৫	২৭৫৲
জব্বলপুর	,,	২৪	১২৫৲
হোসেঙ্গাবাদ	,,	২৩	৭০৲
ভাগলপুর	,,	৫২	৩০০৲
পুরী	,,	৩১	১১৮৲
বারেলী	,,	৬০	২৫০৲
কমিল্লা	,,	৮৮	৩০০৲
আজিমগড	,,	৪১	১৫০৲
আরা	,,	৩১	১০০৲

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়।

(প্রচলিত ভাষার শিক্ষার জন্য)

আলাহাবাদ	স্কুল	৮	২৭৲
আজমীর	,,	৯৩	৬৮৲
আগ্রা কলেজ (হিন্দী শাখা)		৭৫	৩৬৭৲
ভাগলপুর পার্ব্বত্য স্কুল		৬১	২১০৲
সাগর হিন্দী শাখা।		১৩৪	১৬৫৲
হোসেঙ্গাবাদ (ঐ)		৯৯	২৫০৲

উপরে প্রদর্শিত বিদ্যালয়-সমূহের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতা শিক্ষা কমিটির কার্য্যক্ষেত্র পূর্ব্বদিকে টেনাসারিম ও আসাম, পশ্চিমে বারেলি ও দক্ষিণে জব্বলপুর ও পুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মফস্বলে প্রত্যেক স্থানেই এক একটি কমিটি ছিল, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের সমস্ত কার্য্যই কেন্দ্রীয় অবৈতনিক শিক্ষা-কমিটি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

[লর্ড অক্ল্যাণ্ডের মন্তব্যানুযায়ী শিক্ষা-কমিটির প্রস্তাব ; প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ ; ডিরেক্টর সভায় ১৮৪১ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা-বিষয়ক বিসংবাদের প্রতিধ্বনি।]

লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য ১৮৩৯ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখে দিল্লী নগরী হইতে প্রচারিত হয়, এবং ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারি তারিখে উহা কলিকাতা শিক্ষা-কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। কমিটি তাঁহাদের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণীতে মন্তব্যানুযায়ী প্রচলিত শিক্ষানীতির যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তৎপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করেন।

প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা-প্রদান জন্য যে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের ব্যয়-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই মঞ্জুর করেন। ১৮৩৫ সালের শিক্ষা-বিষয়ক মন্তব্য অনুসারে ঐ অর্থের কিয়দংশ ইংরেজি-শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত হইতে থাকে। এক্ষণে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের মন্তব্যানুযায়ী উক্ত প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হওয়ায় কমিটি প্রস্তাব করেন যে, উল্লিখিত প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতিসাধন বা তদানুষঙ্গিক অন্য কোন উদ্দেশে ঐ বিদ্যালয়েই ব্যয় করিতে হইবে; সুতরাং ইংরেজি-শিক্ষা প্রচলনের যে বিধান করা হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে এবং ঐ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিবার জন্য কমিটি গবর্ণমেণ্ট-সমীপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

লর্ড মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক মন্তব্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত

হইলে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির কয়েকটি জেলার সদর ষ্টেসনে ইংরেজি ও প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-প্রদানোপযোগী কতিপয় নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয় সে সময়ে জেলা স্কুল নামে আখ্যাত হইতে থাকে এবং ঐগুলিই ক্রমে বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণীর জেলা স্কুলে উন্নীত হয়। * লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের মন্তব্যে এই শ্রেণীর স্কুল স্থাপন অনাবশ্যক বিবেচিত না হইলেও, প্রধান প্রধান নগরে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই যে তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হয়। সুতরাং কমিটি এই শিক্ষানীতি অবলম্বন যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, এবং ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা-প্রদায়ী বিদ্যালয় কয়েকটির উপযোগিতা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তৎপক্ষে তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা থাকিবে তাহাও গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন।

নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্তির কোন সুব্যবস্থা সে সময় ছিল না। এই নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেলের মন্তব্যানুমোদিত শিক্ষানীতি অনুসারে কমিটি কতকগুলি বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেন। এ সকল বৃত্তির কিয়দংশ জেলাস্কুলে এবং কিয়দংশ কলেজে ও উহার সংলগ্ন স্কুলে প্রদান করিবার প্রস্তাব থাকে। কমিটি দুই শ্রেণীর বৃত্তিদান আবশ্যক বিবেচনা করেন, মাসিক ৮৲ টাকা হারে জুনিয়ার বা নিম্ন এবং ৩০৲ টাকা হারে সিনিয়ার বা উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি। জুনিয়ার বৃত্তি চারি বৎসরের এবং সিনিয়ার ছয় বৎসরের জন্য প্রদান

---

* পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সকল বিদ্যালয়ের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সিনিয়ার বৃত্তি শেষের চারি বৎসরে ৪০৲ টাকা হারে প্রদান করিলে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তিপক্ষে ছাত্রদের আগ্রহ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে পারে। জুনিয়ার বৃত্তি প্রদান-সম্বন্ধে কমিটি এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন যে, একটি করিয়া বৃত্তি প্রত্যেক জেলা স্কুলের এবং ছয়টি করিয়া প্রত্যেক কলেজ-সংলগ্ন স্কুলের ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং অবস্থা বিশেষে চারি বৎসরের অধিক কালের জন্যও ঐ বৃত্তি প্রদান করিবার বিধান করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কমিটি ইহাও প্রস্তাব করেন যে, যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলেজ ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে পারদর্শিতার পরিচায়ক কোন প্রকার উপাধি প্রদান করিলে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

জেলা স্কুল ব্যতীত হিন্দু কলেজ (মহাবিদ্যালয়), সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা মাদ্রাসা ও উহার সংলগ্ন স্কুল, হুগলি কলেজ ও স্কুল, বেনারস্ কলেজ ও স্কুল, আগ্রা কলেজ, দিল্লী কলেজ ও স্কুল, প্রধান নগরস্থ এই কয়েকটি বিদ্যালয় মধ্যে বৃত্তিগুলি বিতরণ করিবার প্রস্তাব থাকে। প্রাচ্যবিদ্যার বিদ্যালয় কয়েকটিতে ৮৲ টাকা হারে ১৬টি জুনিয়ার, এবং ১১৲ টাকা হারে ৮টি ও ২০৲ টাকা হারে ৪টি সিনিয়ার বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাবও করা হয়। নিম্নে প্রদর্শিত সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, কমিটি বৃত্তির জন্য বার্ষিক ৫২,৪৬৪৲ টাকা ব্যয় অনুমান করেন। কিন্তু সমস্ত বৃত্তিগুলি এক সময়ে দেওয়া হইবে না, সেজন্য কমিটি প্রথম বৎসরে ২০,১৯৬৲ টাকা মঞ্জুর প্রার্থনা করেন।

প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৲ টাকা হারে ৯৮টি জুনিয়ার বৃত্তি বাবত মাসিক ... ... ৭৮৪৲ টাকা

প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫৲ টাকা হারে ৪৮টি ও ২০৲ টাকা হারে ২৪টি সিনিয়ার বৃত্তি বাবত মাসিক . .. ১২০০৲

১৯৮৪৲

ইংরেজি-শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৲ টাকা হারে ৭১টি জুনিয়ার বৃত্তি বাবত মাসিক ৫৬৮৲

ইংরেজি-শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০৲ হারে ২৬টি ও ৪০৲ হারে ২৬টি সিনিয়ার বৃত্তি বাবত মাসিক ১৮২০৲

২৩৮৮৲

সমুদায়ে মাসিক ৪৩৭২৲

১২

বার্ষিক ৫২,৪৬৪৲

প্রথম বৎসরে অর্দ্ধেক সংখ্যক জুনিয়ার ও এক-তৃতীয়াংশ সিনিয়ার বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হইবে বিবেচনায় কমিটি আনুমানিক ২০,১৯৬৲ টাকা প্রার্থনা করেন।

প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক মুদ্রণ জন্য কমিটি বার্ষিক ১২০০৲ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করেন। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক কলেজে ব্যবহৃত হইতেছিল বা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, উহাদের প্রত্যেকের একাধিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও মৌলবির দ্বারা উহার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা কমিটির উদ্দেশ্য থাকে। তাঁহারা ইহাও প্রস্তাব করেন যে, পুস্তকে কোন প্রকার ভ্রম না থাকে

গ্রন্থ সংস্করণ ও মুদ্রণ কার্য্য এক ক্ষুদ্র কমিটির তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের নাম-পরিচায়ক পৃষ্ঠায় সংস্করণ-প্রকাশক পণ্ডিত বা মৌলবির এবং তত্ত্বাবধায়ক কমিটির সদস্যদিগের নাম মুদ্রিত করা হইবে। মিসরদেশে ইংরেজি হইতে আরবি ভাষায় যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কমিটি তাহাও ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন।

শিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে কমিটি যে সকল সংস্কার অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন, তন্মধ্যে দেশীয় প্রচলিত ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও আয়াসসাধ্য বিষয় ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ মিঃ এডামের শেষ রিপোর্ট প্রাপ্তি হইতে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও কমিটি পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন বিষয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। ঐ সময়ে যে কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক স্কুলে ব্যবহৃত হইত, সে সমস্তই স্কুলবুক ও স্কুল-সোসাইটী কিম্বা শ্রীরামপুরের মিসনারিদের কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার মন্তব্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্য্যের সুব্যবস্থা জন্য বিশেষ প্রকারে কমিটির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। জাতীয় শিক্ষার উন্নতি যে জাতীয় ভাষার উন্নতিসাপেক্ষ, এ মতের বিরুদ্ধবাদী তখন আর কেহই ছিলেন না। জাতীয় শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে ইংরেজি ভাষা হইতে সংস্কৃত কি আরবি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাদির প্রচলন আবশ্যক, এ মতের পক্ষপাতিগণও একপ্রকার নীরব হইয়াছিলেন। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে উক্ত অনুবাদ হয়ত এদেশের বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী পুস্তক না হইতে পারে, এই সন্দেহ হেতু ইংরেজিতে নূতন পুস্তক সঙ্কলন করিয়া উহার অনুবাদ-

করণই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রণালী-অনুযায়ী সঙ্কলিত পুস্তকের প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ-কার্য্যের ভার কয়েকজন উপযুক্ত ইংরেজ ও বাঙ্গালি সদস্যের প্রতি অর্পণ করা শিক্ষা-কমিটির অন্যতম প্রস্তাব থাকে। *

স্কুল-পরিদর্শন বিষয়ে কমিটি প্রস্তাব করেন যে, উপযুক্ত পরিদর্শক কর্ম্মচারি-নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ উক্ত কলেজের সংলগ্ন স্কুল বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শন-মন্তব্য স্থানীয় পরিচালক-কমিটির যোগে প্রাদেশিক কমিটির সমীপে পাঠাইবেন।

উপরে বর্ণিত কমিটির প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ১৮৪০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে, যে আদেশ প্রদান করেন তাহারও উল্লেখ এস্থলে আবশ্যক। এই আদেশই গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নূতন শিক্ষানীতি স্বরূপ গৃহীত হয় এবং তন্নিমিত্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার পক্ষাবলম্বীদের মধ্যে পুনরায় মতানৈক্য উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের এই বিসংবাদের প্রতিধ্বনি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিচ্ছেদের শেষভাগে দেওয়া হইল।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ-পত্রের মর্ম্ম এই:—দেশস্থ লোকে প্রাচ্যবিদ্যা-

* We agree however with your Lordship that the class-books for our schools and colleges should in the first place be compiled in the English language, and that a commitee of gentlemen consisting of Europeans and Natives should be engaged to translate the English class books into the vernacular languages.

Report for 1840.

লোচনায় যতদিন আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিবে, ততদিন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয় কয়েকটিতে উক্ত বিদ্যাশিক্ষা-দানই সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে, এবং কোন প্রকারে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে না। প্রত্যেকের জন্য যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কেবল উহার উন্নতি কল্পেই ব্যয় করা হইবে। কমিটি আর যে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃত্তি-প্রদানসম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত আর সমস্তই গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করিয়া মঞ্জুর করেন। কমিটি কেবল সরকারী স্কুল ও কলেজেই বৃত্তি-প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন যে, জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য সরকারী ও বে-সরকারী সকল স্কুলের ছাত্রেরাই প্রতিযোগী হইতে পারিবে। তাঁহাদের বিবেচনায় এই প্রকার বিধান হইলে পারদর্শিতা ও প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে এবং তদ্দ্বারা বিদ্যোন্নতির উৎসাহ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। অপর যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান জন্য কমিটি আদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা এই:—(১) স্কুল-সোসাইটিকে পূর্ব্বে যে অর্থ সাহায্য করা হইত, শিক্ষার উদ্দেশে তাহার অন্য প্রকার ব্যয়ের ব্যবস্থা-করণ, (২) প্রত্যেক উচ্চ-বিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান-করণ; (৩) আইন বিষয়ে একখানি পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন, (৪) প্রত্যেক কলেজের লাইব্রেরির উন্নতি-সাধন এবং ছাত্রেরা যাহাতে উহার ব্যবহার করে তাহার ব্যবস্থা-করণ।

কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বার্ষিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ডিরেক্টর-সভার আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই এই অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করেন। উহার আবশ্যকতা-

সমর্থন জন্য তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা হইতে তাঁহার সহৃদয়তা ও দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের সুশাসন বিধান করিতে হইলে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়-সমূহের অনুরাগভাজন হইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উদারনীতি-মূলক, সুবিস্তৃত জাতীয়শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। রাজ-কার্য্য-পরিচালন জন্য গবর্ণমেণ্ট যে প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যে নিন্দার্হ উহার শেষফল হইতেই সে বিষয় বিজ্ঞাপিত হইতেছিল। যে সমস্ত গুণ থাকিলে রাজকর্ম্মচারিগণ সাধারণের নিকট সম্মানার্হ ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারে, বিচার ও রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে তাহার বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। এই কারণেই ঐ সকল কর্ম্মচারি-গণ উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে পারে না। শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত এ অভাব-দূরীকরণ এবং দেশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চপদ-প্রদান সম্ভবপর হইতে পারে না। কেবল নৈতিক ও বিবিধ-বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ এই উন্নতির লক্ষ্য থাকিবে না, সৎপ্রবৃত্তিমূলক প্রতিযোগিতা এবং সংসার-প্রবেশ-কালে লোকচরিত্র বিচার করিবার ক্ষমতাও যাহাতে ঐ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কমিটির প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষোন্নতির জন্য অতিরিক্ত দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। সুতরাং কমিটির হস্তে প্রায় চারিলক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়। যথা—

পার্লিয়ামেণ্টের আদেশানুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য	১০৮০০০৲
বিদ্যালয় বিশেষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রদত্ত সাহায্য	১১২২০০৲
শিক্ষার নিমিত্ত দেশীয় ব্যক্তিগণ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পত্তির আয়	৬৯৬০০৲
গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত অর্থের সুদ	৪০০০০৲

ছাত্রবেতন হইতে (আনুমানিক) আয়	...	...	৩৮৩০০৲
অন্যপ্রকার (আনুমানিক) আয়	...	...	২২০০০৲
			৩৮৮৯০০৲

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্য। স্কুল-সোসাইটি নামক মিসনারি-সমিতি তাঁহাদের স্থাপিত বিদ্যালয়-পরিচালন জন্য ডিরেক্টর-সভার আদেশানুসারে মাসিক ৫০০৲টাকা সাহায্য পাইতেন। নানা কারণে সমিতির কার্য্য এক প্রকার বন্ধ হওয়ায় মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার উহাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিদ্যালয়-পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উক্ত সাহায্যের টাকা হেয়ার সাহেবকেই দেওয়ার বিধান করেন। ঐ টাকা প্রায় সমস্তই তাঁহার পরিচালিত প্রেসিডেন্সি স্কুলের জন্য ব্যয়িত হইত এবং ঐ ব্যয় শিক্ষাকমিটির মঞ্জুরসাপেক্ষ ছিল না। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তজ্জন্য আদেশ করেন যে, যতদিন হেয়ার সাহেবের উক্ত প্রেসিডেন্সি স্কুলের সহিত সংস্রব থাকিবে, ততদিন সাহায্যের টাকা তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সংস্রব শেষ হইলে, উহার পরিচালনের ভার ও সাহায্যের টাকা কমিটিকে দেওয়ার বিধান করা যাইবে। ঐ প্রেসিডেন্সি স্কুলই বর্ত্তমান হেয়ার স্কুল নামে আখ্যাত।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের প্রাগুক্ত আদেশ ডিরেক্টর-সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকে। কারণ ঐ আদেশ প্রচারিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য সম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভার মতামত ভারত-গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, মন্তব্যে বিবৃত মূলনীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন আদেশ প্রদান করিবেন না। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছিল। ডিরেক্টর-

সভা তাঁহাদের ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি তারিখের আদেশ-পত্রে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের মন্তব্যে বিবৃত প্রায় সমস্ত প্রস্তাবই অনুমোদন করেন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত-গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিষয়ক যে যে পত্রের উল্লেখ করিয়া এই আদেশপত্র প্রেরিত হয়, পাদটীকায় তাহাদের উল্লেখ করা হইল। *

ডিরেক্টর-সভা আদেশপত্রের প্রারম্ভে শিক্ষানীতি-সম্বন্ধীয় বিসংবাদের উল্লেখমাত্র করিয়া এই বলেন যে, তাঁহারা ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ গুরুতর, কেবল তৎসম্বন্ধেই তাঁহাদের নিম্নে বর্ণিত আদেশ ও অভিপ্রায় সংক্ষেপে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপিত করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন।

(১) ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ইচ্ছানুসারে এবং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ডিরেক্টর-সভা এই স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, প্রাচ্য-শিক্ষাপ্রদায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য পূর্ব্ব হইতে যে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা কেবল উক্ত বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হইবে এবং উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে।

---

* ১৮৩৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২৯নং পত্রের ১ হইতে ৮ অনুচ্ছেদ।
১৮৩৭ „ ১৮ই জানুয়ারী „ ৩নং „ ৬৭ „ ৭১ „
১৮৩৭ „ ১লা মার্চ্চ „ ৫নং „ ১০১ „ ১০৭ „
১৮৩৮ „ ১২ই ফেব্রুয়ারি „ ২নং „ ৩৪ অনুচ্ছেদ।
১৮৩৮ „ ১৯শে নবেম্বর „ ৩৬নং পত্র।
১৮৩৯ „ ৬ই মার্চ্চ „ ৫নং পত্র ও ১২ই অক্টোবরের ৩৬নং পত্র।
১৮৩৯ „ ১৩ই ডিসেম্বর „ ২নং পত্র (লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের মন্তব্য এই পত্রসহ প্রেরিত হয়)।

(২) প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ-মুদ্রণের জন্য এসিয়াটিক্ সোসাইটিকে বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদানের আদেশ ইতঃপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে প্রাচ্যভাষার গ্রন্থের অনুবাদ-করণ প্রয়োজন হইলে গবর্ণর জেনারেল তাহার ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) প্রাচ্যশিক্ষা-প্রদায়ী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পূর্ব্বনিয়মানুযায়ী মাসিক ভাতা-প্রদানের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে গুণানুসারে বৃত্তি-প্রদানের বিধান ডিরেক্টর-সভা অনুমোদন করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত স্থায়ী আয়ের পরিমাণানুযায়ী বৃত্তির সংখ্যা ও হার নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন।

(৪) উচ্চশ্রেণীর সমস্ত বিদ্যালয় বিশেষ পারদর্শী ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থাকরণ জন্যও গবর্ণমেণ্টকে আদেশ দেওয়া হয়।

(৫) পাশ্চাত্যবিদ্যা-প্রচলন বিষয়ে ডিরেক্টরগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রাচ্যশিক্ষার বিদ্যালয় কয়েকটির আয় অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়করণ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিষেধ আজ্ঞা হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা ইংরেজিভাষা বা উহার দেশীয় ভাষায় অনুবাদ মূলেপাশ্চাত্য-বিদ্যাশিক্ষা প্রচলনের বিরোধী। পক্ষান্তরে ইংরেজিভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্যবিদ্যা-প্রচলনের তাঁহারা সম্পূর্ণ পক্ষসমর্থনকারী। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখের আদেশপত্রে ভারতগবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষানীতি বিজ্ঞাপিত করেন, অর্থাৎ ভারতবাসীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহবর্দ্ধনই ভারতবর্ষে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের

মুখ্য শিক্ষানীতি হইবে, তৎসম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভা সুস্পষ্টরূপে তাঁহাদের এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, উক্ত নীতির কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন করা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে।

(৬) উপরি-বর্ণিত আদেশ ও অভিপ্রায়ানুসারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ বিদ্যাশিক্ষার সমভাবে উন্নতিবিধান করিতে হইলে এবং কোনও কারণে প্রাচ্যশিক্ষার্থ প্রদত্ত অর্থের অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হইলে অবশ্যই অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক হইবে। এই নিমিত্ত ডিরেক্টরগণ গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরকে প্রয়োজনানুরূপ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

(৭) কি প্রণালী অবলম্বন করিলে পাশ্চাত্যবিদ্যা-প্রচলনের সুবিধা হইতে পারে, ডিরেক্টর-সভা তৎসম্বন্ধে কোন আদেশ প্রদান করেন না। তাঁহারা কেবল এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি-বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য-বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা যাহাতে হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিহিত উপায় অবলম্বন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্যবিদ্যার গ্রন্থাদি দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ-করণ ও লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের প্রস্তাবানুযায়ী স্কুলের ব্যবহারোপযোগী পুস্তকাবলী-প্রণয়নও তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন।

(৮) জেলাস্কুলের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা যাহাতে কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে তজ্জন্য লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর যে সকল বৃত্তি-প্রদানের প্রস্তাব করেন, ডিরেক্টর-সভা তাহাও মঞ্জুর করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আর জেলাস্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধিকরণ অপেক্ষা প্রধান প্রধান নগরস্থ উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি-বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনই যে গুরুতর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ডিরেক্টর মহোদয়গণ এই শিক্ষানীতিও অনুমোদন করেন।

ফলতঃ লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুরের যে কয়েকটি প্রধান প্রস্তাব থাকে, ডিরেক্টর-সভা তাহা সমস্তই মঞ্জুর করেন।

ডিরেক্টর-সভার উল্লিখিত আদেশপত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহারা লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের অনুমোদিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্তও কোন আদেশ প্রদান করেন নাই। তথাপি উক্ত শিক্ষানীতিই ১৮৩৯ সালে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের মন্তব্য প্রচার না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত প্রকৃষ্ট শিক্ষানীতি-স্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। যে কারণে ডিরেক্টর-সভা প্রথমোক্ত শিক্ষানীতি বিষয়ে প্রায় ছয় বৎসরকাল কোনও প্রকাশ্য আদেশ প্রদান করেন না, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক মেকলে সাহেবের মন্তব্যানুযায়ী নূতন শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন হইতে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে, একপ্রকার শিক্ষাবিপ্লব উপস্থিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কেবল কয়েকজন মাত্র ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ভারতবাসী-দিগের জ্ঞানোন্নতিপক্ষে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বিদ্যার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিসংবাদ চলিতে থাকে। দেশের লোকে উহাতে যোগদান করে না। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিসংবাদের বিষয় দুই চারি জন ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত তৎকালীন দেশস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায় একপ্রকার অপরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু নূতন শিক্ষানীতির প্রচলন আরম্ভ হইলে প্রাচ্যবিদ্যা অপেক্ষা ইংরেজিবিদ্যা শিক্ষার উন্নতিবিধান পক্ষেই গবর্ণমেণ্টের অধিক-তর উৎসাহ ও চেষ্টা দেখিয়া দেশীয় প্রাচীন-বিদ্যালোচনার অবশ্যম্ভাবী অবনতি আশঙ্কায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন,

এবং ইংরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে প্রাচ্যশিক্ষা-সমর্থনকারিগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক থাকায় আন্দোলনের প্রভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শিক্ষানীতিবিষয়ে মতানৈক্য হেতু বিসংবাদের প্রবলতা পূর্ব্বে কেবল কলিকাতার শিক্ষা-কমিটির মধ্যেই লক্ষিত হয়। কিন্তু লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক্ক মহোদয়ের আদেশ প্রচারিত হইলে উক্ত বিরোধ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। এই বিসংবাদের প্রতিধ্বনি ইংলণ্ড পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছিল। তথায় কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে এই বিরোধে পক্ষাবলম্বন করেন। ইঁহাদের মধ্যে তদানীন্তন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ * প্রাচ্যপক্ষের এবং সার চার্লস্ ট্রিভেলিয়ান্ পাশ্চাত্য পক্ষের মুখপাত্র ছিলেন। এই বিষয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেণ্ট সার্ আর্‌স্কিন্ পেরী এবং উহার সেক্রেটেরি কর্ণেল্ জার্‌ভিসের মধ্যে অসম্ভাবিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কমিটির অন্যতম মেম্বর পণ্ডিত জগন্নাথ সঙ্করসেট, পুনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন ক্যাণ্ডি এবং গবর্ণমেণ্টের মেম্বর মিঃ উলোবীও এই বিরোধে যোগদান করেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব মত সমর্থন-জন্য সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। কোন্ ভাষার সাহায্যে এদেশের লোককে শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তাহাই তর্কের প্রধান বিষয় হইয়াছিল; প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার আপেক্ষিক উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীদের

* সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইল্‌সন্ সাহেব বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটেরি ছিলেন এবং এদেশের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান তাঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থ।

মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য ছিল না। এ বিষয়ে ক্যাপ্‌টেন ক্যাণ্ডি তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে যে সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন, তাহা হইতেই বিসংবাদের কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলেন যে, ইংরেজি ভাষা হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু দেশের প্রচলিত ভাষার সাহায্যে ঐ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; আর সংস্কৃতের সাহায্যে প্রচলিত ভাষার উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী উন্নতি করিতে হইবে। * স্থানীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই মতদ্বৈধ হেতু ডিরেক্টর-সভা কোন্ পক্ষের মত সমীচীন ও সমর্থন-যোগ্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না, এবং তন্নিমিত্তই শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট আদেশ প্রদান করিতে তাঁহারা বিরত থাকেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ইহাও ধারণা ছিল যে, সময়ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য কথঞ্চিত অন্তর্হিত হইলে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সহজসাধ্য হইতে পারিবে। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডও বোধ হয় এই কারণেই প্রায় চারিবৎসরব্যাপী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার পরিচয়-প্রদানান্তর অবশেষে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার মন্তব্য প্রচারিত হইলে এদেশীয়দিগের মধ্যে আন্দোলন একপ্রকার তিরোহিত হয়; কিন্তু মন্তব্যানুমোদিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধমতাবলম্বী কতিপয় ইংরেজ কর্ম্মচারী এবং অধিকাংশ মিসনারি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উক্ত আন্দোলন প্রধূমিত হইয়া উঠে। ইংলণ্ড ও এদেশবাসী খৃষ্টান মিসনারি

* In a word knowledge must be drawn from the stores of the English language, the vernaculars must be employed as the media of communicating it, and Sanskrit must be largely used to improve the vernaculars and make them suitable for the purpose.

Report of the Poona Sanskrit
College for the year 1840

সম্প্রদায়সমূহ প্রথম হইতেই প্রাচ্যশিক্ষার বিরোধী থাকেন; এজন্য লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিকের আদেশ প্রচারিত হইলে তাঁহারা বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে উহা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রাচ্যশিক্ষার পুনরায় অভ্যুদয় হইবে দেখিয়া লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাঁহারা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। কলিকাতার চার্চ্ অব্ স্কট্‌লাণ্ড্ মিশন কলেজের (পরবর্ত্তী ফ্রি চার্চ্ কলেজের) অধ্যক্ষ খ্যাতনামা মিসনারি ডক্টর আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ এদেশবাসী খৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মুখপাত্র-স্বরূপ 'কলিকাতা অব্‌জার্‌ভার' (The Calcutta Observer) নামক পত্রিকায় ১৮৪১ সালে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের মন্তব্যের অতিশয় তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধ তিনটির সমস্ত যুক্তি ও তর্ক বিবৃত করিতে হইলে একখানি পুস্তিকা লিখিতে হয়। সংক্ষেপে ঐগুলির মর্ম্ম প্রকাশ করাও এই পুস্তকে অসম্ভব। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তি জন্য প্রবন্ধত্রয় হইতে দুই তিনটি তর্ক বা যুক্তির নমুনা প্রদর্শন করা হইল। মিসনারিগণ যে কতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন, উহা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড শিক্ষাব্যয়ের অল্পতাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পক্ষাবলম্বীদের মধ্যে বিসংবাদের একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডফ্ সাহেব এজন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, এই সিদ্ধান্তানুযায়ী শিক্ষা বিধান করিয়া গবর্ণর জেনারেল একদিকে কয়েকজন ভ্রান্তমতি প্রাচ্য-বিদ্যার পোষক ও অন্যদিকে ইংরেজিশিক্ষা সমর্থনকারী তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বী এই দুই পক্ষকেই কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান জ্ঞানালোকের সহিত অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাচীনকালের তত্ত্বসমূহের সম্মিলন, এবং বর্ত্তমানে অপ্রচলিত ও পরিত্যক্ত ভ্রমসমূহের ভক্তগণ ও সর্ব্ববাদিসম্মত

সত্যের প্রচারকদিগের মধ্যে জ্ঞানরাজ্য বিভাগ করিবার তিনি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। * সংস্কৃতবিদ্যা-বিশারদ্ ডক্টর উইল্‌সন্ এসিয়াটিক-সোসাইটির পত্রিকায় ভারতবাসীদের দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির বিষয় বিবৃত করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তাহাদের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাশাস্ত্র ঐ বিদ্যা-নিহিত বলিয়াই যে উহার গুরুত্ব, তাহা নহে; উক্ত বিদ্যার প্রভাবেই তাহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা,

* * * For what is your Lordship's panacea for the final closing up of all past dissensions, and the sure furtherance of peace and harmony on the "education question"? It is by assuming chiefly on the authority of one of the most violent of the disputants (Mr. Prinsep), that the insufficiency of the funds assigned by the state for the purpose of public instruction has been amongst the main causes of the violent dispute,—to toss the question of principle overboard altogether and resolve the whole affair into a scramble for money! It is, by repealing the greater half of Lord W. Bentinck's enactment, to restore the ancient reign of Hindoo and Mahammedan scholasticism! And all for what? Simply to extinguish the smouldering ire of a few doting orientalists! It is at the same time by retaining the minor half of that enactment, to perpetuate the sway of Anglicism, as a co-ordinate system. And why? To bribe, if possible, into silent acquiescence the friends of European Literature and science. * * * Your Lordship proposes to unite the living with the dead, to revive the spirit of the dark ages and cause it to enter into heterogeneous combination with the spirit of the modern enlightenment—to divide the empire of education equally between the devotees of antiquated error and the propagators of acknowledged truth! Such is the grand specific which your Lordship fondly expects, is to operate as a quietus, in allaying the whole feverish excitement of our education controversies!

নীতি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সামাজিক ও পারিবারিক-বন্ধন, স্বদেশ-প্রেম ও সদ্‌গুণের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ডফ্ সাহেব উক্ত মতের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক এই সমালোচনা করেন যে, চন্দ্রমণ্ডলের যেমন একদিক কথঞ্চিত আলোকিত ও অপরদিক তমসাচ্ছন্ন, ভারতবাসীদের প্রাচীন বিদ্যাও তদ্রূপ। * গজনি রাজদরবারের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে কবিবর ফার্দ্দিসি বলিয়াছেন যে, উহা অপার, অতলস্পর্শ সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ সমুদ্রে একটি মাত্রও মুক্তা পান নাই; ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যাও ঐ প্রকার। তাঁহার তৃতীয় ও শেষ পত্রের উপসংহারে তিনি যে প্রাচ্যবিদ্যার কতদূর বিদ্বেষী ছিলেন, তাহার বিলক্ষণ

* The Oxford Professor of Sanskrit, H. H. Wilson Esq, who may well be allowed, from his eminent attainments to represent the orientalists generally, has, in an elaborate article in the Asiatic Journal, resolutely declared that "to the natives of India, their own writings are invaluable, not merely as the repositories of their religion and laws, but on account of their salutary influence in maintaining amongst the people a respect for science, a veneration for wisdom, a sense of morality, a feeling of beauty, a regard for social ties and domestic affections, an admiration of excellence and a love of country." * * * But the moon has two faces,—one very dark and the other faintly luminous. And so we suspect has Oriental literature. * * * . To the all-comprehending system or vast ocean (as an Asiatic would term it) of Oriental literature, some would not scruple to apply, by way of accommodation, the cutting satire of Ferdusi, respecting the imperial splendour of the court of Ghazni—'the magnificent court of Ghazni," said he, "is a sea, but a sea without bottom and without shore; I have fished in it long, but have not found any pearl."

পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উক্ত বিদ্যা-শিক্ষার জন্ম ছাত্রদিগকে উৎকোচ প্রদান করা হয় এবং সরকারী রাজস্ব হইতে অন্যায়রূপে শিক্ষকের বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ বিদ্যা মৌলিক ভ্রমপূর্ণ ও অসত্যের আকর। এই বিদ্যানিহিত ভ্রম ও অসত্যপূর্ণ ইতিহাস, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিধি, ধর্ম্ম ও নীতি, গল্পস্বরূপ নহে, প্রকৃত তথ্যস্বরূপ সহস্র সহস্র যুবকবৃন্দকে দেবতা ও গুরুর অখণ্ডনীয় আদেশ বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যে সমস্ত বিষয় ভ্রমপূর্ণ ও মিথ্যা বলিয়া নিজেদের বিশ্বাস, তাহাই সত্য ও পবিত্র তথ্যস্বরূপ অন্যকে শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের বা ব্যক্তিবিশেষের আপন আপন নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও অধর্ম্মের পরিচায়ক।

১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ-প্রদানোপলক্ষে তাঁহাদের শাসনকার্য্য-পর্য্যালোচনা জন্য পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড-সভা কর্ত্তৃক এক কমিটি নিযুক্ত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে কোন্‌টির পুষ্টিসাধন ও প্রচলন ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিধেয়, তাহাও ঐ কমিটির একটি বিবেচ্য বিষয় থাকে। স্বদেশ-প্রত্যাগত অনেকানেক ইংরেজ কর্ম্মচারী ও মিসনারি ঐ কমিটি সমীপে উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন পর্য্যন্তও এই বিসংবাদানল ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। যাহা হউক ডিরেক্টর-সভার পূর্ব্ব-বর্ণিত আদেশপত্র প্রচারিত হইলে এ দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া প্রকাশ্য কোন বিরোধ আর লক্ষিত হয় নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার অবস্থা, দেশীয় ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা, শিক্ষা সমিতি স্থাপন ও গবর্ণমেণ্টের স্বকীয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-পরিচালনের বিধান, শিক্ষা-সমিতির সদস্য বৃদ্ধিকরণ বাঙ্গালা ও আগ্রা প্রেসিডেন্সির শিক্ষাপরিচালনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক-নিয়োগ দেশীয় শিক্ষিত লোকের উচ্চপদ প্রদান সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের বিধান এবং উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ডিরেক্টর-সভার আদেশ, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।]

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য প্রচারিত হওয়ার প্রায় দুইবৎসর পর ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত মন্তব্যের প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষানীতি অনুমোদন করেন। কিন্তু শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন তাঁহাদের আদেশ-সাপেক্ষ থাকে না, মন্তব্য প্রচার হওয়া অবধি উক্ত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই নূতন শিক্ষানীতি অনুসারে ইংরেজি ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য-বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা অনেকেই সন্তোষজনক বিবেচনা করেন না। অতি সামান্য পরিমাণ ইংরোজভাষা শিক্ষা করিয়া উহার সাহায্যে পাশ্চাত্য বিদ্যায় অর্থাৎ গণিত, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও অপরাপর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে তখনই সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতা ব্যতীত প্রেসিডেন্সির মধ্যে (সেই সময়ের) আর কেবল দুই চারিটি স্থানে উচ্চশিক্ষাপ্রদানোপযোগী ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। নূতন প্রতিষ্ঠিত নিম্নশ্রেণীর ইংরেজি স্কুলে ছাত্রেরা প্রায়ই দুই তিন বৎসরের অধিক অবস্থান করিত না। কারণ ইংরেজি লিখিতে পারিলে এবং কতকগুলি শব্দের অর্থজ্ঞান থাকিলেই সামান্য বেতনে সরকারী আফিসে অনেকে

কর্ম্ম পাইতে পারিত। যে সকল ছাত্র নূতন স্কুলে প্রবেশ করিত—উহাদের অধিকাংশই দরিদ্র বা মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের সন্তান। স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া কলেজে প্রবেশ করা, অর্থাভাব হেতু অধিকাংশের পক্ষেই অসম্ভব ছিল। সুতরাং নূতন শিক্ষানীতি অবলম্বন দ্বারা দেশীয় লোকের শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই দৃষ্ট হইতে থাকে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিবিধবিষয়ের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়া ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যে অসম্ভব, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য না থাকিলেও উক্ত প্রণালীর সমর্থনকারিগণ সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন না। পক্ষান্তরে কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরেজি ভাষার উচ্চশিক্ষা এতদূর সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্য কোনপ্রকার শিক্ষার প্রতি লোকের সম্পূর্ণ অনাস্থা দৃষ্ট হয়। এই কারণে অনেকের ধারণা হয় যে, মফঃস্বলেও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে সময়ের দেশীয় বিদ্যোৎসাহিগণ বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদানের বিশেষ কোন চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করেন না। আর শিক্ষা-পরিচালক সমিতি ও দেশস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যবিদ্যার অর্থাৎ রসায়ন শাস্ত্র, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান স্বতঃই দেশমধ্যে প্রচারিত হইবে। কিন্তু এই বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমূলক তাহা অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে মিঃ এডাম দেশীয় প্রচলিত ভাষায় নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া পাঠশালার শিক্ষকদিগের মধ্যে ঐ সকল পুস্তক বিতরণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা বহু ব্যয়সাধ্য

'বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ করেন নাই। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-মন্তব্যে কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির নহে, অপর দুই প্রেসিডেন্সিরও শিক্ষাকমিটিকে প্রচলিত ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবার আদেশ প্রদান করা হয়। ইংরেজি ভাষায় পুস্তক লিখিয়া ঐগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় অনুবাদকরণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রণালী বিবেচিত হয়। কিন্তু কি উপায়ে এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আবার মতানৈক্য উপস্থিত হয়। কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে, নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ শিক্ষকদিগের শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রকারে শিক্ষিত হইলে শিক্ষকেরা ইংরেজি ও দেশীয় উভয় ভাষায় আপন আপন বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। এই মতের বিরুদ্ধ-বাদিগণ বলেন যে, কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, নর্ম্মাল বিদ্যালয়েও তাহাই বি শষ পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইবে, কেবল এই মাত্র পার্থক্য থাকিবে যে, শিক্ষার্থিগণ যাহাতে অধ্যাপকদিগের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। সুতরাং নর্ম্মাল নামে আখ্যাত নূতন এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। দেশীয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, ইংরেজ অধ্যাপকগণের সাহায্যে তাঁহাদের দ্বারাই নূতন শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এ মত গৃহীত হয় না; শিক্ষা-কমিটি এ বিষয়ে যে প্রস্তাব করেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শিক্ষামন্তব্য ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর তারিখে প্রচারিত হয়। কি প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন ও প্রণয়ন করা

হইবে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অবগতির ও অনুমতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করিতে শিক্ষা-কমিটি উক্ত মন্তব্যে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কমিটি ১৮৪০ সালের শেষ পর্য্যন্তও প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ঐ বর্ষের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পুনরায় কমিটির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যাহা হউক, পরবর্ত্তী মে মাসে কমিটি গবর্ণমেণ্টের আদেশ জন্য এই কয়েকটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

১ম। এদেশের, অর্থাৎ ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের, সকল স্থানের বালকদিগের পাঠের উপযোগী হইতে পারে এই প্রকার পুস্তকগুলি ইংরেজি ভাষায় সঙ্কলন করিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় উহার অনুবাদ প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে পাঠ্যের সমতা রক্ষা করা হইতে পারিবে।

২য়। ব্যাকরণ, অভিধান ও বর্ণযোজন বিষয়ের পুস্তক ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ের পুস্তকই ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অনুকরণে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

৩য়। প্রত্যেক প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য অঙ্কের প্রথম পুস্তক প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষাতেই সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক। উহা প্রথমে ইংরেজি ভাষায় লিখিয়া দেশীয় ভাষায় অনূদিত না হওয়াই ভাল। কিন্তু ইংরেজি পুস্তকের অনুকরণে ঐ পুস্তক লিখিতে হইবে। উহাতে অমিশ্র ও মিশ্র চারি নিয়ম ব্যতীত সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবিষ্ট থাকিবে।

৪র্থ। সাহিত্যের প্রথম পুস্তক ইংরেজি ভাষায় লিখিয়া দেশীয় ভাষায় উহার অনুবাদ করিতে হইবে। পুস্তকের আয়তন ১০০ পৃষ্ঠার

অধিক হইবে না, এবং উহার ভাষা অতি সহজবোধ্য হইবে ও উহাতে নানা বিষয়ে উপদেশ থাকিবে।

৫ম। পূর্ব্বোক্ত পুস্তক ব্যতীত আর এই সকল বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে :—(১) বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী প্রত্যেক প্রদেশের ইতিহাস; (২) ভিন্ন ভিন্ন জাতির রাজ্য বা সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও পতনের বিবরণ, (৩) সংক্ষিপ্ত ভূগোল-বিবরণ; উহাতে জনসাধারণের সংখ্যা, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকিবে, (৪) সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস; (৫) ইংলণ্ডের ইতিহাস। কোন পুস্তকেরই আয়তন ২৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না।

৬ষ্ঠ। আবশ্যক বোধ হইলে ইতিহাস পুস্তকের আয়তন ২৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইতে পারিবে।

৭ম। প্রস্তাবানুযায়ী পুস্তকগুলির প্রণয়ন-সাপেক্ষ নিম্নলিখিত পুস্তক কয়েকখানি ব্যবহার করা হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় (১) বর্ণমালা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, (২) হেল্‌স্ সাহেব কৃত গণিতাঙ্ক, (৩) নীতিকথা; (৪) মনোরঞ্জন ইতিহাস, (৫) ব্রজকিশোর প্রণীত ব্যাকরণ; (৬) হিতোপদেশ, (৭) পত্রকৌমুদী; (৮) পিয়ারসন্ সাহেব কৃত ভূগোল।

উর্দ্দূ ভাষায় (১) বানান বিষয়ের পুস্তক, (২) গল্পের পুস্তক; (৩) ব্রাউন সাহেব কৃত পাটীগণিত, (৪) গিলক্রাইষ্ট কৃত রেশালা; (৫) স্কুলবুক-সোসাইটির ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ সাহিত্যপুস্তক; (৬) মিস্ বার্ড প্রণীত ভূগোল।

এই সকল পুস্তক নিম্নশ্রেণীর ব্যতীত অন্য স্কুলে ব্যবহৃত হইবে।

প্রস্তাবানুসারে পুস্তক সঙ্কলন ও প্রণয়ন কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে

পারে তাহা নির্দ্ধারণ জন্য এক শাখা-কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রথমতঃ হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন পাঠশালায় যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক ব্যবহৃত হইত তাহার এক তালিকা সংগ্রহ করেন। ঐ সকল পুস্তক কেবল নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদেরই উপযোগী ছিল; উচ্চ শিক্ষার্থীদিগের ব্যবহারোপযোগী কোনও বিষয়ে কোনও পুস্তক তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই। হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুযায়ী যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল তাহার ফলাফল দেখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ বিষয়ের শিক্ষা-বিধান করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। শাখা-কমিটি অন্যান্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-গণের এবং দেশীয় প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত বিবেচনা করিয়া এই কয়টি সিদ্ধান্ত স্থির করেন—

(১) প্রত্যেক প্রদেশের জন্য উহার প্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র হইবে, সুতরাং ঐ পুস্তক-প্রণয়ন প্রাদেশিক শিক্ষাকমিটি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক।

(২) অপরাপর বিষয়ে সকল প্রদেশের জন্য একই পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) পুস্তক রচনা ও প্রণয়ন-কার্য্যের ভার বেতনভোগী উপযুক্ত কয়েক জন ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত করা, কমিটি আবশ্যক বিবেচনা করেন। অবৈতনিক ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য-গ্রহণ যে আবশ্যক হইবে, কমিটি তাহাও স্বীকার করেন।

(৪) ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পুস্তক প্রণয়ন-বিষয়ে কমিটি মাদ্রাজের শিক্ষাকমিটির মত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। ঐ কমিটির মতে ইংরেজ ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক হইতে এদেশের বালকদের

পাঠোপযোগী অংশবিশেষ সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তক সঙ্কলন করা অপেক্ষা নূতন পুস্তক রচনা করাই বিধেয়। কারণ ইংলণ্ডের স্কুলসমূহে ব্যবহৃত পুস্তকে যে সকল পদার্থ, ব্যক্তি বা দৃশ্যের বিবরণ থাকে, তাহা এদেশের বালকদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্যহেতু কখনই প্রীতিকর হইতে পারিবে না।

(৫) বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন-বিষয়ে মিঃ এডাম্ যে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কমিটি তাহা অবলম্বন করা সঙ্গত বিবেচনা করেন।

(৬) তিন প্রেসিডেন্সির (বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) শিক্ষা-সমিতির মত গ্রহণ করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করা কমিটি একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার বিবেচনা করেন। এজন্য কমিটি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের নির্ণীত প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাকে পুরস্কার-প্রদানের বিজ্ঞাপন তিন প্রেসিডেন্সিতেই প্রচার করা হইবে। ইংরেজ বা দেশীয় রাজকর্ম্মচারী, মিসনারি, শিক্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে এই প্রকারে পুস্তক-প্রণয়ন-কার্য্যে যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হইবে। বিজ্ঞানবিষয়ের পুস্তক-প্রণেতাকে প্রত্যেক অনুমোদিত পুস্তকের জন্য ১০০০৲ টাকা পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়ার নিয়ম করিতে হইবে। প্রত্যেক পুস্তকে প্রণেতা ও তাঁহার সহযোগিগণের নাম মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে। সুতরাং দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় শ্রেণীর গ্রন্থকারই এই উপায়ে সম্মানিত হইবেন; এবং এতদ্দ্বারা দেশীয় ভাষার উন্নতিবিধান বিষয়ে পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত বহু ব্যক্তির চেষ্টা ও মনোযোগ প্রদর্শিত হইবে।

উপরিবর্ণিত কয়েকটি প্রস্তাব বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে

হইবে যে, এদেশীয় বালক-বালিকাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক-প্রণয়ন যে সহজসাধ্য কার্য্য নহে, সে সময়ের শিক্ষা-পরিচালকগণ তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের স্কুলসমূহে ব্যবহৃত সাহিত্য-পুস্তকাবলি যে এদেশের পাঠার্থীদিগের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না, এ বিষয়ও তাঁহারা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণেই সে সময়ের প্রণীত পাঠ্যপুস্তক, যেমন প্যারিচরণ সরকার কৃত ও স্কুলবুক-সোসাইটি প্রণীত পুস্তকাবলি, বর্ত্তমান সময়ের ঐ শ্রেণীর পুস্তকাদি হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আজকাল যেমন ইংরেজি পুস্তক হইতে কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া এক একখানি সাহিত্যপাঠ প্রণয়ন করা হয়, ইংরেজিশিক্ষার প্রথম আমলের পুস্তকগুলি সে শ্রেণীর ছিল না। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অনুকরণে লিখিত হইলেও সে সময়ের প্রত্যেক পুস্তকেই মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত, এবং কেবল বিশিষ্ট বিদ্যাবান্ ব্যক্তিগণই এই প্রকার পুস্তক-প্রণয়নকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারিচরণ সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি লেখকগণ যে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন তাহা হইতেই বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

শিক্ষা-সমিতি পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন-বিষয়ে যে কয়েকটি প্রস্তাব করেন, গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায়ই অনুমোদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে নূতন পুস্তক প্রণয়নের প্রায় সম্পূর্ণ ভার স্কুলবুক-সোসাইটি গ্রহণ করেন। সোসাইটি কেবল পুস্তক-প্রকাশক ছিলেন না, পুস্তক বিতরণের ভারও উহার প্রতি ন্যস্ত ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন পাঠ্যনির্ব্বাচক কমিটি ছিল না; শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিগণই

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতেন। উক্ত বৎসরের পর হইতে প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি পুস্তক-নির্ব্বাচক কমিটি গঠিত হয়। এ বিষয়ের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষা-পরিচালক কমিটি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ঐ সময় হইতে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যই কমিটি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট কেবল তাঁহাদের অনুষ্ঠিত শিক্ষানীতি নির্দ্দেশ করিতেন। কমিটির সম্পাদক ব্যতীত আর সকলেই অবৈতনিক মেম্বর ছিলেন। কমিটির কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে যেরূপ বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহাতে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত অবৈতনিক মেম্বরগণ দ্বারা উহার সম্যক্ পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কমিটির কার্য্যভার অধিকাংশই স্বহস্তে গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষে শিক্ষা-পরিচালক কমিটি উঠাইয়া দেন। উহার পরিবর্ত্তে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে কাউন্সিল্ অব এডুকেশন (Council of Education) নামে আর এক নূতন শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রতি কেবল কলিকাতা ও হুগলির বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের ভার অর্পিত হয়। ঐ দুই সহরের বহিঃস্থ সরকারী সমুদায় বিদ্যালয়-পরিচালন ও তত্ত্বাবধারণের ভার গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কার্য্যবিভাগের অন্তর্গত শিক্ষাবিষয়ক শাখার কর্ম্মচারিগণ গ্রহণ করেন। এই বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বর্ষের ১২ই জানুয়ারি তারিখের আদেশপত্রে গবর্ণর জেনারেল প্রকাশ করেন যে, যে সমস্ত বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বা সাহায্যে পরিচালিত হইতেছিল, ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালন আবশ্যক। সুতরাং নূতন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসমিতি পরিচালন-

কার্য্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা-স্বরূপ থাকিবেন। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির দুই বিভাগেরই (কলিকাতা ও আগ্রা) কলেজ ও স্কুলের স্থানীয় পরিচালক কমিটিসমূহ সমস্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটেরির সহিত পত্রাদি আদানপ্রদান ও তাঁহার আদেশ-অনুসারে কার্য্য করিবেন ; ঐ সকল কমিটিকে কোন বিষয়েই শিক্ষাসমিতির আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না। কলিকাতা ও হুগলির বিদ্যালয়গুলির পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক কমিটিসমূহ নূতন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-সমিতির অধীন শাখা সমিতিরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, এবং ঐ সকল কমিটি যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায়ই পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। কিন্তু সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদিগকে সমিতির আদেশ লইতে হইবে : সমিতির সভাপতি পদহেতু প্রত্যেক শাখাকমিটিরও সভাপতি থাকিবেন। গবর্ণর জেনারেলের এই আদেশ অনুসারে শিক্ষাবিভাগের কার্য্য-পরিচালন জন্য একজন ডেপুটি-সেক্রেটেরি নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবং বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই শিক্ষাবিভাগের কার্য্যভার অর্পণ করা হয়, এবং কার্য্যতঃ ইনিই নূতন শিক্ষাসমিতিরও সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। মিঃ এইচ্ ডি, বেলী শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বপ্রথম ডেপুটি-সেক্রেটেরি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষাসমিতির ও গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শিক্ষাসমিতির কর্ত্তৃত্বাধীন বিদ্যালয় :—

হিন্দু কলেজ ও উহার সংলগ্ন স্কুল ; হেয়ার সাহেবের স্কুল ; সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা কলেজ ; মেডিক্যাল কলেজ ; হুগলি কলেজ ও

ব্রাঞ্চ স্কুল; হুগলি শিশু-বিদ্যালয়; সিতাপুর স্কুল; ত্রিবেণী স্কুল; উমেরপুর স্কুল।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়:—

ঢাকা, যশোহর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রামপুর বোয়ালিয়া, কটক, মেদিনীপুর, গৌহাটি, শিবসাগর, আরাকান, রামরি, পাটনা, ভাগলপুর ও মৌলমিনের স্কুল, বেনারস কলেজ ও স্কুল, গাজিপুর, আলাহাবাদ, সাগর, জব্বলপুর, আজিমগড়, গোরকপুরের স্কুল, আগ্রা ও দিল্লীর কলেজ ও স্কুল, বারেলি, মিরাট, ফরোক্কাবাদ, আজমির, বরিশাল ও শ্রীহট্টের স্কুল।

উপরিবর্ণিত কার্য্যবিভাগ দ্বারা শিক্ষাপরিচালনের সুবিধা হইবে, এই প্রকার ধারণা গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষাসমিতি উভয়েরই ছিল। কিন্তু অতি অল্পসময় মধ্যেই অসুবিধা হেতু উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, গবর্ণমেণ্ট নূতন সমিতিকে কোনই ক্ষমতা প্রদান করেন না, এবং তজ্জন্য সমিতিকে সমস্ত বিষয়েই শিক্ষাবিভাগের আদেশ-সাপেক্ষ কার্য্য করিতে হইত। এই নিমিত্ত সমিতি নূতন বিধান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া গবর্ণমেণ্ট সকাশে এক যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের মূল বিষয় এই থাকে যে, শিক্ষাবিভাগের সমস্ত কার্য্য এককর্ত্তৃত্বাধীন হওয়া আবশ্যক। পরিচালনের ক্ষমতা হয় একজন শিক্ষা-সচিবের (Minister of Education) হস্তে নতুবা একটি কমিটির প্রতি ন্যস্ত করা বিধেয়। এই মত সমর্থনপক্ষে তাঁহারা বলেন যে, ইউরোপের কোন কোন দেশে একজন শিক্ষা-সচিব ও তাঁহার অধীন উপযুক্ত পরিদর্শকগণ কর্ত্তৃক সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডে সমস্ত ক্ষমতাই এক কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ঐ কমিটির অধীন একজন সেক্রেটেরি ও কয়েকজন

পরিদর্শক নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই দু'য়ের অন্যতর কোন প্রণালী এদেশেও অবলম্বন না করিলে শিক্ষাবিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে না। কলেজ ও স্কুল-পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমিতি বলেন যে, ইংলণ্ডেও যখন এই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, তখন এদেশেও যে উহার অবলম্বন অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-সচিবের পরিবর্ত্তে শিক্ষাসমিতির প্রতি কার্য্যভার অর্পণ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া সমিতির প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ক্রমে এই শিক্ষাসমিতির কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মফঃস্বলের নূতন প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয় (হার্ডিঞ্জ স্কুল) * ব্যতীত আর সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালন-কার্য্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই শিক্ষাসমিতি কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হয়।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ-করণাবধি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষাকমিটি উত্তর-ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইংরেজাধিকৃত সমস্ত প্রদেশেরই শিক্ষা-পরিচালন করিতে থাকেন। কলিকাতা রাজধানী থাকায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশানুসারে শিক্ষা-কমিটি কার্য্য করিতেন এবং অন্য দুই অর্থাৎ বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিরও শিক্ষানীতি কিছুকাল কতক পরিমাণে এই কমিটি কর্ত্তৃকই নির্দ্ধারিত হইতে থাকে। প্রাদেশিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার

* ইহাদের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

শিক্ষাকমিটিকেই একপ্রকার সকল প্রদেশের শিক্ষাবিধানকার্য্যের উপদেষ্টাস্বরূপ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষাপরিচালক কমিটি বাঙ্গালার কমিটির শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকার বা উপদেশ গ্রহণ করিতেন এরূপ বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক উত্তর-ভারতবর্ষের বাঙ্গালা ও আগ্রা প্রেসিডেন্সির এবং উহাদের বহির্ভূত অন্যান্য স্থানেরও সমস্ত বিদ্যালয় ১৮৪২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শিক্ষাকমিটির তত্ত্বাবধানেই থাকে। ১৮৩৩ খৃঃ অঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দপ্রাপ্তি সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ (বর্ত্তমান আগ্রা ও অযোধ্যা সংযোজিত প্রদেশ) স্বতন্ত্র একটি শাসনবিভাগে পরিণত হয় এবং সার চার্লস্ মেটকাফ্ উহার প্রথম লেফ্টানেণ্ট্ গবর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৮৪১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের কার্য্য বাঙ্গালার শিক্ষাকমিটি কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইতে থাকে। বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের কার্য্য সে সময়ে গবর্ণর জেনারেলের স্বহস্তে ছিল; এবং এই কারণেই বাঙ্গালার কমিটি উভয় বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ক্রমে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দোবস্ত অসুবিধাজনক হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য ১৮৪৩ খৃঃ অঃ আগ্রা প্রেসিডেন্সির শিক্ষাবিভাগ পৃথক্ করা হয়। ঐ বৎসরের ২৯শে এপ্রিল তারিখে গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে যে বিধান স্থিরীকৃত হয়, তদনুসারে ৩রা মে তারিখের আদেশপত্রে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কলিকাতার শিক্ষাসমিতি ও আগ্রা বিভাগের বিদ্যালয়-পরিচালক সমস্ত স্থানীয় কমিটিকে জ্ঞাপন করেন যে, অতঃপর প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির শিক্ষাপরিচালনকার্য্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইবে, * এবং নিম্নলিখিত

* Respecting education, the establishments within the two

বিদ্যালয়গুলি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে :—

বেনারস কলেজ ও স্কুল ; গাজিপুর, আলাহাবাদ, সাগর, জব্বলপুর, আজিমগড়, গোরকপুর, বারেলি, মিরাট ও ফরেক্কাবাদ স্কুল ; আগ্রা কলেজ, দিল্লী কলেজ।

উল্লিখিত আদেশ প্রচারাবধি কলিকাতার শিক্ষাসমিতির ভারত-গবর্ণমেণ্টর সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। সমিতি সমস্ত বিষয়ে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে থাকেন, এবং সমিতির কার্য্যক্ষেত্র কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে বঙ্গদেশে নূতন শ্রেণীর বিদ্যালয় ও উহাদের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাতে শিক্ষাপরিচালনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা সমিতির পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত শিক্ষাসমিতি তাহাদের ১৮৪২-৪৩ খৃঃ অঃ বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণীতে বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া এই প্রস্তাব করেন যে, একজন স্বতন্ত্র পরিদর্শক কর্ম্মচারী ব্যতীত তাঁহারা ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। সমিতির সম্পাদক কেবল কলিকাতা ও হুগলির বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন ;

---

divisions of the Presidency which are now carried on under the direction of the Supreme Government will henceforth be superintended by the Government of Bengal and Agra respectively ; the Council of Education being placed in direct communication with the Government of Bengal and in other respects remaining on its present footing until further orders.

Extract from a Resolution dated 29th April 1843.

কিন্তু উহাদের বহিঃস্থ অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সমিতির এই প্রস্তাবানুসারে গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৪ সালের জুন মাসে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আয়ারল্যাণ্ডকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্যালয়-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন, এবং সমিতিকে জ্ঞাপন করেন যে, কার্য্যভার-গ্রহণের তারিখ হইতে মিঃ আয়ারল্যাণ্ড সমস্ত স্থানীয় শিক্ষাকমিটিরও (পদহেতুক) মেম্বর হইবেন। এই বিজ্ঞাপনপত্রে পরিদর্শক-কর্ম্মচারী এবং মফস্বলের * শিক্ষাকমিটির কার্য্যবিভাগ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়:—

(১) স্থানীয় কমিটি বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন সে বিষয় এবং উহার পরিচালনকার্য্যে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইলে তাহা পরিদর্শকের গোচরে আনিতে হইবে ; (২) চাঁদা সংগ্রহ, শাখা-বিদ্যালয় স্থাপন, উচ্চবংশের বালকেরা যাহাতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তৎপক্ষে চেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ের ভার কমিটির প্রতি থাকিবে, (৩) কমিটির মেম্বরগণ মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন এবং ছাত্রদের পঠোন্নতি ও পরিচালন বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন, (৪) ছাত্রদিগের পরীক্ষাগ্রহণ-কার্য্যে তাঁহারা যোগদান করিবেন, (৫) কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদিগের এবং বৃত্তিধারী ছাত্র-দিগের বিদায়ের আবেদন কমিটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন ; (৬) অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে কমিটি পরিদর্শক-কর্ম্মচারীর আদেশানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

পরিদর্শকের কার্য্যসম্বন্ধে আর এই কয়েকটি বিধান নির্দ্দেশ করা

* ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোহর, মেদিনীপুর, কটক, বোয়ালিয়া (রাজসাহী), ভাগলপুর, পাটনা।

হয়ঃ—(১) তাঁহাকে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার এবং আবশ্যক হইলে ততোধিকবার প্রত্যেক স্কুল পরিদর্শন করিতে হইবে, (২) তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কমিটির সম্পাদকের সহিত পত্রাদি আদানপ্রদান করিতে পারিবেন; (৩) প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নের ভার যদিও কমিটির প্রতি ন্যস্ত আছে, তথাপি পরিদর্শককে এই কার্য্য-সম্পাদনবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট আরও আদেশ করেন যে, সমস্ত কলেজে, বিশেষতঃ ঢাকা ও মুরশিদাবাদ কলেজে, ইংরেজি ভাষার সাহায্যে যে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল, তাহার দ্বারা ছাত্রদের যাহাতে জ্ঞান ও নীতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহার প্রতি পরিদর্শকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছাত্রেরা ইংরেজি ভাষায় অধীত বিষয়গুলি যাহাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারে, পরিদর্শককে তাহার প্রতিও মনোযোগ দিতে হইবে। এই সকল ব্যতীত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্দ্দেশ করাও পরিদর্শকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় হইতে এদেশের ইংরেজি-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে রাজসরকারে উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ তাঁহার বিধানানুসারে এদেশবাসীদের জন্য কেবল দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের পদই সর্ব্বোচ্চ পদ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই অসঙ্গত বিধান হইতে যে নূতন শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। সরকারী কার্য্যে নিয়োগসম্বন্ধে কোনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় যে সকল ব্যক্তি কোন না কোন উপায়ে উচ্চপদস্থ ইংরেজকর্ম্মচারিগণের অনুগ্রহ-

ভাজন হইতে পারিত, তাহারাই কর্ম্মপ্রাপ্তিবিষযে কৃতকার্য্য হইত। যদিও অনেকদিন হইতে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে থাকে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত আন্দোলন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থপরতার চিহ্ন বলিয়া উহা গ্রাহ্য করেন না। শিক্ষিতশ্রেণীর উচ্চপদলাভের নৈরাশ্য হইতে যে অপ্রত্যক্ষভাবে বিদ্যোন্নতির ব্যাঘাত হইতেছিল তাহা শিক্ষাপরিচালক সমিতিও বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। এই বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়ায় তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এক আদেশপত্র প্রচার করেন। উহার মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাঁহার আদেশপত্রে বলেন যে, বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ঐ উন্নতি যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নূতন শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে রাজসরকারে উচ্চপদ প্রদান করিলে উক্ত উন্নতির পোষকতা করা হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব পারদর্শিতার জন্য পুরস্কৃত করা হইবে, অন্যদিকে আবার গবর্ণমেণ্টও উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষোন্নতির জন্য তাঁহাদের সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেই গুণানুসারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা বিধেয়। তাঁহার এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই কয়েকটি বিধান করেন :—

(১) কলিকাতার শিক্ষাসমিতি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট সকাশে উপযুক্ত কর্ম্মপ্রার্থিগণের এক তালিকা পাঠাইবেন। উহাতে প্রত্যেক প্রার্থী যে বিষয়ে বা যে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ

করিয়াছেন তাহার এবং প্রত্যেকের বয়স, কার্য্যনিপুণতা ও আনুষঙ্গিক সমস্ত আবশ্যক বিষয় লিখিত থাকিবে। (২) শিক্ষাসমিতি বে-সরকারী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীদিগের সম্বন্ধে আবশ্যক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নাম প্রথমোক্ত তালিকা-ভুক্ত করিবেন। (৩) গবর্ণমেণ্ট এই তালিকা মুদ্রিত করিয়া কলিকাতা ও উহার বহিঃস্থ সকল স্থানের প্রত্যেক প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট উহা প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা এই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নূতন কর্ম্মচারী মনোনীত করিবেন, এবং যে সকল ব্যক্তি এইরূপে মনোনীত হইবে তাহাদের নাম শিক্ষাসমিতিকে জ্ঞাপন করিবেন। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও কোন পদ প্রদান না করা হইলে তাহার কারণ গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিতে হইবে। শিক্ষাসমিতির প্রতি আরও এই আদেশ থাকে যে, তাঁহাদের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে কর্ম্ম-প্রার্থিগণের পদলাভের সফলতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে। (৪) অধস্তন বিভাগের কার্য্যে দেশীয় লোকের নিয়োগ বিষয়েও দেখিতে হইবে যে, যাহারা লিখিতে ও পড়িতে পারে, কেবল তাহারাই যেন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হয়; সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোককে যেন নিযুক্ত করা না হয়।

গবর্ণর জেনারেলের আদেশানুসারে শিক্ষাসমিতি কর্ম্মপ্রার্থিগণের যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই গবর্ণমেণ্ট কলেজের সর্ব্বোচ্চ-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ছিলেন। মিসনারি কলেজের অধ্যক্ষগণ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয় ও আদর্শের বৈষম্য হেতু নির্ব্বাচন-কার্য্যও দোষশূন্য হইতে পারে নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য শিক্ষাসমিতির প্রস্তাব অনুসারে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে

গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মপ্রার্থিগণের একটি নির্ব্বাচন-পরীক্ষার বিধান করেন। কিন্তু পরীক্ষার বিষয়গুলি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের আদর্শানুসারে নির্দ্ধারিত হওয়ায় অপরাপর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সমিতির বিধানানুসারে গবর্ণমেণ্ট-কলেজের শিক্ষক ও সমিতির মেম্বরগণের মধ্য হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। মিসনারি কলেজের কর্তৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখের এক পত্রে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভাকে তাঁহার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করেন, এবং ডিরেক্টরগণ ১৮৪৭ খৃঃ অঃ ১৭ই মে তারিখের আদেশ-পত্রে পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর শিক্ষাসমিতির উপদেশানুসারে কর্ম্ম-প্রার্থিগণের যে নির্ব্বাচন-পরীক্ষার বিধান করিয়াছেন, তাহা কলিকাতা ও হুগলি কলেজের সিনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষার তুল্য কঠিন। পরীক্ষার্থিগণের ইংরেজি-সাহিত্য বিষয়ে বেকন্, জন্‌সন্, মিণ্টন্ ও সেক্‌স্পিয়ারের গ্রন্থ-সমূহে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক; এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, উচ্চগণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতি-শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানের এবং বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় অচিন্তিতপূর্ব্ব কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতারও পরিচয় তাহাদিগকে দিতে হয়। এই উচ্চ আদর্শানুযায়ী পরীক্ষায় কেবল গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রগণেরই কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং উহারা ব্যতীত অপরাপর বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণের রাজ-সরকারে কর্ম্মপ্রাপ্তির কোনই আশা থাকিতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইংরেজি-বিদ্যা

শিক্ষার প্রতি লোকের আস্থা বর্দ্ধিত না হইয়া তৎপ্রতি অনাস্থারই সৃষ্টি হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আশাতীত ব্যাপার বিবেচনা করিয়া অনেকে কর্ম্মপ্রাপ্তি-উদ্দেশে ইংরেজি-শিক্ষার নিমিত্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক হইবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে যে সকল পদ প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, সেই সমস্ত পদের কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য বিবিধ বিষয়ে অত্যুচ্চ জ্ঞানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। ইংরেজি-ভাষায় কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী জ্ঞান, দেশের প্রচলিত ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি এবং প্রার্থিগণের শ্রমপটুতা ও চরিত্র ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া উহাদিগের নির্ব্বাচন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এই নিয়মানুসারে নির্ব্বাচন করিলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বিচার-বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম বহুসংখ্যক লোক পাওয়া যাইতে পারিবে। কেবল বিশেষ বিশেষ পদের জন্য এতদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইতে পারে। ইংরেজি-ভাষায় অভিজ্ঞ না হইলে যে কেহ রাজ-সরকারে কর্ম্ম পাইবে না এরূপ বিধান কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অবস্থা-বিশেষ-বিবেচনায় ইংরেজি-ভাষায় অনভিজ্ঞ কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। কর্ম্মপ্রার্থিগণের পারদর্শিতা নির্ণয় করিবার জন্য যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে, তাহাতে ইংরেজি-ভাষা এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাহারও উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোককেই গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইতেছে। এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা ইংরেজি-বিদ্যায় কিয়ৎপরিমাণে ব্যুৎপন্ন, তাহাদের পক্ষেও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত

প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া কঠিন। সুতরাং ইহাদের নাম উপযুক্ত কর্ম্মপ্রার্থিগণের তালিকাভুক্ত হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের জন্য পৃথক্ একটি পরীক্ষা-গ্রহণের বিধান করিতে হইবে। সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় যে সমস্ত উচ্চ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ও সামান্য পরিমাণ ইংরেজি-ভাষাজ্ঞান এই পরীক্ষার বিষয় হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আর একটি বিষয়েও ডিরেক্টর-সভা লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রবর্ত্তিত নির্ব্বাচন-পরীক্ষা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যে, বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের প্রার্থিগণকে পরীক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় উপস্থিত হওয়ার বিধান কখনই যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মপ্রাপ্তি-বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তখন ঐ দুই প্রদেশের প্রার্থিগণ কি নিমিত্ত অর্থব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিয়া পরীক্ষার জন্য দূরবর্ত্তী কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইবে? পরীক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য প্রার্থিগণের নিকট ফিস্ লওয়াও ডিরেক্টরগণ অন্যায় বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় প্রয়োজনবশতঃ এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; সুতরাং উহার সমস্ত ব্যয় তাঁহাদেরই বহন করা উচিত।

ডিরেক্টর মহোদয়গণের আদেশ প্রচারিত হইলে লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুষ্ঠিত পরীক্ষা-বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে খৃষ্টান মিসনারিগণই অগ্রণী ছিলেন। যাহা হউক ডিরেক্টর-সভার আদেশানুসারে কর্ম্মপ্রার্থিগণের তালিকা প্রস্তুত হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর

কলিকাতার শিক্ষাসমিতির মত আহ্বান করেন। সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার যে কয়েকটি মিসনারি সম্প্রদায় বিদ্যালয় পরিচালন করিতেন * তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের এক সভা আহূত হয়। সভায় ডিরেক্টরগণের আদেশ ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিবেচিত হয়। কোন্ প্রকার শিক্ষা শ্রেষ্ঠ, সভা সে প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া এদেশের উচ্চবিদ্যালয়-সমূহে যে প্রকার শিক্ষাপ্রদান করা হইতেছিল তাহারই সমালোচনা করেন। সভাসদ্‌গণ স্থির করেন যে, উক্ত শিক্ষা তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) কোনও ধর্ম্মসংক্রান্ত-বিষয়-বিবর্জ্জিত ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা। এই প্রকার শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রদান করা হইয়া থাকে। (২) ইংলণ্ডে-প্রচলিত প্রথা অনুসারে ইংরেজি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র এবং গ্রীক্ ও লাটিন ভাষায় উচ্চশিক্ষা, কয়েকটি মিসনারি বিদ্যালয়ে এই প্রকার শিক্ষার বিধান আছে। (৩) প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়বিধ পাঠ্যের অন্তর্গত কতিপয় বিষয় লইয়া সেই সকল বিষয়ে ইংরেজি-ভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা, অধিকাংশ মিসনারি বিদ্যালয়ে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রচলিত শিক্ষার এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া সভা এই মত প্রকাশ করেন যে, যে সমস্ত বিষয়ে কর্ম্মপ্রার্থিগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহা বিবেচনা করিলে কেবল প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিক্ষাপ্রাপ্ত

* The Church Missionary Society; the Established Church of Scotland, Free Church of Scotland; London Missionary Society; Baptist Missionary Society; managers of the Parental Academy.

ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কাহারও কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রচলিত পরীক্ষাবিধান সম্বন্ধে এই একটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। পরীক্ষা-প্রণালীর সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা উক্ত আপত্তির নিরাকরণ হইতে পারে না, উহার আমূল সংস্কার আবশ্যক। কারণ সমগ্র খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যা সমস্তই এখন পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির বহির্ভূত। খ্যাতনামা মিসনারি আলেক্জেণ্ডার ডফ্ সাহেব এই সভার সভাপতি ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির যে তিনি কতদূর বিরোধী ছিলেন, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাবিষয়ক আন্দোলনের বৃত্তান্তে কথিত হইয়াছে। সভা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ মন্তব্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু সভার মন্তব্যসহ তাঁহার মত পকাশ করিতে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন। ডফ্ সাহেব বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মপ্রার্থিগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, পরীক্ষকগণের মধ্যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি একজনও নাই। এ অবস্থায় নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে যে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পক্ষান্তরে পরীক্ষকগণের মধ্যে কেহই শিক্ষাব্যবসায়ী নহেন। পরীক্ষা দ্বারা উচ্চবিষয়ে পরীক্ষার্থিগণের পারদর্শিতার তারতম্য নির্ণয় করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ তাহাও সন্দেহের বিষয়।

শিক্ষাসমিতি খৃষ্টান মিসনারিদিগের উপরিবর্ণিত মত ও মফঃস্বলের কোন কোন শিক্ষাকমিটির মতও গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন। ডিরেক্টর-সভার আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সমিতি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মপ্রার্থিগণের যে পরীক্ষার বিধান করিয়াছেন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার

উন্নতিসাধন, কেবল গবর্ণমেণ্ট আফিসে দেশীয় লোককে পদ-প্রদান উহার উদ্দেশ্য নহে। এই প্রকার বিদ্যোন্নতি যে কেবল পাশ্চাত্য বিদ্যার উৎকর্ষ দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, এ মত সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইলে উক্ত উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইতে পারিবে না। মিসনারিদিগের আপত্তি সম্বন্ধে সমিতি বলেন যে, যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে সে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের বিধান সকল শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়েই হইতে পারে, সুতরাং পরীক্ষার বিষয় ও আদর্শ সম্বন্ধে কোনই আপত্তির কারণ দেখা যায় না। যাহা হউক শিক্ষাসমিতি তাঁহাদের মত সমর্থনপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তৎসমুদায় যে ভিত্তিশূন্য, তাহা পরীক্ষার ফল হইতেই প্রমাণিত হয়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এই পরীক্ষা গৃহীত হয়, কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসরে ৩৫জন মাত্র পরীক্ষার্থী উপযুক্ত কর্ম্মপ্রার্থিগণের তালিকাভুক্ত হইতে পারেন এবং ঐ ৩৫জনের মধ্যে কেবল ৮·৯ জন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মপ্রার্থিগণের পরীক্ষা-সম্বন্ধীয় আন্দোলন হইতেই কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়। যে সময়ের বিবরণ দেওয়া হইতেছে সে সময়ে সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠ শেষ করিয়া স্ব স্ব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের প্রশংসাপত্র লইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতেন। সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা ব্যতীত অপর কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট-কলেজেরও সিনিয়ার-বৃত্তিধারী ছাত্রগণের শেষ পরীক্ষা এক আদর্শানুযায়ী গৃহীত হইত না, এবং পরীক্ষার বিষয় ও আদর্শের বৈষম্যহেতু সকল কলেজের শেষ-পরীক্ষোত্তীর্ণ

ছাত্রগণের মধ্যে পারদর্শিতার সমতাও রক্ষিত হইতে পারিত না। প্রত্যেক কলেজের কর্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিতেন যে, তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পরীক্ষায় আদর্শই শ্রেষ্ঠ।

শিক্ষাসমিতি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহাদের প্রস্তাব-সমর্থন পক্ষে তাঁহারা প্রধানতঃ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বঙ্গদেশ বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ও অপরকর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র উচ্চ পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ব্যক্তিকে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তির পরিচায়ক কোন উপাধি প্রদান না করিলে উহাদের সম্বন্ধে অবিচার করা হয়। কারণ এই প্রকার কোন উপাধি ব্যতীত সংসার-ক্ষেত্রে উহাদের বিদ্বান্ বলিয়া গৃহীত বা সম্মানিত হইবার উপায় নাই। উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে কেবল দেশমধ্যে বিদ্যাবিশারদ বলিয়াই সম্মান লাভ করিবে এরূপ নহে, ইহাদের রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকারের কিংবা উচ্চ ব্যবসায় অবলম্বনের পথ ও কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা সর্ব্বদিকে উন্মুক্ত হইবে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সমাজে যেরূপ উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়া থাকে, এদেশের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও সেই প্রকার সম্মান লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে না। সমিতি বলেন যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা-বিদ্যা, আইন ও পূর্ত্তবিদ্যার পারদর্শী ব্যক্তিগণকে উপাধি প্রদান করিবার ক্ষমতা ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইলে এই বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ডের রাজকীয় সনন্দদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমতুল্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ডিরেক্টর-সভার আদেশের জন্য উহা তাঁহাদের সকাশে প্রেরণ করেন; কিন্তু ডিরেক্টর-সভা কোনরূপ কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া এক কথায় এই উত্তর প্রদান করেন যে, তাঁহারা ঐ প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[শিক্ষাসমিতির শিক্ষানীতি, হার্ডিঞ্জ-স্কুল-স্থাপন, মডেল-স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তহশিলদারী স্কুল, গবর্ণমেণ্টের মডেল-স্কুল-স্থাপন বিষয়ে শেষ প্রস্তাব, ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশ; নর্ম্মাল স্কুল-স্থাপন; মাদ্রাসার সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাব; হিন্দুকলেজের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রস্তাব, প্রেসিডেন্সি কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব এবং ডিরেক্টর সভার ঐ প্রস্তাব বিষয়ে আদেশ।]

শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে অনুমিত হইবে যে, প্রাচীনপদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতিবিধানকল্পে মিঃ এডাম্ যে কয়েকটি প্রস্তাব করেন, শিক্ষাকমিটি কিংবা উহার স্থলাভিষিক্ত শিক্ষাসমিতি ঐ সকল প্রস্তাবের কোনটিই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন নাই। শিক্ষাকমিটি প্রথমাবধি এই নীতি অবলম্বন করেন যে, প্রথমতঃ প্রাচীনবিদ্যার উন্নতিবিধান-চেষ্টা দ্বারা দেশস্থ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি সহানুভূতি-বর্দ্ধন আবশ্যক, পরে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্যবিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত হইলে উহার প্রভাব স্বতঃই সমাজের নিম্নস্তরে প্রবিষ্ট হইবে। শিক্ষাব্যয়ের

নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অর্থের অল্পতাও কমিটির নিম্নশিক্ষার উন্নতিসাধনপক্ষে উদাসীন থাকিবার একটি প্রধান কারণ ছিল। শিক্ষাসমিতিও নিম্ন-শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাকমিটির অনুসৃত নীতি অবলম্বন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সম্বন্ধীয় দ্বন্দ্বের অবসান হইলে সাধারণের শিক্ষোন্নতি পক্ষে এই নীতিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া গৃহীত হয় যে, দেশের প্রচলিত ভাষায় বিবিধবিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন-করিয়া ঐ সকল পুস্তক নূতন প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ব্বতন পাঠশালায় প্রচলিত করিতে পারিলে নিম্নশিক্ষার ও তৎসঙ্গে দেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন হইতে পারিবে। প্রাচীন পাঠশালার সংস্কার অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নূতন বিদ্যালয়-স্থাপন দ্বারাই যে অধিকতর উপকার সাধিত হইতে পারিবে, সমিতি এই শিক্ষানীতি-অবলম্বনই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষায় নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হইতে থাকে। কিন্তু নূতন শ্রেণীর বিদ্যালয় ব্যতীত প্রাচীন পাঠশালায় ঐ সকল পুস্তক প্রচলনের বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় না। নূতন প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় শিক্ষা-প্রদায়ী বিদ্যালয়সমূহেও বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজি শিক্ষার প্রতিই অধিকতর মনোযোগ প্রদানহেতু বাঙ্গালা ভাষারও আশানুরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর সভা যদিও প্রথমাবধি ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত শিক্ষানীতি অনুমোদন করিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি দেশের প্রচলিত ভাষায় সাধারণের শিক্ষোন্নতি বিষয়ে গবর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন নাই। নিম্নশিক্ষার উন্নতি ও সংস্কার ব্যতীত দেশীয় লোকের শিক্ষার প্রকৃত

উন্নতি যে সম্ভবপর নহে, এ মত সর্ব্বসম্মত হইলেও বাঙ্গালার শিক্ষা-কমিটি কিংবা শিক্ষাসমিতি উক্ত মতানুসারে কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ থাকেন। প্রাচীন পাঠশালার সংস্কার অথবা নূতন-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে নিম্নশিক্ষার উন্নতি হইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের কোনই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। অবশেষে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর * শিক্ষাসমিতির মতাপেক্ষা না করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে কেবল দেশীয় প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা প্রদায়ী নূতন এক শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। এই সকল বিদ্যালয়-স্থাপনের ও পরিচালনের ভার প্রেসিডেন্সির রেভিনিউ বোর্ডের প্রতি অর্পণ করা হয়। এই ব্যবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাবিভাগের অর্থাৎ শিক্ষাসমিতির সহানুভূতি ছিল না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের আদেশ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে রেভিনিউ বোর্ডকে জ্ঞাপন করা হয়।

এই আদেশপত্রের প্রারম্ভে গবর্ণর বাহাদুর রেভিনিউ বোর্ডকে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও কটক প্রদেশে কতিপয় নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং বোর্ড ও তাঁহাদের অধীন প্রত্যেক জেলার রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রতি ঐ সকল বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ও উহাদের পরিচালনের ভারার্পণ করা হইবে। তাঁহারা যেন বিশেষ যত্নসহকারে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ

* লর্ড হার্ডিঞ্জ বাঙ্গালার গবর্ণর স্বরূপ এই আদেশ প্রদান করেন। সে সময়ে গবর্ণর জেনারেলই বাঙ্গালার গবর্ণরের কার্য্য করিতেন।

করেন। অর্থাভাব হেতু বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রথমতঃ অল্প হইবে, কিন্তু উহাদের উন্নতি দেখিতে পাইলে ভবিষ্যতে ভারতগবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট একশত একটি বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নেপ্রদর্শিত ব্যয় মঞ্জুর করেন।

মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে ২০ জন শিক্ষক,
" ২০ " ৭০ " ,
" ১২ " ৫ " ,

অন্যান্য খরচ সহ বার্ষিক ব্যয় ২২৩৮০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হয়, ইহাও আদেশ করা হয় যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। উঁহাদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে কেবল এই দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা প্রচলিত ভাষায় লিখন, পঠন, পাটীগণিত, ভূগোল এবং বাঙ্গালাদেশ অর্থাৎ বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার এবং ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত বিষয় শিক্ষাদান করিতে সমর্থ। প্রত্যেক বিভাগ ও জেলার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়:—

মুরশিদাবাদ বিভাগ

জেলা	স্কুলের সংখ্যা
মুরশিদাবাদ	৩
বীরভূম	৩
রংপুর	৩
রাজসাহী	৩
পাবনা	৩
বগুড়া	২
	১৭

ঢাকা বিভাগ

জেলা	স্কুলের সংখ্যা
ঢাকা	৩
মৈমনসিং	৩
শ্রীহট্ট	৩
বাখরগঞ্জ	৩
ফরিদপুর	৩
	১৫

যশোহর বিভাগ

জেলা	স্কুলের সংখ্যা
যশোহর	৩
নদীয়া	৩
২৪ পরগণা	৩
হুগলি	৩
বৰ্দ্ধমান	[illegible]
বারাসত	২
বাঁকুড়া	২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলা	স্কুলের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩

ত্রিপুরা	৩
ভুলুয়া (নোয়াখালি)	২
	৮

কটক বিভাগ

জেলা.	স্কুলের সংখ্যা
মেদিনীপুর	৩
কটক	৩
বালেশ্বর	৩
খুর্দ্দা (পুরী)	২
	১১

ভাগলপুর বিভাগ

জেলা	স্কুলের সংখ্যা
ত্রিহুত	৩
ভাগলপুর	৩
মুঙ্গের	৩
পূর্ণিয়া.	৩
দিনাজপুর	৩
মালদহ	২
	১৭

পাটনা বিভাগ

জেলা	স্কুলের সংখ্যা
পাটনা	৩
বেহার	৩
সাহাবাদ	৩
সারণ	৩
চম্পারণ	২
	১৪

স্কুলের স্থান-নির্ব্বাচন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ থাকে যে, স্থানীয় লোকে গৃহ-নির্ম্মাণের ও উহার পরিরক্ষণের ভার গ্রহণ না করিলে কোন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে না। কোন জেলায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক স্কুল স্থাপন করিবার অসুবিধা হইলে অবশিষ্ট স্কুল কমিসনর সাহেবের মতানুসারে তাঁহার শাসনবিভাগমধ্যে অন্য জেলায় স্থাপন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের ইহাও আদেশ থাকে যে, পাঠ্যপুস্তক এবং উপযুক্ত শিক্ষকের জন্য জেলার কালেক্টর শিক্ষাসমিতির নিকট আবেদন করিবেন। পাঠ্যতালিকা প্রস্তুতকরণের ভার গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক কর্ম্মচারীর প্রতি দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহাকে এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না। জেলার কালেক্টর ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদের প্রতি ঐ দায়িত্ব অর্পিত হয়। অন্যান্য বিদ্যালয় পরিচালনসম্পর্কীয় স্থানীয় কমিটির সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব এই সকল বিদ্যালয় সম্বন্ধে জেলার কালেক্টরের প্রতি ন্যস্ত থাকে।

শিক্ষালাভ ব্যয়সাধ্য না হইলে লোকে উহার মর্য্যাদা অনুভব করিবে

না, এই বিবেচনায় অবৈতনিক ছাত্রগ্রহণ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিষেধ-আজ্ঞা থাকে। তাহাদের এই আশঙ্কা হয় যে, অবৈতনিক ছাত্র গ্রহণ করিলে সমাজের অধস্তন সম্প্রদায়ের ছাত্রের সংখ্যাই অধিক হইয়া পড়িবে। যদিও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-প্রচলন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি যে শ্রেণীর লোকে নিম্নশিক্ষা শেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ, এবং যাহাদের দৃষ্টান্ত অন্যের অনুকরণীয়, প্রধানতঃ সেই সকল শ্রেণীর লোকমধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করাই গবর্ণমেণ্ট সঙ্গত মনে করেন। গবর্ণমেণ্টের এই শিক্ষানীতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিধান বিষয়েও তাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত উচ্চশিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধীয় নীতি ভুলিতে পারেন নাই।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের নামানুসারে এই সকল বিদ্যালয় 'হার্ডিঞ্জ-স্কুল' নামে অভিহিত হইতে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার এদেশ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই বিদ্যালয়গুলির অবনতি আরম্ভ হয়। দশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই ৭৫টি স্কুল উঠিয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষকের এবং পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব ও পরিদর্শনের শিথিলতা, এই সকল বিদ্যালয়ের বিলোপের কারণ নির্দ্দেশ করা হয়। প্রকৃত কারণ কিন্তু অন্যবিধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়-গুলির প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি ছিল না, কারণ উহাদের পরিচালন বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোনই ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। সুতরাং ঐ সকল বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য অসঙ্গত হইতে পারে না। নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতি-পক্ষে শিক্ষক ছাত্র ও স্থানীয় লোকের উৎসাহবর্দ্ধনই প্রধান উপায়। কিন্তু হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের যে সে দিকে বড় দৃষ্টি ছিল এরূপ

বোধ হয় না। তাঁহারা প্রতিমাসে শিক্ষকদিগের প্রেরিত বিবরণাদি পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং শিক্ষকদিগের বেতনের বিল্ মঞ্জুর করা হইলেই তাঁহাদের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালন করা হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। পাঠ্য বিষয় বিবেচনা করিলে হার্ডিঞ্জ স্কুল-গুলিকে বর্ত্তমান প্রাথমিক পাঠশালার সমশ্রেণীর বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। সুতরাং যে সময়ে যৎসামান্য ইংরেজি শিখিতে পারিলে লোকে শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত এবং অর্থোপার্জ্জনেরও সুবিধা প্রাপ্ত হইত, সে সময়ে পাঠশালার শিক্ষার প্রতি সাধারণের সহানুভূতির অভাব আশ্চর্য্যের বিষয় বলা যাইতে পারে না।

হার্ডিঞ্জ-স্কুলের অবনতি হইতেই শিক্ষাসমিতির এবং গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের শিক্ষোন্নতি বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, কর্তৃপক্ষ ১৮৫৪ সালের পূর্ব্বে তাহার কোনই স্থির মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হার্ডিঞ্জ-স্কুল কয়েকটির তত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিবার প্রায় এক বৎসর পরে শিক্ষাসমিতি ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে 'মডেল' বা আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এই শ্রেণীর বিদ্যালয় তাঁহাদের আদর্শ থাকে। সুতরাং উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের কার্য্যভার প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি-গবর্ণমেণ্টের প্রতি সমর্পিত হয়। এই পরিবর্ত্তন হেতু কলিকাতার শিক্ষাসমিতিকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ও আগ্রা উভয় প্রেসিডেন্সির উচ্চশিক্ষা-পরিচালনের

ভার পূর্ব্ববৎ বাঙ্গালার শিক্ষাসমিতির প্রতিই ন্যস্ত থাকে। ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বনামখ্যাত জেমস্ টমাসন সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি কলিকাতার শিক্ষাসমিতির অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অবস্থা বিবেচনায় উহাতে পাশ্চাত্য প্রণালী অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা অপেক্ষা সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী নিম্নশিক্ষার উন্নতি-চেষ্টাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এই শিক্ষানীতি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪৫ সালে আগ্রা বিভাগের প্রত্যেক জেলার নিম্নশিক্ষার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ইতঃপূর্ব্বে মিঃ এডাম্ যে প্রণালীমতে বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশের কয়েক জেলার নিম্নশিক্ষার অবস্থা নিরূপণ করেন, উত্তরপশ্চিম প্রদেশেও সেই প্রণালীই অবলম্বন করা হয়। তদন্ত শেষ হইলে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ১৮৪৬ সালের নবেম্বর মাসে ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য নিম্নশিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। নিম্নে প্রস্তাবের প্রধান প্রধান বিষয় কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক গ্রামে দুই শত বা ততোধিক সংখ্যক ঘর বসতি থাকিলে সেই গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষকের ভরণপোষণ জন্য স্থানীয় জমিদারকে পাঁচ একর ভূমি জায়গীর দিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির রাজস্ব লইবেন না। শিক্ষক ভূমির উপস্বত্ব ব্যতীত ছাত্রদিগের নিকট বেতন ও উপঢৌকন ইত্যাদি লইতে পারিবেন। জায়গীরদান জন্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বহুকালব্যাপী এই অখ্যাতি

আছে যে, তাঁহারা কোন সদুদ্দেশ্যে কিছু দান করেন না; পরন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের প্রদত্ত সম্পত্তি প্রত্যাহার করিয়া থাকেন; সুতরাং জায়গীরদানের যে প্রস্তাব করা হইল তদ্দ্বারা এই কলঙ্কের অনেক পরিমাণে অপনয়ন করা যাইতে পারিবে। * ভারতগবর্ণমেণ্ট লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাব অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা উহা মঞ্জুর করেন না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে নিম্নশিক্ষা-বিস্তারের জন্য কোনপ্রকার বিশেষ বিধানের যে আবশ্যকতা ছিল, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না; এবং গবর্ণমেণ্টকে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব প্রেরণ জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশানুযায়ী লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর প্রস্তাব করেন যে, জেলার প্রত্যেক তহশিলদারের এলাকা মধ্যে সদর ষ্টেসনে একটি আদর্শ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে; ঐ বিদ্যালয় একজন শিক্ষকদ্বারা পরিচালিত হইবে এবং শিক্ষককে গবর্ণমেণ্ট ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন দিবেন। ইহা ব্যতীত শিক্ষক ছাত্রদিগের নিকটও মাসিক বেতন পাইবেন। বিদ্যালয়ে হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় লিখন-পঠন, দেশীয় প্রণালীমতে ভূমি জরিপ করিবার ও হিসাবাদি রাখিবার নিয়ম, এবং ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই সকল

---

* It is a standing reproach of the British Government that whilst it continually resumes the endowments of former sovereigns, it abstains from making any, even for those purposes which it considers most laudable. The present measure will in some degree remove this reproach and that in a manner most acceptable to the people at large.

Selections from Educational Records, Vol. II, page 4

পাঠশালা পরিদর্শন জন্ম দুই শ্রেণীর পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে; প্রত্যেক জেলার জন্য ১০০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা বেতনে একজন জেলা-পরিদর্শক, এবং তাঁহার অধীন দুই দুই তহশিলদারির জন্য ২০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা বেতনে একজন পরগণা-পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন। সর্ব্বোপরি সমস্ত প্রদেশের জন্য একজন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে পরিদর্শকস্বরূপ কার্য্য করিবেন।

ডিরেক্টর সভা তাঁহাদের ১৮৪৯ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখের এক আদেশপত্রে উল্লিখিত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের আটটি জেলায় প্রথমতঃ প্রস্তাবানুযায়ী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উহারা 'তহশিলদারী-স্কুল' নামে আখ্যাত হইতে থাকে। ১৮৫৩ সালের মধ্যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অবশিষ্ট ২৩টি জেলাতেও এই শ্রেণীর পাঠশালা স্থাপিত হয়। সুতরাং এই সকল পাঠশালায় যে তৎকালীন দেশের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যাইতে পারে না। প্রাচীন পাঠশালার উন্নতিপক্ষে যে এই সকল পাঠশালা আদর্শস্বরূপ হইবে, গবর্ণমেণ্টের তাহাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, এবং সে উদ্দেশ্যও অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল।

কলিকাতার শিক্ষাসমিতি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তহশিলদারী-স্কুলের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সমিতির সম্পাদক ডাঃ মাউটকে ঐ শ্রেণীর কতকগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। মাউট সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিয়া ১৮৫৩ সালের জুন মাসে তাঁহার পরিদর্শন-মন্তব্যে এই মত প্রকাশ করেন যে, কৃষিজীবীদিগের মূর্খতা প্রশমনপক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তহশিলদারী-পাঠশালা স্থাপনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশে সাধারণের নিম্নশিক্ষার জন্য ঐ

শ্রেণীর পাঠশালাই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে। * শিক্ষাসমিতি, এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ অক্টোবর মাসে তাঁহাদের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে নিম্নশিক্ষার বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া উহার উন্নতিবিধান জন্য গবর্ণমেণ্ট সকাশে যে প্রস্তাব করেন, এস্থলে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সমিতি বলেন যে, দেশীয় প্রাচীন পাঠশালার অনুকরণে সাধারণশিক্ষার উন্নতিবিধায়ক নূতন পাঠশালা স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু প্রাচীনতন্ত্রের গুরুমহাশয়গণ দ্বারা নূতনপ্রণালী-অনুযায়ী শিক্ষাপ্রদান সম্ভবপর নহে। নূতন শিক্ষিত লোককে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া কেবল দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপন করিলে সাধারণশিক্ষার উন্নতি অচিরাৎ আশা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যেক জেলায় চারিটি আদর্শ স্কুল স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে ঐগুলি লোকের নিকট সমাদৃত হয় কি না। স্কুলের শিক্ষক ও পরিদর্শক-নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক-সংগ্রহ, পাঠ্যনির্দ্ধারণ এবং ক্রমশঃ উচ্চবিষয়ে শিক্ষা-প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, প্রস্তাবে তাহারও উল্লেখ থাকে। এই সকল স্কুল পরিচালন জন্য একজন স্বতন্ত্র পরিদর্শক এবং তাঁহার অধীন জেলা ও পরগণায় স্কুল-পরিদর্শক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

* I am convinced that the scheme above referred to is not only the best adapted to lessen the ignorance of the agricultural population of the North-western Provinces, but it is also the plan best suited for the vernacular education of the mass of the people of Bengal and Behar

Dr. Mouats' report.

প্রত্যেক পরগণায় একটি করিয়া আদর্শ স্কুল স্থাপন করা সমিতির অন্যতম প্রস্তাব থাকে। এই শ্রেণীর স্কুল জেলার সদর ষ্টেশনে স্থাপন না করিয়া যে সমস্ত গ্রামে লোকসংখ্যা অধিক, সেই সেই গ্রামে উহাদের প্রতিষ্ঠাকরণ শ্রেয়ঃ বলিয়া সমিতি মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ হুগলি, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও যশোহর এই চারি জেলায় এই প্রকার নূতন স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উৎসাহবর্দ্ধন ও কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়ে উহাদের সুযোগ-প্রদান উদ্দেশ্যে সমিতি আরও প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশংসাপত্র-প্রদানের বিধান করা আবশ্যক।

শিক্ষাসমিতির উল্লিখিত প্রস্তাব ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকে। যে সময় এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট সকাশে প্রেরিত হয়, সেই সময়েই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের অক্টোবর মাসে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমুদায় জেলায় তহশিলদারী-স্কুল স্থাপনের এক প্রস্তাব ডিরেক্টর-সভায় অনুমোদন জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত প্রস্তাবে তিনি বাঙ্গালার নিম্নশিক্ষার দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিম্নশিক্ষার উন্নতিপক্ষে তহশিলদারী-স্কুলের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপনই যখন শিক্ষাসমিতি শ্রেষ্ঠ উপায় বিবেচনা করেন, তখন বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশের অধিবাসিগণ যাহাতে ঐ প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের তৎপক্ষে উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনারেল বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত এই বিষয়ে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই পত্রের প্রতিলিপি ১লা নবেম্বর তারিখের এক পত্র সহ বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের অবগতি ও বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁহাদের

কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য প্রেরিত হয়। বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট এক বৎসর পর ১৮৫৪ সালের নবেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইতোমধ্যে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডিরেক্টর-সভার, ভারতবাসীদিগের শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত, সুবিস্তৃত আদেশপত্র প্রচারিত হয়। এই আদেশপত্রই বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তারেব ভিত্তিমূল। উহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

আদর্শবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসমিতির উপরিকথিত মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট বাঙ্গালা প্রদেশের নিমিত্ত বার্ষিক ২১,০০০৲ টাকা এবং বেহার প্রদেশেব জন্য ৫০০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। মডেল স্কুল ব্যতীত ঐ শ্রেণীর অন্যান্য বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক বিবেচিত হইলে তজ্জন্য ঐ টাকার কতক অংশ ব্যয় করিবার আদেশও বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনান্তর্গত থাকে। মডেল-স্কুলসমূহের পরিদর্শনকার্য্যের ভার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। মডেল ও নর্ম্মাল স্কুল-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত একখণ্ড মন্তব্যও ভারত গবর্ণমেণ্টের অবগতির জন্য প্রস্তাব সহ প্রেরিত হয়। লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তদুপলক্ষে বলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দিন হইতে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাবিস্তার পক্ষে ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষাপ্রদান করা হইতেছে, তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ই বাঙ্গালার নর্ম্মাল-বিদ্যালয়ের অভাব পূরণ করিতেছে, এবং তিনি প্রাথমিক-পাঠোপযোগী যে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন

করিয়াছেন তদ্দ্বারা বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাবিস্তারের অনেক সুবিধা হইয়াছে। *

পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে অবশ্যই অনুমিত হইবে যে, মডেল-স্কুল-স্থাপনের বিষয় লইয়া প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষাসমিতি, বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পত্রবিনিময় হইতে থাকে। অবশেষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ১৮৫৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখের আদেশপত্রে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের শেষ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি মডেল-স্কুল পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, কলেজের কার্য্যপরিচালনের কোন প্রকার ক্ষতি না হইলে এ প্রস্তাব অনুমোদনপক্ষে তাঁহার কোন অমত হইত না। কিন্তু ডিরেক্টর-সভার ১৮৫৭ সালের আদেশানুসারে কলেজের অধ্যক্ষকে স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখিয়া পরিদর্শকের কার্য্যভার প্রদান করা যাইতে পারে না। উক্ত আদেশ মতে ঐ কার্য্যভার এক্ষণে নূতন-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও তাঁহার অধীন ইন্‌স্পেক্টরদিগের

---

* I append a memorandum on the subject drawn up by the energetic and able Princpal of the Sanskrit College, who, as is well known, has long been zealous in the cause of vernacular education and has done much to promote it both by his improved system in the Sanskrit College and by elementary works which he has published for the use of schools. * * * At present very good school masters are being trained in the Sanskrit College which is becoming in the hands of the Principal a sort of Normal School for Bengal.

প্রতি ন্যস্ত করিতে হইবে। * আর একটি বিষয়েও ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের মত অনুমোদন করেন না। লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতকলেজের দ্বারাই নর্ম্মাল-স্কুলের প্রয়োজন সাধিত হইতেছে, কিন্তু গবর্ণর জেনারেল উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া নর্ম্মালস্কুল স্থাপন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। † ভারতগবর্ণমেণ্টের এই আদেশপত্রে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ন্যায় বঙ্গবিদ্যালয়েও মাসিক নিয়মিত সাহায্য-প্রদানের আদেশ থাকে।

আদর্শবঙ্গবিদ্যালয়-স্থাপনের উপরিবিবৃত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার শিক্ষাসমিতি নিম্নশিক্ষাবিস্তার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান

* His Lordship in council does not object to the employment of Pandit Iswar Chandra Sarma, in occasionally inspecting the vernacular schools in Bengal, if on full consideration you continue to think that his important avocations, as Principal of the Sanskrit College, will not thereby be detrimentally affected, but the terms of the Court's Despatch will not allow of his being made a Superintendent of vernacular education, the functions of such an office, having now to be performed by the Director and by the Inspectors, whom it is intended to employ under his orders.

† The Governor General in Council is strongly impressed with the necessity for establishing Normal Schools for the training of vernacular teachers, and he desires me (the Secretary to Government) to request that the Lieutenant Governor's anxious attention may be given to this point in connexion with the general scheme.

Vol. II. p. 103.

কারণ এই যে, এই বিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কেবল গবর্ণমেণ্টের উপদেশ বা আদেশানুসারেই তাঁহারা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তহশিলদারী-বিদ্যালয়ের ন্যায় বাঙ্গালাদেশের কয়েক জেলায় আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু সমিতি বিদ্যমান থাকিতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ ডিরেক্টর-সভার ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশানুসারে শিক্ষাসমিতির সমস্ত কার্য্যভার নূতন-গঠিত শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অর্পিত হয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন পাঠশালার অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ এডাম্ যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে উহাদের উন্নতিসাধনপক্ষে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই প্রধান অন্তরায় বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেই সময় হইতে নিম্নশিক্ষার উন্নতির প্রস্তাব যখনই উত্থাপিত হয়, শিক্ষাকমিটি ও পরবর্ত্তী শিক্ষাসমিতি উক্ত অভাব দূরীকরণ একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার অনুমান করিয়া তৎপক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। কিন্তু খৃষ্টান মিসনারিগণ শিক্ষাকমিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের পরিচালিত কোন কোন স্কুলে অধ্যাপনকার্য্য বিষয়ে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে চুঁচুড়ার স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা মে সাহেবকে অগ্রগণ্য বলা যাইতে পারে। তাঁহার এবং পরবর্ত্তীকালে কোন কোন মিসনারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। অত্যল্পসংখ্যক নূতন-প্রতিষ্ঠিত নিম্নশ্রেণীর বঙ্গ-বিদ্যালয় ব্যতীত অপরাপর অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব বড় অনুভূত হইত না। এই কারণেই নর্ম্মাল-বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় না। হার্ডিঞ্জ-স্কুল প্রতিষ্ঠা অবধি অধ্যাপনকার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাবপূরণ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের

মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহারা এই বিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। শিক্ষাসমিতি তাঁহাদের ১৮৪৩-৪৭ সালের কার্য্য-বিবরণীতে নর্ম্মাল-স্কুল বা অধ্যাপনাকার্য্য-শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন, এবং পরবর্ত্তী বৎসরের বিবরণীতে কলিকাতায় ঐ প্রকার একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। ১৮৪৫ সালে উক্ত বিদ্যালয়স্থাপনের একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ প্রেরিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া যে আদেশ প্রদান করেন তাহা এস্থলে বিবৃত করা যাইতেছে। আদেশপত্রে বিজ্ঞাপন করা হয় যে কলিকাতায় অবিলম্বে একটি নর্ম্মাল-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। ঐ বিদ্যালয়ে কতিপয়-সংখ্যক বৃত্তিধারী এবং কতিপয় অবৈতনিক শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে। বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট একটি আদর্শ-স্কুল থাকিবে। শিক্ষার্থীদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে এই কয়েকটি নিয়ম নির্দ্দেশ করা হয়:—(১) নর্ম্মাল-স্কুলের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক এক নির্ব্বাচন-পরীক্ষার ফলানুসারে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে, (২) ১৬ বৎসরের ন্যূন এবং ২৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিক্ষার্থীকে ভর্ত্তি করা হইবে না; (৩) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চরিত্র এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে, (৪) বৃত্তিধারী শিক্ষার্থীদিগকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১২৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া যাইবে, উহাদিগকে এই মর্ম্মে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উহারা শিক্ষা-বিভাগের আদেশানুসারে যে কোন বিদ্যালয়ে হউক ৫ বৎসরের জন্য শিক্ষকের কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে; (৫) নির্ব্বাচন-পরীক্ষার ফলানুসারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

মডেল-স্কুলে ৭৫ জন ছাত্র ভর্ত্তি করিবার আদেশ থাকে। হিন্দু-স্কুলের শ্রেণীবিভাগানুসারে এই স্কুলের শ্রেণীবিভাগ ও পাঠ্যবিষয় নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৪৬ সালে নর্ম্মাল-স্কুলের কার্য্যারম্ভ হয়। মিঃ নাইটন নামে জনৈক ইংরেজ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং দুইজন বাঙ্গালী তাঁহার সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে এইটি সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপনাকার্য্য-শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আর চারিটি বিদ্যালয় ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৬ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষাসমিতি যে কয়েক বৎসর বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষাকার্য্য পরিচালন করেন, তন্মধ্যে শেষ পাঁচ বৎসরই বিশেষ স্মরণযোগ্য। কারণ এই সময়ের মধ্যেই শিক্ষোন্নতিবিষয়ে কয়েকটি গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হয়। উহাদের মধ্যে দুইটির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে মাদ্রাসার সংস্কারের এবং হিন্দু-কলেজের স্থলে প্রেসিডেন্সি-কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। হিন্দু-কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ে হিন্দু ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থিগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। যে সময়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়ে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল এবং উহা ক্রমশঃ আশাতীত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। হিন্দুদিগের দৃষ্টান্তেই হউক বা সময়-স্রোতের প্রভাববশতঃই হউক, ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তির চেষ্টা অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমে বলবতী হইয়া উঠে। হিন্দু-কলেজে ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রদান করা হইত না, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিমত হইলে ঐ বিদ্যালয়ে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা-হেতু উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তির কোনই অসুবিধার কারণ

ছিল না। কিন্তু বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে কর্ত্তৃপক্ষগণ এই উদারনীতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কলিকাতার কয়েকটি মিসনারি বিদ্যালয়ে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক-পাঠ সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছিল, এবং তন্নিমিত্ত মুসলমান ছাত্রগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিত। কলিকাতা নগরীতে গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত কোন উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং মুসলমানদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য হয় মাদ্রাসার, নতুবা হিন্দুকলেজের আমূল পরিবর্ত্তন, গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষাসমিতি উভয়েই অপরিহার্য্য বিবেচনা করেন।

এই সময়ে কলিকাতা মাদ্রাসার দুইটি শাখা থাকে; আরবি-বিভাগ এবং ইংরেজি-বিভাগ। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শাখা এক একটি স্বতন্ত্র স্কুলের ন্যায় ছিল। বিদ্যালয়ের স্থাপনাবধি প্রথমোক্ত বিভাগে উচ্চবংশের মুসলমান ছাত্রগণের বর্ণশিক্ষা হইতে আরবি ভাষায় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৯ সালে ইংরেজি-শিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। যৎসামান্য ইংরেজি ভাষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে এই সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত না। ক্রমে এই বিভাগে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাপ্রদানেরও বিধান করা হয়। ১৮৪৯ সালে আরবি বিভাগে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, কিন্তু ছাত্রদিগের ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ ইচ্ছাধীন থাকে। এই বিধানানুযায়ী শিক্ষার ফল সন্তোষজনক না হওয়ায় শিক্ষাসমিতি ইংরেজি শিক্ষকের পদ কিছুকাল শূন্য রাখেন। বিদ্যালয়ের কি প্রকার পরিবর্ত্তন করিলে উহা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষাপ্রদানের উপযোগী হইতে পারে তাহাই সমিতির বিশেষ বিবেচনার বিষয় থাকে।

অবশেষে তাঁহারা ১৮৫৩ সালের আগষ্ট মাসে মাদ্রাসার সংস্কারবিধানার্থ গবর্ণমেণ্ট সকাশে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন পক্ষে সমিতি বলেন যে, বঙ্গপ্রদেশের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষালাভের আগ্রহ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু সুযোগ অভাবে উহারা এইপ্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। ইতঃপূর্ব্বে আরবি বিভাগে ইংরেজি-শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকাতেই আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাহা যে ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি অনাস্থার পরিচায়ক এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সমিতি মাদ্রাসার ইংরেজি শাখার পরিবর্ত্তে পারসি ও ইংরেজি ভাষায় জুনিয়ার পরীক্ষোপযোগী পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেন। এই জুনিয়ার বিভাগে হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাকরণ সমিতির প্রস্তাবান্তর্ভূত থাকে। জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রেরা ইচ্ছানুসারে আরবি বিভাগে কিংবা কোন কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, সমিতির প্রস্তাবের ইহাই মূল উদ্দেশ্য থাকে।

মাদ্রাসার আরবি-বিভাগের সংস্কারবিষয়ে সমিতি এই নীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন যে, কলেজে যেরূপ উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আরবি বিভাগেও আরবি ভাষায় কেবল সেইপ্রকার উচ্চশিক্ষা-প্রদানেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তজ্জন্য এই বিভাগে তাঁহারা দুই শ্রেণীর ছাত্রকে ভর্ত্তি করিবার প্রস্তাব করেন, যাহারা ইংরেজি-পারসি বিভাগে জুনিয়ার পাঠ্য শেষ করিয়াছে এবং যাহারা ইংরেজি ব্যতীত পারসি ও আরবি ভাষায় তত্তুল্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। আরবি-বিভাগে

হইতে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রদিগকে কলেজে প্রবেশাধিকার প্রদান করাও সমিতির অভিমত থাকে।

কলিকাতা সহরের মধ্যে মাদ্রাসার একটি শাখা-বিদ্যালয়-স্থাপনও সমিতি প্রস্তাব করেন। শাখা-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমিতি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকথিত ইংরেজি-পারসি বিভাগ যখন সহরের ও মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বালকদিগের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য স্থাপিত হইবে, তখন অপরাপর বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত আর একটি বিদ্যালয় আবশ্যক। সাধারণ লোকে আরবি ও পারসি ভাষায় উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নহে, ইহারা কেবল ইংরেজি ভাষায় কার্য্যকরী শিক্ষালাভের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত। সমিতির বিবেচনায় সহরের মধ্যে কলিঙ্গা-নামক অংশে প্রস্তাবানুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাতে দরিদ্র ইউরোপীয় এবং দেশীয় খৃষ্টানদিগের বালকেরাও শিক্ষা-প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সমিতি বলেন যে, ঐ শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষা-প্রাপ্তির সুবিধা অতি অল্প। এই শাখা-বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দু-কলেজের সংলগ্ন স্কুলের পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়ার পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে।

শিক্ষাসমিতি মাদ্রাসা-সংস্কারের প্রস্তাব সহ হিন্দু-কলেজের আমূল পরিবর্ত্তনের এক প্রস্তাব করেন। এই পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশিত হয় এস্থলে তাহা উল্লেখযোগ্য। সমিতি নিবেদন করেন যে, কলিকাতা ইংরেজাধিকৃত ভারতের রাজধানী; কিন্তু এই রাজধানীতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণের জন্য উচ্চশিক্ষা-প্রদায়ী কোনই বিদ্যালয় নাই। গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান শিক্ষা-

বিধানের এই অসম্পূর্ণতা-দোষ অনতিবিলম্বে নিরাকরণ যে অত্যাবশ্যক, তদ্বিষয়ে মতানৈক্য হইতে পারে না। এক্ষণে এই অভাব দূরীকরণ নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করা শ্রেয় তাহাই বিবেচনার বিষয়। সমিতি দুইটি প্রস্তাব করেন; প্রথম, সকল সম্প্রদায়ের জন্য কলিকাতায় একটি নূতন উচ্চবিদ্যালয় বা কলেজ-স্থাপন; দ্বিতীয়, হিন্দু-কলেজে সকল ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের প্রবেশাধিকার-প্রদান। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহাদের এই আপত্তি প্রদর্শিত হয় যে, নূতন একটি কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইবে, এবং এই ব্যয় ব্যতীত গবর্ণমেণ্টকে হিন্দু-কলেজের নিমিত্ত ব্যবস্থানুসারে আবশ্যক ব্যয়ও বহন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত নূতন কলেজ যাহাতে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হয়, তৎপক্ষে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে না। কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য হিন্দু কলেজের ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইবে না। এই প্রকার দুইটি কলেজের নিমিত্ত যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইতে পারে, তদ্দ্বারা অন্য কোন নগরের উচ্চ বিদ্যালয়ের অভাব দূর করিতে পারিলে অর্থের অধিকতর সদ্ব্যবহার করা হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থনপক্ষে সমিতি বলেন যে, হিন্দু-কলেজে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার হইলে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের যে সমস্ত সুবিধা সম্ভবপর তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণের পক্ষ হইতে বিবেচনা করিলে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনই কারণ দেখা যায় না। এই প্রস্তাবানুযায়ী পরিবর্ত্তন জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের বিশেষ আবশ্যক হইবে না; অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হইলেও তাহা সদুদ্দেশ্যেই হইবে। কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবকেরা একত্র একশাসনাধীন থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে উহাদের মধ্যে সৌহৃদ্য বর্দ্ধিত হইবে এবং তজ্জনিত সমাজের

হিতসাধন হইতে পারিবে। সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতাবিমুক্ত এইপ্রকার শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারে না। কলিকাতা ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই এই প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতাতেও মেডিক্যাল কলেজে সকল শ্রেণীর যুবকেরা, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নির্ব্বিরোধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। হুগলী, ঢাকা ও কৃষ্ণনগর কলেজে এবং সমস্ত জেলা-স্কুলে হিন্দু ও মুসলমানেরা একত্র শিক্ষালাভ করিতেছে, এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোনই আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে হিন্দু-কলেজে সর্ব্বসম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রবেশের বিরুদ্ধে যে কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। কেবল একমাত্র আপত্তি এই যে, কলেজ হিন্দুদিগের অর্থে এবং চেষ্টায় স্থাপিত হয়, এবং প্রথমাবধি কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-বালকেরাই উহাতে অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছে, সুতরাং প্রচলিত প্রথানুসারে বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দু-ছাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শিক্ষা-সমিতি প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উল্লিখিত যুক্তিগুলি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নূতন একটি কলেজ স্থাপন অপেক্ষা হিন্দুকলেজে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার প্রদান করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু কলেজ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের তদানীন্তন প্রতিনিধিদিগের অনুমতি ব্যতীত এই উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে না। সমিতি বলেন যে, প্রতিনিধিগণ সকলেই সুশিক্ষিত, দূরদর্শী এবং উদারনৈতিক, সুতরাং প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। যদি কোন কারণে তাঁহারা সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে হিন্দুকলেজ পরিচালন কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক

হইবে। বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদিগের প্রদত্ত ৩০,০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা আছে, উহা অবশ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কলেজের বাড়ী, আসবাব এবং পুস্তকাদি সমস্তই গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত; সুতরাং তৎসমুদায় পুনর্গ্রহণ পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আর একটি বিষয়ও বিবেচ্য বলিয়া কমিটি উল্লেখ করেন। প্রস্তাবানুযায়ী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কলেজের প্রতিনিধিদিগের যদি কেবল এই আপত্তি হয় যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত ৩০,০০০৲ টাকার আয় হইতে বর্ত্তমানে যে কয়েকটি বৃত্তি প্রদান করা হইতেছে তাহাতে কেবল হিন্দুছাত্রদিগেরই অধিকার থাকিবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সে আপত্তি গ্রাহ্য করাই সঙ্গত বোধ হয়। অন্যধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের জন্য সরকারী অর্থে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইতে পারিবে, সম্ভবতঃ হিন্দুদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিরাও বৃত্তি স্থাপন করিবেন।

উল্লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত জানিবার নিমিত্ত ১৮৫২ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখে শিক্ষাসমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে কলেজের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেবল খ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শিক্ষাসমিতির প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন না। সুতরাং সমিতি অগত্যা হিন্দুকলেজের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করা ব্যতীত অন্য কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন যে, হিন্দুপ্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মূলে এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট চিরদিনের জন্য হিন্দুকলেজ বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে পরিচালন করিতে বাধ্য। কিন্তু কলেজ-পরিচালনের ভার গ্রহণ

সময়ে গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন নাই। যাহা হউক সমিতি অবশেষে এই প্রস্তাব করেন যে, হিন্দু-বিদ্যালয়ের কলেজ শাখার পরিবর্ত্তে কলিকাতা কলেজ (Calcutta College) নামে স্বতন্ত্র একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হউক। ঐ বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর লোকের সমান প্রবেশাধিকার থাকিবে। হিন্দুবিদ্যালয়ের নিম্নশাখা বা স্কুল বিভাগ সম্বন্ধে সমিতি এই মত প্রকাশ করেন যে, উহার বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি জন্য উহা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রূপে রাখা যাইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসমিতির প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিয়া উহা পুনর্বিবেচনা জন্য ১৮৫৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখের এক পত্রে যে আদেশ প্রদান করেন এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। পত্রের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট এই কয়েকটি শিক্ষানীতি ব্যক্ত করেন:—(১) রাজধানী কলিকাতা নগরীতে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণকে নিম্ন এবং উচ্চ উভয়বিধ শিক্ষাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; (২) হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে প্রাচ্য বিদ্যাবিষয়ে সুশিক্ষাপ্রদান উদ্দেশে কলিকাতা নগরীতে যে দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের সুপরিচালন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, (৩) জাতি, ধর্ম্ম, বা বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগের দেশীয় ভাষায় যতদূর সম্ভব সুশিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগ প্রদান ও উহা ক্রমশঃ বিস্তৃতকরণ পক্ষে চেষ্টা করাও গবর্ণমেণ্টের বিধেয়। *

* It is in his Lordship's opinion the clear duty of the Government of India to provide for its people in this city, the seat of Government, such Educational Institutions as shall afford, to all

গবর্ণমেণ্ট এই তিনটি শিক্ষানীতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শিক্ষাসমিতি হিন্দুকলেজটিকে সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। কারণ প্রস্তাবানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতে গেলে হিন্দুসম্প্রদায়ের এই ধারণা হইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন না। এই অঙ্গীকার অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কলেজের ব্যয়নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাহা যে তাঁহারা চিরকালের জন্যই করিতে থাকিবেন, তাহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কলেজ স্থাপিত হওয়ার সময় এদেশে শিক্ষার যে প্রকার অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে সম্প্রদায়বিশেষের জন্য কোন বিদ্যালয় পরিচালন করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না; সরকারী বিদ্যালয়ে সকল জাতীয় ছাত্রদিগকে সমান প্রবেশাধিকার প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। হিন্দুদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য আর একটি কলেজ পরিচালন গবর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। সুতরাং হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতে

who seek them, the means of acquiring sound instructions both in elementary knowledge and in the higher branches of learning It is not less the duty of Government to maintain in Calcutta, as heretofore, the seminaries of that peculiar Oriental learning which is cultivated by the great sects of Hindoos and Musalmans respectively And it is further the duty and the policy of the Government to multiply facilities for acquiring a solid vernacular education by the youth of every sect, colour and creed.

Letter dated 21-10 1853 from
the Government to the Council of Education.

হইবে যে, কলেজের পরিচালন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। * কলেজের তহবিলে যে ৩০,০০০৲ টাকা মজুত আছে তাহা এবং বৃত্তির জন্য প্রদত্ত টাকা সমস্তই প্রত্যর্পণ করা হইবে। কলেজের বাড়ী ও আসবাব প্রভৃতি কলেজের সম্পত্তি থাকিবে।

সমিতির অপর কয়েকটি প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রদান করেন:—(১) গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটি নূতন কলেজ স্থাপন করিবেন, ঐ কলেজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে আখ্যাত হইবে। এই নাম হইতেই সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিবে যে, উহা সরকারী বিদ্যালয়। সকল ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ে সমান প্রবেশাধিকার থাকিবে। বিদ্যালয় কেবল নামে নহে, প্রকৃতই উচ্চবিদ্যালয় হইবে; কলেজ ও শিশুদিগের জন্য শিক্ষয়িত্রী-পরিচালিত পাঠশালা সংমিশ্রিত বিদ্যালয় হইবে না। † বর্ত্তমান হিন্দুকলেজের অধ্যাপকগণ নূতন কলেজের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিবেন এবং কলেজের জন্য একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইবে। (২) হিন্দু কলেজের উচ্চবিভাগ স্থানান্তরিত হইলে উহার নিম্নবিভাগের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। সুতরাং কেবল হিন্দু

* —The Government must give notice that the united management and maintenance of the Hindoo College by the Government and the native managers must cease

† —The new Presidency College which will be in reality what its name imports, a College, and not what all the establishments so called that his Lordship has seen in India are, a compound of a College and a Dame's school.

Selections from Educational Records, Vol II

সম্প্রদায়ের নিমিত্ত কলিকাতায় দুইটি বিদ্যালয় থাকিবে ; সংস্কৃত কলেজ এবং বর্ত্তমান হিন্দু কলেজের নিম্নশাখা বা স্কুল বিভাগ। এই বিভাগের ছাত্রদিগকে বৰ্দ্ধিত হারে বেতন দিতে হইবে, সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালকেরাই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে।

(৩) মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে কেবল মুসলমান ছাত্রগণকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহারও দুই শাখা থাকিবে ; আরবি বিভাগ এবং সম্ভ্রান্তবংশের বালকদিগের জন্য আর একটি নিম্ন বিভাগ। উভয় বিভাগের ছাত্রগণকেই বেতন দিতে হইবে ; এবং মুসলমানদিগের কোন কারণে কোন আপত্তি না থাকিলে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগকেও স্কুল-বিভাগে ভর্ত্তি করা হইবে।

(৪) হিন্দু কলেজের কলুটোলা শাখা-স্কুলের ন্যায় কলিঙ্গাতে মাদ্রাসার একটি শাখাস্কুল স্থাপিত হইবে। ঐ স্কুলে সকল শ্রেণীর ছাত্র গ্রহণ করা হইবে, অর্থাৎ মুসলমানছাত্র ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগেরও এই বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার থাকিবে।

গবর্ণমেন্ট পত্রের উপসংহারে শিক্ষাসমিতিকে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহাদের আদেশের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি উক্ত বিদ্যালয় গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সম্মিলিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই দুই সর্ত্তে * উহা সম্পাদিত

* The Hindoo College modified by the withdrawal of the Senior Department should be maintained exclusively for Hindoos. It should consist of two main divisions, namely the Sanskrit College as at present constituted, and a junior department which should be maintained for the reception as at present of the Hindoo children of the higher classes on a higher fee.

হইতে পারে :—প্রথম, বিদ্যালয়-পরিচালনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা শিক্ষা-সমিতির প্রতি ন্যস্ত রাখিতে হইবে , কারণ সমিতি কর্ত্তৃক শিক্ষাবিভাগের সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছে ; দ্বিতীয়, বর্ত্তমানে হিন্দু-কলেজের জন্য যে কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং কলেজের ৩০,০০০৲ টাকার আয় হইতে যদি আরও কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হয়, সে সমস্তই সমিতির বিবেচনানুসারে হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি-কলেজের হিন্দুছাত্রকে প্রদান করা হইবে।

গবর্ণমেন্টের পত্র পাইয়া শিক্ষাসমিতি উহার একখণ্ড প্রতিলিপি হিন্দু-কলেজের পুরুষানুক্রমিক মেম্বরদিগকে প্রেরণ করেন। এই শ্রেণীর মেম্বরদিগের মধ্যে কেবল দুইজন মাত্র সে সময়ে জীবিত ছিলেন ; বর্দ্ধমানের মহারাজা এবং স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর। মহারাজা সমিতিকে জ্ঞাপন করেন যে, গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় এই উত্তর প্রদান করেন যে, কোন সম্প্রদায়বিশেষের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-পরিচালন তাঁহার মতবিরুদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের আমূল-পরিবর্ত্তনপক্ষে সম্মতিদান করিতে পারেন না। এজন্য তিনি তাঁহার ভ্রাতার মত লইয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করাই স্থির করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন যে, হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মহৎকার্য্য-জনিত কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন নূতন বিদ্যালয়ে সুপ্রকাশিতভাবে অবস্থাপিত হইলে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের নাম লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। কলেজ-কমিটির অপর চারিজন হিন্দু মেম্বরদিগের মধ্যে রসময় দত্ত মহাশয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন ;

আশুতোষ দে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করিয়া পদত্যাগ করেন; ঠাকুর-বংশাবতংস দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর একজন মেম্বর কোন মত প্রকাশ করেন না। অতঃপর ১৮৫৪ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে হিন্দু-কলেজকমিটির শেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কেবল রসময় দত্ত মহাশয়ই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে হিন্দু কলেজ পরিচালনের সমস্ত ভার শিক্ষাসমিতির প্রতি অর্পণ করা স্থির হয়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবমত হিন্দু-কলেজের পরিবর্ত্তন-পক্ষে আর কোনই বাধা থাকে না। সুতরাং শিক্ষাসমিতি ১০ই মার্চ তারিখে এক বিশেষ অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্ত অপর একটি পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এই অধিবেশনে যে সকল মেম্বর উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম পাদটীকায় দেওয়া হইল। * এই প্রস্তাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, সমিতির আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। নূতন বিদ্যালয়ে তাঁহারা প্রায় সকল বিদ্যা বিষয়েই উচ্চশিক্ষা-প্রদানের বিধান করিতে ইচ্ছা করেন; কতকগুলি বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রস্তাবানুযায়ী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং কয়েকটি বিষয়ে ভবিষ্যতে আশানুরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে শিক্ষার বিধান করা তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য থাকে যে, প্রেসিডেন্সি-কলেজের আশানুরূপ ক্রমাভিব্যক্তি হইলে উহা একটি

* The. Hon'ble Sir J. W. Colville, President; the Hon'ble F. J. Halliday, C. Allen Esq.; J P Grant Esq.; Dr. J. Jackson; Babu Rassamoy Dutta; Babu Ram Gopal Ghose; Babu Rama Prasad Roy; Dr. Mouat, Secretary.

অত্যুচ্চ আদর্শ-বিদ্যালয় হইবে এবং ভারতবর্ষের রাজধানীর উপযুক্ত বিদ্যালয়রূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য হইবে। *

কলেজে প্রধানতঃ চারিটি বিভাগ রাখিবার প্রস্তাব করা হয়; সাধারণ-বিভাগ, চিকিৎসা-বিভাগ, আইন-বিভাগ এবং পূর্ত্তবিদ্যা-বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে অধ্যয়নের কাল সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব থাকে—

সাধারণ-বিভাগে	অন্যূন	৪	বৎসর	
চিকিৎসা	"	"	৫	"
আইন	"	"	৩	"
পূর্ত্ত	"	"	৩	"

সমিতি প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক বিভাগের শেষবর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ডিপ্লোমা বা যোগ্যতাজ্ঞাপক প্রশংসাপত্র প্রদান করা হইবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, হিন্দু-কলেজের অন্যতম ট্রষ্টি প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় কলেজ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের কোন প্রকার স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শিক্ষাসমিতি ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া অধিকন্তু প্রস্তাব করেন যে, যে প্রস্তরখণ্ডে প্রতিষ্ঠাতৃ-গণের নামোল্লেখ করা হইবে, তাহাতে কলেজ-স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ইহাও উল্লিখিত থাকিবে যে, ১৮১৩ খৃঃ অঃ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-

* —"A College in short, which, when fully developed, shall be an Educational Institution of the highest order, complete in itself and worthy of the Metropolis of India and of the British Government."

Selections from Educational Records, Vol II.

কলেজ-ভিত্তির উপরই বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি-কলেজ স্থাপিত হইল। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিবে, বাঙ্গালাদেশে উচ্চশিক্ষাবিস্তার জন্য কয়েকজন উন্নতমনা, সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান কি মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-কলেজের আয় হইতে ছাত্রদিগের বৃত্তিপ্রদান সম্বন্ধে সমিতির এবং গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ঐ সকল বৃত্তি ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি-রক্ষার্থ আরও কয়েকটি বৃত্তি প্রদত্ত হইত। সমিতি প্রস্তাব করেন যে, ঐ সকল বৃত্তি যাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদের স্ব স্ব নামে অভিহিত হইবে এবং ঐ সকল বৃত্তি হিন্দুছাত্রগণকেই প্রদান করা হইবে।

বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসমিতির প্রস্তাব সামান্যমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ডিরেক্টর-সভার অনুমোদন জন্য উহা ভারত-গবর্ণমেণ্ট সকাশে প্রেরণ করেন। সমিতি অতি শীঘ্র নূতন কলেজের কার্য্যারম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টর-সভার আদেশ ব্যতীত উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিতে অস্বীকার করেন। ডিরেক্টর-সভা ১৮৫৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক আদেশপত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ইতঃপূর্ব্বেই (অর্থাৎ জুলাই মাসে) তাঁহাদের সমগ্র ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ঐ মন্তব্যে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার এবং শিক্ষাবিভাগ-গঠনের আদেশ থাকে। এই কারণে শিক্ষাসমিতি ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত প্রস্তাব কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হয়। ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, প্রেসিডেন্সি-কলেজের জন্য যে বাড়ী নির্ম্মিত হইবে তাহাতে, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহার পরীক্ষাগ্রহণ ও অন্যান্য কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী স্থান

রাখিতে হইবে। কলেজে আইন ও পূর্ত্তবিদ্যা এই দুই বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর উক্ত দুই বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যাপক-নিয়োগ প্রয়োজন হইবে না, এবং কলেজের অধ্যাপকদিগের উপাধি-পরীক্ষাগ্রহণ কিংবা উপাধি-প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না। আইন ও পূর্ত্তবিভাগে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ছাত্রদিগকে প্রেসিডেন্সি-কলেজের সাধারণ বিভাগে অন্যূন দুই-বৎসরকাল অধ্যয়ন করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ডিরেক্টর-সভা তাহা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই ঐ প্রবেশাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

আদেশপত্রের উপসংহারে ডিরেক্টর-সভা শিক্ষাসমিতির প্রস্তাবানুযায়ী আইন ও পূর্ত্তবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের শিক্ষাবিধান-বিষয়ে এই অভাব দূরীকরণ কর্ত্তৃপক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কোন বিদ্যালয়েই ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয় না; কিন্তু অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই ঐ প্রকার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

ডিরেক্টর-সভা হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের নাম চিরস্মরণীয় করিবার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন। হিন্দু-কলেজের জন্য নির্দ্ধারিত বৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, অন্যান্য বিদ্যালয়ের হিন্দুছাত্র-দিগেরও ঐ সকল বৃত্তিপ্রাপ্তির অধিকার প্রদান করা উচিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

[পূর্ব্বে বিবৃত কয়েকটি বিষয়ের পুনরুল্লেখ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; উক্ত আদেশ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসির মন্তব্য ; শিক্ষাবিভাগ সংগঠন, শিক্ষাসমিতির কর্ম্মাবসান।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে একস্থানে বলা হইয়াছে যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্র বর্ত্তমান শিক্ষানীতির ভিত্তিমূল। উক্ত আদেশপত্র প্রচারিত হওয়ার প্রায় ৫ বৎসর পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আর একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। যে কারণে বর্ত্তমান শিক্ষাসংক্রান্ত বিধানসমূহ এই দুই আদেশপত্রান্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে প্রথমোক্ত আদেশ প্রচারিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে শিক্ষাবিস্তারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে শিক্ষাবিস্তারের বা প্রচলিত শিক্ষার উন্নতির আবশ্যকতা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রাজ্যস্থাপনাবধি তাঁহারা এদেশে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখিতে পান ; (১) হিন্দুদিগের উচ্চশিক্ষাপ্রদায়ী চতুষ্পাঠী, (২) মুসলমান-দিগের ঐ প্রকার শিক্ষা এবং নিম্নশিক্ষাপ্রদায়ী মাদ্রাসা ও মক্তব, (৩) সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ লোকের সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী নিম্নশিক্ষাপ্রদায়ী গ্রাম্যপাঠশালা। এই কয়েক শ্রেণীর বিদ্যালয়ই দেশীয় লোককর্ত্তৃক পরিচালিত হইত ; কোম্পানির পূর্ব্ববর্ত্তী

রাজ্যশাসকেরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধানের প্রতি নূতন-প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির মনোযোগ প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রথম দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত, প্রথমতঃ তৎপ্রতিই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ন্যায় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী রাজপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, এবং ঐ প্রকার শিক্ষার উন্নতি জন্য কলিকাতা-মাদ্রাসা ও বেনারস-সংস্কৃত-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে শিক্ষার অবস্থা, এবং শিক্ষাবিধান যে নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইত তাহা বিবেচনা করিলে প্রাচীনবিদ্যার উন্নতিসাধন ব্যতীত অন্য প্রকার শিক্ষা-প্রচলনের আবশ্যকতা যে ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা অনুভব করিতে পারেন নাই, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় জ্ঞান করা যাইতে পারে না। সে সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্রই শিক্ষাদান-কার্য্য ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর অনুষ্ঠিত নীতি অনুসারে তাঁহাদেরই কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন ভাষা-নিহিত বিদ্যার এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাই উক্ত শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য থাকে। এদেশের চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসায় যে প্রকার উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত, ইউরোপের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়-সমূহেও সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে তদ্রূপ শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা বলিয়া সমাদৃত হইত। এই বিষয়টি বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে ইংরেজ-রাজপুরুষেরা অদূরদর্শিতা হেতু প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন-সনন্দ-প্রাপ্তি সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট কোম্পানির রাজ্যমধ্যে শিক্ষার উন্নতি জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ের বিধান করেন বটে, কিন্তু উহার পরবর্ত্তী দশ বৎসর পর্য্যন্ত

ঐ অর্থ কিরূপে ব্যয় করা যাইতে পারে তাহার কোনই সুব্যবস্থা করা হয় না। এই কালের মধ্যে কয়েকটি খৃষ্টান যাজক-সম্প্রদায় এবং কতিপয় ইংরেজ ও দেশীয় লোকের চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বা নূতন শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে দুই তিনটি খৃষ্টান সম্প্রদায়কেই বঙ্গদেশে নূতন-শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে এদেশের লোকের কুসংস্কার দূরীভূত না হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় তাঁহারা ইংরেজি ও তৎসঙ্গে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রচলন আরম্ভ করেন। খৃষ্টান মিসনারি ব্যতীত ইংরেজদের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে উদারনৈতিক কতিপয় ব্যক্তিও ইংরেজিশিক্ষা ব্যতীত এদেশের লোকের জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা নাই, কেবল এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে থাকেন। ডেভিড্ হেয়ার প্রমুখ যে সকল ইংরেজ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহাদিগকে এই মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে। মিসনারিদিগের মধ্যে মার্সম্যান, কেরী ও ওয়ার্ডই নূতনশিক্ষা-বিস্তারকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা যে সকল নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, উহাদের ছাত্রদিগের উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে তাঁহাদের চেষ্টায় একটি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ডেন্মার্কের রাজা উক্ত কলেজের অধ্যক্ষদিগকে উপাধি-প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শিবপুরে বিশপকলেজ এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্কট্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত মিসনারি আলেক্জেণ্ডার ডফ্ সাহেব কর্ত্তৃক জেনারেল এসেম্ব্লি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ এদেশে ইংরেজিশিক্ষা-প্রচলনের অধিনায়ক

হইয়াছিলেন। উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক্ হইলেও তৎসাধনোপযোগী চেষ্টার পরিণাম যে একই হইয়াছিল সে বিষয়ে মতানৈক্য হইতে পারে না।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষা-পরিচালক কমিটি নিয়োজিত হয়। এই কমিটি স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিধান কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিটি প্রথম হইতেই যে দুইটি শিক্ষানীতি অবলম্বন করেন, শিক্ষোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে তাহার ফলাফল পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতিবিষয়ে উৎসাহ প্রদান দ্বারা দেশীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বিদ্যোন্নতিপক্ষে সহানুভূতি-বর্দ্ধনই প্রথম নীতির উদ্দেশ্য থাকে। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে কেবল উচ্চ-শ্রেণীর লোকের শিক্ষাবিধানই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হয়। প্রথমোক্ত শিক্ষানীতি অবলম্বনহেতু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা ও উপযোগিতা লইয়া প্রায় দ্বাদশবর্ষব্যাপী বিসংবাদ চলিতে থাকে। শেষোক্ত শিক্ষানীতির মূলে এই ধারণা থাকে যে, কেবল গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় কর্ত্তৃকই শিক্ষার উন্নতি সম্ভবপর। এই ধারণাবশতঃই কমিটি দেশীয় নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংস্কারবিধান-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। শিক্ষাকমিটির পরবর্ত্তী শিক্ষা-সমিতিও এই দুই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সাধারণের মধ্যে নিম্নশিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বঙ্গদেশ এখনও অন্যান্য প্রদেশের সমতুল্য হইতে পারে নাই।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ পুনঃপ্রদান সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের উদারনৈতিক সম্প্রদায় যে একটি বিশেষ বিধান অনুমোদন করেন, তদ্দ্বারা কোম্পানির অনুমতি ব্যতীত খৃষ্টান মিসনারিদিগের এদেশে আসিয়া

ধর্ম্মপ্রচার বা শিক্ষাদানকার্য্যের বাধা অপসারিত হয়। শিক্ষাদান ও প্রচারকার্য্যে আর কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় মিসনারিদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর ছিল; কিন্তু অনেক বিদ্যালয়েই যৎসামান্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি দেশস্থ লোকের, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের, আগ্রহ যে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিল, এই সকল বিদ্যালয়ই তাহার প্রমাণ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন মেকলে সাহেবের (তিনি তখন লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত ও গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষাই দেশীয় শিক্ষিত সমাজে অধিক আদরণীয় হইয়াছিল। প্রাচীনবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকগণ নূতনশিক্ষার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই উপকার সাধিত হয় যে, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ শিক্ষার যাহাতে সমপরিমাণে উন্নতি হইতে পারে তন্নিমিত্ত শিক্ষার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি করেন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলার সদর ষ্টেসনে ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয়ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী নূতন স্কুল স্থাপিত হয়। কলিকাতার হিন্দু-কলেজ ও স্কুল গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় না হইলেও কার্য্যতঃ শিক্ষাকমিটির তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইতে থাকে। মফঃস্বলে ১৮৩৬ সালে হুগলির, ১৮৪১ সালে ঢাকার এবং ১৮৪৪ সালে কৃষ্ণনগরের স্কুল, কলেজ বা উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বহরমপুরে ইহার অনেক পরে অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডফ্ সাহেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ফি চার্চ্চ কলেজ নামে স্বতন্ত্র একটি কলেজ স্থাপন করেন।

অপর যে সকল কারণে ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়, তন্মধ্যে এই কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-বিষয়ক বিধান ; (২) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পারসি ভাষার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট আফিসে ইংরেজি-ভাষার প্রচলন , (৩) ইংরেজি-বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের ১৮৪৪ সালের বিধান। এই বিধানানুসারে কর্ম্মপ্রার্থিগণের যে পরীক্ষা-গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্ট-কলেজের ছাত্রদিগেরই কর্ম্মপ্রাপ্তির সুবিধা হয়। এই কারণে মিসনারি-কলেজের অধ্যক্ষগণ পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। উক্ত আন্দোলন হইতেই কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিধান বিষয়ে শিক্ষাকমিটি প্রথমাবধিই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশানুসারে মিঃ এডাম বাঙ্গলা ও বেহার প্রদেশের কয়েকটি জেলার নিম্নশিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যে তিনটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, শিক্ষাকমিটি অর্থের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং প্রয়োজনানুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের অভাব ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করিয়া মন্তব্যানুমোদিত কোন প্রকার সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। নিম্নশিক্ষার উন্নতি শিক্ষাকমিটির অবলম্বিত নীতির উদ্দেশ্য ছিল না, এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই কমিটি ঐ বিষয়ে উদাসীন থাকেন।

শিক্ষানীতিবিষয়ে শিক্ষাসমিতি তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কমিটির পদানু-সরণ করিয়া চলেন। সমিতি যে দ্বাদশ বর্ষকাল শিক্ষাপরিচালন করেন,

ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৮ হইতে ১৫১ এবং উহাদের ছাত্র-সংখ্যা ৪৬৩২ হইতে ১৩১৬৩ হইয়াছিল। শিক্ষকের সংখ্যাও ১৯১ হইতে ৪৫৩ হয়। সমিতি কর্ত্তৃকই পরীক্ষাগ্রহণ ও বৃত্তিপ্রদান বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টায় পাঠ্যপুস্তকের অভাবও অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অবনতি হইতেই নিম্নশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্ট ও সমিতির দৃষ্টি পতিত হয়, এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তহশিলদারী স্কুলের আদর্শানুযায়ী নূতন এক শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় ইংরেজি বিদ্যালয়ে পঠিত কতক কতক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইত, এবং উহাদের অনুকরণেই ১৮৫৪ সালের পর এদেশের মধ্যশ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হইতে থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তারিখের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্র ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সনন্দ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। * প্রবাদ আছে যে, সুবিখ্যাত জন ষ্টুয়াট মিল এই আদেশপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। † উহার প্রচার হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়। সমগ্র পত্র এত দীর্ঘ যে, উহা একশত অনুচ্ছেদে বিভক্ত। সুতরাং উহার

* The Despatch of the Court of Directors has been described as 'the Magna Charta of English Education in India'.

Selections from Educational Records,
Vol. II, page 364.

† It is believed to have been drafted by John Stuart Mill.
Foot-note, Indian Educational Policy, 1904.

অনুবাদ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব; এই কারণে স্থূল স্থূল বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বপ্রথানুসারে এই সনন্দপ্রদান উপলক্ষে কোম্পানির শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তৎসমক্ষে ভারতপ্রত্যাগত অনেক রাজকর্ম্মচারী ও মিসনারি সাক্ষ্য প্রদান করেন। কমিটি ভারতবাসীদিগের শিক্ষার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেন। সাক্ষীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই, বিশেষতঃ সার চার্লস ট্রিভেলিয়ান, যে সি মার্সম্যান, এ ডফ্, এফ্ হ্যালিডে, শিক্ষা-বিস্তারের আবশ্যকতা সমর্থন করেন। ইঁহাদের মতের উপর নির্ভর করিয়াই তদানীন্তন বোর্ড অফ কনট্রোলের সভাপতি সার চার্লস্ উড্ শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাদের আদেশ প্রচার করেন।

আদেশপত্রের প্রথম দ্বাদশ অনুচ্ছেদকে উহার এক প্রকার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। এই ভূমিকায় ডিরেক্টর-সভা ভারতবাসীদিগের শিক্ষাবিধান যে তাঁহাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বিষয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের জ্ঞান অধিকতর বিস্তৃত হইতে পারে, তৎপক্ষে সাধ্যানুসারে চেষ্টা দ্বারা যে কেবল তাঁহাদের একটি মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে এরূপ নহে; এদেশের লোক শিক্ষিত হইলে তাহাদের মধ্যে, ইংরেজদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, বাণিজ্যের উন্নতি করণ চেষ্টা উদ্দীপিত হইবে। তদ্দ্বারা উভয় দেশের লোকেরই মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে। কোন্ প্রকার শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভা দৃঢ়তার সহিত এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীদিগের

মধ্যে পাশ্চাত্যবিদ্যা অর্থাৎ ইউরোপের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার দোষগুণ, এদেশের অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তির ইংরেজিবিদ্যায় আশাতীত পারদর্শিতা-লাভ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, পাশ্চত্যবিদ্যা যাহাতে অধিকতর বিস্তৃত হইতে পারে, ইউরোপের পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত নূতন তথ্যসমূহ যাহাতে এদেশের লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে তৎপ্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কোন্ ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করিলে উপরি-কথিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, আদেশপত্রে সর্ব্বপ্রথম তাহারই বিচার করা হয়। ইউরোপের বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইংরেজি-ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। কারণ এদেশের কোন ভাষায় পাশ্চাত্যবিদ্যাবিষয়ের কোন গ্রন্থের অনুবাদ নাই, কিংবা তন্মূলক নূতন কোন গ্রন্থও লিখিত হয় নাই। সাধারণের পক্ষে ইংরেজি-ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্যবিদ্যায় সামান্যপরিমাণে জ্ঞানলাভ করাও সুকঠিন ব্যাপার। অন্যদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান নগরের অধিবাসিগণ সামান্য কিছু ইংরেজি শিক্ষা করিয়া রাজ-সরকারে কিংবা অন্যস্থানে কর্ম্মপ্রাপ্তির সুবিধা করিতে পারে। উহারা এই নিমিত্ত দেশীয় ভাষাশিক্ষা অবহেলা করে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, দেশের ভাষার পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ইংরেজি-ভাষা প্রচলিত হউক। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্যবিদ্যার বিস্তার। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ইংরেজি এবং দেশীয় উভয় ভাষার সাহায্যই আবশ্যক। যাহারা ইংরেজি-ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে

অপারগ, তাহাদিগকে পাশ্চাত্যবিস্তাবিষয়ে দেশের ভাষাতেই শিক্ষাদান করিতে হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, সাধারণের শিক্ষাসম্বন্ধে এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে যে, ইংরেজি-শিক্ষার সঙ্গে প্রচলিত ভাষাতেও শিক্ষাপ্রদান করা হয়। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় শিক্ষকগণ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা এইপ্রকার শিক্ষাপ্রদান হইতে পারিবে না। এই শ্রেণীর শিক্ষকগণ স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল ভাষায় নূতন-বিদ্যাবিষয়ে পুস্তক প্রণীত হইতে থাকিবে এবং তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতি হইতে পারিবে।

শিক্ষাকার্য্য কি প্রকারে পরিচালন করিতে হইবে, তাহার বিধান আদেশপত্রান্তর্ভূত দ্বিতীয় বিষয়। প্রত্যেক প্রদেশে সভা, সমিতি দ্বারা ঐ কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ যে প্রকার শিক্ষাবিস্তার কল্পনা করেন, তাহা অবৈতনিক ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সম্ভব বিবেচিত হয় নাই। এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাবিভাগ-স্থাপনের এবং উক্ত বিভাগের প্রধানকর্ম্মচারীর প্রতি শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত কার্য্য পরিচালনের দায়িত্ব ন্যস্ত রাখিবার ও বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শন জন্য প্রধানকর্ম্মচারীর অধীন কতিপয় উপযুক্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করিবার আদেশ দেন। পরিদর্শকদিগের কার্য্যসম্বন্ধে এই আদেশ প্রদান করা হয় যে, তাঁহারা স্কুল ও কলেজের পরীক্ষাগ্রহণ এবং উহাদের পরিচালনবিষয়ে স্থানীয় কমিটি ও শিক্ষকদিগকে প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন। বিদ্যালয়সমূহের ইতরবিশেষত্ব অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রধানকর্ম্মচারী তাঁহার বাৎসরিক কার্য্য-

বিবরণীতে বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে পরিদর্শকদিগের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রিপোর্ট ডিরেক্টর-সভার অবগতির জন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী-নিয়োগ সম্বন্ধে এই আদেশ প্রদত্ত হয় যে, প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের শাসন, বিচার প্রভৃতি বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের (অর্থাৎ সিভিলিয়ান শ্রেণীর) মধ্য হইতে সুদক্ষ ব্যক্তিগণকে মনোনীত করাই শ্রেয়ঃ হইবে। এতদ্দ্বারা শিক্ষাবিভাগের গৌরববৃদ্ধি হইবে এবং শিক্ষাকার্য্য গবর্ণমেণ্ট যে বিশেষ গুরুতর বিষয় বিবেচনা করেন, সর্ব্বসাধারণের সে সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে সিভিলিয়ান ব্যতীত দেশীয় বা বিদেশীয় অন্য শ্রেণীর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকেও যে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে, ডিরেক্টর-সভা সে অভিপ্রায়ও স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বিধান আদেশপত্রের তৃতীয় বিষয়। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার শিক্ষাসমিতি কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ডিরেক্টরগণ তাহা অনুমোদন করেন না। এক্ষণে তাঁহাদের মত-পরিবর্ত্তনের কয়েকটি বিশেষ কারণের তাঁহারা উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন যে, উচ্চশিক্ষার সন্তোষজনক উন্নতি, সিনিয়ার পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের উচ্চবিদ্যায় পারদর্শিতা, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগের কৃতকার্য্যতা, এবং গবর্ণমেণ্ট ও এদেশস্থ ইউরোপীয়-দিগের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য শিক্ষিত লোকের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক্ষণে এদেশের উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ে পারদর্শিতার পরিচায়ক উপাধিপ্রদান জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় উপস্থিত

হইয়াছে। শিক্ষাসমিতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শানুযায়ী কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; ডিরেক্টর-সভাও ঐ মত অনুমোদন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সনন্দ এবং নিয়মাবলির প্রতিলিপি গবর্ণর জেনারেলের জ্ঞাতার্থে আদেশপত্র সহ প্রেরণ করেন। আদেশপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয় যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় একটি সেনেট বা পরিষদ্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, এবং উক্ত পরিষদ্ একজন অধ্যক্ষ, একজন সহকারী অধ্যক্ষ ও কয়েকজন সভ্য লইয়া সংগঠিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে এই আদেশ থাকে যে, পরীক্ষাগ্রহণ ও সমস্ত কার্য্য-পরিচালন জন্য সেনেট্ যে সকল বিধান করিবেন, তাহা গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে, এবং গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদন ব্যতীত সেনেট্ কোন বিদ্যালয় বর্ত্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাবিধান এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলন করা ডিরেক্টর-সভা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। উক্ত পরীক্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহারা একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার বিধান করিবার আদেশ প্রদান করেন।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের * উপাধি-পরীক্ষার বিষয় সম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষার বিষয় হইতে পারিবে না। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসি, বৌদ্ধ, জৈন অথবা শিখ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয় উপযুক্ত বিবেচিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা-শ্রেণীভুক্ত হইতে

* কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ থাকে।

পারিবে। তাঁহারা ক্রমোচ্চ দুই শ্রেণীর উপাধি-পরীক্ষা-প্রচলনের প্রস্তাব করেন এবং এই প্রসঙ্গে শিক্ষাসমিতির প্রবর্ত্তিত সিনিয়ার পরীক্ষা যে অত্যন্ত কঠিন তাহারও উল্লেখ করেন। যে সমস্ত বিষয়ে কলেজে উচ্চশিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা হওয়া সুকঠিন, আদেশপত্রে সেই সকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপক-নিয়োগের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। ব্যবস্থাশাস্ত্র, পূর্ত্তবিদ্যা, সংস্কৃত, আরবি ও পারসি ভাষা, এই কয়েক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ডিরেক্টর-সভা আবশ্যক বিবেচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের বিধান নির্দ্দেশ করিয়া ডিরেক্টর-সভা ইহাও আদেশ করেন যে, প্রয়োজনানুরূপ উচ্চশিক্ষা যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের আয়ত্ত হইতে পারে তদুপযোগী স্কুল ও কলেজ-পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্তসাহায্য-প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারা এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেন যে, যে সমস্ত বিদ্যালয় সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, কেবল সেই সকল বিদ্যালয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাস্বরূপ গৃহীত হইবে এবং উহাদের ছাত্রগণই কেবল উপাধি-পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে। কলিকাতার হিন্দু-কলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিক্যাল-কলেজ, বিশপ-কলেজ, জেনারেল এসেম্ব্লি-কলেজ, ডফ্-কলেজ, ওরিএণ্টেল-সেমিনারি, পেরেন্ট্যাল-একাডেমি এবং হুগলি, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট্-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত বলিয়া আদেশপত্রে উল্লিখিত হয়।

অতঃপর ভারতগবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির উল্লেখ করিয়া ডিরেক্টরগণ বলেন যে, প্রথমাবধি গবর্ণমেণ্ট কেবল উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের উন্নতি-

কল্লেই তাঁহাদের প্রদত্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। দেশস্থ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণের উচ্চশিক্ষা প্রদান করাই তাঁহাদের শিক্ষানীতির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া এপর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা দেশমধ্যে যে অনেকপরিমাণে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শিক্ষার ব্যয় আপনারাই বহন করিতে সমর্থ। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তি-বিষয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত শিক্ষানীতির একণে পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জনসাধারণের, বিশেষতঃ যাহারা স্বচেষ্টায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে অপারগ তাহাদের, শিক্ষার ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, রাজ্যান্তর্গত প্রত্যেক জেলায় সাধারণের প্রয়োজনানুরূপ সুশিক্ষা-প্রাপ্তির সুবিধা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। তাঁহারা দুই শ্রেণীর নূতনবিদ্যালয়-স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন ;—(১) ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী স্কুল, * (২) কেবল দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা। নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি জন্য প্রাচীন পাঠশালাসমূহের যে প্রকার সংস্কার করিলে উহারা প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযোগী হইতে পারে, তাহার বিধান করিবার জন্যও গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদেশ প্রদান করা হয়।

ভারতবাসীদিগের মধ্যে উপরিকথিত প্রণালীতে শিক্ষাবিস্তার

* আদেশপত্রে বাঙ্গালার জেলা স্কুল ও বোম্বাইএর ঐ শ্রেণীর স্কুলের সদৃশ বিদ্যালয় স্থাপনের উল্লেখ ছিল।

করিতে হইলে যে অর্থব্যয়ের আবশ্যক হইতে পারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ বহন করা অসম্ভব। প্রধানতঃ এই বিষয় এবং এপর্য্যন্ত এদেশের ধনাঢ্য, শিক্ষিত এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষোন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া ডিরেক্টর-সভা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, তাঁহাদের দেশে বিদ্যালয়ের সাহায্যদানের যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এদেশেও সেই প্রথা অবলম্বন না করিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাঁহারা এদেশে উক্ত প্রথা প্রচলন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাহায্যদানের বিধান করিতে হইবে, আদেশপত্রে তাহাও বিবৃত করা হয়। নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(২) স্থানীয় অভাব বিবেচনায় সৎশিক্ষাপ্রদায়ী এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ককর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়া যাইতে পারিবে। যিনি বা যাঁহারা বিদ্যালয়ের পরিচালন জন্য অর্থসাহায্য কিংবা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহার বা যাঁহাদের হস্তে ঐ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ ন্যস্ত আছে, তত্ত্বাবধায়ক বলিলে সেই প্রকার এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে।

(৩) সাহায্যদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়ম প্রচার করিবেন, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শকদিগের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) নর্ম্মাল-স্কুল ব্যতীত সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ অভাব বিবেচনায় সাহায্য দেওয়া হইবে; যেমন প্রধান শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি, সহকারী শিক্ষকের অভাব-মোচন, স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণ এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক ও আসবাব ইত্যাদির অভাব পূরণ।

(৬) বালক বা বালিকাদিগের শিক্ষাপ্রদায়ী সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়েই সাহায্য দেওয়া হইবে, এবং প্রাচীন পাঠশালার উন্নতি জন্যও সাহায্য দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু এই শ্রেণীর পাঠশালায় সাহায্য দিতে হইলে উহাদের পরিদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নূতনবিদ্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে অতঃপর যে নীতি অবলম্বন করিতে হইবে আদেশপত্রে তাহারও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে। ডিরেক্টরগণ বলেন যে, সাহায্যদান-প্রথা-প্রচলন দ্বারা সর্ব্বত্র বিদ্যালয়ের অভাব যাহাতে দূর হয়, তাহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। সুতরাং যে সকল স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সাহায্য দ্বারা যাহাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব, সে সকল স্থানে নূতন স্কুল বা কলেজ-স্থাপন ও পরিচালন জন্য অর্থব্যয় করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। কিন্তু যে সকল অনুন্নত স্থানে বিদ্যালয়ের অভাব, এবং যেখানে স্থানীয়সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সে সমস্ত স্থানে সকল শ্রেণীর শিক্ষোন্নতি জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন ও কিছুকালের জন্য অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকের এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ঐ প্রকার বিদ্যালয় পরিচালিত না হইতে পারে, ততদিন উহাদের পরিচালনের ভার-বহন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে। সাহায্যদান প্রথার ক্রমশঃ বিস্তার হইলে গবর্ণমেণ্ট-

পরিচালিত বিদ্যালয়, প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, স্থানীয় লোকের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এই শিক্ষানীতি-অবলম্বনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, একটিমাত্রও বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া শিক্ষাবিস্তারের কোন প্রকার ব্যাঘাত করা হয়।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বৃত্তিপ্রদান বিষয়ে যে বিধান করেন, তদ্দ্বারা ইংরেজি স্কুলের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ কলেজে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, এই বিধান আরও বিস্তৃতভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। বৃত্তিপ্রদান বিষয়ে এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে যে, উহার সাহায্যে প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র পরবর্ত্তী উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তথায় অধ্যয়ন শেষ করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃত্তির হার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত বিদ্যালয়েই এইপ্রকার বৃত্তি প্রদান করা হইবে না, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়েও এইপ্রকার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত কতকগুলি বৃত্তি অতি উচ্চহারে দেওয়া হইত। ডিরেক্টর-সভা ঐ সকল বৃত্তির হার কমাইবার জন্য আদেশ দেন। তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রদিগের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য যাহা প্রয়োজন তদপেক্ষা কিংবা উহারা সংসারে প্রবেশ করিলে সম্ভবতঃ যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, বৃত্তির হার তাহার অধিক হওয়া উচিত নহে।

নর্ম্মাল-বিদ্যালয়-স্থাপনের আদেশ ডিরেক্টর-সভার পত্রের একটি প্রধান বিষয়। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন যে, ইংলণ্ডে যে সময়ে বিদ্যালয়-সমূহের সংস্কার আরম্ভ হয় তখন উহার সংসাধন পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও পূর্ব্বপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষ এই দুইটি প্রধান অন্তরায়

সৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত নর্ম্মাল-স্কুলের সঙ্গে মডেল-স্কুল স্থাপিত হয়। ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশে নিশ্চয়ই উপযুক্ত শিক্ষকের অধিকতর অভাব হইবে। এজন্য তাঁহারা প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে অবিলম্বে নর্ম্মাল-স্কুল প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের দেশে নর্ম্মাল ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের যে প্রকার ব্যবস্থা ছিল তাহাও এদেশে প্রচলন জন্য তাঁহাদের আদেশ থাকে। ঐ বিধান অনুসারে ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা শিক্ষক হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকের কার্য্য করিতেও দেওয়া হইত। এই সকল শিক্ষানবিসকে শিক্ষা-সমাপন জন্য নর্ম্মাল-স্কুলে পাঠান হইত, এবং নর্ম্মাল-স্কুলের ছাত্রদিগের ন্যায় ইহারা সকলেই বৃত্তি পাইত। * এই সকল শিক্ষানবিস ছাত্রের মাসিক বৃত্তির হার সম্বন্ধে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, উহারা অন্য কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিলে সম্ভবতঃ যাহা উপার্জ্জন করিতে পারে, উহাদিগকে তদপেক্ষা কিছু অধিক হারে বৃত্তি দিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর প্রাচীন পাঠশালার উন্নতি সম্বন্ধে এই বিশেষ আদেশ থাকে যে, উহাদের শিক্ষকদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উহাদিগকে শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে শিক্ষিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

আদেশপত্রে প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় পুস্তক-প্রণয়ন বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে ডিরেক্টর সভা দুই প্রণালী অবলম্বনের প্রস্তাব করেন; প্রথম, ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ এবং দ্বিতীয়, ঐ সকল পুস্তকের অনুকরণে দেশীয় ভাষায় নূতনপুস্তক-প্রণয়ন। ইংরেজি-বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হইত, তাহাদেরই

* এই শ্রেণীর শিক্ষককে pupil teacher বলা হইত।

অনুবাদ বা অনুকরণে লিখিত নূতন পুস্তক এদেশের বিদ্যালয়ে প্রচলন করাই তাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ১৮৪৪ সালে শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পদ-প্রদান সম্বন্ধে যে বিধান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহার উল্লেখ করিয়া ডিরেক্টর-সভা বলেন যে, ১৮৫২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সিতে কেবল ছয়চল্লিশ জন মাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শেষোক্ত বর্ষে কেবল দুইজন মাত্র পরীক্ষার ফলানুসারে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা আদেশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ প্রকার পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই সঙ্গত হইবে। পদ-প্রদান সম্বন্ধে তাঁহারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না। কর্ম্মপ্রার্থী কোন্ বিদ্যালয়ে কি উপায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কখনই বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত নহে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা বলেন যে, পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে রাজকার্য্যের সকল বিভাগেই ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বিচার-বিভাগে দেশীয় বিচারকগণ কার্য্যদক্ষতা ও সততার জন্য বিশেষ প্রশংসাযোগ্য হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও অনেকের কার্য্যপটুতার ও সদ্‌গুণের প্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর ডিরেক্টরগণ চিকিৎসাবিদ্যা, পূর্ত্তবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাপ্রদায়ী কলেজ ও স্কুলের উন্নতিবিধানপক্ষে গবর্ণমেণ্টের সাধ্যমত সাহায্য এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত পদ প্রদান দ্বারা উহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে তাঁহাদের

অভিপ্রায় বিবৃত করেন। বাঙ্গালার শিক্ষাসমিতি জেলা স্কুলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাপ্রদানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন।

গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে খৃষ্টান-ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করিয়া ছাত্রদিগকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিতকরণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, লোকের যাহাতে এই প্রতীতি জন্মে তজ্জন্য ডিরেক্টর-সভা আদেশ করেন যে, গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোনও বিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে না, এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে প্রত্যেক পরিদর্শক কর্ম্মচারী উক্ত বিষয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবেন।

আদেশপত্রের শেষাংশে প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা সমালোচনা করিয়া ডিরেক্টর-সভা তাঁহাদের অভিমত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন পক্ষে তাঁহাদের উপদেশ বিজ্ঞাপিত করেন। এস্থলে কেবল বঙ্গপ্রদেশের সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছিল তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

ডিরেক্টরগণ বলেন, বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ইংরেজিশিক্ষা বিষয়ে অনেক উন্নত, এবং দেশীয় লোকের চেষ্টাতেই অনেকপরিমাণে এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার প্রধান কারণও স্থানীয় লোকের চেষ্টা। সাহায্যদান-প্রথা প্রচলিত হইলে পাশ্চাত্যশিক্ষার আরও বিস্তার হইবে; উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় না থাকিলেও লোকের শিক্ষালাভের কোন অসুবিধা হইবে না। উচ্চশিক্ষাবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশীয় ভাষায় সাধারণ লোকের নিম্নশিক্ষার উন্নতিপক্ষে অতি সামান্যমাত্র চেষ্টা

হইয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। প্রাচীন পাঠশালা-সমূহের উন্নতি না হইলে সর্ব্বসাধারণে শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া উহার বিস্তারবিষয়ে চেষ্টাবান্ হইবে না।

ডিরেক্টর মহোদয়গণের উপরিবর্ণিত আদেশসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদিগকে দূরদর্শিতা, সহৃদয়তা ও উদারতার জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আদেশপত্রের প্রত্যেক উক্তিতে এদেশবাসীদিগের প্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের এই আদেশ প্রচার হইতেই বাঙ্গালা প্রদেশের সংকীর্ণ শিক্ষানীতি দূরীকৃত হয়, এবং সকল শ্রেণীর লোকমধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, লৌকিকশিক্ষা-প্রদায়ী সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাহায্যদানের বিধান, নর্ম্মালবিদ্যালয়-স্থাপন, দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়-স্থাপন, আবশ্যক হইলে স্থানবিশেষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন কলেজ ও উচ্চ-ইংরেজি-স্কুল-স্থাপন ও পরিচালন, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধান এবং প্রাচীন পাঠশালা-সমূহের সংস্কার, এই সকল বিষয়ে ডিরেক্টর-সভার মন্তব্য পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের আদেশপত্র যে সত্য সত্যই বর্ত্তমান শিক্ষানীতির ভিত্তিমূল, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

ডিরেক্টর-সভার আদেশপত্র প্রাপ্ত হওয়ার পর গবর্ণর জেনারেল (লর্ড ডাল্‌হেসী) বাহাদুর ঐ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন।* মন্তব্যে পত্রান্তর্গত বিষয়গুলি প্রধানতঃ এই তিন শাখায় বিভাগ করা

* Minute by the Marquess of Dalhousie, Governor General of India, dated the 30th December 1854

হয়; (১) শিক্ষাবিভাগ-সংগঠন, (২) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, (৩) সাহায্য-দানের বিধান। প্রত্যেক শাখার অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে ডিরেক্টরদিগের আদেশ প্রতিপালন জন্য যে যে উপায় অবলম্বন আবশ্যক, মন্তব্যে তাহার বিচার করিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আদেশ প্রদান করা হয়। এস্থলে কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি সম্বন্ধীয় আদেশ কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইল।

গবর্ণর জেনারেল সর্ব্বাগ্রে শিক্ষাবিভাগ-সংগঠনের আদেশ প্রদান করেন। এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ও পরিদর্শকের পদে প্রথমতঃ, সিভিলিয়ান শ্রেণী হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করা ডিরেক্টর-সভার অভিপ্রায় থাকে, এবং গবর্ণর জেনারেল তদনুসারে প্রধানপদে একজন সিভিলিয়ান নিযুক্ত করিবার আদেশ দেন। প্রধানকর্ম্মচারীর বর্ত্তমান পদবী * তাঁহার আদেশানুসারেই নির্দ্ধারিত হয়; এবং প্রধান কর্ম্মচারীর অধীন চারিজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। গবর্ণর জেনারেল প্রধানকর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ৩০০০৲ এবং পরিদর্শকের বেতন মাসিক ৫০০৲ হইতে ১৫০০৲ পর্য্যন্ত ধার্য্য করেন। সাহায্যদানের মূলনীতি কয়েকটি ডিরেক্টর-সভার আদেশপত্রেই উল্লিখিত হয়। গবর্ণর জেনারেল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে তদনুসারে আবশ্যক নিয়মাবলি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবার আদেশ দেন। তাঁহার মন্তব্যে কেবল এই নূতন নিয়মটি বিধিবদ্ধ করিবার আদেশ থাকে যে, কোন বিদ্যালয়েই স্থানীয় কমিটির ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর সাহায্য, কিংবা কমিটির ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে না।

লর্ড ডালহৌসীর সময়ে প্রাদেশিক কোন গবর্ণমেণ্টের নূতন কোন

* Director of Public Instruction.

ব্যয় মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ছিল না ; প্রত্যেক বিষয়ে এই প্রকার ব্যয়-মঞ্জুর ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশসাপেক্ষ ছিল। সুতরাং প্রচলিত প্রথানুসারে ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশ ব্যতীত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোন বিদ্যালয়ে সাহায্য দানের ক্ষমতা ছিল না। সাহায্যদান-প্রথা-প্রচলনসম্বন্ধে এই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য গবর্ণর জেনারেল আদেশ করেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট অতঃপর প্রত্যেক প্রদেশের সাহায্যদান-নিমিত্ত আনুমানিক সাকুল্য-ব্যয় মঞ্জুর করিবেন ; এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যক সাহায্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিতে পারিবেন। সাহায্যদানার্থে প্রত্যেক প্রদেশে কি পরিমাণ ব্যয় হইতে পারে, তাহা নির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে সে সময় শিক্ষাকার্য্য-পরিচালনে যে ব্যয় হইতেছিল তদুপরি উহার $\frac{১}{২০}$ অংশ ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। গবর্ণর জেনারেলের ইহাও আদেশ থাকে যে, বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য যে ব্যয় মঞ্জুর করা হইবে ভবিষ্যতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার $\frac{১}{২০}$ অংশ অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবেন।

ছাত্রদিগের বৃত্তি সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল এই আদেশ করেন যে, জুনিয়ার বৃত্তির এবং উহার নিম্নশ্রেণীর বৃত্তির সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু ডিরেক্টর-সভার অভিপ্রায় অনুসারে সিনিয়ার বৃত্তির হার এবং উহার সংখ্যা ক্রমশঃ কমাইতে হইবে। এই শ্রেণীর বৃত্তি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া তিনি সঙ্গত বিবেচনা করেন না, কারণ, অনেক উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্র কেবল এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই পাঠশেষ করিতে সমর্থ হইত। গবর্ণর জেনারেল নূতন একপ্রকার সিনিয়ারবৃত্তিদানের প্রস্তাব করেন। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবিশেষ

যাহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ঐ বৃত্তি প্রদান তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। *

বঙ্গদেশে নর্ম্মাল-স্কুল-স্থাপন সম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভার আদেশ যাহাতে শীঘ্র প্রতিপালিত হয়, গবর্ণর জেনারেল তদ্‌বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এদেশে ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়-পরিচালনক্ষম শিক্ষক পাওয়া যাইবে না; এ জন্য ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত-শিক্ষক-সংগ্রহের ভার তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করেন, এবং কলেজের অধ্যাপকেরা যে হারে বেতন পাইতেন, প্রধানশিক্ষকের বেতনও সেই হারে নির্দ্দেশ করিবার আদেশ প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভার আদেশ পর্য্যালোচনা করিয়া সকাউন্‌সিল্ গবর্ণর জেনারেল এই মীমাংসায় উপনীত হন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ের প্রস্তাব প্রথমতঃ ডিরেক্টরদিগের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করা আবশ্যক, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এই অনুমোদনসাপেক্ষ রাখিতে হইবে। এই কারণেই ইহার প্রায় তিন বৎসর পর কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয় ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের উপাধি সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রস্তাব করেন যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, পূর্ত্তবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা ইহাদের প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি পরীক্ষা-গ্রহণের বিধান করা সঙ্গত। প্রথম পরীক্ষায় উপাধি-

---

* There is one kind of senior scholarship which might perhaps be added to our system with advantage; viz., travelling scholarships to encourage our advanced students to visit various parts of India.

Lord Dalhousie's minute of 1854.

প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই কেবল দ্বিতীয় পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হইবে। ব্যবস্থা-শাস্ত্রবিষয়ে একটি মাত্র পরীক্ষা দ্বারাই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা নির্ণয় করা যাইতে পারিবে। তিনি ইংলণ্ডের বি-এ ও এম্-এ উপাধির ন্যায় এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি উপাধির সৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। ঐ দুই উপাধি এদেশে প্রচলন করা কিন্তু তিনি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা ক'রেন না। গবর্ণর জেনারেল শিক্ষাসমিতির মেম্বরদিগকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও বিধানাদির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভবিষ্যতে ইঁহারাই যে সেনেটের মেম্বর হইবেন, তাহা একপ্রকার স্থিরীকৃত ছিল, এবং গবর্ণর জেনারেল আশা করিয়াছিলেন যে, কয়েকমাস মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত বিধানাদি ডিরেক্টর-সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। দুইবৎসর পর্য্যন্ত বিধানাদি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন থাকে।

গবর্ণর জেনারেলের আদেশানুসারে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট মিঃ উইলিয়ম্ গর্ডন্ ইয়ং নামক জনৈক সিভিলিয়ানকে শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বপ্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন; এবং তাঁহাদের ১৮৫৫ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখের এক আদেশপত্রে শিক্ষাসমিতিকে জ্ঞাপন করেন যে, ঐ তারিখ হইতে সমিতির কার্য্যাবসান হইবে এবং সমিতির সম্পাদক ডিরেক্টরের আদেশানুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[১৮৫৪ সালের আদেশানুসারে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা ; সার্কেলস্কুল স্থাপন ; বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, সাহায্যদান সম্বন্ধে মতানৈক্য ; নূতন শিক্ষানীতির সমালোচনা, ১৮৫৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্র ; নিম্নশিক্ষা বিষয়ে দেশীয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত।]

১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাঙ্গালায় নূতন শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয়, এবং তদবধি ডিরেক্টর-সভার অনুমোদিত শিক্ষানীতি অনুসারে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হয়। নিম্নশিক্ষার বিস্তার এবং সাহায্যদান-প্রথার প্রচলন, সর্ব্বপ্রথম এই দুই বিষয়েই শিক্ষাবিভাগ বিশেষ মনোযোগ-প্রদান আবশ্যক বিবেচনা করেন। বঙ্গদেশে নিম্নশিক্ষার অবস্থা যে সন্তোষজনক ছিল না, তাহা ডিরেক্টর-সভার আদেশপত্রে এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের তৎ-সম্বন্ধীয় মন্তব্যে বিশেষরূপে উল্লিখিত হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের প্রতি এ যাবৎ অমনোযোগের জন্য কটাক্ষ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যে সমস্ত কারণে বাঙ্গালার শিক্ষা-পরিচালক কমিটিদ্বয় নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিধান বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। হার্ডিঞ্জ স্কুলের অবনতির পর নূতন মডেল-স্কুল-স্থাপনই বাঙ্গালার শিক্ষা-পরিচালকদিগের নিম্নশিক্ষার উন্নতিপক্ষে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর স্কুলস্থাপন করত সর্ব্বত্র শিক্ষার বিস্তার করা যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপার, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডের এবং এদেশস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণেই ডিরেক্টর-

সভা প্রাচীন পাঠশালা বজায় রাখিয়া উহাদের সংস্কারবিধান-চেষ্টাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, এবং গবর্ণমেণ্টকে তৎপক্ষে যত্নবান্ হইতে বলেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস ছিল যে, পাঠশালার সংস্কার-চেষ্টা করিলে উহার অস্তিত্ব থাকিবে না।* পাঠশালার শিক্ষকেরাই উহাদের সংস্কারের প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়ে। তাহারা যে কেবল নূতনপ্রণালী-প্রবর্ত্তন জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার অযোগ্য ছিল, তাহাও নহে; তাহারা কুসংস্কারবশতঃ চিরপ্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। শিক্ষকদিগের এই ধারণা হয় যে, নূতন শিক্ষা প্রচলিত হইলে তাহাদের প্রাধান্যের কেন, অস্তিত্বেরও লোপ হইবে। এই আশঙ্কায়ই গুরুমহাশয়েরা সাহায্যগ্রহণে অগ্রসর হন না। নূতন লোকও শিক্ষকতা-কার্য্যের জন্য শিক্ষিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত হয় যে, নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি জন্য নূতন বিদ্যালয়-স্থাপন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নূতন স্থাপিত বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইবে তৎকর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে পুরাতন পাঠশালার কিঞ্চিৎ উন্নতির সম্ভাবনাও কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন।

নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি জন্য বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইটি উপায়ের মধ্যবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ১৮২২ সালে খৃষ্টান-বিদ্যা-প্রচার-সমিতি নামে এক মিশনারি সম্প্রদায় হাওড়া, টালিগঞ্জ ও কাশিপুরে

---

*—raising the indigenous schools above the traditional level would be to improve them off the face of the earth.

Report of the Education Commission, 1882-83.

সার্কেল-স্কুল নামে এক শ্রেণীর নূতন স্কুল স্থাপন করেন। এক একটি প্রধান বা কেন্দ্রীয় স্কুলের অনতিদূরে উহার চারিটি শাখা-স্কুল স্থাপিত হয়। শাখা স্কুলগুলি কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধানশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে থাকে। ১৮৫৫ সালে বাঙ্গালার পূর্ব্ববিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ এইচ্‌ উড্রো ঐ প্রথানুযায়ী প্রাচীন পাঠশালার সংস্কারের এক প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবং ডিরেক্টর-সভা উভয়েই অনুমোদন করেন। উড্রো সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কতিপয় স্থানে এক একটি প্রাচীন পাঠশালায় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এক এক জন নূতন প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং নিকটবর্ত্তী আর দুই বা তিনটি পাঠশালা উহার শাখাস্বরূপ গৃহীত হয়। শাখা-পাঠশালায় নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় না; উহাদের গুরুমহাশয়েরা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁহারা ছাত্রদিগের নিকট বেতন ও উপহারাদি যাহা পাইতেন তাহাও পাইতে থাকেন। কেবল শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কেন্দ্রীয় পাঠশালার প্রধানশিক্ষকের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হয়। কেন্দ্রীয় স্কুল যাহাতে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত মডেল-স্কুলের সমশ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে পারে, শিক্ষাবিভাগের তাহাই উদ্দেশ্য থাকে। প্রধানশিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়া প্রত্যেক শাখা-স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার বিধান করা হয়। কেন্দ্রীয় স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকেও তাঁহার সঙ্গে শাখা-স্কুলে যাইতে হইত। গুরুমহাশয় এবং ছাত্রদিগের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য আর্থিক পুরস্কার দেওয়ারও বিধান থাকে। কোন পাঠশালার ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফলানুসারে যে পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়ও সেই পরিমাণ পুরস্কার পাইতেন। ছাত্রেরা যাহাতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিবার

পূর্ব্বে পাঠত্যাগ না করে, তজ্জন্য উচ্চশ্রেণীর উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বিশেষপুরস্কার-প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। উড্রো সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ১৮৫৫ সালেই সার্কেল-স্কুলের কার্য্যারম্ভ হয়, কিন্তু ডিরেক্টর-সভা উহার অনেক পরে, ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সার্কেল-প্রথা অনুমোদন করেন। অনুমোদন উপলক্ষে তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন পাঠশালার শিক্ষা অতি সামান্য হইলেও উহাদের শিক্ষকদিগের সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি থাকা জানা যায়, তাহাতে উহাদিগকে অসন্তুষ্ট না করিয়া শিক্ষার যে বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ সন্তোষের বিষয়। এই প্রথার আরও বিস্তৃতভাবে প্রচলন তাঁহারা অনুমোদন করেন। তাঁহাদের এই আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলাতেই সার্কেল-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ সালের শেষে ঐ সকল স্কুলের সংখ্যা ১৭২ এবং উহাদের ছাত্রসংখ্যা ৭৭৩১ হইয়াছিল। সার্কেল-প্রথার আর একটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় অভাব বিবেচনায় উহাদিগের স্থানান্তরিত করিবার রীতি প্রচলিত করা হয়। কোন স্থানের লোকে মধ্য-ইংরেজি কিংবা উচ্চ-ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিলে তত্রত্য সার্কেল বা কেন্দ্রীয় স্কুল উঠাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থানে নূতন সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হইত। এই প্রথা অবলম্বনপূর্ব্বক গত শতাব্দীতে বাঙ্গালার অনেক স্থানে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কেবল সার্কেল-স্কুল নহে, অনেক মধ্য শ্রেণীর স্কুলও উঠিয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি সার্কেল বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল, সে কয়টিও ১৯২২ সালের ব্যয়-সংক্ষেপ-কমিটির মন্তব্যানুসারে গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বিলম্বের কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত

হইয়াছে। ডিরেক্টর-সভার ১৮৫৪ সালের আদেশ প্রচারিত হওয়ার আড়াই বৎসর পর, ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক-সভা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাপনের আইন বিধিবদ্ধ করেন। ঐ আইনের পঞ্চদশটি মাত্র ধারা থাকে এবং ঐ কয়েকটি ধারার মধ্যে কেবল ১ম ও ৮ম ধারা দুইটির অন্তর্গত বিষয়ের এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক। প্রথম ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয় যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যার পরীক্ষাগ্রহণ করিয়া উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন। এই প্রকার পরীক্ষার বিধান-নির্দ্দেশ এবং তদনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর কোন কর্ত্তব্য কার্য্য আইনের হেতুবাদে উল্লেখ করা হয় না। এই কারণেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৪ সালে নূতন আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার পরীক্ষক-সমিতিরূপে পরিচালিত হইতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিচালন জন্য যে পরিষদ্ (Senate) গঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি (Chancellor) এবং প্রতিনিধি-সভাপতি (Vice-chancellor) ব্যতীত ত্রিশ বা তদতিরিক্ত সভ্য থাকিবার বিধান মঞ্জুর হয় ; এবং এই নিয়মও বিধিবদ্ধ হয় যে, গবর্ণর-জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বাঙ্গালার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণবদ্বয়, কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলিকাতার বিশপ ও গবর্ণর-জেনারেলের মন্ত্রিসভার মেম্বরগণ পদহেতু সেনেটের সভ্য থাকিবেন। * প্রথম সেনেট গবর্ণর-জেনারেল ব্যতীত ৩৯ জন সভ্য লইয়া গঠিত হয় এবং ইঁহাদের মধ্যে কেবল

* ৮ম ধারা।

৬ জন হিন্দু ও মুসলমান সভ্য ছিলেন। * স-কাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের অনুমোদন-সাপেক্ষ সেনেট এই কয়েক বিষয়ে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ম ও বিধান বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন:—উপাধি-পরীক্ষা-গ্রহণ এবং উপাধি-প্রদান, ব্যক্তিবিশেষকে উচ্চবিদ্যার পরিচায়ক সম্মানসূচক পদবী-প্রদান, উপাধি-পরীক্ষার্থীদিগের যোগ্যতা-নির্দ্ধারণ জন্য উক্ত পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষার বিধান-করণ।

১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাসে নূতন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা গৃহীত হয়। ঐ পরীক্ষায় ১৬২ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১১৩ জন গবর্ণমেণ্ট এবং ৪৫ জন বে-সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং ৪ জন শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৮ সালে প্রথম বি-এ উপাধি-পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেবল ২ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ বর্ষের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ৪৬৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১১ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। পরীক্ষার দুরূহতাই আশানুরূপ ফললাভের অন্তরায় বিবেচিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরীক্ষাবিধানের সংস্কার করেন।

বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদানের যে সকল নিয়মাবলী প্রস্তাব করেন, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহা ১৮৫৫ সালের ৬ই জুলাই তারিখের এক পত্রে অনুমোদন করেন। ঐ সকল নিয়ম প্রচারিত হইলে, পর বৎসর হইতে বিদ্যালয়ে সাহায্য-প্রদান আরম্ভ হয়। নিয়ম প্রচারিত হওয়ার ১৬ মাস মধ্যে ১১৯টি বিদ্যালয় সাহায্য গ্রহণ করে। কলেজ হইতে মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ই সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকে।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৌলবি মহম্মদ ওয়াজি, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রিন্স্ গোলাম মহম্মদ।

কিন্তু উহাদের অধিকাংশই কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় সহরে অবস্থিত ছিল; পল্লিগ্রামের অতি অল্পসংখ্যক স্কুলে প্রথমে সাহায্য দেওয়া হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মফঃস্বলে অধিকাংশ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা নূতন নিয়মানুসারে স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কোন কোন স্থলে লোকের কু-সংস্কারও যে সাহাষ্য-গ্রহণের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ হইতে পারে না। দেশীয় লোক অপেক্ষা খ্রীষ্টান্ মিসনারিগণ সাহায্য-প্রথা ভালরূপ বুঝিতেন, এবং তজ্জন্য তাঁহারাই সাহায্য-গ্রহণে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্যদান বিষয়ে পক্ষপাতিতার অপবাদ রটিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্টেরও এই ধারণা হয় যে, সাহাষ্য-প্রথা প্রচলন দ্বারা নিম্নশিক্ষাবিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইবে না। মিসনারি বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ তাহাও ইংলণ্ডের এবং এদেশস্থ অনেক ইংরেজ রাজপুরুষের ধারণা হইয়াছিল। সাহায্যদান আরম্ভ হওয়ার আড়াই বৎসর মধ্যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা মিসনারি বিদ্যালয়ে সাহায্য-প্রদানের তীব্র সমালোচনা করিয়া ঐ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের একপ্রকার কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। সে সময় লর্ড এলেনবরা বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন। তিনি ডিরেক্টর-সভাকে ১৮৫৮ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে এই বিষয়ে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের মত বিশেষ বুঝিতে পারা যায়।* লর্ড এলেনবরা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষের গবর্ণর-

* Letter dated 28th April 1858 from Lord Ellenborough, President of the Board of Control of the Chairman and Deputy Chairman of the Court of Directors.

Selections from Educational Records—Vol. II.

জেনারেল ছিলেন এবং তজ্জন্য এদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কতক পরিমাণে অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার পত্রে প্রধানতঃ যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের কার্য্যের প্রতিই বিশেষ কটাক্ষ প্রদর্শন করা হয়। লর্ড এলেনবরা বলেন যে, নূতনপ্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির সমালোচনাসম্বন্ধীয় যে সকল পত্র তিনি এদেশ হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার এই ধারণা হয় যে, ১৮৫৪ সালের আদেশ প্রচার-দ্বারা এদেশে শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ডিরেক্টর-সভার আদেশপত্রে মিসনারি বিদ্যালয়ে সাহায্য-দানের স্পষ্ট অনুমতি নাই, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয়ে লৌকিক-শিক্ষা প্রদান করা হয় বলিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এদেশের লোককে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করাই মিসনারিদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্যই তাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী। গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না থাকিলে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার-চেষ্টা সফল বা বিফল হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ঐ উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে অনুকূল হইলে শিক্ষাপ্রদান ও খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত-করণ একই বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। লর্ড এলেনবরা আরও বলেন যে, মিসনারি স্কুলে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিলে গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ ধর্ম্মসম্বন্ধে যে নিরপেক্ষনীতি প্রচার ও অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। তাঁহার উল্লিখিত মতের বশবর্ত্তী হইয়া ডিরেক্টর-সভা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন যে, বঙ্গপ্রদেশে সাহায্যদানের যে প্রকার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়া সন্দেহের বিষয়। তাঁহারা বলেন যে, সাহায্যদানের প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য, উচ্চশিক্ষার

উন্নতি এবং দেশীয় ভাষায় সাধারণ-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি। শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারা বঙ্গদেশে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর (তহশিলদারী ও হালকাবন্দি) স্কুলের অনুরূপ পাঠশালা-স্থাপনের উপদেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু তদনুসারে কোনই চেষ্টা করা হয় নাই। ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাহায্যদান তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ঐ প্রকার স্কুলে ২০।৩০৲ টাকা বেতনের শিক্ষক দ্বারা যৎসামান্য ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

ডিরেক্টরসভার পত্রের উত্তরে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর বলেন যে, যে সকল নিয়মানুসারে সাহায্যদান করা হইয়াছে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহা সম্যক্‌ বিচারপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ডিরেক্টরদিগের এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে কর্ত্তব্যপালনপক্ষে কোনও ত্রুটি হয় নাই। এ অবস্থায় সাহায্যদান দ্বারা নিম্নশিক্ষার উন্নতি না হইলে ঐ সকল নিয়মের এবং নূতন-প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। মিসনারি বিদ্যালয়ে অধিক সাহায্য দেওয়ার অপবাদ সম্বন্ধে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর এই উত্তর প্রদান করেন যে, ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়ম নিবন্ধন সাহায্যগ্রহণ করিতে পারে নাই।* সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকসংখ্যকই যে দেশীয় লোকের

* It is to be distinctly understood that grants in-aid will be awarded only on the principle of perfect religious neutrality and that no preferance will be given to any school on the ground that any particular religious doctrines are taught or not taught therein

Rule laid down by the Government of India in their letter, dated 6th July 1853.

পরিচালিত বিদ্যালয় তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি পত্রোত্তর সহ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের এক মন্তব্য প্রেরণ করেন। উক্ত মন্তব্যে কোন্ শ্রেণীর কত সংখ্যক স্কুলে কি পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল তাহার নিম্নে প্রদর্শিত একটি তালিকার সন্নিবেশ করা হয়।

	মাসিক
১৯টি মিসনারি স্কুলের সাহায্য	৭০৩৲
১৮১টি দেশীয় লোকের পরিচালিত স্কুলের সাহায্য ..	৫১০৬৲
১টি শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সাহায্য (কলিকাতায়)···	৬০০৲
১টি ইংরেজ-বালিকাস্কুলের সাহায্য ···· ······	২০০৲
	৬৬০৯৲

নূতন প্রথা প্রচলন হওয়ার পূর্ব্বে প্রদত্ত সাহায্য	
জনাই শিক্ষক-বিদ্যালয়··············· ···············	১০০৲
কাছাড়ী এবং খাসিয়া-পাহাড়ীদের শিক্ষার্থ মিসনারি স্কুলের জন্য ················ ···········	১০০৲
	২০০৲

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মিসনারি বিদ্যালয়ের জন্য অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হওয়ার অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। কিন্তু এই অপবাদ রটিত হওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইংলণ্ডের অনেক লোকের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এদেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রচলন এবং মিসনারিদিগের কর্ত্তৃক খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রচার উক্ত বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ। এই বিশ্বাস-মূলেই লর্ড এলেনবরা মিসনারি বিদ্যালয়ে সাহায্যদান সম্বন্ধে আপত্তি

উত্থাপন করেন। এবিষয়ে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, যে সকল স্থানে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল সে সমুদায় স্থানের লোকেরা বিদ্রোহে যোগদান করে নাই, কিংবা ঐ ব্যাপারে তাহাদের সহানুভূতি ছিল বলিয়াও কেহ সন্দেহ করে নাই। উপসংহারে ডিরেক্টর সাহেব নিবেদন করেন যে, ১৮৫৪ সালের বিধানানুসারে লৌকিক শিক্ষার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পরিচালিত স্কুলেই সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে এবং বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ এই নীতির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন নাই।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির দোষ প্রদর্শন করিয়া ডিরেক্টর-সভা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তদুত্তরে লেফটেনেণ্ট-গবর্ণর যাহা বলিয়াছিলেন উপরে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উত্তর-প্রদানের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শিক্ষানীতিবিষয়ে দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিবিশেষের মত জিজ্ঞাসা করেন। এ সম্বন্ধে শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী দুইজন খ্যাতনামা মিসনারি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির যেরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। কলিকাতার ডভ্‌টন্ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জিঃ স্মিথ্ সাহেব বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ডিরেক্টর-সভার ১৮৫৪ সালের আদেশানুযায়ী বলা যাইতে পারে না। তাঁহার মত-সমর্থনপক্ষে তিনি এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেন—(১) গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্য অকারণ বহু অর্থব্যয় করিতেছিলেন; (২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সমুদায় কলেজের ছাত্রদিগকে উচ্চবিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় নাই, (৩) উচ্চহারে প্রদত্ত বৃত্তিগুলি (প্রেসিডেন্সি-কলেজের ছাত্র) ধনবান্ ব্যক্তিদিগের সন্তানেরাই পাইতেছে

এবং উহাদের প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের মাসে ৪০।৫০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে; (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে খৃষ্টানসম্প্রদায়ের পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিনিধির সংখ্যা অতি অল্প। এই সকল এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত শিক্ষানীতির দোষ প্রদর্শন করিয়া স্মিথ্ সাহেব পাঁচটি সংস্কারের প্রস্তাব করেন, প্রথম, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মাদ্রাসা উঠাইয়া দিয়া উহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইতেছিল, তদ্দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত অধ্যাপক-নিয়োগ; দ্বিতীয়, একটি নর্ম্মাল কলেজ স্থাপন; তৃতীয়, নিম্নশিক্ষাবিস্তার জন্য পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যানুসারে সাহায্য-প্রদান, চতুর্থ, কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়-স্থাপন, পঞ্চম, শিক্ষকদিগকে পেন্‌সন্-প্রদান। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মাদ্রাসা উঠাইয়া দেওয়ার অসঙ্গত প্রস্তাব ব্যতীত স্মিথ্ সাহেবের অপর চারিটি প্রস্তাবের সমীচীনতা অবশ্যই স্বীকার করা যাইতে পারে। রেভারেণ্ড ডফ্ সাহেবও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৪ সালের আদেশ প্রতিপালন-পক্ষে উচিত বিধান করিতে পারেন নাই। কারণ, মিঃ এডামের রিপোর্টে তাঁহার সময়ে (১৮৩৮-৩৯ সালে) এদেশের নিম্নশিক্ষার অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছিল, ১৮৫৪ সালের আদেশ প্রচার হওয়ার পর তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। সাহায্যদানের যে সমুদায় নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদনুসারে মফঃস্বলে দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়া অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট-কলেজ সম্বন্ধে ডফ্ সাহেব এই মত প্রকাশ করেন যে, ডিরেক্টরসভার আদেশানুযায়ী নীতি অবলম্বন করিলে প্রেসিডেন্সি-কলেজ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত করা আবশ্যক এবং

উচ্চশিক্ষার উন্নতি জন্য সাহায্যদান করিতে হইলে সমস্ত কলেজেই সাহায্য দেওয়া উচিত; নতুবা উচ্চবিদ্যালয়ে সাহায্যদান-প্রথা একেবারেই উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত। গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বিদ্যালয়ের, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সি-কলেজের প্রতি ডফ্‌ সাহেব ও তাঁহার সমকালীন মিসনারিদিগের বিদ্বেষভাবের দুইটি কারণ ছিল;—প্রথম, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রেসিডেন্সি-কলেজকেই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চবিদ্যালয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন; দ্বিতীয় কারণ, গবর্ণমেণ্ট-কলেজ বা স্কুলে খৃষ্টানধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষার অভাব। ডফ্‌ সাহেব বিশিষ্ট বিদ্বান্‌ হইলেও ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত শিক্ষানীতির সদুদ্দেশ্য একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

সিপাহী-বিদ্রোহের আরম্ভ হইতেই ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুশক্তির অবসান হয়, এবং বিদ্রোহদমনের সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৫৮ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে পালিয়ামেণ্টের বিধান অনুসারে ইংরেজ-রাজ কোম্পানির ভারতরাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর ১লা নবেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতরাজ্য-শাসনসংক্রান্ত চিরস্মরণীয় ঘোষণাপত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। রাজ্যশাসনের এই পরিবর্ত্তন হেতু গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা ১৮৫৪ সালের আদেশপত্রে যে শিক্ষানীতি প্রচার করেন, ভারত-সচিব লর্ড ষ্ট্যান্‌লি ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখের এক আদেশপত্রে উক্ত নীতিই সমর্থন করেন। নূতন আদেশ-প্রচারের উদ্দেশ্য পত্রের ভূমিকায় বিবৃত করা হয়। ভারত-সচিব বলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশানুযায়ী ভারতবর্ষে শিক্ষার অধিকতর বিস্তার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তৎসমুদায় কতদূর অভীষ্ট-

ফলপ্রদ হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঐ বিষয় বিচার করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি আর একটি বিশেষ কারণ প্রদর্শন করেন। গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষানীতি যে বাঙ্গালার সৈন্যদিগের বিদ্রোহী হওয়ার এবং অন্যান্য প্রদেশে অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ, এই প্রকার দোষারোপের মূলে কোন সত্য আছে কি না তাহা বিচার করা আবশ্যক বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। *

ভারত-সচিব লর্ড ষ্ট্যান্‌লি প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা সমালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন। এস্থলে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির শিক্ষাবিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, কেবল তাহারই বিবরণ দেওয়া হইল। মন্তব্যে বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া কথিত হয়। নূতন শিক্ষানীতি-প্রবর্ত্তন হেতু সরকারী বিদ্যালয়ের কোন প্রকার সংস্কার আবশ্যক হয় নাই এবং উহাদের ছাত্র-সংখ্যারও যে বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই, তাহাও মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

* The time seems to have arrived when some examination may be instituted into the operations of the orders despatched from this country in 1854 for the prosecution of measures on a more extended scale for promoting education in India. Such an examination seems more especially required since the measures, and particularly the more recent measures of government for the promotion of education have been alleged to be among the causes which have brought the outbreak in the army of Bengal and the disquietitude and apprehensions which are believed to have prevailed in some portion of her Majesty's Indian territories.

Para. 1 of the Despatch of 1859.

সাহায্যদান-প্রথা প্রচলন দ্বারা উচ্চশিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে লর্ড ষ্ট্যান্‌লি বলেন যে, সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজি-বিদ্যালয়ের মধ্যে মিসনারিদিগের পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাই অধিক, এবং সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে ঐ সকল বিদ্যালয়েই ইংরেজিভাষায় সুশিক্ষাও প্রদান করা হয়। দেশীয় লোকেও ইংরেজিস্কুল-স্থাপন এবং পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের উন্নতি জন্য সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী স্কুল-স্থাপন জন্য সাহায্য লইতে লোকে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। বাঙ্গালার দক্ষিণ-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর প্রাট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়া ঐ শ্রেণীর কয়েকটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই মত যে, ঐ সকল স্কুলের প্রতি স্থানীয় লোকের সহানুভূতি নাই। তাঁহার বিবেচনায় প্রচলিত নিয়মানুসারে সাহায্যদান দ্বারা নিম্নশিক্ষার বিস্তার বা উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ, দেশের সাধারণ লোকে এই প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তজ্জন্য অর্থব্যয় করিতেও তাহারা প্রস্তুত নহে। পূর্ব্ববিভাগের ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেবও এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন যে, দরিদ্র-শ্রেণীর লোকেরা স্কুল চায় না, কারণ তাহারা ছাত্রবেতন বা স্কুলের জন্য মাসিক চাঁদা দিতে অসমর্থ, এবং সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য তাহারা বালকদিগের সাহায্য লইয়া থাকে। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইংরেজীস্কুল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্কুলের নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে অনিচ্ছুক। সাহায্যদানের যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মূলে এই বিশ্বাস যে, দেশের কৃষক, দোকানদার, শ্রমজীবী প্রভৃতি দরিদ্রশ্রেণীর লোকেও শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডেও ঐ সকল শ্রেণীর লোকে এই প্রকার অর্থব্যয় করিতে

অনেক স্থলে অস্বীকার করিয়া থাকে।* বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ গর্ডন ইয়ং এবং লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরও এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সাহায্যদানের যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিম্নশিক্ষার বিস্তার বা উন্নতি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন। কিন্তু ভারত-সচিব এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালার ডিরেক্টর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে নিয়মের পরিবর্ত্তন করিলে সাহায্যদান-প্রথার বিশেষত্ব কিছুই থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত এবং অন্য এক কারণেও তিনি নিম্নশিক্ষার উন্নতিপক্ষে উক্ত প্রথার অবলম্বন অযৌক্তিক বিবেচনা করেন। স্থানীয় সাহায্য ব্যতীত সরকারী সাহায্য দানের নিয়ম না থাকায় শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত। ভারতসচিব বলেন যে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে এই প্রকার সাহায্য যাচ্ঞা করায় গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদার লাঘব হইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝিতে না

* "The poorest classes do not want schools at all, because they are too poor to pay schooling-fees and subscriptions and because the labour of the children is required to enable them to live The middle and upper classes will make no sort of sacrifice for the establishment of any but English Schools. Yet the rules in force presume the highest appreciation of education because based on the supposition that the people everywhere pay not only schooling-fees, but subscription for schools In fact, we expect the peasantry and shop keepers of Bengal to make sacrifices for education which the same classes in England often refuse to make." Despatch of 18[illegible] para. 3[illegible].

পারিলে সাধারণ লোকের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, নিম্ন-শিক্ষাবিস্তারের সমস্ত ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্টেরই বহন করা উচিত, দরিদ্র শ্রেণীর লোকের নিকট ঐ উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা সঙ্গত নহে। কি উপায় অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্ট নিম্নশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, ভারতসচিব তাহারও বিধান করিবার প্রস্তাব করেন। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের মতের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহারা অনেকেই শিক্ষাকর-প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ভূম্যধিকারিগণ নিম্নশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ঐ প্রকার কর দিয়া থাকেন এবং যে পরিমাণ কর আদায় হয়, গবর্ণমেণ্টও সেই পরিমাণে সাহায্য দান করেন। পল্লীগ্রামের নিম্নশ্রেণীর স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য সাহায্যদান-প্রথা পরিহারপূর্ব্বক কোন প্রকার শিক্ষাকর প্রবর্ত্তন করা সঙ্গত কি না, তিনি এই বিষয়ে গবর্ণর জেনারেলকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার মন্তব্য জ্ঞাপন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। *

---

* I am desirous that after due communication with the several local Governments you should carefully consider the subject just discussed and should furnish me with your opinion as to the necessity of relinquishing the grant-in-aid system as a means of providing popular vernacular schools throughout the country and as to the expediency of imposing a special rate to defray the expense of schools for the rural population.

Despatch of 1859, para. 53.

মিসনারি-বিদ্যালয়ে সাহায্যদান সঙ্গত কি না ভারতসচিবের পত্রে তাহারও সম্যক্ সমালোচনা করা হয়। ১৮৫৪ সালের আদেশানুসারে লৌকিক শিক্ষার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়-পরিচালিত বিদ্যালয়েই সাহায্য দেওয়া হইতে থাকে। কিন্তু মিসনারি-বিদ্যালয়ে লৌকিক শিক্ষার সঙ্গে খৃষ্টানধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম থাকায় এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাহায্যদান গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত নীতি-বিরুদ্ধ। অন্যপক্ষে আবার সমস্ত গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে বাইবেল্ একটি পাঠ্যবিষয় নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় অনেকে, বিশেষতঃ মিসনারিগণ, গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির নিন্দাবাদ করিতে ত্রুটি করেন না। এই নিমিত্ত ভারতসচিব সাহায্যদানের প্রচলিত নিয়মাদির কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না তৎসম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টের মত জানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে বাইবেল্ প্রচলিত না হওয়ার সম্বন্ধে ভারতসচিব বলেন যে, ১৮৫৩ সালে পার্লিয়ামেণ্টের কমিটিতে যে সকল ভারতহিতৈষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এদেশের বিদ্যালয়ে বাইবেল্-প্রচলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত হয় যে, ইংরেজগবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে পূর্ব্বাবধি যে নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না, এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে বাইবেল্-প্রচলনের অনুমতিপ্রদানও করা যাইতে পারিবে না। তাঁহার আদেশ-পত্রের ভূমিকায় যে প্রশ্নের উল্লেখ থাকে,

উহার উপসংহারেও তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টকে এই কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের মত জ্ঞাপন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন:—(১) শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহাতে দেশমধ্যে অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ ছিল কি না? (২) ঐ প্রকার কোন কারণ বিদ্যমান না থাকিলে গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য বিষয়ে লোকের ভ্রমাত্মক ধারণা আছে কি না? (৩) যদি প্রকৃতই ঐ প্রকার ধারণা থাকে, তাহা হইলে এদেশীয়দিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান জন্য গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পরিহার না করিয়া কি কি পরিবর্ত্তন করিলে লোকের সন্দেহ দূর হইতে পারে?

লর্ড ষ্ট্যানলির আদেশপত্রের উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে ভারত-গবর্ণমেণ্ট আদেশপত্রান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আদেশপত্রে যে সমস্ত বিষয় বিবেচিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিবিধান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষয় বলা যাইতে পারে। কি প্রকার শিক্ষাদ্বারা নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রকৃত উপকার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর এদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকজনের মতের উল্লেখ করা হইল।

মাউএট্ সাহেব ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার শিক্ষাসমিতির সম্পাদক ছিলেন। এদেশের সকলপ্রকার শিক্ষার অবস্থাই তাঁহার বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। নিম্নশিক্ষার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, গ্রাম্য পাঠশালাগুলি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য এবং গুরুমহাশয়দিগের মধ্যে অধিকাংশই গণ্ডমূর্খ ("as ignorant as owls") হইলেও ঐ সকল পাঠশালা বহুকাল যাবৎ

একভাবে চলিয়া আসিতেছে, এবং তজ্জন্য দেশের লোকেরা উহাদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, এবং ঐগুলিকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। সাধারণ লোকের রীতিনীতি ও সংস্কার ইত্যাদি বিবেচনা করিলে প্রাচীন পাঠশালার পরিবর্ত্তে নূতন পাঠশালা-স্থাপনের চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয় এই মত প্রকাশ করেন যে, পাঠশালায় কেবল কৃষিবিদ্যা-শিক্ষাদ্বারাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও কৃষি ও শ্রমশিল্প বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত তদুপযোগী পাঠশালা-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। নূতনপ্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে সামান্য কিছু ইংরেজিশিক্ষা দেওয়ার যেরূপ বিধান করা হইয়াছিল তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ঐ প্রকার শিক্ষা পাইয়া কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের বালকেরা স্ব স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কার্য্য পরিত্যাগ করত গবর্ণমেণ্ট ও সওদাগরদিগের আফিসে কেরাণীগিরি চাকুরির জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ায় এবং অধিকাংশই চাকুরি না পাইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। রেভারেণ্ড কে, এম্ (কৃষ্ণমোহন) বানার্জি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন জন্য বলেন যে, রায়তেরা লেখাপড়া জানিলে তাহাদের পাট্টা, কবুলিয়ত ও দাখিলায় কি লেখা থাকে তাহা বুঝিতে পারিবে এবং জমিদারের সেরেস্তার কাগজপত্রে তাহাদের জমিজমার বিষয় কি লেখা হয় তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইবে। অত্যাচার-নিবারণ জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালতে কিংবা জমিদারের কাছারিতে জালিয়াত, জুয়াচোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকে তাহাদিগকে কোন বিষয়ে ঠকাইতে পারিবে না।

পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে অনুমিত হইবে যে, ১৮৭২ সাল পর্য্যন্তও নিম্নশিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট তাহার কোনই মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের ঔদাসীন্তের কারণ, এ বিষয়ে মত-বিভিন্নতা, খৃষ্টান মিসনারিদিগের কর্ত্তৃক স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা ; কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বালিকা-পাঠশালা, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে কে, এম্, বানার্জ্জির মত ; মিঃ এডামের রিপোর্টে বালিকা-পাঠশালার উল্লেখ ; উত্তরপাড়ায় বালিকা-পাঠশালা-স্থাপনের চেষ্টা ; বেথুন-বিদ্যালয়-স্থাপন ; লর্ড ডালহৌসীর মন্তব্য ও ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক উহার অনুমোদন। মফঃস্বলে বালিকা-স্কুল-স্থাপন ; নর্ম্মাল-স্কুল-স্থাপন।]

এ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিস্তারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন এবং উহার উন্নতিবিধান তাঁহাদের শিক্ষানীতির অন্তর্ভূত কর্ত্তব্য বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উক্ত আদেশপত্রের ৫৭ ও ৮৩ অনুচ্ছেদে ডিরেক্টর-সভা বালিকাবিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিবার স্পষ্ট আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশ প্রচার হওয়ার প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ডালহৌসী যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইতেই বাঙ্গালার

শিক্ষাবিভাগ প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বে কেবল খৃষ্টান মিসনারিদিগের এবং কতিপয় উন্নতমনা উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গবর্ণমেণ্টের অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ধারণা থাকে যে, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা দ্বারা দেশমধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহাতে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন সঙ্গত কি না তৎসম্বন্ধে অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভারত-প্রবাসী অধিকাংশ ইংরেজ-রাজকর্ম্মচারী এই মত প্রকাশ করেন যে, স্ত্রীশিক্ষা এদেশের লোকের সংস্কার ও সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮৫৩ সালের সনন্দপ্রদান উপলক্ষে যে কমিটি নিয়োজিত হয়, তাহাতেও অনেকে ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মিসনারি জে, সি, মার্সম্যান্ এবং অবসরপ্রাপ্ত খ্যাতনামা সিভিলিয়ান সার চার্লস ট্রিভেলিয়ান উক্ত কমিটিতে স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইতে ঐ সম্বন্ধে সে সময়ে ইংলণ্ডের ও এদেশবাসী ইংরেজদিগের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ট্রিভেলিয়ান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আপত্তির কারণ কি? স্ত্রীলোকেরা অবাধ্য না হয় সে জন্য, না হিন্দুদিগের সাহিত্য যে প্রকারের তাহাই বিবেচনা করিয়া উহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী? সাহেব উত্তরে বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে শাসনাধীন এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশেই উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রশ্নে হিন্দু-সাহিত্যের প্রতি যে কটাক্ষ করা হয়, তাহার একটি বিশেষ

কারণ ছিল। দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী কয়েকজন খৃষ্টান মিসনারি ঐ দেশের কোন এক স্থানে প্রচারিত একখানি অশ্লীল পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কমিটিতে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের সাহিত্যপুস্তকাদি অশ্লীলতাপূর্ণ। মিসনারি মার্সম্যান্ সাহেবকে কমিটি জিজ্ঞাসা করেন, এদেশে পারিবারিক নীতিশিক্ষা দেওয়া হয় কি না। উত্তরে মার্সম্যান্ সাহেব বলেন যে, হিন্দুস্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বাস করে, সুতরাং তাহারা কিরূপ নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি আরও বলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাববশতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নীতিপরায়ণা হওয়া সম্ভবপর নহে। হিন্দুপরিবারে বালিকারা কি প্রকারে সমাজ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা সে সময়ের পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানী ধর্ম্মযাজকেরা বুঝিতে পারিতেন না। যাহা হউক এ সম্বন্ধে ১৮৮২৮৩ সালের শিক্ষাকমিসন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার উল্লেখ করিলেই পূর্ব্বোক্ত মতের অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করা হইবে। কমিশনের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন অর্থাৎ অনৈতিহাসিক যুগের এবং পরবর্ত্তী মধ্যযুগের হিন্দু বিদুষীদিগের কিংবদন্তী পরিত্যাগ করিলেও বলিতে হইবে যে, ইংরেজরাজ্য স্থাপিত হওয়ার সময় এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে পারিবারিককার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী সাধারণ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থে বিবৃত উপাখ্যানাদি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত থাকায় তন্নিহিত নীতিসমূহ তাঁহাদের মনোমধ্যে হৃদয়স্পর্শী ঐতিহাসিক নীতির স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের বালিকারা ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্রাহ্মণ-শিক্ষক

বালকদিগের সঙ্গে বালিকাদিগকেও শিক্ষা প্রদান করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সর্ব্বকালেই বিশেষ শিক্ষিতা ও বিষয়কর্ম্মে পটু স্ত্রীলোক ছিলেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধিশক্তি যে বিশেষ তীক্ষ্ণ এবং পুরুষদিগের অপেক্ষা উহাদের বুদ্ধির তেজ যে অধিককাল স্থায়ী থাকে, রিপোর্টে তাহাও উল্লিখিত হয়।

এদেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে খৃষ্টান-মিসনারিদিগের ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ অনেক প্রকার কুসংস্কার থাকিলেও তাঁহারাই যে নূতন প্রণালী অনুসারে সর্ব্বপ্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেশীয় খৃষ্টান বালিকাদিগকে শিক্ষা-দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে। এ বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা সকল শ্রেণীর বালিকাদিগের শিক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্কুল-সোসাইটির স্থাপিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু বালক ও বালিকাদিগকে একত্র শিক্ষা দেওয়া অনেকের মত হয় না। এই কারণে বালিকাদিগকে স্বতন্ত্র পাঠশালায় শিক্ষাপ্রদান উদ্দেশ্যে ১৮২০ সালে জুভেনাইল-সোসাইটি নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। ঐ সমিতি প্রথমতঃ একজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন দেশীয় স্ত্রীলোককে শিক্ষাকার্য্যে দীক্ষিতা করেন এবং শ্যামবাজার, জানবাজার, ইঁটালি প্রভৃতি স্থানে বালিকা-পাঠশালা স্থাপন করিয়া উহাদিগকে ঐ সকল পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। স্বনামখ্যাত, বিদ্যোৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সময় 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' নামে একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সমিতিকে প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে সমিতিকে উৎসাহ-দান এবং উচ্চবংশীয় হিন্দু-পরিবারে পূর্ব্বাপর যে

স্ত্রীশিক্ষার বিধান ছিল, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে ঐ পুস্তক লিখিত হয়। রাজা বাহাদুরের স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে এতদূর উৎসাহ ছিল যে, সে সময় স্কুল-সোসাইটি ও জুভেনাইল-সোসাইটির পাঠশালার বালক-বালিকাদিগের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে যে পরীক্ষা গৃহীত হইত, তাহাতে তিনিও যোগদান করিতেন। ১৮২২ সালের পরীক্ষায় জুভেনাইল-সমিতির পাঠশালার যে সকল বালিকা উপস্থিত ছিল, তাহাদের লেখা ও পড়ার উন্নতি দেখিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষপ্রকাশ করেন। * উক্ত সমিতি ১৮২৪ সাল হইতে দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত † 'স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি' নামে আখ্যাত হইতে থাকে। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার এই সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে স্কুল-সোসাইটি লণ্ডনের এক শিক্ষা-সমিতিকে এদেশে একজন সুদক্ষা শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে উক্ত সমিতি মিস্ কুক্ (পরবর্ত্তীকালে মিসেস্ উইলসন্) নামক একজন শিক্ষয়িত্রীকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। স্কুল-সোসাইটি অর্থাভাব হেতু মিস্ কুক্‌কে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন না। তজ্জন্য মিস্ কুক্ চার্চমিসন-সমিতির অধীন শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার নিয়োগ হইতেই কলিকাতা ও উহার

* Raja Radhakanta Deb in his report says, "Several native girls educated by the Female Society were also examined whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure and the whole conduced very much to the satisfaction of the company.

Selections from Educational Records, Vol. II, page 3,

† Ladies Society for Native Female Education.

নিকটবর্ত্তী কয়েকস্থানে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃতপক্ষে প্রচলন হইতে থাকে। স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি যে সকল পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, মিস্ কুক্ তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী সমিতির অধিনেত্রীর পদ গ্রহণ করেন, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক ধনী ব্যক্তি সমিতিকে সাহায্যদান ও উহার কার্য্যে উৎসাহপ্রদান করিতে থাকেন। ১৮২৪ সালে মিস্ কুকের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় ২৪টি বালিকা-পাঠশালা চলিতে থাকে এবং উহাদের ছাত্রীর সংখ্যা ৪০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। স্কুলের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হওয়ায় সমিতি কয়েকটি স্কুল সম্মিলিত করিয়া সহরের কেন্দ্রস্থলে (বর্ত্তমান কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের পূর্ব্বাংশে) একটি বড় স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণ জন্য রাজা বৈদ্যনাথ রায় ২০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮২৮ সাল হইতে নূতন বাড়ীতে স্কুলের অধিবেশন হইতে থাকে, এবং ঐ স্থানেই সমস্ত স্কুলের বালিকাদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কেন্দ্রীয় স্কুল ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা-সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৮২৮ সালে আর যে কয়েকটি স্কুল ছিল, তাহাদের নাম ও ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

মির্জ্জাপুর স্কুল ... ... ৫০ জন ছাত্রী।

সারকুলার রোড্ স্কুল . ৯০ „

(এইস্থানে অধিকাংশ মুসলমান-বালিকা পড়িত)

হাওড়া স্কুল ... ... ৯০ „

কালনা „ .... ৮০ „

চিৎপুর স্কুল ..	১১০ জন ছাত্রী
শিবপুর "	২০ "

(খৃষ্টান বালিকাদিগের জন্য)

সমিতি কৃষ্ণনগর, নদীয়া, বর্দ্ধমান এবং আলিপুরেও স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল স্কুলের তত্ত্বাবধানের সুব্যবস্থা না হওয়ায় ঐগুলি শীঘ্রই উঠিয়া যায়। মিঃ এডাম্ তাঁহার প্রথম রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, কলিকাতার কেন্দ্রীয় স্কুলে ১৮৩৫-৩৬ সালে ছাত্রী সংখ্যা ৩২০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ছাত্রীদিগের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকা ছিল। সমিতির কয়েকজন চাকরাণী (উহাদিগকে হরকারী বলা হইত) বালিকাদিগের সঙ্গে যাতায়াত করিত। উহারা প্রত্যেক বালিকার জন্য দৈনিক এক পয়সা করিয়া পাইত। লণ্ডন-মিসনারি-সোসাইটি কলিকাতা সহরে ঠনঠনিয়া, ক্রাব্ বো এবং মেদিবাগান, এই তিন স্থানে তিনটি স্কুল চালাইতেন। শ্রীরামপুরের মিসনারিগণও ঐ স্থানে একটি বালিকা-স্কুল স্থাপন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন জন্য কলিকাতার খৃষ্টান মিসনারিগণ সে সময় ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। প্রথম, পাঠশালা-স্থাপন, দ্বিতীয়, অনাথা বালিকাদিগের জন্য আশ্রম-স্থাপন, তৃতীয়, ভদ্রপরিবারস্থ মহিলাদিগকে আপন আপন বাড়ীতে শিক্ষাপ্রদান। সকল অনাথা বালিকাকেই খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। কলিকাতার পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রীয় বালিকা-পাঠশালা স্থাপনের সময় হইতে মিস কুক্ অনাথা বালিকাদিগকে আশ্রয় দিতে থাকেন। উহাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতার ৫ মাইল উত্তরে অগরপাড়া-নামক স্থানে একটি অনাথাশ্রম স্থাপিত হয়। এক শ্রেণীর কতিপয়

শিক্ষিতা স্ত্রীলোক মিসনারিদিগের বালিকা-পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত মহিলা-সমিতি কর্ত্তৃক‌ই কলিকাতার কোন কোন নব্যসম্প্রদায়ের বড়লোকের পরিবার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু যাহারা এই প্রকার শিক্ষাদান বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বন্ধুগণের বিদ্রূপ ও তাড়নায় তাঁহারা ঐ কার্য্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বালিকা-পাঠশালা-স্থাপনাবধি কলিকাতা সহরে ও মফঃস্বলে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তজ্জন্য ভদ্রপরিবারে মিসনারি-মহিলাদিগের গমনাগমন এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। এই বিষয়ে জনৈক সাহেব রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্ন ও উহার উত্তর খৃষ্টান অব্জারভার * নামক পত্রিকার ১৮৪০ সালের মার্চ্চ মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'সম্রান্ত ও শিক্ষিত হিন্দুদিগের স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে আপত্তির কারণ কি? যাহারা উহার পক্ষপাতী তাঁহারা আপন আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে ইংরেজ-মহিলাদিগের সাহায্যে বিনাব্যয়ে শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছুক কি না? সম্রান্ত পরিবার মধ্যে এই প্রকারে শিক্ষা প্রচলিত হইলে অপরাপর শ্রেণীর লোকে বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠাইতে সাহসী হইতে পারে কি না?' উত্তরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিতাবস্থায় যে সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া থাকে, শিক্ষিতা হইলে হয়ত তাহা না করিতে পারে, এবং তজ্জন্য সাংসারিক ব্যয়-বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া অনেকে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও

* The Christian Observer.

উক্ত স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন বিষয়ে অগ্রসর হন না। নিজালয়ে আপন আপন কন্যাদিগকে বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিতে অনেকেই প্রস্তুত হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীদিগকে এই প্রকারে শিক্ষাপ্রদান করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইবেন না। তিনি আরও বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ যেরূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, কতিপয় উচ্চ পরিবার মধ্যে উহার প্রচলন হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বালিকাদিগকে পাঠশালায় পাঠাইতে সাহসী হইতে পারে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সামাজিক শাসনের বড় ভয় করে না, এবং তাহাদের বালিকারা এখন যেরূপ স্কুলে যাইতেছে, উৎসাহ পাইতে থাকিলে, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে দুই চারি পয়সা পুরস্কার পাইলে, ভবিষ্যতেও যাইবে।

মিঃ এডাম্ তাঁহার প্রথম রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে, চুঁচুড়ায় প্রথম স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মে ১৮১৮ সালে ঐ স্থানে একটি বালিকা-পাঠশালাও স্থাপন করেন। বাঙ্গালাদেশে উহাই বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়। গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালা পরিচালন বিষয়ে অমত প্রকাশ করায় উহা উঠিয়া যায়। এডাম্ সাহেব তাঁহার অন্য দুই রিপোর্টে যে কয়েকটি বালিকা-পাঠশালার নাম করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা হইল।

(১) মহিলা-সমিতি বৰ্দ্ধমান ও কালনায় দুইটি পাঠশালা স্থাপন ও পরিচালন করিতে থাকেন। প্রথমটিতে ৬০ হইতে ৮০ জন ছাত্রী উপস্থিত হইত।

(২) কাটোয়াতে ব্যাপ্‌টিষ্ট-মিসন একটি পাঠশালা চালাইতেন।

(৩) মহিলা-সমিতি ১৮৩৪ সালে কৃষ্ণনগরে একটি বালিকা-স্কুল

স্থাপন করেন। দুই বৎসর মধ্যে উহার ছাত্রীসংখ্যা ৪০ পর্য্যন্ত হয়। সমিতি নদীয়াতেও একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমেও স্কুল স্থাপন করেন। এডাম্ সাহেবের পরিদর্শন সময়ে ঐ সকল স্কুলে সমুদায়ে ১৩৮ জন ছাত্রী পড়িত এবং ১৩ জন খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী ও ৭ জন শিক্ষক দ্বারা পাঠশালা কয়েকটি পরিচালিত হইত। কোন্ জাতীয় কত বালিকা পড়িত, সাহেব তাহারও উল্লেখ করেন; যথা, বাগ্দি ৫৮, মুচি ১৮, বাউরি ১৭, ডোম ১৭, হাড়ি ১২, বৈষ্ণব ৬, তাঁতি ৬, চণ্ডাল ২, কুর্ম্মি ১, বাইতি ১। এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভদ্রপরিবারের বালিকারা ঐ সকল স্কুলে পড়িত না, আচরণীয় জাতির মধ্যে যে দুই চারিটি পড়িত, উহারা সম্ভবতঃ আশ্রয়বিহীনা ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণে বাঙ্গালার শিক্ষাপরিচালক-কমিটি ও কাউন্সিলের স্ত্রীশিক্ষাবিধান বিষয়ে কোনও চেষ্টার পরিচয় নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৫০ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রচার করেন। কিন্তু ঐ মন্তব্য প্রচারিত হওয়ার পরেও বাঙ্গালার শিক্ষাপরিচালক-সমিতি এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে একটি বালিকা-স্কুল-স্থাপনের এক প্রস্তাব শিক্ষা-সমিতির নিকট প্রেরণ করেন। সমিতি প্রথমতঃ সাহায্যদানের আশাও দিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে জমিদার মহাশয়েরা প্রস্তাবিত স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণ ও পরিচালন জন্য যে ব্যয়

আবশ্যক হইতে পারে, তাহার বিবরণ সহ পুনরায় এক আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে তাঁহারা নিয়মিতব্যয়নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে বার্ষিক ৭২০৲ টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিবার এবং গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিবার প্রস্তাব করিয়া মাসিক ৬০৲ টাকা ও গৃহ-নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক ব্যয় ১০০০৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু শিক্ষা-সমিতি, অর্থের অনটন এই হেতু প্রদর্শন করিয়া, কোন প্রকার সাহায্যদান করিতে স্বীকার করেন না। সে সময় বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভায় ব্যবস্থাসচিব মহাত্মা জন ইলিয়ট্ ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন শিক্ষাসমিতির সভাপতি ছিলেন; এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে শিক্ষাসমিতি উত্তরপাড়ায় সাহায্যদানে বিরত হইয়াছিলেন *। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন যাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল, তাঁহার পক্ষে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন জন্য সাহায্য-প্রদানে অমত প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের বিষয় বিবেচিত হইতে পারে। পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সমিতির সভাপতি মহোদয়ের উল্লিখিত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। যাহা হউক উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার মহাশয়েরা সরকারী সাহায্য-প্রাপ্তি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেও তাঁহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহারা নিজ ব্যয়েই বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

---

* The President explained to the Council the grounds on which it had appeared to him expedient that this experiment should be made, in the first instance, without connexion with the Government.

Report of the Council of Education for the year 1848 49.

বেথুন-বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে কলিকাতায় যে কয়েকটি বালিকা-পাঠশালা ছিল, সে সমুদায়ই মিসনারিদিগের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইতে থাকে। সে সময়ের হিন্দু-সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা উহার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা দুই কারণে আপন আপন বালিকাদিগকে ঐ সকল পাঠশালায় পাঠাইতেন না। পাঠশালা-গুলিতে অতি নিম্নশ্রেণীর বালিকাদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল এবং সমস্ত পাঠশালাতেই খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু উপদেশ দেওয়া হইত। এই কারণে স্ত্রীশিক্ষা-সমর্থনকারীদিগের মধ্যে অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, কেবল ভদ্রপরিবারের বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত খৃষ্টান-মিসনারিদের সংস্রব-বিবর্জ্জিত কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন-চেষ্টা সফল হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মহাত্মা বেথুন গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার সাহায্য না লইয়া কলিকাতায় একটি বালিকা-পাঠশালা-স্থাপনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালে ৭ই মে তারিখে পরবর্ত্তীকালে তাঁহার নামে আখ্যাত বেথুন-বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার এ দেশে প্রবাসকাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়-পরিচালনের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিতে স্বীকার করেন। কার্য্যতও তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ১৮৫১ সালে ১১ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করিতে থাকেন। প্রথমতঃ ২১জন ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী দলের চক্রান্তে ছাত্রীদের মধ্যে কিছুদিন কেবল ৩।৪ জন মাত্র উপস্থিত হইতে থাকে। বহু চেষ্টায় ছাত্রীসংখ্যা আবার বৃদ্ধি হয়, এবং

লেডি ডালহৌসীর পরিদর্শনের দিবস ৩১ জনের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রী উপস্থিত থাকে।

বিদ্যালয়-স্থাপনের কয়েক মাস পরে (১৮৪৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে) বেথুন সাহেব উহার অবস্থা এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধান পক্ষে গবর্ণমেণ্টের যে নীতি অবলম্বন করা তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তদ্বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সময় পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে শিক্ষাসমিতির সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিবার কারণ পত্রের প্রারম্ভেই উল্লিখিত হয়। দেশের অধিকাংশ লোক প্রথমতঃ যেরূপ বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করে, তাহা বিবেচনায় নূতন প্রতিষ্ঠিত বালিকা-পাঠশালার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ ছিল। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার অপযশ না হয় এই কারণেই শিক্ষাসমিতি এবং উহার সভাপতিস্বরূপ তিনি নিজেও, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বা তত্ত্বাবধানে কলিকাতায়, উত্তরপাড়ায় কিংবা অন্য কোন স্থানে বালিকা-পাঠশালা-স্থাপন সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু কলিকাতার এবং স্থানীয় লোকের চেষ্টায় ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত বারাসত, সুখসাগর ও ছোট জাগুলিয়া এই কয়েকটি স্থানের পাঠশালার ক্রমোন্নতি দেখিয়া তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মে যে, মফঃস্বলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ঐ প্রকার পাঠশালা স্থাপন করিবার পক্ষে আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই নিমিত্ত তিনি গবর্ণর বাহাদুরকে অনুরোধ করেন যে, অতঃপর স্ত্রীশিক্ষা-বিধান জন্য উৎসাহ ও আবশ্যক হইলে সাহায্যদান এবং উহার তত্ত্বাবধান যাহাতে শিক্ষাসমিতির অন্যতর কর্ত্তব্যবিষয়-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, তৎপক্ষে আদেশ প্রদান করা হয়, এবং সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল যদি ইহা সমীচীন বিবেচনা করেন, তবে

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদি-- এই মর্ম্মে আদেশ দেওয়া হউক যে, তাঁহারা বালিকা-দি- ।বষয়ে স্থানীয় লোককে সকল প্রকারে উৎসাহ প্রদান -রেন এবং সর্ব্বত্র ইহাও প্রচার করেন যে, লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে বালিকা-পাঠশালা-স্থাপন যদিও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উক্ত শিক্ষা-প্রচলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। পত্রের উপসংহারে মহাত্মা বেথুন এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বিদ্যালয় যাহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে আখ্যাত হয়, মাননীয় ডিরেক্টর সভাকে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তজ্জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

লর্ড ডালহৌসী বেথুন সাহেবের পত্রোল্লিখিত প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্ত্রি-সভার প্রত্যেক মেম্বরের মত জিজ্ঞাসা করেন। একজন ব্যতীত আর সকল মেম্বরই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তদনুসারে গবর্ণর জেনারেল ১৮৫০ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের এক পত্রে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই আদেশ প্রদান করেন যে, অতঃপর স্ত্রীশিক্ষা-বিধানও শিক্ষাপরিচালক-সমিতির কর্ত্তব্যান্তর্ভূত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং যে কোন স্থানে হউক, লোকে বালিকা-পাঠশালা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে, সমিতি সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধন ও সাহায্যদান করিবেন। জেলার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের প্রতিও বেথুন সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী আদেশ প্রদান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।* লর্ড ডালহৌসীর

* ..It is the wish also of the Governor General in Council that intimation to the same effect should be given to the

এই আদেশ প্রচার হইতেই বঙ্গদেশে সরকারপক্ষে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

বেথুন সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পত্রে উল্লেখ করেন যে, কলিকাতা বালিকা-পাঠশালা-স্থাপনকার্য্যে তিন ব্যক্তি তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন; বিখ্যাত সওদাগর রামগোপাল ঘোষ, জমিদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জমিদার মহাশয় বিদ্যালয়ের বাড়ী-নির্ম্মাণ জন্য পাঁচ বিঘা ভূমি (সে সময় উহার মূল্য ১০,০০০৲ টাকা অনুমান করা হয়) দান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার দুই কন্যাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন, এবং বালিকাদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি প্রাথমিক পুস্তক রচনা করেন। তিনি সে সময় সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু অবসর পাইলেই বেথুন পাঠশালায় গিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেন। বেথুন সাহেবের পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামোল্লেখ নাই; কিন্তু স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, '১৮৪৯ সালে মে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।'

chief civil officers of the Mofussil calling their attention to the growing disposition of the natives to establish female schools, and directing them to use all means at their disposal for encouraging those institutions and for making it generally known that the Government views them with very great approbation.

Letter dated 11th April 1850 from the Government of India to the Government of Bengal

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহযোগী তর্কালঙ্কার মহাশয় উভয়েই যে বেথুন সাহেবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা তাঁহাদের ১৮৫০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের এক পত্রে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত আদেশ অনুমোদন করেন। কিন্তু সে সময়ে এদেশের উক্ত শিক্ষার অবস্থা বিবেচনায় তাঁহারা বেথুন মহোদয়ের স্থাপিত বিদ্যালয় রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামে আখ্যাত হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহাত্মা বেথুন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার ব্যয়নির্ব্বাহের ভার নিজেই গ্রহণ করেন। ১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালয়-পরিচালন জন্য গবর্ণমেণ্টের কিংবা অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর লর্ড ডালহৌসী বিদ্যালয়-পরিচালনের ভার বহন করিতে থাকেন। কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ব্যয়-নির্ব্বাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড ডালহৌসী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ডিরেক্টর-সভা ছাত্রীদিগের নিকট বেতন লওয়ার যে প্রস্তাব করেন, তিনি তাহাতেও আপত্তি করিয়াছিলেন।*

ডিরেক্টর-সভার প্রাগুক্ত আদেশপ্রাপ্তি হইতেই গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, এবং তজ্জন্য বার্ষিক ১২,০০০৲ টাকা ব্যয়

* Despatch dated the 3rd February 1854 to the Court of Directors.

মঞ্জুর করেন। ঐ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তৎকালীন মধ্যবিভাগের কয়েক জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ২৪পরগণা, হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে ৪০টি বালিকা-পাঠশালা স্থাপিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইলে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার ব্যয়, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করায় কতকগুলি পাঠশালা উঠিয়া যায়। ১৮৬২-৬৩ সালে সাহায্যপ্রাপ্ত ৩৫টি পাঠশালায় ১১৮৩ জন বালিকা পাঠ করিতে থাকে। এই সময় হইতে বালক ও বালিকাদিগকে একত্র শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। শিক্ষকদিগকে চারিজন ছাত্রীর জন্য মাসে এক টাকা হারে পুরস্কার দেওয়া হইত, সুতরাং ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ১৮৬৯ সালে এই সকল পাঠশালায় ২৩৫১ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বালিকা-পাঠশালার সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৭১ সালে ২৭৪টি পাঠশালায় সাহায্য দেওয়া হয়।

শিক্ষয়িত্রীর অভাব যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের একটি প্রধান অন্তরায়, খৃষ্টান-মিসনারিগণ প্রথমাবধি তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম কয়েকজন দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোককে অধ্যাপন-কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিভাগ এ বিষয়ে আদৌ মনোযোগ দেন নাই। ১৮৭০ সালে নাটোরের পরলোকগত রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের চেষ্টায় এবং তাঁহার ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে রাজসাহী জেলার সদর ষ্টেসন রামপুর-বোয়ালিয়াতে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য-শিক্ষাপ্রদায়ী একটি নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপিত হয়। ছাত্রীর অভাব জন্য কয়েক বৎসর পর ঐ স্কুল ঢাকার এডেন্ স্কুলের সহিত

মিলিত হয়। কিন্তু সেখানেও এই অভাববশতঃ কর্ত্তৃপক্ষকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে ছাত্রী-সংগ্রহের চেষ্টা পর্য্যন্তও করিতে হইয়াছিল। ঢাকা-নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে বেথুন স্কুলে শিক্ষয়িত্রী-শ্রেণীর কার্য্যারম্ভ হয়, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এখানেও ছাত্রীর অভাব সমপরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে এই শ্রেণীতে চারিজন মাত্র ব্রাহ্ম মহিলা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য শিক্ষা করেন। ঢাকা-নর্ম্মাল-স্কুল ব্যতীত অধ্যাপনা-শিক্ষাপ্রদায়ী আরও কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। উহাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের জেনানা-মিসন নামক সম্প্রদায়ের স্কুল ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়। ফ্রিচার্চ-নর্ম্মাল-স্কুলে, আগড়পাড়ায় স্থাপিত চার্চমিসন-স্কুলে এবং আমেরিকার খৃষ্টানদিগের স্থাপিত একটি স্কুলে দেশীয় ও বিদেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোকদিগকে অধ্যাপন-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত।

১৮৮১-৮২ সালে বেথুন ও ঢাকা স্কুলে ৩০৫, সাহায্যপ্রাপ্ত ৯৬৯টি স্কুলে ১৬০০৪, সাহায্যবিহীন ৭১টি স্কুলে ২২০০ এবং বালকদিগের স্কুলে ২২৮০৫ জন বালিকা অধ্যয়ন করিতে থাকে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারি হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে (বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর) প্রায় হাজার বালিকার মধ্যে একজন মাত্র কোন না কোন স্কুলে লেখাপড়া করিতেছিল।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিপক্ষে ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি ও স্থানীয় বোর্ডের পৃথক্ ব্যয় নির্দ্দেশ করা কমিসন আবশ্যক বিবেচনা করেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বালিকা-স্কুলে বর্দ্ধিত হারে সাহায্য দেওয়া

প্রয়োজন। এই নিমিত্ত সাহায্যের প্রচলিত নিয়মাবলীর আবশ্যক পরিবর্ত্তনও তাঁহারা অনুমোদন করেন। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তি বিষয়ে উৎসাহপ্রদান জন্য কমিসন ১২ বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাদিগের জন্য বিশেষ বৃত্তি-স্থাপনের উপদেশ প্রদান করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরিবর্ত্তে শিক্ষয়িত্রী এবং পরিদর্শনকার্য্যের জন্য মহিলাদিগের নিয়োগকরণ কমিসন বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কার বিবেচনা করেন। শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি জন্য অধিকসংখ্যক নর্ম্মাল-স্কুল-স্থাপন, এবং বালিকাদিগের জন্য প্রবেশিকা-পরীক্ষার ন্যায় স্বতন্ত্র একটি পরীক্ষার বিধানকরণ কমিসন আবশ্যক জ্ঞান করেন। শিশু-শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীতে বালক ও বালিকাদিগকে একত্র শিক্ষাদান তাঁহারা অনুমোদন করেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ; ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের বিধান ; চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টা ; পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ; কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ-প্রতিষ্ঠা , কৃষিবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টা ; পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।]

এ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিস্তারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ব্যবহারিকশিক্ষা-প্রচলনের কোনই উল্লেখ করা হয় নাই। এ বিষয়ে পৃথক বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশেই এই সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পরিচ্ছেদে

কিছু বলা হয় নাই। ব্যবহারবিধি, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও পূর্ত্তবিদ্যা এই তিনটির মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের আবশ্যকতাই ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে অনুভব করেন, এবং তৎপ্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, এদেশে রাজ্যস্থাপনাবধি ইং... রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়। উক্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানই কলিকাতা মাদ্রাসা এবং বেনা... সংস্কৃতকলেজ-স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। কলিকাতায় 'সংস্কৃতকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাতে হিন্দুদিগের ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদানের বিধান করা হয়। ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। পর বৎসর হইতে আইন-পরীক্ষা-কমিটি নামে এক কমিটির প্রতি পরীক্ষাগ্রহণের ভারার্পণ করা হয়। ১৮৩৯ সালে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের মন্তব্যানুসারে হিন্দুকলেজে আইন-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ১৮৪২ সালে উক্ত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল মিঃ জে, ই, লায়েল সর্ব্বপ্রথম আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল আইন-অধ্যাপকের পদ শূন্য থাকে, এবং ১৮৪৬ সালে অধ্যাপক পুনরায় নিয়োগ করা হয়। ঐ বৎসর শিক্ষাপরিচালক-সমিতি নিয়ম করেন যে, সিনিয়ার পরীক্ষার্থীদিগকে আইন বিষয়েও পরীক্ষা দিতে হইবে। এই বিধানহেতু উহার পর বৎসর হইতে হিন্দু-কলেজে আইন-শিক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে মফঃস্বল আদালতে ওকালতি করিবার ডিপ্লোমা বা সনন্দ প্রদান করা হইত। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে উক্ত বিধান উঠিয়া যায় এবং

আইন বিষয়ে উচ্চ ও নিম্ন দুই পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই দুই পরীক্ষা ব্যতীত আইন বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ আর একটি পরীক্ষার বিধান কয়েক বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৮৫৭ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত আইনের নিম্ন পরীক্ষায় ২০৭ জন, বি-এল্ পরীক্ষায় ৯৪৯ এবং সর্ব্বোচ্চ ডি-এল্ পরীক্ষায় ২ জন উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করণাবধি ব্যবস্থাশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যা এই দুই বিষয়েই দেশীয় লোককে শিক্ষাপ্রদানের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বিষয়ে শিক্ষাদানই যে কলিকাতা-মাদ্রাসা, বেনারস-সংস্কৃত-কলেজ ও কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজ-স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদানের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ ফিসার সাহেবের বিবরণীতে দেখা যায়। * গবর্ণমেণ্ট একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহাতে প্রতিবৎসর ২০ জন দেশীয় ছাত্র ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করেন এবং বিদ্যালয়-পরিচালন জন্য মাসিক ৮০০৲ টাকা বেতনে একজন অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের এবং প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ৮৲ টাকা হারে বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেন, কিন্তু ডিরেক্টর-সভা এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন না। তাঁহারা মাদ্রাজে প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে দেশীয় খৃষ্টান শিক্ষার্থীদিগকে কম্পাউণ্ডারের কার্য্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, এবং অধ্যক্ষের বেতন ৮০০৲ অতিরিক্ত বিবেচনা করিয়া উহা মঞ্জুর করিতে আপত্তি করেন। কিন্তু স্থানীয়

* Fisher's Memoir.

মেডিক্যাল্ বোর্ড পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব সমর্থনপক্ষে বিশেষ কারণ প্রদর্শন করায় উহাই পরে মঞ্জুর করেন। ১৮২৬ সাল হইতে প্রতিবৎসর ৫০জন ছাত্র ভর্ত্তি করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, এবং উহাদিগকে মাসিক ১০৲ হারে বৃত্তি দেওয়ার বিধানও মঞ্জুর হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদিগকে হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় শরীর-সংস্থান-বিদ্যা, ভৈষজ্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে তিন বৎসর ব্যাপী শিক্ষাপ্রদানের এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে গবর্ণমেণ্টের সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগে ২০৲ হইতে ৩০৲ বেতনে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮২৭ সালে কলিকাতা-মাদ্রাসায় এবং সংস্কৃতকলেজে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে শিক্ষাদান আরম্ভ হয়, এবং পর বৎসর ডাক্তার টাইট্‌লার নামক জনৈক ইংরেজ চিকিৎসক সংস্কৃতকলেজে শারীরবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রণীত একখানি পুস্তক সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। ছাত্রদিগের শিক্ষার সুবিধা জন্য সংস্কৃতকলেজের সন্নিকট একটি হাঁসপাতাল চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। এই সময় হইতে ছাত্রেরা নরকঙ্কাল লইয়া শারীরবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। মাদ্রাসা ও সংস্কৃতকলেজে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ডিরেক্টর-সভা ১৮৩১ সালে মঞ্জুর করেন। এইরূপে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতায় পূর্ব্বোক্ত তিন স্থানে চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা হইতে থাকে। শিক্ষার্থীদিগের ইংরেজিভাষায় অনভিজ্ঞতা এবং প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত ইংরেজি গ্রন্থের অভাববশতঃ শিক্ষার ফল যে সন্তোষজনক হইত না, কর্ত্তৃপক্ষের তাহা অবিদিত ছিল না। শিক্ষার সংস্কারবিধান জন্য শিক্ষাসমিতি প্রস্তাব করেন যে, কেবল ইংরেজি-ভাষায় অভিজ্ঞ ছাত্রদিগকে ইংরেজি-পুস্তকের সাহায্যে 'চিকিৎসাবিদ্যা'

শিক্ষা দেওয়া হউক; কিন্তু সংস্কৃতকলেজের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার টাইটলার উহার বিশেষ প্রতিবাদ করেন। প্রধানতঃ এই মতানৈক্য হেতু গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কি প্রণালী অবলম্বন করিলে চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ জন্য ১৮৩৩ সালে একটি কমিটি নিয়োজিত করেন। কমিটি সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে-শিক্ষা-প্রদানোপযোগী একটি কলেজ বা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়-স্থাপনপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কেবল ইংরেজিভাষায় অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদিগকে উক্ত ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়াই কমিটি সমীচীন বিবেচনা করেন।* গবর্ণমেণ্ট কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে পূর্ব্বকথিত মেডিক্যাল স্কুল ও মাদ্রাসা এবং সংস্কৃতকলেজের সংসৃষ্ট চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং ১৮৩৫ সালে জুন মাসে কলিকাতায় মেডিক্যাল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাস পূর্ব্বে (২৮শে জানুয়ারি তারিখে) সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল উহার কার্য্য-পরিচালন বিষয়ে যে মন্তব্য প্রচার

* We would very respectfully submit to your Lordship in Council our serious opinion that the best mode of fulfilling the great ends under consideration, is for the State to found a Medical College for the education of the natives, in which the various branches of medical science cultivated in Europe should be taught, and as near as possible, on the most approved European system .. A knowledge of the English language we consider as the sine qua non, because that language contains within itself the circle of all the sciences.

Extract from the Report of the Committee of 1833

করেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। মন্তব্যে আদেশ দেওয়া হয় যে, ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে সংস্কৃতকলেজের ও মাদ্রাসার চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার শ্রেণী এবং মেডিক্যাল-স্কুলের কার্য্য বন্ধ করা হইবে, এবং উহাদের উপযুক্ত ছাত্রদিগকে নেটিভ্ ডাক্তারের পদে নিযুক্ত করা হইবে। অবশিষ্ট ছাত্রদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত সৈনিক বিভাগের অধীন রাখা যাইবে। প্রস্তাবানুযায়ী কলেজ স্থাপিত হইলে শিক্ষা-সমিতি উহার পরিচালনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, এবং সমিতির উক্ত কার্য্যপরিচালনে সাহায্য করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র মেডিক্যাল কমিটি নিয়োজিত হইবে। শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও বাঙ্গালা অথবা হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রয়োজনানুরূপ ব্যুৎপন্ন কি না তাহা নির্দ্ধারণ জন্য সমিতি ও কমিটি উহাদিগের একটি প্রবেশিকা-পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ঐ পরীক্ষার ফলানুসারে প্রথমতঃ ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করা হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদিগকে যথাক্রমে মাসিক ৭৲, ৯৲ ও ১২৲ টাকা হারে বৃত্তি-প্রদানের নিয়মও মন্তব্যে প্রচারিত হয়। অধ্যয়ন-কাল ৪ হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় এবং এই আদেশও প্রচারিত হয় যে, উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহারা প্রথম সাত বৎসর ৩০৲ টাকা হারে, তৎপর ৪০৲ এবং ১৪ বৎসর কার্য্য করিবার পর ৫০৲ হারে মাসিক বেতন পাইবে। মন্তব্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য-পরিচালন জন্য মাসিক ১২০০৲ বেতনে একজন অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক এবং ৬০০৲ বেতনে একজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের বিধান থাকে। কিন্তু প্রথমাবধি আরও একজন সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ তিন জন মাত্র অধ্যাপকের দ্বারা কলেজের শিক্ষাদান-কার্য্য পরিচালিত

হইতে থাকে। প্রথম যে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নাম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে :—অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক ডাঃ ব্রাম্‌'ল, ১ম সহকারী অধ্যাপক ডাঃ এইচ্, এইচ্, গুডিভ্, ২য় সহকারী অধ্যাপক ডাঃ ডব্লিউ, বি, ওসানিসি। শেষোক্ত অধ্যাপকদ্বয় এদেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন।

কলেজের কার্য্যারম্ভ হওয়ার তিনমাস পরেই ছাত্রদিগের প্রতি শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে শিক্ষকদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। অনেকেই অবগত আছেন যে, পরোলকগত মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন, এবং এই ব্যাপার সে সময় এতদূর গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় যে, তদুপলক্ষে তোপধ্বনি পর্য্যন্তও হইয়াছিল। প্রথম শিক্ষার্থীরা এই কার্য্য যে কতদূর ভয়াবহ মনে করিয়াছিল, তাহা মহামতি বেথুন সাহেব, মধুসূদনের প্রতিকৃতি কলেজে স্থাপন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। বেথুন সাহেব বলেন (তিনি অন্যের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করেন) যে, মধুসূদন যখন ছুরিকা-হস্তে ডাঃ গুডিভের সঙ্গে শবরক্ষিত গৃহে প্রবেশ করেন, তখন অপর ছাত্রেরা ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হয়, কিন্তু তাহারা ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করে না; বাহিরে থাকিয়া দরজা ও জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে কি ভয়ানক ব্যাপার হয় তাহা দেখিবার চেষ্টা করে। মধুসূদন যখন দৃঢ়তার সহিত ছুরিকা দ্বারা মৃতদেহের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, তখন সকলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন কোন অসহনীয় সন্দেহ হইতে পরিত্রাণ পাইল।*

---

* .. At the appointed hour, scalpel in hand, Madhu Sudan

১৮৩৮-৩৯ সালে মেডিক্যাল-কলেজের প্রথমপ্রবিষ্ট ছাত্রদিগের শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয়। ঐ পরীক্ষায় সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, দ্বারিকানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও ভোলানাথ বসু এই চারিজন পরীক্ষার্থী যেরূপ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা-সমিতি তাঁহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্ম গবর্ণমেণ্টের বায়ে ইংলণ্ডে পাঠাইবার এক প্রস্তাব করেন; কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। যাঁহাদের নাম করা হইল তাঁহারা সকলেই পরে (১৮৪৪ সালে) ডাঃ গুডিভের সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করেন।*

১৮৩৮ সালে শিক্ষাসমিতি ও মেডিক্যাল-কাউন্সিল কলেজে দেশীয় ভাষায় নিম্নতর এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার এক প্রস্তাব করেন, এবং গবর্ণমেণ্টও ঐ প্রস্তাব অনুমোদন

followed Dr Goodeve into the godown where the body lay ready. The other students deeply interested in what was going forward but strongly agitated with mingled feelings of anxiety and alarm, crowded after them, but durst not enter the building where this fearful deed was to be perpetrated. They clustered round the doors peeped through the Jhilmils, resolved at least to have ocular proof of its accomplishment. And when Madhu Sudan's knife, held with a strong and steady hand made a deep incision in the breast, the lookers on drew a long gasping breath like men relieved from the weight of some intolerable suspense.

Selection from Educational Records Vol II.

* ১৮৪৫ সালে কলেজে ৫৭ জন হিন্দু ছাত্র থাকে, উহাদের মধ্যে ১৯ জন ব্রাহ্মণ, ২১ জন কায়স্থ, ৮ জন বৈদ্য, ২ জন কৈবর্ত্ত, ২ জন তাঁতি, ৩ জন বণিক, ১ জন খুড়ি, ১ জন তিলি ও ১ জন সদ্গোপ ছিলেন।

Rev Long's Introduction to Mr. Adam's Report.

করেন। প্রস্তাবানুসারে ১৮৩৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে নিম্নশ্রেণীর কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ ৫০ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়, এবং শিক্ষা সমাধা করিয়া ইহাদের সকলকেই প্রয়োজন হইলে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতে হইবে এই আদেশও প্রচারিত হয়। এই শ্রেণীর উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই প্রথমতঃ নেটিভ্ ডাক্তার নামে আখ্যাত হন। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, ইহারা ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন। সকল শিক্ষার্থীকেই এই মর্ম্মে এক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয় যে, শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অধীন সাত বৎসর কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। সৈনিক বিভাগের কার্য্যক্ষম হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদিগের জন্য ১৮৪৫ সালে পূর্ব্বকথিত নেটিভ্ ডাক্তার শ্রেণীর ন্যায় আর একটি শ্রেণী স্থাপিত হয়, এবং ১৮৫ সালে কেবল বাঙ্গালাপ্রদেশের শিক্ষার্থী দগের বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদানের জন্য স্বতন্ত্র আর একটি শ্রেণীও প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর হইতে উহার কার্য্যারম্ভ হয়। উত্তর কালে এই শ্রেণীর উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণও নেটিভ্ ডাক্তার নামে আখ্যাত হইতে থাকেন।

১৮৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী বাহাদুর মেডিক্যাল কলেজের বর্ত্তমান হাঁসপাতাল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং ১৮ ১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে ঐ গৃহে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। গৃহনির্ম্মাণের জন্য পরলোকগত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৫০,০০০৲ টাকা এবং স্বনামখ্যাত মতিলাল শীল ১২,০০০৲ টাকা মূল্যের এক খণ্ড ভূমি দান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে মেডিক্যাল কলেজের উত্তীর্ণ

ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা প্রদান করা হইত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর উপাধি দানের বিধান করেন, এল্, এম্, এস্ ও এম্, ডি।

পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে এদেশের লোককে কৃষিবিদ্যা-শিক্ষা-প্রদানের আবশ্যকতার প্রতি ইংরেজ-রাজপুরুষদিগের মনোযোগ অনেক পূর্ব্ব হইতেই আকৃষ্ট হয়। গবর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে এক যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, এবং একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের জন্য তিনি বারাকপুরে গবর্ণমেণ্টের যে পার্ক বা উদ্যান আছে তাহার কতকাংশ ব্যবহার করিবারও প্রস্তাব করেন। কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় না। পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবানুসারেও কোন কার্য্য হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৮৫৪ সালে ডিরেক্টর-সভার শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে শিক্ষাপরিচালক-সমিতি কেবল সাধারণ শিক্ষার কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে তৎপ্রতিই বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে থাকেন। উক্ত মন্তব্য প্রচারিত হইলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কৃষি বা শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদানের কোনই চেষ্টা করা হয় না। ১৮৫৯ সালে ভারতসচিব লর্ড ষ্ট্যান্‌লির মন্তব্য প্রচারিত হইলে গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য কি প্রকার শিক্ষাবিধান করা আবশ্যক তৎসম্বন্ধে দেশীয় খ্যাতনামা কয়েক ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, পাঠশালায় কৃষিশিক্ষা বিধানের পক্ষে মত প্রদান করেন। রাজা বাহাদুর বলেন যে, বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদিগের জন্য কৃষি ও বিবিধ প্রয়োজনীয় শিল্পবিদ্যা-শিক্ষাদানোপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন করা

আবশ্যক। মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা স্কুলে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলেন। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে বড়লোকের উদ্যানে যে সকল মালী কাজ করিত, সেই শ্রেণীর লোক দ্বারা বাঙ্গালা স্কুলে কৃষিশিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। কিন্তু এবারেও কেবল মত-সংগ্রহেই চেষ্টার শেষ হয়। কয়েক বৎসর পরে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্থানে কৃষিশিক্ষার জন্য একটি কলেজ-স্থাপনের এক প্রস্তাব বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করেন, এবং ঐ কলেজের জন্য বিশেষ সাহায্যদান করিতেও স্বীকৃত হন। সে সময়ের জমিদার-সমিতির পক্ষ হইতে উহার সম্পাদক এক আবেদন-পত্রে কৃষিশিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। উক্ত সমিতি প্রস্তাব করেন যে, কোন একটি বা একাধিক বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী অধ্যাপক দ্বারা জমিদারী, ব্যবসায়ী ও শিল্পীশ্রেণীর শিক্ষার্থীদিগকে কৃষিবিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করা হউক। তাঁহারা বলেন যে, কৃষিবিদ্যাবিষয়ে যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে অবশ্যই আপন আপন অধিকারমধ্যে পাশ্চাত্যপ্রণালী-মতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে; এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রজারাও নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিবে এবং কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর লোকের যে কুসংস্কার আছে, এতদ্দ্বারা তাহাও দূরীকৃত হইবে। প্রজাদের পক্ষে স্কুলে পুস্তক পড়িয়া কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অপেক্ষা প্রস্তাবিত উপায়ে উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করাই যে অধিকতর কার্য্যকরী হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ করা যাইতে পারে না।* জমিদার-সমিতির ন্যায় ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া-

* 'The class from which the committee has the greatest hopes

সভাও (এই সভার অধিকাংশ সভ্যই জমিদার ছিলেন) বিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যাশিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রদান করেন। তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, কৃষিবিদ্যা এদেশের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভূত বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু উক্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একটি কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব তাঁহারা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা গ্রাম্য বাঙ্গালা স্কুলেই প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ঐ সকল স্কুলের কৃষিবিদ্যার শিক্ষক সম্বন্ধে তাঁহাদের এই প্রস্তাব থাকে যে, নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষার্থীদিগকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদান করিলে তাহারা বাঙ্গালা স্কুলে উহা শিক্ষা দিতে পারিবে। * এই প্রসঙ্গে তাঁহারা আরও বলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

is that of the Talukdars and the sons of the traders and artisans whose fathers have acquired moderate wealth and have invested it in the purchase of land. . .If these men had the opportunity of attending an agricultural class when at school or college, it may be hoped that some of them would apply the teaching they had received to the improvement of their crops. This seems to the committee the most likely means of introducing improved modes of cultivation, and of gradually breaking down the prejudice which separates practical agriculture from education * * The ryots would adopt the system which they saw to pay and would learn from observation and practical experience what they never would have been taught from theoretical education in the schools."

Letter to Government from the Secretary, Landlord's Association, dated 21st October 1864.

* "The committee deem it highly desirable that some arrangement should be made for rendering instruction in agriculture a part of the general scheme of education in this country. * * *

যে যে শাখা অধ্যয়ন করিলে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকেরা ব্যবহারমূলক কৃষি-বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেই সকল বিষয়ে কলেজে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সমিতিদ্বয়ের উল্লিখিত প্রস্তাব দুইটি সমালোচনা করিয়া শেষোক্ত প্রস্তাবটির স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করেন, * এবং তদনুসারে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম শিক্ষক হরিমোহন মুখার্জ্জি ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে এই রিপোর্ট করেন যে, নর্ম্মাল-স্কুলের তিন শ্রেণীর ছাত্রদিগকেই সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany) ও কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ছাত্রদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকার সংযোজন ও বিশ্লেষণ, প্রত্যেকের উর্ব্বরতা-শক্তি কোন্ প্রকার শস্য জন্মাইতে কি সার ব্যবহার করা আবশ্যক, বাগানে ফলবান্ বৃক্ষাদি ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জাদি জন্মাইবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকায় মৌখিক উপদেশ ও গাছপালার সাহায্যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। উন্নত ছাত্রদিগকে প্রতি শনিবারে

The object aimed at may be attained by the establishment of Agricultural Teacherships in vernacular village schools. * * * With a view to rear up a body of qualified teachers it would be necessary in the first instance, to provide for their instruction in the Normal schools...for the training of village school masters."

Letter to Government from the Honorary Secretary of the British Indian Association.

* Letter dated the 27th May 1865 from the Director of Public Instruction to the Secretary of the Bengal Government.

গবর্ণমেণ্টের বাগানে গিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ারও নিয়ম থাকে।*

নর্ম্মাল-স্কুলের উল্লিখিত কৃষিশিক্ষার শ্রেণী কয়বৎসর বিদ্যমান থাকে তাহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। মফঃস্বলে কোন বাঙ্গালা-স্কুলে যে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কোন রিপোর্টে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। নর্ম্মাল-বিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগ সম্ভবতঃ ১৮৭০ সালের মধ্যেই উঠিয়া যায় এবং শিক্ষাবিভাগ কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। ১৮৭৮ সালে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দ্ধারণ জন্য এক কমিসন নিযুক্ত করা হয়, এবং কমিসনের রিপোর্ট ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্টে কমিসন প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি কৃষি-বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তদনুসারে শিবপুরে কৃষিশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মফঃস্বলে নিম্নশ্রেণীর স্কুলে কৃষিবিষয়ে কিছু শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও ঐ সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, শিক্ষাবিভাগ কিংবা কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ পর্য্যন্ত উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর স্কুলে কৃষিশিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির কোন বিদ্যালয়ে ১৮৪৪-৪৫ সালের পূর্ব্বে

* Opportunity is also availed of every Saturday to take the more advanced pupils to the Royal Botanical Garden for practical instruction. The lectures on Horticulture and Agriculture are devoted to the study of soils, the modes of improving them, the manures best suited to this country, the system of propagating and multiplying plants, the effect of climate on vegetation &c.

Report by Babu Hari Mohan Mukherjee.

পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদানের কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিক্ষা পরিচালক সমিতির উক্ত বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, উহার পূর্ব্ব বৎসর হিন্দুকলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও পূর্ত্তবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য দুইজন অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য মাসিক ৩০০৲ বেতন নির্দ্দেশ করা হয়। কলেজের ছাত্র ব্যতীত অপর শিক্ষার্থীদিগকেও নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিলে উভয় বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে। এই বেতনের অর্দ্ধাংশ অধ্যাপককে দেওয়ার বিধানও করা হয়। কিন্তু ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত পূর্ত্তবিদ্যার অধ্যাপকের অভাবে উক্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান স্থগিত থাকে। কেবল অধ্যাপকের অভাবেই যে কার্য্যারম্ভ হয় না তাহাও বোধ হয় না। কারণ ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ে দুইটি প্রস্তাব করিয়া তৎসম্বন্ধে শিক্ষা-সমিতির মত জিজ্ঞাসা করেন। প্রথম প্রস্তাব দেশীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত পূর্ত্তবিভাগের নিম্নতর কার্য্যনির্ব্বাহো-পযোগী শিক্ষার বিধান; এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব পূর্ত্তবিভাগের সমস্ত পদেই সৈনিকবিভাগের লোক-নিয়োগকরণ এবং উহাদিগকে, অর্থাৎ কেবল ইউরোপীয়দিগকেই, তদুপযোগী শিক্ষাপ্রদান। শিক্ষাসমিতির ১৮৪৭-৪৮ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সমিতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন নাই। ঐ বৎসর বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মেজর গুড্‌উইন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পূর্ত্তবিভাগে নিয়োগ করিবার এক প্রস্তাব করেন, কিন্তু শিক্ষাসমিতি এই মত প্রকাশ করেন যে সামান্য বেতনে ঐ শ্রেণীর লোক পাওয়া যাইবে না। অতঃপর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদায়ী স্বতন্ত্র

বিদ্যালয়-স্থাপনের এক প্রস্তাব করিয়া তৎসম্বন্ধে ডিরেক্টর-সভার আদেশ প্রার্থনা করেন। উক্ত সভা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ১৮৫৪ সালের মার্চ্চ মাসে শিক্ষা-পরিচালক-সমিতি প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্সি কলেজে পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদানের বিধান-মঞ্জুর জন্য পুনরায় আর এক প্রস্তাব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ উক্ত বর্ষে জুলাই মাসে ডিরেক্টর-সভার শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ক মন্তব্য প্রচারিত হয়, এবং তদনুসারে গবর্ণর জেনারেল পূর্ত্তবিদ্যাবিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত কলিকাতায় স্বতন্ত্র একটি কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। * ডিরেক্টর-সভা ঐ প্রস্তাব এবং পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সিকলেজে পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষাবিধানের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহারও বিচার করিয়া স্বতন্ত্র একটি কলেজ-স্থাপনের পক্ষেই মত প্রদান করেন, এবং উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের টমাসন কলেজ ও মান্দ্রাজে ক্যাপ্‌টেন মেট্‌ল্যাণ্ড যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের অনুকরণে কলিকাতায় পূর্ত্তবিদ্যা শিক্ষাপ্রদায়ী একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিবৃত আর একটি প্রস্তাব-প্রেরণ জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদেশ প্রদান করেন।† এই আদেশপত্রে তাঁহারা ইহাও উল্লেখ করেন যে, প্রেসিডেন্সি-কলেজে পূর্ত্তবিদ্যা শিক্ষাদান জন্য কোন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে না; কিন্তু উক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য কলেজের ছাত্র কিংবা বহিঃস্থ পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে

* Despatch dated the 1st September 1854 to the Court of Directors.

† Despatch dated the 2nd May 1855 to the Governor General in Council.

উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্স-কলেজেই পূর্ত্তবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। ঐ বৎসরেই শিবপুরে বর্ত্তমান কলেজ স্থাপিত হয় এবং তদবধি উহার ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রার্থী-দিগের বিশেষ শিক্ষার জন্য ঢাকা, পাটনা ও হুগলি কলেজে স্বতন্ত্র এক একটি শ্রেণী স্থাপিত করেন। ঐ শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত পূর্ত্তাবস্থা বিষয়েও সামান্য পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৭৫ সালে ঐ কয়েকটি শ্রেণী উঠিয়া যায়, এবং উহাদের পরিচালনে যে অর্থ ব্যয় হইত তদ্দ্বারা হুগলি, কটক, ঢাকা ও পাটনাতে জারপশিক্ষার জন্য এক একটি স্কুল স্থাপিত হয়। হুগলির স্কুল ১৮৮০ সালে উঠিয়া যায়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[পরবর্ত্তী বিবরণের শাখা ; পাঠ্যের আদর্শানুসারে স্কুলের শ্রেণীবিভাগ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজ, জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তিপ্রদানের নূতন বিধান ; দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ বা হাইস্কুল, উপাধি পরীক্ষার বিষয় ও আদর্শের পরিবর্ত্তন ; রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তির ও আইন-অধ্যাপক নিয়োগের বিধান কয়েকটি কলেজের অবনতি বোয়ালিয়া হাইস্কুল ও রাজসাহী কলেজ স্থাপন ; স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার বিশেষ বিধান উচ্চশিক্ষার আশাতীত বিস্তার ছাত্রসংখ্যার তুলনা কলেজ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি ; ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসন ও উক্ত কমিসনের কলেজ সম্বন্ধে মন্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের ১৮৮২ পর্য্যন্ত সংখ্যা ; পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।]

১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ সালের মধ্যে বঙ্গদেশের শিক্ষাবিধান ও শিক্ষা-পরিচালন সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তৎসমুদায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শাখায় অন্তর্ভূত বিবেচনা করা যাইতে পারে—(১) শিক্ষা-পরিচালন জন্য শিক্ষা সমিতির স্থলে নূতন শিক্ষাবিভাগ-সংস্থাপন, এবং এই বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য প্রথমতঃ চল্লিশ জন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, দুইজন ইন্‌স্পেক্টর ও সর্ব্বোপরি একজন ডিরেক্টর নিয়োগ, (২) সাহায্যদান-প্রথা-প্রবর্ত্তন এবং তদ্দ্বারা নূতনবিদ্যালয়-স্থাপন ; (৩) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ; (৪) শিক্ষার বিষয় ও উহার সীমানুসারে বিদ্যালয়সমূহের শ্রেণীবিভাগ, যথা—কলেজ, উচ্চ ইংরেজি ও মধ্য-ইংরেজি স্কুল, মধ্যবাঙ্গালা স্কুল পাঠশালা, অধ্যাপন-কার্য্যশিক্ষার স্কুল (Normal School), বালিকা-স্কুল। ডিরেক্টর ও

ইন্‌স্পেক্টরের পদে ইংরেজ সিভিলিয়ান নিযুক্ত করা হয়, এবং স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পুর্ব্বে এদেশে কলেজের নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজিশিক্ষাপ্রদায়ী যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সে সমুদায় বর্ত্তমান আদর্শানুযায়ী কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত সমুদায় জেলাস্কুলগুলিও সমশ্রেণীর ছিল না, কারণ তখনও সকল স্কুল হইতে ছাত্রেরা জুনিয়ার পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। অন্যান্য স্কুলের পাঠ্যবিষয়েও কোন প্রকার সমতা ছিল না। জুনিয়ার পরীক্ষার নিম্নতর অন্য কোন পরীক্ষাগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত না থাকায় স্কুলের পরিচালকগণ আপন আপন মতানুসারে উহাদের পাঠ্যবিষয় ও ঐ সকল বিষয়ে উন্নতির সীমা নির্দ্দেশ করিতেন। খৃষ্টান-মিসনারিদের পরিচালিত স্কুলগুলি তাঁহাদের দেশস্থ স্কুলের আদর্শে গঠিত হয়, এবং এদেশের লোকের স্থাপিত অধিকাংশ স্কুল জেলাস্কুলের অনুকরণে পরিচালিত হইতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক প্রবেশিকা-পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইতেই এই সকল স্কুলের শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হয়। যে সকল স্কুল উক্ত পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহারাই উচ্চ ইংরেজি স্কুল, এবং উহার নিম্নতর ইংরেজিশিক্ষা-প্রদায়ী স্কুল মধ্যইংরেজি নামে অভিহিত হইতে থাকে। এই দুয়ের নিম্নে আর এক শ্রেণীর স্কুল ছিল। ঐ সকল স্কুলে কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত। হার্ডিঞ্জ-স্কুল ও পরবর্ত্তী মডেল-স্কুল এবং সার্কেল-স্কুলগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। সাহায্যদান-প্রথা প্রচলিত হইলে যে সকল মধ্যবাঙ্গালা-স্কুল স্থাপিত হয়, সে সমস্তই মডেল বা

সার্কেলের কেন্দ্রীয় স্কুলের সমশ্রেণীর ছিল। উচ্চ ইংরেজি-স্কুলের উপরের দুই শ্রেণী পরিত্যাগ করিলে পাঠ্যবিষয় ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সে সময়ের উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি-স্কুলের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না। সার্কেল-স্কুল স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালা-স্কুল সমস্তই প্রায় এক শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে। কিন্তু উহাদের স্থাপনাবধি প্রত্যেক কেন্দ্রের শাখা-স্কুলগুলি নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা-স্কুলে বা পাঠশালায় পরিণত হয়। এই সকল স্কুল ব্যতীত দেশমধ্যে সে সময়ে বহুসংখ্যক প্রাচীন পাঠশালা ছিল। সংখ্যায় উহারা নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও পাঠশালা অপেক্ষা যে অনেক অধিক ছিল তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। এস্থলে অনুমান শব্দের ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, শিক্ষা-বিভাগ সে সময়ে ঐ শ্রেণীর পাঠশালার সংখ্যা নির্দ্দেশ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কেবল প্রাচীন পাঠশালায় নহে, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতির সংখ্যা বা উহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও বিবরণ তৎকালের সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় বাঙ্গালায় সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশটি কলেজ নূতন প্রবর্ত্তিত উপাধি-পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। উহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি, হুগলি, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও বহরমপুর কলেজ, মেডিক্যাল-কলেজ, এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজ, প্রেসিডেন্সি-কলেজের আইন-শাখা, এই কয়েকটি সরকারী, এবং ডভটন্, ফ্রি-চার্চ, লা-মার্টিনিয়ার, লণ্ডন-মিসন, সেণ্ট্-পল ও শ্রীরামপুর-কলেজ মিসনারি-দিগের পরিচালিত বিদ্যালয় ছিল। ১৮৬০ সালে সংস্কৃত কলেজ ও সেণ্ট জভিয়ার কলেজ, এবং ১৮৬২ সালে পাটনা কলেজ ও বিশপ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নূতন শিক্ষাবিভাগ গঠিত হওয়ার সময়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে সরকারী কলেজ ও স্কুলের সিনিয়ার এবং জুনিয়ার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারদর্শিতানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইত। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত ২৪টি সিনিয়ার এবং ১৭৮টি জুনিয়ার বৃত্তি ছিল। দেশীয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রদত্ত অর্থ হইতে আরও ১১টি সিনিয়ার এবং ২টি জুনিয়ার বৃত্তি দেওয়া হইত। সিনিয়ার বৃত্তির হার ১২৲ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল; কিন্তু জুনিয়ার সমুদায় বৃত্তিই ৮৲ টাকা হারে দেওয়া হইত। ১৮৬১-৬২ সাল হইতে প্রেসিডেন্সি-কলেজের ছাত্রদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৭টি বৃত্তি * ব্যতীত সমস্ত সিনিয়ার ও জুনিয়ার বৃত্তিপ্রাপ্তির অধিকার সরকারী ও বে-সরকারী সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই প্রদান করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইতেই এদেশের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে পরিচালিত হইতে থাকে। সরকারী ও বে-সরকারী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় কয়েকটির মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ পার্থক্য চলিয়া আসিতেছিল, নূতন উপাধি ও প্রবেশিকা-পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে সিনিয়ার ও জুনিয়ার পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় ও ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগের উন্নততর সীমা নির্দ্দেশ করিবার

* বর্দ্ধমান রাজার বৃত্তি	... ৫০৲	মাসিক হার
দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৃত্তি	... ২০৲	„
বার্ড সাহেবের নামীয় বৃত্তি	... ৪০৲	„
রিয়ান „ „ „	... ৪০৲	„
গোপীমোহন ঠাকুরের বৃত্তি	... ৩০৲	„
কলেজ-প্রতিষ্ঠা-স্মরণার্থ বৃত্তি ২টী	... ৩০৲	„

ক্ষমতা কেবল গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকগণের ও শিক্ষা-সমিতির হস্তে ন্যস্ত থাকায় মিসনারি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রতিযোগিতায় প্রথমোক্ত কলেজের ছাত্রদিগের সমকক্ষ হইতে পারিত না। গবর্ণমেণ্টের অধীন পদপ্রাপ্তির জন্য যে পরীক্ষা গৃহীত হইত তাহাতেও সরকারী বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণব্যক্তিদিগেরই অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইত। এই সকল কারণে সরকারী ও বে-সরকারী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে যে মনোমালিন্য অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণের ভার লওয়া অবধি তাহা দূরীকৃত হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার বিষয় এবং পরীক্ষার্থীদিগের পারদর্শিতার সীমা নির্দ্দেশকরণ ব্যতীত উচ্চশিক্ষা-পরিচালনকার্য্যে অন্য কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু উহার উন্নতি যে অলক্ষিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃকই সাধিত হইয়াছে তাহাতে কোনও মতভেদ হইতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমতঃ যে কয়েকটি কলেজ উহার অঙ্গীভূত হয়, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম ও গৌহাটি গবর্ণমেণ্ট-স্কুল এবং মাদ্রাসার ইংরেজি শাখা এফ্, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষাপ্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর বিদ্যালয় সে সময়ে কলেজ নামে আখ্যাত হইত না; উহাদিগকে হাইস্কুল (High School) বা উচ্চ-ইংরেজি-স্কুল বলা হইত।

উপাধি-পরীক্ষায় ইংরেজি ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষাও প্রথমতঃ পরীক্ষার অন্যতম বিষয় থাকে, কিন্তু ১৮৬২-৬৩ সাল হইতে উহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কিম্বা আরবি বা পারসি ভাষায় পরীক্ষাপ্রদানের বিধান প্রচলিত হয়। ১৮৬৬ সালের পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ ব্যতীত অন্য

কোন কলেজ হইতে শিক্ষার্থীরা আইন বিষয়ে উপাধি-পরীক্ষা দিতে পারিত না; কিন্তু উহার পরবর্ত্তী তিন বৎসর মধ্যে আরও সাতটি কলেজ ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের অধিকার প্রাপ্ত হয়। স্বর্গীয় প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর সি, এস্, আই মহোদয়ের প্রদত্ত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নামানুসারে ১৮৬৬-৬৭ সাল হইতে ব্যবস্থাশাস্ত্রে উপদেশ-প্রদানের নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরের জন্য এক এক জন অধ্যাপক-নিয়োগের বিধান প্রবর্ত্তন করেন। ঐ বৎসরেই রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ এবং গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৭২ সালে বি, এ, পরীক্ষার বিষয়গুলি দুইটি স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত হয়। ইংরেজি-সাহিত্য ও গণিত উভয় শাখারই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য থাকে; কিন্তু এক শাখায় প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য কোন এক প্রাচীন ভাষা, দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাস এবং অপর শাখায় উহাদের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্ভূত কোন তিনটি বিষয় পাঠ্য নির্দ্দেশ করা হয়। এফ্, এ, পরীক্ষাতেও মনোবিজ্ঞান ও রসায়ন-পরীক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাধীন পাঠ্য থাকে।

গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া নিম্নশিক্ষার ব্যয়-বৃদ্ধিকরণ-উদ্দেশে ১৮৭২ সালে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও সংস্কৃতকলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ বা হাইস্কুলে পরিণত করেন। উহাদের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থানীয় অর্থসাহায্যে ১৮৭৫ সালে পুনরায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়। স্থানীয় সাহায্যে মেদিনীপুর ও বোয়ালিয়া (রাজসাহী) গবর্ণমেণ্ট-স্কুল ১৮৭২ সালে হাইস্কুল বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বোয়ালিয়া হাইস্কুলের জন্য রাজসাহী জেলার দুবলহাটির জমিদার বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৭৭-৭৮ সালে হাইস্কুল প্রথম

শ্রেণীর কলেজে উন্নমিত হয়। কলেজের আংশিক-ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য দিঘাপাতিয়ার স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৭২ সাল হইতে চট্টগ্রামের ও মাদ্রাসার এফ্, এ, শ্রেণী উঠিয়া যায়; কিন্তু চট্টগ্রামে উক্ত শ্রেণী ১৮৭৬ সালে পুনঃ স্থাপিত হয়। বেথুন-বালিকা-বিদ্যালয় ১৮৭৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং দুই বৎসর পর প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থিনীদের সম্বন্ধে এই বিশেষ নিয়ম করেন যে, তাঁহারা গণিতের পরিবর্ত্তে এফ, এ, পরীক্ষায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এবং বি, এ, পরীক্ষায় উহার পরিবর্ত্তে অর্থনীতিশাস্ত্র এবং প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে প্রচলিত কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন হইতে উহার পরবর্ত্তী পঁচিশ বৎসর মধ্যে বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার আশাতীত বিস্তার হইয়াছিল। প্রথমতঃ এগারটি সাধারণশিক্ষা এবং তিনটি বিশেষ-শিক্ষা-প্রদায়ী কলেজ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। ১৮৮১ সালে প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা একুশ এবং শেষোক্তের সংখ্যা সাত পর্য্যন্ত হয়। স্বর্গগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৯ সালে মেট্রোপলিট্যান কলেজ স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে এই বিদ্যালয়ই দেশীয় লোকের চেষ্টায় ও অর্থে এবং কেবল দেশীয় অধ্যাপক দ্বারা পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয়ের প্রথম ও সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মেট্রোপলিট্যান কলেজের দৃষ্টান্তেই ১৮৮১ সালে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় মহাত্মার চেষ্টায় সিটি কলেজ স্থাপিত হয়।* ১৮৭১ হইতে ১০ বৎসর মধ্যে উচ্চশিক্ষার

* ১৮৮২ সালের পরে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়ের উল্লেখ করা হইল না।

যে কতদূর বিস্তার হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

কলেজের নাম	ছাত্র-সংখ্যা	
সরকারী	১৮৭১-৭২	১৮৮১-৮২
১। প্রেসিডেন্সি কলেজ	৪০১	৩৪৪
২। সংস্কৃত "	২৬	৫৪
৩। হুগলি "	১৫৪	১৯২
৪। ঢাকা "	১১২	২৫৭
৫। কৃষ্ণনগর "	১১৬	৮০
৬। বহরমপুর "	৩১	৩১
৭। রাজসাহী "	—	৪০
৮। মেদিনীপুর "	—	১২
৯। চট্টগ্রাম "	২	১৩
১০। বেথুন "	—	৫

কলেজের নাম	ছাত্র-সংখ্যা	
বে-সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত	১৮৭১-৭২	১৮৮১-৮২
১। জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ	৬২	৫০১
২। ফ্রি-চার্চ "	১১১	১৪৫
৩। সেণ্ট জেভিয়ার "	১২	৮৪
"	—	২৮
৫। লণ্ডন মিসন "	৪৫	৫০
৬। ক্যাথিড্রেল মিসন "	১৩০	—

কলেজের নাম	ছাত্র-সংখ্যা	
সাহায্য-বিহীন	১৮৭১-৭২	১৮৮১-৮২
১। মেট্রোপলিট্যান কলেজ	—	৩৮০
২। সিটি "	—	৫৮
বিশেষ শিক্ষাপ্রদায়ী কলেজ		
১। প্রেসিডেন্সি (আইন)	৩১০	১২১
২। হুগলী (ঐ)	৬৫	৩৭
৩। ঢাকা (ঐ	৮০	৩৮
৪। কৃষ্ণনগর (ঐ)	৪৫	১২
৫। মেট্রোপলিট্যান (ঐ)	—	১৯৮
৬। মেডিক্যাল কলেজ	২১৯	১১৭
৭। এঞ্জিনিয়ারিং "	—	১৭০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, দশ বৎসর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা সরকারী কলেজে ৮৫৩ হইতে ১০৩৫, এবং বে-সরকারী কলেজে ৩৯৯ হইতে ১২৪৬ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সরকারী চারিটি কলেজেই আইনশিক্ষা-শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার হ্রাস হয়।

১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসনের মন্তব্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ উচ্চশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধন বিষয়ে ১৮৫৪ সালের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতিই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করেন। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে উক্ত নীতির মূলসূত্র এই থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার স্বহস্তে রাখিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ শ্রেণীর নূতন

বিদ্যালয়ও স্থাপন করিতে পারিবেন।* কিন্তু কমিসনের নিয়োগপত্রে ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ থাকে যে, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় পরিচালনের ভার স্থানীয় লোকের, প্রধানতঃ মিউনিসিপ্যালিটির, প্রতি অর্পণ করা কতদূর সম্ভবপর, কমিসন তাহার অনুসন্ধান করিয়া ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মন্তব্যে প্রকাশ করিবেন। এই আদেশানুসারে কমিসন সরকারী কলেজগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের সম্বন্ধে কোন্ নীতি অবলম্বন যুক্তিসঙ্গত তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা প্রেসিডেন্সি, ঢাকা, হুগলী প্রভৃতি কলেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন, কারণ, ঐ সকল বিদ্যালয়ের উপরেই দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। যে সকল কলেজ স্থানীয় লোকের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে কোন সন্দেহের কারণ দেখা যায় নাই, সেইগুলি সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে পরিণতকরণের স্বপক্ষে কমিসন মত প্রদান করেন। কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী কলেজ এই শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুই শ্রেণীর কলেজ ব্যতীত অন্যান্য অর্থাৎ মেদিনীপুর, বহরমপুর ও চট্টগ্রাম কলেজ পরিচালন জন্য সন্তোষজনক স্থানীয় বন্দোবস্ত না হইলে ঐগুলি উঠাইয়া দেওয়াই কমিসন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। উচ্চশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগ, যতদূর সম্ভব, কমিসনের উল্লিখিত নীতিই এ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

* "The maintenance of the existing Government colleges and schools of a high order and the increase of their number when necessary" as referred to in the Despatch of 1859.

১৮৮২-৮৩ সালের কমিসনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উহার অঙ্গীভূত বিশেষ শিক্ষাপ্রদায়ী কোন বিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিবার আদেশ দেওয়া হয় না। এই নিমিত্ত কমিসনের রিপোর্টে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কেবল নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি মাত্র মন্তব্য প্রকাশিত হয়:—

(১) উচ্চশিক্ষার অধিকতর বিস্তার আবশ্যক; (২) কলেজের সাহায্য-দান করিতে উহার ব্যয়, অধ্যাপকের সংখ্যা ও তাঁহাদের পারদর্শিতা এবং উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে স্থানীয় অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; (৩) সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের বাড়ী-নির্ম্মাণ ও আসবাব ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ সাহায্যদান আবশ্যক, (৪) গবর্ণমেণ্ট-কলেজে অধিকসংখ্যক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় অধ্যাপক (বিশেষতঃ যাঁহারা ইউরোপে উচ্চশিক্ষালাভ করিয়াছেন) নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত, (৫) উপাধি-পরীক্ষার্থী ব্যতীত অপর শিক্ষার্থীকেও কলেজের অধ্যক্ষ সঙ্গত বিবেচনা করিলে বিশেষ কোন বিষয় অধ্যয়নের জন্য যাহাতে গ্রহণ করিতে পারেন, তৎপক্ষে তাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক, (৬) প্রত্যেক কলেজে কোন উপযুক্ত অধ্যাপক দ্বারা ছাত্রদিগকে পৌরকার্য্য বা পুরবাসিগণের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ বক্তৃতায় উপদেশপ্রদানের বিধান করা আবশ্যক; (৭) উপাধিপ্রাপ্ত পারদর্শী ব্যক্তিবিশেষকে ইউরোপের কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য বিশেষ বৃত্তিপ্রদান করা আবশ্যক; (৮) এম্-এ পরীক্ষার্থীদিগের জন্য কয়েকটি বৃত্তিস্থাপন আবশ্যক।

কলিকাতা হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের সংখ্যার এক তালিকা হিন্দু-পেট্রিয়ট্-পত্রিকায় প্রকাশ করেন।* নিম্নে ঐ তালিকা প্রদর্শিত হইল।

পরীক্ষার নাম			১৮৫৭ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের সংখ্যা
এন্‌ট্র্যান্স্	...	...	১৬২৯১
এফ্-এ	...	...	৩৮৭৪
বি-এ		...	১৫৮৯
এম্-এ		...	৩৯৮
আইনের নিম্ন পরীক্ষা		...	২০৭
বি-এল্	...	...	৯৪৯
ডি-এল্	...		২
প্রথম এল্-এম্-এস্	.	...	৫৭৯
দ্বিতীয় ঐ	...	...	৩৪৩
প্রথম এম্-বি		..	১২৭
দ্বিতীয় ঐ	...	..	১৬৪
এম্-ডি	...	...	৫
এল্-ই		..	৯৮

পাশ্চাত্যবিদ্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত উক্ত শিক্ষার প্রবর্ত্তনাবধি দেশের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ইংরেজিশিক্ষার ফলে যুবকবৃন্দ নীতিভ্রষ্ট হয়, দেশের অধিকাংশ লোকে পূর্ব্বে ইহা একপ্রকার অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জ্ঞান

* Quoted in the Report of the Education Commission of 1882 83.

করিতেন। কারণ, নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আবহমানকাল-প্রচলিত সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক বিধানসমূহ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, ঐ সমস্ত অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকেন, এবং আবশ্যক না হইলেও ঐ সকলের বিরুদ্ধে চলিয়া উহাদের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করিতেন না। সুতরাং এই শ্রেণীর লোক যে নীতিপরায়ণ হইতে পারে না, সাধারণের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইংরেজদিগের মধ্যেও এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নৈতিক উৎকর্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে বিভিন্নমত পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছিল। এক পক্ষ বলিতেন এবং এখনও বলিয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্যশিক্ষার দ্বারা এদেশের লোকের নৈতিক উন্নতি হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের পক্ষে এইরূপ মত প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে, খৃষ্টশিষ্যেরা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক নীতিমান্ হইতে পারে না। কিন্তু যাজক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য শ্রেণীর ইংরেজদিগের মধ্যেও পূর্ব্বে অনেকে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক, উচ্চশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসন যে মত প্রকাশ করেন, তাহাই সমীচীন এবং এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। কমিসনার মহোদয়েরা বলেন যে, পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তি যে বিচলিত হইয়াছে, তাহা সত্য; কিন্তু প্রকৃত নীতি-জ্ঞান ঐ সকল বিশ্বাসমূলক নহে, উচ্চশিক্ষা দ্বারা উহার উপলব্ধি কখনও শিথিল হইতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসও যে মন্দীভূত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না, কারণ, শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিরাই ধর্ম্মসংস্কারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী এবং তাঁহারাই

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাজকর্ম্মচারী এবং অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সত্যনিষ্ঠা ও নীতিপরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে যে অসৎ ব্যক্তি নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে অসৎ ব্যক্তি কেবল এদেশে নহে, ইংলণ্ডেও দেখা যায়।* এই প্রকারের দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতে নূতন শিক্ষার অসারতা প্রতিপন্ন করা যায় না। সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশের হিতসাধন-চেষ্টা যদি নৈতিক উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেশমধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও প্রচলিত ভাষার উন্নতি-চেষ্টা, সংবাদপত্রের প্রচার, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন-উদ্দেশে বিবিধ সমিতি-স্থাপন এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকার্য্যে মনোযোগ প্রদর্শন দ্বারা আপনাদিগের উচ্চনীতিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

* "Dishonest servants are of course found among highly educated natives of India as they are sometimes found among highly educated natives of England."

Report of the Education Commission of 1882-83

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[প্রবেশিকা-পরীক্ষার আদর্শ ও উহার পরিবর্তন ; উচ্চ-ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা ; জুনিয়ার বৃত্তিদানের নিয়ম, গবর্ণমেণ্টের উচ্চ-ইংরেজি স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে ষ্টেট-সেক্রেটেরির আদেশ ; সার চার্লস্ উড্ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শিক্ষানীতির সমালোচনা ; গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ও ব্যয়ানুসারে শ্রেণীবিভাগ, জেলায় শিক্ষাকমিটী স্থাপন ; মধ্য-ইংরেজি-পরীক্ষা-প্রবর্ত্তন ; মধ্য-ইংরেজি বৃত্তিস্থাপন, ১৮৭২ সালের মধ্য-ইংরেজি পরীক্ষার বিষয় ও আদর্শ, মধ্য-ইংরেজি স্কুলের সংখ্যার হ্রাস, দশ বৎসরের তুলনা ; উচ্চ-ইংরেজি স্কুলে নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদানের বিধান ; ব্যবহারিক শিক্ষার অভাব, ঐ বিষয়ে ১৮৮২-৮৩ সালের কমিসনের মন্তব্য ; বি ও সি শ্রেণীর পরীক্ষা-বিধান।]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রবেশিকা-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে যে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা জুনিয়ার পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিত, সেইগুলিই উচ্চইংরেজি স্কুল বলিয়া গণ্য হইত। কোন কোন বিষয়ে জুনিয়ার পরীক্ষার আদর্শ প্রবেশিকার আদর্শ অপেক্ষা কতক পরিমাণে উচ্চতর ছিল ; কিন্তু পরীক্ষার বিষয় বিবেচনা করিলে শেষোক্ত পরীক্ষাই প্রথম দুই বৎসর অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইয়াছিল। কারণ প্রাণিতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, বল ও গতি বিজ্ঞান প্রথমতঃ পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির অন্তর্ভূত থাকে। দুইবৎসর পর ঐ কয়েকটী বিষয় পরীক্ষার পাঠ্য হইতে পরিত্যক্ত হয় ; এবং কেবল ইংরেজি ও বাঙ্গালা সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল এই কয় বিষয়ে পরীক্ষাগ্রহণের বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ নিয়ম করেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রেরা দেশীয় প্রচলিত ভাষায় ভূগোল, ইতিহাস ও গণিত এই তিন

বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে। যে সকল স্কুল পূর্ব্বে জুনিয়ার পরীক্ষার আদর্শানুযায়ী শিক্ষাপ্রদান করিতে পারে নাই, সেইগুলি যাহাতে প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাদানের যোগ্য হইতে পারে, উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তনের তাহাই উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ঐ নিয়ম সত্ত্বেও অনেক স্কুল নির্দ্ধারিত সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬১-৬২ সাল হইতে সমস্ত বিষয়েই ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষাগ্রহণের বিধান করেন। পূর্ব্বের বিধান বজায় থাকিলে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার যে অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইত এবং দেশীয় ভাষারও যে অধিকতর উন্নতি হইত, এক্ষণে অনেকেই এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন।

সাহায্যদান-প্রথার প্রবর্ত্তন হইতেই এদেশে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকে। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬২ সালের মধ্যে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে (বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা) ৭২টি সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে ঐ সকল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১০২০৩ হইয়াছিল, এবং ঐ বর্ষে গবর্ণমেন্টের পরিচালিত ৪৬টি জেলা-স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৮২৭১ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত বৎসরে জেলা-স্কুলে গড়ে ১৭৯ এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ১৪৬ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। পরবর্ত্তী চারিবৎসর মধ্যে সাতটি জেলা-স্কুল এবং আটটি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত জুনিয়ার-বৃত্তি কেবল সরকারী স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকেই দেওয়া হইত। ঐ বৎসর হইতে সকল স্কুলের ছাত্রদিগকেই বৃত্তিপ্রাপ্তির অধিকার প্রদান করা হয়; এবং ৮৲ টাকা হারে ১৭৮টি বৃত্তির পরিবর্ত্তে ১৮৲, ১৪৲ ও ১০৲ টাকা হারের ১৬০টি বৃত্তি স্থাপিত হয়।

এই নিয়ম প্রবর্ত্তন দ্বারা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগ যে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের পূর্ব্বতন সঙ্কীর্ণ নীতিই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সাহায্যদান-প্রথার প্রচলন দ্বারা উচ্চ ও নিম্ন উভয়বিধ শিক্ষা-বিস্তারের সুযোগবৃদ্ধি হইবে, প্রথমতঃ কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই প্রকার ধারণা ছিল। কিন্তু উক্ত প্রথা প্রচলিত হইলে দেখা যায় যে, সাহায্যদানের নিয়মানুসারে নিম্নশিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর নহে, সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কেবল ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এই কারণে ১৮৫৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্রে এই শিক্ষানীতি নির্দ্দেশ করা হয় যে, নিম্ন-শিক্ষার সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্টকেই বহন করিতে হইবে। কিন্তু উচ্চ-শিক্ষার ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যতীত নিম্নশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহকরণ সংঘটনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। উচ্চ-বিদ্যালয়-পরিচালনের ভার গবর্ণ-মেণ্টের বহন করা আবশ্যক ও উচিত কি না, তৎসম্বন্ধে ভারতসচিবের উল্লিখিত পত্রে স্পষ্টতঃ এই আদেশ থাকে যে, ব্যয়-সংক্ষেপ জন্য কোনও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা হইবে না। উহার পরবর্ত্তী দুই আদেশপত্রেও উক্ত শিক্ষানীতিরই সমর্থন করা হয়। সম্ভবতঃ এই সকল আদেশের প্রতি নির্ভর করিয়াই বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ কেবল উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের প্রতিই সমস্ত মনোযোগ প্রদান করিতে থাকেন। ১৮৬২ সালের কার্য্যবিবরণীতে ডিরেক্টর মিঃ এট্‌কিন্‌সন্ উক্ত শিক্ষানীতিরই সমর্থনপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতসচিব সার চার্লস্ উড্ ১৮৬৩ সালের এক আদেশপত্রে ঐ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালার ডিরেক্টরের মন্তব্য অবগত হইয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কারণ, ডিরেক্টরের বিবেচনায় উচ্চশিক্ষা-

বিধান-চেষ্টায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলে, অর্থাৎ দেশস্থ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যতদিন নিম্নশিক্ষার উন্নতিকল্পে মনোযোগ প্রদান আবশ্যক বিবেচনা না করিবেন, ততদিন কেবল প্রথমোক্ত শিক্ষার উন্নতিসাধনই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভারতসচিব বলেন যে, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ প্রকার শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। * ১৮৬৪ সালের আর এক আদেশপত্রেও সার চার্লস্ উড্ পুনরায় এই শিক্ষানীতি নির্দ্দেশ করেন যে, যাহারা নিজের ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ, গবর্ণমেণ্টের অর্থ তাহাদের শিক্ষার জন্যই, যতদূর আবশ্যক, ব্যয় করিতে হইবে, এবং ধনবান্ শ্রেণীর লোকে যাহাতে উচ্চশিক্ষার ভার আপনারা বহন করেন তাহার চেষ্টাও ক্রমশঃ করিতে হইবে।† ঐ বর্ষের জানুয়ারী মাসের এক পত্রে ষ্টেট্-সেক্রেটেরি ডিউক অব আরগাইল আদেশ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক জেলার সদর ষ্টেসনে গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত এক একটি আদর্শ উচ্চ-ইংরেজি স্কুল রাখিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার হওয়ার পর প্রায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত উচ্চ-

* Without entering into a discussion on the question here involved, it is sufficient to remark that the sentiments of the Home Authorities with regard to it have already been declared with sufficient distinctness and that they are entirely opposed to the views put forward by (Mr. Wingfield and) Mr. Atkinson

Despatch of 1863

† These principles are that as far as possible, the resources of the state should be so applied as to assist those who cannot be expected to help themselves, and that the richer classes of the people should gradually be induced to provide for their own education

Despatch of 1864

বিদ্যালয়-পরিচালনের সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত কি না, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। ১৮৮২-৮৩ সালে ভারতগবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষাকমিসন নিযুক্ত করেন, তাহার প্রতি এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণের ভারার্পণ করা হয়। কমিসন যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, পরে তাহার উল্লেখ করা হইবে।

১৮৭০-৭১ হইতে ১৮৮০-৮১ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় আর নূতন গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয় না। ১৮৭৪ সালে আসামে স্বতন্ত্র শিক্ষা-বিভাগ গঠিত হওয়ায় বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট-স্কুলের সংখ্যা ৪৮ হয়; কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ-ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৯১টি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ৬৬টি সাহায্যবিহীন উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭২ সালে গবর্ণমেণ্ট জেলা-স্কুলের ব্যয় সম্বন্ধে এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। ইতঃপূর্ব্বে যে স্কুলের জন্য যাহা আবশ্যক হইত প্রতি বৎসর তাহাই মঞ্জুর করা হইত। উক্ত বৎসর হইতে প্রত্যেক স্কুলের বার্ষিক ব্যয় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৭৭-৭৮ সালে ছাত্রসংখ্যা অনুসারে জেলা-স্কুলসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বার্ষিক ব্যয়ের হারও তদনুসারেই স্থিরীকৃত হয়। ৩০০ বা তদূর্দ্ধ ছাত্র থাকিলে ঐ সকল স্কুল প্রথম শ্রেণীর, ৩০০ এর নিম্নে ১৭৫ পর্য্যন্ত সংখ্যা হইলে স্কুলগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১৭৫ এর কম যাহাদের ছাত্রসংখ্যা সেই সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয়। প্রথম শ্রেণীর ৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৫টি এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১২টি স্কুল-পরিচালন জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ মাসিক ৬৬০০৲ টাকা সাহায্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ছাত্রবেতন ইত্যাদি হইতে ঐ সকল স্কুলের মাসিক আয় ১২০০০৲ টাকা অনুমান করিয়া উক্ত সাহায্যের

পরিমাণ স্থির করা হয়। হিন্দু ও হেয়ার-স্কুল এবং কলেজ-সংসৃষ্ট অপর কয়েকটি স্কুল এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত থাকে না। ১৮৯২-৯৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ নিয়মানুসারেই জেলা-স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে থাকে, এবং উহার পরবৎসর হইতে এই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৭২-৭৩ সালে প্রত্যেক জেলার শিক্ষাপরিচালনের ভার স্থানীয় কমিটির প্রতি ন্যস্ত করা হয়। বিভাগীয় কমিসনর সভাপতি এবং জেলার মাজিস্ট্রেট প্রত্যেক কমিটির প্রতিনিধি-সভাপতি থাকেন, অবশিষ্ট মেম্বরগণও গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিতেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যয়-বৃদ্ধি বা সংক্ষেপ করণের এবং ৫০৲ টাকার অনধিক বেতনের শিক্ষক-নিয়োগের ক্ষমতা কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর এই সকল বিষয়ে কমিটির উপদেষ্টা স্বরূপ থাকেন।

বাঙ্গালায় ইংরেজি-শিক্ষাপ্রদায়ী বিদ্যালয়সমূহ যে কারণে উচ্চ ও মধ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রবেশিকা-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল স্কুলে ইংরেজিভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত সে সমস্তই এক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে ইংরেজিভাষায় উত্তরপ্রদানের বিধান হইলে যে সকল স্কুল উক্ত আদর্শানুযায়ী শিক্ষা-দানের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সমস্তই ১৮৬৩-৬৪ সাল হইতে মধ্য-ইংরেজি স্কুল নামে অভিহিত হইতে থাকে। উহার পরবৎসর হইতে মধ্য-ইংরেজি-পরীক্ষার বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই কয় প্রদেশের মধ্য-ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা ৫৪৯ হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে কেবল ৮টি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়, অবশিষ্ট সমস্তই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে

পরিচালিত হইতে থাকে। মধ্য-ইংরেজি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য ১৮৭০-৭১ সালে মাসিক ৫৲টাকা হারে ২০০ বৃত্তি স্থাপিত হয়। বৃত্তি দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইত এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা উচ্চ-ইংরেজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিত। ঐ সময়ের মধ্য-ইংরেজি-পরীক্ষার আদর্শ যে কতদূর উচ্চ ও ব্যাপক ছিল, তাহা নিম্নপ্রদর্শিত পাঠ্যতালিকা হইতে অনুমিত হইবে।*

পরীক্ষার বিষয়	প্রশ্নপত্রের সংখ্যা
ইংরেজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ ...	২
বাঙ্গালা " " ...	১
পাটীগণিত ...	২
জ্যামিতি ...	১
পরিমিতি ও জরিপ ...	১
ইতিহাস ...	২
সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল ...	২
বীজগণিত (প্রথম চারি নিয়ম ইংরেজিতে) ...	১
পদার্থবিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ...	১

১৮৭৫-৭৬ সাল পর্য্যন্ত মধ্য-ইংরেজি ও মধ্য-বাঙ্গালা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ পরীক্ষা থাকে, কিন্তু পরবৎসর হইতে উভয়শ্রেণীর পরীক্ষার পার্থক্য উঠিয়া যায়। প্রথমোক্ত পরীক্ষায় কেবল ইংরেজি সাহিত্য অতিরিক্ত বিষয় থাকে। শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ জন্য এই সময় মধ্য-ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা কমিয়া যায়। কতকগুলি স্কুল মধ্য-বাঙ্গলা শ্রেণীতে পরিণত

* Howell's Education in British India.

হয়। ১৮৭০-৭১ হইতে ১৮৮০-৮১ পর্য্যন্ত দশবৎসর মধ্যে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর ইংরেজি স্কুলের সংখ্যার পরিবর্ত্তন নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	* ১৮৭০-৭১	১৮৮০-৮১
উচ্চ-ইংরেজি, গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত	৫৩	৪৮
ঐ সাহায্যপ্রাপ্ত	৮০	৯১
ঐ সাহায্যবিহীন	—	৭২
মধ্য-ইংরেজি, গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত	৮	৯
ঐ সাহায্যপ্রাপ্ত	৫৫১	৪৪১
ঐ সাহায্যবিহীন	—	১২৩

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে ইংরেজি-ভাষায় উত্তরপ্রদানের বিধান-প্রবর্ত্তন হইতে উচ্চ-ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি-ভাষায় সাহায্যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। ১৮৭৯ সালে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নিম্নশ্রেণীতে ইংরেজিভাষায় গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা না দিয়া দেশীয় প্রচলিত ভাষাতেই ঐ সকল শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে মতানৈক্য বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার দেখা যায়, সে সময়েও তদ্রূপই ছিল। যাহা হউক ১৮৮০-৮১ সালে কয়েকটি গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে নিম্নের পাঁচ শ্রেণীতে ইংরেজি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের পাঠ্য প্রচলিত হয়। কিন্তু দেশীয়, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি এই পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া পড়েন। এই কারণে অল্পকালের মধ্যেই ঐ প্রথা উঠিয়া যায়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ-

* আসামের স্কুল এই সংখ্যার অন্তর্গত নহে।

পত্রে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা ইংরেজি-স্কুলে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদানের জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। ১৮৮২ ৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসন ব্যবহারিক শিক্ষার অভাব-হেতু সমস্ত শিক্ষার্থীর কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ-প্রদানে যে অনিষ্ট হইতেছিল, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিসন বলেন যে, ইউরোপের স্কুলসমূহে যেরূপ আধুনিক ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়, এদেশের স্কুলেও ঐ প্রকার শিক্ষাদানের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন; সুতরাং এই প্রকার শিক্ষার বিধান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কমিসন প্রস্তাব করেন যে, উচ্চ-ইংরেজি স্কুলের উপরের দুই শ্রেণীতে দুইটি পৃথক্ শাখা থাকা আবশ্যক, একটিতে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে, এবং অপর শাখার ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের উপযোগী কয়েক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কমিসন ইহাও প্রস্তাব করেন যে, গবর্ণমেণ্টের আফিসে কর্ম্মপ্রাপ্তিবিষয়ে উভয়শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের যাহাতে সমান অধিকার প্রদান করা হয়, এরূপ নিয়মপ্রবর্ত্তনও আবশ্যক। *

* The recommendation was that "in the upper classes of high schools there be two divisions, one leading to the Entrance examination of the University, the other of a more practical character intended to fit youths for commercial or non-literary pursuits."

Indian Education Commission Report, 1882 83.

প্রায় বিশ বৎসর পর ১৯০১ সালে গবর্ণমেণ্ট কমিসনের উক্ত মন্তব্যানুসারে কয়েকটি মাত্র বি ও সি (B and C) স্কুলে এই দুই শ্রেণীর ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[নিম্নশিক্ষার উন্নতি-চেষ্টা, ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি, মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি; সার্কেলপ্রথা-প্রচলন দ্বারা পাঠশালার উন্নতি-চেষ্টা; ঐ উদ্দেশ্যে নর্ম্মাল প্রথার প্রবর্ত্তন; তিন শ্রেণীর পাঠশালা ও উহাদের সংখ্যা, নিম্নশিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গালার তুলনা, নিম্নশিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে ষ্টেট্-সেক্রেটারী ও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, নিম্নশিক্ষার উন্নতি ও উহার পরিচালন জন্য সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের নূতন বিধান, নর্ম্মাল-স্কুলের ও পাঠশালার পাঠ্যের পরিবর্ত্তন, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা, উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলের উৎপত্তি; পুরস্কার-প্রথার প্রচলন; উহার বিশেষত্ব, পাঠশালার সংখ্যা ও ব্যয় বৃদ্ধি; সরকারী সাহায্য হইতে গুরুদিগের আয়ের পরিমাণ, প্রধানগুরু নিয়োগ-প্রথা; শিক্ষাকর-ধার্য্যের প্রস্তাব ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ঐ বিষয়ে আপত্তি, নর্ম্মাল-স্কুলের বিবরণ, নর্ম্মাল-স্কুল ও নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা-কমিসনের মন্তব্য।

যে সমস্ত কারণে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ নিম্নশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে উদাসীন থাকেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। লর্ড হার্ডিঞ্জের আদেশানুসারে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সির মধ্যে একশত একটি স্কুল স্থাপনই নিম্নশিক্ষার উন্নতিপক্ষে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা বলা যাইতে পারে। ঐ সকল স্কুলের অধিকাংশই অল্পকালের মধ্যে উঠিয়া যায়, এবং লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে মডেল বা আদর্শ স্কুল নামে হার্ডিঞ্জ স্কুলের অনুরূপ কতকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের

ব্যয়ে এই শ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র নিম্নশিক্ষার বিস্তারকরণ কেহই সম্ভাব্য বিবেচনা করেন না। কর্ত্তৃপক্ষ অন্য উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাচীন পাঠশালার সংস্কারই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই মতের বিরুদ্ধবাদিগণ উহা অসাধ্য ব্যাপার বিবেচনা করেন; কারণ, ঐ সকল পাঠশালার শিক্ষকেরা নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদানকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। তাঁহারা বলেন যে, পাঠশালায় কিছু কিছু সাহায্য-দান দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু এ উপায়ে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষার প্রবর্ত্তন কখনই হইতে পারে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অবশেষে ইহাই স্থির হয় যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিম্নশ্রেণীর স্কুল-স্থাপন ও পরিচালন ব্যতীত সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং ঐ শিক্ষার উন্নতি হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৪ সালের শিক্ষা-বিষয়ক আদেশানুসারে শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে। উচ্চশিক্ষার ন্যায় সাধারণশিক্ষার উন্নতি-চেষ্টা এই পরিবর্ত্তনজনিত নূতন শিক্ষানীতির একটি প্রধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে। পরিবর্ত্তনের আর একটি বিশেষত্ব সাহায্যদান-প্রথার প্রচলন। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রথমতঃ উক্ত প্রথা অবলম্বন দ্বারা প্রাথমিক-শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, পাঠশালার উন্নতিপক্ষে উহা উপযোগী নহে। এই নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের আদেশপত্রে ভারতসচিব লর্ড ষ্ট্যান্‌লি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও সংস্কার জন্য সাহায্যদান এবং সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে স্কুল স্থাপন ও পরিচালন, এই দ্বিবিধ

উপায়ই অবলম্বন করা আবশ্যক। সুতরাং ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিবিষয়ে উক্ত শিক্ষানীতি অনুসরণ করেন।

সাহায্যদান-প্রথার প্রবর্ত্তন হইতেই দেশীয় প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা-প্রদায়ী মধ্যশ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সকল স্কুল গবর্ণমেণ্ট মডেল স্কুলের আদর্শে গঠিত হয়, এবং উহাতে ইংরেজি-ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। এই শ্রেণীর স্কুলের যে পরিমাণে বিস্তার হওয়া অনুমান করা হইয়াছিল, সাহায্যদান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর কঠোরতা হেতু তাহা হইতে পারে নাই। সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য যে হারে স্থানীয় ব্যয় নির্দ্দেশ করা হয়, অনেক স্থলে স্কুলের পরিচালকগণ তাহা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং প্রচলিত সাহায্য-নিয়মের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়, এবং এই বিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কিছুকাল বাদানুবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন যে, স্কুলের ছাত্রবেতন হইতে যে আয় হয়, তাহা স্থানীয় সাহায্যের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এই নিয়ম-প্রবর্ত্তন হইতেই মধ্য ও নিম্ন উভয়শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮৭১ সালে প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা ৭৬৯ এবং ১৮৭৬ সালে ৮০২ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বেহার প্রদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য শিক্ষাব্যয় হ্রাস হওয়ায় সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা কমিয়া যায়; কিন্তু সাহায্যবিহীন স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে।

প্রাচীন পাঠশালার সংস্কারসাধনই সার্কেলস্কুল-স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক সার্কেলের প্রধান শিক্ষককে সপ্তাহে এক বা একাধিকবার শাখা-পাঠশালায় শিক্ষা দিতে হইত; গুরু-

মহাশয়েরা যাহাতে শিক্ষাপ্রণালী এবং নূতন পাঠ্যবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, প্রধান শিক্ষককে তৎপ্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। যে সকল পাঠশালা কোন কেন্দ্রীয় স্কুলের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল, কেবল সেইরূপ দুই চারিটিই কেন্দ্রের শাখাভুক্ত হইতে পারিত। সুতরাং এই উপায়ে পাঠশালার সংস্কার ও নিম্নশিক্ষার বিস্তার অতি ধীরে ধীরে হইতেছিল। ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে ১৭২টি মাত্র সার্কেল স্থাপিত হয়। প্রত্যেক সার্কেলের গড়ে তিনটি শাখা থাকিলে পাঁচ বৎসরে সমুদায়ে পাঁচ শতের কিঞ্চিদধিক সংখ্যক পাঠশালার সংস্কার হওয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই কারণে সার্কেল প্রথার আনুষঙ্গিক অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক বিবেচিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট তৎকালীন ইন্‌স্পেক্টর পরলোক-গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নূতন এক শ্রেণীর নর্ম্মাল-স্কুল-স্থাপনের এবং গুরুদিগকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট হারে মাসিকবৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করেন। প্রথমতঃ কয়েকটিমাত্র জেলার সদর ষ্টেসন ও কোন কোন মহকুমায় এই শ্রেণীর নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপিত হয়, এবং ষ্টেট্‌-সেক্রেটেরী কর্ত্তৃক এই প্রথা অনুমোদিত হইলে ক্রমে সকল জেলা ও মহকুমায় উহা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রাচীন পাঠশালার কোন শিক্ষক বা তাঁহার কোন আত্মীয় নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষকতা করিতে সম্মত হইলে তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য নর্ম্মাল-স্কুলে প্রেরণ করা হইত। শিক্ষার্থী মাসে ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন এবং শিক্ষা শেষ করিয়া আসিলে তাঁহাকে, কোন না কোন পাঠশালায় অন্যূন ৫৲ টাকা বেতনে শিক্ষকের কার্য্য করিতে হইত। লিখন, পঠন, পাটীগণিত ও শুভঙ্করী, বাঙ্গালার ইতিহাস ও

ভূগোল এবং শিক্ষাপ্রণালী, গুরুদিগকে নর্ম্মাল-স্কুলে এই কয়েক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই উপায়ে ১৪ বৎসরে ১০০০০ পাঠশালার সংস্কার হইতে পারিবে। সার্কেল-পাঠশালা এবং নর্ম্মাল-স্কুলে-শিক্ষিত গুরুদিগের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালা ব্যতীত আরও কতকগুলি পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া হইত। ১৮৬৩-৬৪ হইতে ১৮৬৮-৬৯ পর্য্যন্ত এই তিন শ্রেণীর পাঠশালার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

	সার্কেল পাঠশালা	নর্ম্মাল পাঠশালা	অন্যান্য পাঠশালা
১৮৬৩-৬৪	২০৫	১৮৩	৩২৮
১৮৬৪-৬৫	৩০২	৩৮০	৪৪৩
১৮৬৫-৬৬	৩০৭	৫৩৯	৪৫০
১৮৬৬-৬৭	৩৭৮	৮৮৩	৬০০
১৮৬৭-৬৮	৩৩৬	১২১৩	২৫৪
১৮৬৮-৬৯	২৯৮	১৫২০	৩২৩

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ছয় বৎসরে নর্ম্মাল পাঠশালার সংখ্যা প্রায় আটগুণ হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে উহাদের সংখ্যা ২১৯৮ পর্য্যন্ত হয়। পাঠশালার সংখ্যাবৃদ্ধি অনুসারে উহাদিগের পরিচালনের ব্যয়ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮৬৭-৬৮ সালে এই সকল স্কুলের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে নিম্নশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য পৃথক্ কর আদায় হইয়া থাকে; বাঙ্গালা দেশেও ঐ প্রকার কর আদায়ের বিধান করা আবশ্যক, নতুবা নিম্নশিক্ষার বিস্তার হওয়া অসম্ভব। ভারত-

গবর্ণমেণ্ট ইহাও প্রদর্শন করেন যে, জনসংখ্যা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত কয়েক প্রদেশের সহিত তুলনায় নিম্নশিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে বঙ্গদেশ অনেক পরিমাণে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ৪ কোটিরও অধিক; কিন্তু ১৮৬৬-৬৭ সালে সকল শ্রেণীর পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ৩৯১০৪এর অধিক হয় নাই। ঐ বর্ষে বোম্বাই প্রদেশে (লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬৪ লক্ষ) পাঠশালার ছাত্র-সংখ্যা ৭৯১৮৯, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে (লোকসংখ্যা ৩ কোটি) ১২৫৩৯৪, পঞ্জাবে (লোকসংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ) ৬২৩৫৫ এবং মধ্যপ্রদেশে (লোকসংখ্যা ৮৫ লক্ষ) ২২৬০০ হইয়াছিল। সার্কেল ও নর্ম্মাল স্কুল দ্বারা নিম্নশিক্ষার উন্নতি হইতেছিল বটে, কিন্তু উহার বিস্তার-কার্য্যে বঙ্গদেশ যে ভবিষ্যতে অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহা সন্দেহের বিষয় বিবেচনা করেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে, অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টেরও নিম্নশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কেবল যে কর্ত্তব্যানুরোধেই এই দায়িত্ব গ্রহণ আবশ্যক, ইহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ সাধারণ লোকের মূর্খতা দূর না হইলে রাজ্যশাসন ও রাজস্বরক্ষা-কার্য্যে গুরুতর অসুবিধা ও বিপদ্‌ হইতে পারে।* এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকর ধার্য্যকরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন; এবং ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকে। পর বৎসর হইতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারে প্রত্যেক

* Lett_r dated the 25th April, 1868 from the Government of India.

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাসনব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থপ্রদানের বিধান হওয়ায় শিক্ষাকরধার্য্যের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

১৮৭২ সাল হইতে পাঠশালার পরিচালন ও নিম্নশিক্ষার বিস্তার বিষয়ে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়। ঐ বর্ষে লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি তাঁহার শাসনকার্য্যের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য তিনি মধ্য ও নিম্ন-শিক্ষা পরিচালনের সমস্ত ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনর ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেক জেলায় এক একটি শিক্ষা-কমিটি নিয়োজিত হয়। কমিশনর প্রত্যেক কমিটির সভাপতি এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিনিধি-সভাপতি নিযুক্ত হন। জেলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ও গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার পদহেতু প্রত্যেক কমিটির মেম্বর থাকেন। কমিটির অপর কয়েকজন মেম্বর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়ার বিধান করা হয়। স্কুল-পরিদর্শন ও পরিচালন বিষয়ে ডেপুটি ও সব্‌-ইন্‌স্পেক্টরকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে কার্য্য করিবার বিধানও প্রবর্ত্তিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহাও আদেশ করেন যে, শিক্ষা-পরিচালন বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর গবর্ণমেণ্টের এবং বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর কমিসনরের উপদেষ্টা স্বরূপ কার্য্য করিবেন।

সার জর্জ ক্যাম্বেলের শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন হইতেই এদেশের প্রাচীন পাঠশালার অস্তিত্ব লোপ হইতে থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে শিক্ষা-পরিচালনের ভার অর্পিত হওয়ায় তাঁহার আদেশানুসারে ঐ সকল পাঠশালার কতকগুলি নূতন শ্রেণীর পাঠশালায় পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের গুরুমহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা নর্ম্মাল-স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন বা যাঁহারা অনুপযুক্ত বিবেচিত হন, তাঁহাদের স্থলে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইতে থাকে। এই সকল পাঠশালার শিক্ষকেরা নির্দ্দিষ্ট হারে মাসিক সাহায্য পাইতে থাকেন। যদি সমস্ত প্রাচীন পাঠশালা এইরূপে সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠশালায় পরিণত হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালা প্রদেশে প্রকৃতই নিম্নশিক্ষার প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতি হইতে পারিত। কিন্তু অর্থাভাবে গবর্ণমেণ্ট অল্পসংখ্যক মাত্র পাঠশালার সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। অধিকাংশ পাঠশালা স্থানীয় লোকের এবং শিক্ষাবিভাগেরও সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাববশতঃ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সার জর্জ ক্যাম্বেল বাহাদুরের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি অনুসারে নিম্নশ্রেণীর নর্ম্মাল-স্কুলের পাঠ্যবিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পূর্ব্বে ঐ সকল স্কুলে মধ্যবাঙ্গালা-পরীক্ষার আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হইত; নূতন নিয়মানুসারে উহার নিম্নতর আদর্শ অবলম্বিত হয়। সার্কেল ও নর্ম্মাল প্রথানুযায়ী যে সকল পাঠশালা পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, তাহাতে উচ্চ আদর্শেই শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। ঐ দুই শ্রেণীর পাঠশালার পাঠ্যবিষয়ে অনেকদিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করেন যে, সাধারণ লোকের যে প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন, পাঠশালায় তদপেক্ষা উচ্চ আদর্শে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। এই মতের প্রতিবাদকারিগণ বলেন, পাঠশালায় কেবল নিম্নশ্রেণীর বালকেরাই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ সম্প্রদায়ের বালকেরাও পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক ঐ প্রকার শিক্ষা নিম্নশ্রেণীর

লোকের প্রয়োজনাতিরিক্ত বিবেচিত হওয়ায় নূতন সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠশালাসমূহে নিম্ন আদর্শেই শিক্ষা দেওয়ার বিধান করা হয়। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, জোতদার, কৃষক, দোকানদার ও সকল শ্রেণীর শ্রমোপজীবী যাহাতে আপন আপন কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার ও স্বার্থ বুঝিবার উপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে পারে, পাঠশালায় কেবল সেই পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সুতরাং লিখন, পঠন ও শুভঙ্করী ব্যতীত নূতন পাঠশালায় অন্য কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। শিক্ষার আদর্শ-পরিবর্ত্তনের আর একটী কারণ ছিল। কর্ত্তৃপক্ষের এই ধারণা হইয়াছিল যে, শিক্ষার আদর্শ উচ্চ হইলে উহার বিস্তারের সুবিধা না হইয়া অসুবিধা হওয়ারই অধিকতর সম্ভাবনা হইতে পারে। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই বিষয়ের কোনই স্থির মীমাংসা হয় না, এবং তজ্জন্য দুই শ্রেণীর পাঠশালাতেই গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ও পুরস্কার দান করিতে থাকেন। ১৮৭৬ সাল হইতে উচ্চশ্রেণীর পাঠশালা নিম্ন-বাঙ্গালা-স্কুল নামে আখ্যাত হইতে থাকে, এবং ১৮৮০ সাল হইতে ঐ নামের পরিবর্ত্তে উচ্চপ্রাথমিক নাম দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত বৎসর হইতে দুই শ্রেণীর পাঠশালায় দুইটি পৃথক্ পরীক্ষাগ্রহণেরও বিধান মঞ্জুর হয়।*

সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠশালার শিক্ষকেরা ক্রমে স্থানীয় সাহায্যে বঞ্চিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বৃত্তিভোগী শিক্ষকেরা অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারেন যে, সরকারী সাহায্য গ্রহণ করায় তাঁহাদের স্বার্থের হানি হইয়াছে। শিক্ষকদিগের প্রথমতঃ সাহায্য-গ্রহণ জন্য যেরূপ আগ্রহ ছিল, কিছুকাল পরে তাহার পরিবর্ত্তে

* Sir Richard Temple's Resolution of 1876.

অনিচ্ছাই লক্ষিত হয়। এই কারণে নূতনশিক্ষা-বিস্তারের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এবং কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে উহা নিবারণের নানাবিধ প্রস্তাব চলিতে থাকে। অবশেষে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ (পরবর্ত্তীকালে সার হেন্‌রি) হ্যারিসন্ ঐ জেলায় যে প্রথা অবলম্বন করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া অন্যান্য জেলাতেও উহার প্রচলন জন্য আদেশ প্রদান করেন। মেদিনীপুরে যে প্রথা প্রচলিত হয় তাহার এই কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল :—(১) মাসিক সাহায্যের পরিবর্ত্তে শিক্ষকদিগকে ছাত্রদের পারদর্শিতানুসারে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হইত; (২) কতকগুলি পাঠশালার ছাত্রদিগকে কোন একটি সুবিধাজনক কেন্দ্রে সমবেত করিয়া ষাণ্মাসিক পরীক্ষাগ্রহণ ও উহার ফলানুসারে তাহাদিগকেও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হইত; (৩) লিখন, পঠন ও অঙ্ক, কেবল এই তিনটি ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় ছিল, (৪) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়ের জন্য চারি আনা এবং জমিদারী ও মহাজনী হিসাবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আট আনা পুরস্কার পাইত; (৫) ছাত্রেরা যাহা পাইত, শিক্ষককেও সেই পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হইত, (৬) এই পুরস্কার ব্যতীত শিক্ষক ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রস্তুত জন্য এক টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। বৃত্তি-দান-প্রথানুসারে শিক্ষকদিগের বার্ষিক আয় গড়ে ২৪৲ টাকার অধিক হয় নাই, কিন্তু এই নূতন প্রথা প্রচলিত হইলে কোন কোন শিক্ষক বৎসরে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্তও পাইতে থাকেন। ছাত্রদিগের পারদর্শিতার উপরই শিক্ষকের আয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, সুতরাং কোন কোন পাঠশালার শিক্ষক আবার বৎসরে দুই তিন টাকার অধিকও পাইতেন না।

১৮৭১-৭২ সালে শিক্ষাবিভাগের অনুমোদিত পাঠশালার সংখ্যা ২৪৮৬ ছিল, পাঁচ বৎসর পর উহাদের সংখ্যা ১৩৯৬৬ পর্য্যন্ত হয়। পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে উহাদের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হয় এবং উহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট যাহা ব্যয় করেন, নিম্নের তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল।

	পাঠশালার সংখ্যা	বার্ষিক ব্যয়
১৮৭৭-৭৮	১৭৫৯৫	৩৩৫০০০৲
১৮৭৮-৭৯	২৪৩৪৪	৩৯৯০০০৲
১৮৭৯-৮০	৩০৪১৪	৩৮৮৬৩৫৲
১৮৮০-৮১	৩৭৫০১	৪০৭২৮৬৲
১৮৮১-৮২	৪৭৪০২	৫৩০৭১৫৲

তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সাহায্যের পরিমাণ গড়ে বার্ষিক ১২৲ টাকার অধিক হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর বার্ষিক ২৪৲ হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি প্রথমতঃ ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। কিন্তু অর্থাভাবে পাঠশালার সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে ব্যয়বৃদ্ধি করা হয় নাই। এইপ্রকার সামান্য ব্যয়ে নিম্নশিক্ষার বিস্তার অবশ্যই কর্ত্তৃপক্ষের কৃতিত্বের পরিচায়ক বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু পুরস্কারদান দ্বারা নিম্নশিক্ষার প্রকৃতপক্ষে কোনও উন্নতি হয় না। বাঙ্গালার খ্যাতনামা ডিরেক্টর সার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ ১৮৮০-৮১ সালের রিপোর্টে পুরস্কার-প্রথার বড়ই প্রশংসাবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসন এই প্রথা অনুমোদন করেন নাই। কমিসন সমক্ষে (ক্রফ্‌ট্ সাহেবও কমিসনের মেম্বর ছিলেন) সাক্ষ্যপ্রদান-

কালে স্বনামখ্যাত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের পুরস্কার যেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধি, উহার পরিমাণ যতই সূক্ষ্ম হয়, শক্তি ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উপমাটি প্রকৃতই যোগ্য হইয়াছিল।

নিম্নশিক্ষা-বিস্তার ও সংস্কার জন্য ১৮৭৭ সাল হইতে আর একটি প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত পাঠশালাগুলির পরিদর্শনের ভার উহাদের শিক্ষকদিগের মধ্যে কোন একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত করা হয়। তাঁহাকে 'প্রধান গুরু' আখ্যা দেওয়া হয় বলিয়া এই প্রথাও 'প্রধানগুরু-প্রথা' (Chief Guru system) নামে অভিহিত হইতে থাকে। প্রত্যেক প্রধান গুরুকে ২৫ হইতে ৩০টি পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিতে হইত; পাঠশালার সংখ্যানুসারে তিনি ভাতা পাইতেন। তাঁহাকে পাঠশালায় পুস্তক ও পুরস্কার বিতরণ, পরীক্ষার জন্য কোন কেন্দ্রে ছাত্রদিগকে সমবেত-করণ এবং পাঠশালা-গুলির ত্রৈমাসিক বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হইত। নিজের পাঠশালার কার্য্য চালাইয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। এই প্রথা প্রচলন দ্বারা প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীন পাঠশালা শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ সালে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল নিম্নশিক্ষার যে আদর্শ স্থির করেন, ঐ সমস্ত পাঠশালায় তদতিরিক্ত আর কিছুই শিক্ষা দেওয়া হইত না। নিম্নশিক্ষার এই প্রকার আদর্শই গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৪ সালের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির অনুযায়ী বিবেচনা করেন। পাঠশালায় উচ্চ আদর্শে শিক্ষা না দেওয়ার আর একটি কারণ ছিল। পাঠশালাগুলি যাহাতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগের প্রাথমিক শিক্ষার স্থল না হয় গবর্ণমেণ্টের তাহাও উদ্দেশ্য থাকে। এই শিক্ষানীতিকে এদেশের চিরপ্রচলিত শিক্ষানীতির অনুগামী বলা যাইতে পারে না।

কারণ এদেশের অধিকাংশ পাঠশালায় সকল শ্রেণীর ছাত্রেরাই একত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত, এবং সকলকে একই আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হইত। নিম্নসম্প্রদায়ের বালকেরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে উচ্চাভিলাষী হইবে এবং শিক্ষার ফলে উহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে থাকিবে, গবর্ণমেণ্টের ইহাও একটি আশঙ্কার বিষয় ছিল।

পূর্ব্ব-প্রদর্শিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ১৮৮১-৮২ সালে ৪৭৪০২ সংখ্যক পাঠশালা শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। উহাদের মধ্যে কেবল ১৮টি উচ্চপ্রাথমিক এবং ১০টি নিম্ন-প্রাথমিক সরকারী পাঠশালা ছিল। সাহায্য বা পুরস্কার-প্রাপ্ত ১৮৪৭টি উচ্চপ্রাথমিক ও ৪২৬০৬টি নিম্নপ্রাথমিক, এবং ঐ দুই শ্রেণীর যথাক্রমে ৭৯ ও ২৮৪২টি সাহায্যবিহীন পাঠশালা ছিল। এই সমস্ত পাঠশালার মধ্যে কেবল ৬৫৪৫টির স্বতন্ত্র আবাস ছিল, ৪০২৫৬টি স্থানীয় লোকের বাড়ীতে এবং অবশিষ্ট গাছের ছায়ায় বসিত। শিক্ষকদিগের মধ্যে ৯০৭৭ জন নর্ম্মাল-স্কুলে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। *

সাহায্যদান-প্রথার প্রবর্ত্তন হইতেই পাঠশালার সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু পাঠশালার সাহায্য জন্য পৃথক্ ব্যয় মঞ্জুর বা নিয়মাদির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় না। তিনবৎসরব্যাপী চেষ্টার পর গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে, নিম্নশিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে প্রায় সমস্ত ব্যয় তাঁহাদেরই বহন করা আবশ্যক। এই ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ভারতসচিব লর্ড ষ্ট্যান্‌লি ১৮৫৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশপত্রে ভূসম্পত্তির উপর কর-ধার্য্যকরণের প্রস্তাব করেন। † কিন্তু বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ সাল

* Report of the Education Commission of 1882-83.

† Appendix E.

পর্য্যন্ত ঐ প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষাকর ধার্য্য করিবার কোনও চেষ্টা করেন না। ঐ বর্ষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল-স্কুলের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন, এবং ক্রমান্বয়ে দুই পত্রে শিক্ষাকর-ধার্য্যকরণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন।* কিন্তু বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট করধার্য্যের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, ছাত্রবেতন স্থানীয়-লোক-প্রদত্ত শিক্ষাকর স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা আরও বলেন যে, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় উচ্চতর হারে লবণের শুল্ক আদায় হয়; সুতরাং ঐ আয়ের কিয়দংশ শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তাঁহারা দাবি করিতে পারেন। অতঃপর ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষাকর-ধার্য্যের যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তদনুরূপ এক আইনের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিতেও বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত হন না। ভারত-গবর্ণমেণ্টের শেষপত্রে অন্যান্য প্রদেশের ভূম্যধিকারিগণ যে হারে শিক্ষাকর দিয়া থাকেন তাহারও উল্লেখ থাকে। পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশে রাজস্বের উপর শতকরা ১, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ২, এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে শতকরা ৩$\frac{১}{২}$ টাকা হারে শিক্ষাকর আদায় হয়। আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় বঙ্গদেশ যে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত, এবং তজ্জন্য উচ্চতর হারে কর দিতে সমর্থ, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহারও উল্লেখ করেন। কিন্তু বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল যুক্তিমূলে কোন করধার্য্যের প্রস্তাব করেন নাই, এবং ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে। ঐ বৎসরে ষ্টেট্-সেক্রেটারি ডিউক অব্

* Appendix F.

আরগাইল ১২ই মে তারিখের এক আদেশপত্রে এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা জ্ঞাপন করেন। ভারতসচিব বলেন যে স্থানীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র কোন কর সকল প্রদেশেই ভূমির রাজস্ব হইতে পৃথক্ করস্বরূপ ধার্য্য করা হইয়াছে, এবং ঐ প্রকার কর আদায় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বা নির্দ্দিষ্টকালস্থায়ী অঙ্গীকার প্রতিপালনের কোনও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালাতেও স্থানীয় আয় হইতেই নিম্ন-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করা উচিত।* ভারতসচিবের এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী কোন চেষ্টা করেন না। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়নির্ব্বাহ বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও বাহাদুরের নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হয় এবং তদ্দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়মঞ্জুর বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। এই ক্ষমতাপ্রাপ্তি হইতেই বাঙ্গালার শিক্ষাব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ১৮৭২ সালে নিম্নশিক্ষার উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম পৃথক্ ব্যয়

* . .that rating for local expenditure is to be regarded, as it has hitherto been regarded in all provinces of the Empire as taxation separate and distinct from the ordinary land revenue, that the levying of such rates upon the holders of land irrespective of land assessment involves no breach of faith on the part of Government whether as regards holders of permanent or temporary tenures. * * * Her Majesty's Government can have no doubt that as elsewhere, so in Bengal, the expenditure required for the education of the people ought to be mainly defrayed out of local revenue."

Despatch of 12th May 1870.

নির্দ্দেশ করা হয়। ১৮৮১-৮২ পর্য্যন্ত এই ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়, পূর্ব্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাঠশালার শিক্ষকেরা বাৎসরিক আয়ের যে অংশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে প্রাপ্ত হন নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।*

		বার্ষিক আয়ের শতকরা অংশ
নির্দ্দিষ্ট হারে সাহায্যপ্রাপ্ত ২০৫৯ পাঠশালার শিক্ষকের	...	৩১'১
পুরস্কার ও সাহায্যপ্রাপ্ত ৪৬৫৮ পাঠশালার শিক্ষকের	...	৩৯০
কেবল পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩৩৮৬৭ পাঠশালার শিক্ষকের	..	৫'৫
শিক্ষাবিভাগের নূতন তালিকাভুক্ত পাঠশালার শিক্ষকের	...	১'৭

ছাত্রদত্ত বেতন ও উপহারাদির উপরই যে পাঠশালার শিক্ষকদিগের উপজীবিকা নির্ভর করিত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পাবে না।

কলিকাতায় নর্ম্মালস্কুল-স্থাপনের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষকদিগকে অধ্যাপন-কার্য্য এবং তদানুষঙ্গিক দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা-প্রদান ঐ স্কুলের উদ্দেশ্য থাকে। ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকদিগের জন্য পৃথক্ কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না ; শিক্ষাসমিতি ঐ শ্রেণীর শিক্ষকপদপ্রার্থীদিগের জন্য একটি পরীক্ষাগ্রহণের বিধান করেন। ১৮৬০ সাল হইতে ঐ পরীক্ষা উঠিয়া যায়। ১৮৫৬-৫৭ সালে কলিকাতা নর্ম্মালস্কুলের আদর্শে হুগলি, ঢাকা, কটক ও পাটনাতে উচ্চ-শ্রেণীর নর্ম্মালস্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু পাঠশালার শিক্ষকদিগের জন্য ১৮৫৯ পর্য্যন্তও যে, কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তাহা ষ্টেট্-সেক্রেটারি লর্ড ষ্টান্‌লির আদেশপত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।† ঐ

* Report of the Education Commission of 1882-83

† The Institution of Training Schools does not seem to have

আদেশপত্র প্রচারিত হইলে পাঠশালার শিক্ষকদিগের জন্ম নিম্নতর এক শ্রেণীর নর্ম্মালস্কুল-স্থাপনের চেষ্টা হইতে থাকে, এবং ১৮৬২-৬৩ সালে তিনটি মাত্র স্কুল স্থাপিত হয়। ষ্টেট্-সেক্রেটারি ও ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর স্কুল-স্থাপন অনুমোদন করিলে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। শিক্ষকদিগকে মাসিক ৫৲ হারে বৃত্তি দেওয়া হইত এবং তাঁহারা এক বৎসর বিদ্যালয়ে থাকিয়া এই সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন :— (১) হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তক পাঠ, (২) পত্র, দলিল ইত্যাদি লিখন-প্রণালী ; (৩) পাটীগণিতের অমিশ্র ও মিশ্র চারি নিয়ম, শুভঙ্করী, জমিদারী ও মহাজনী হিসাব, (৪) জরিপ ও পরিমিতি ; (৫) ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ ; (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ; (৭) শিক্ষাপ্রণালী।

১৮৬২ হইতে ১৮৭১ সালের মধ্যে উভয়শ্রেণীর ২৯টি নর্ম্মালস্কুল স্থাপিত হয়। উহাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য কলিকাতা ও ঢাকায় দুইটি গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এবং তিনটি মিসনারিদের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। ২৪টি শিক্ষকদিগের স্কুলের মধ্যে ১১টি উচ্চ এবং অবশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর স্কুল ছিল। ১৮৭৪ সাল হইতে সার জর্জ ক্যাম্বেলের আদেশানুসারে এই সকল স্কুল পাঠ্যবিষয়ের বৈষম্য হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর স্কুল প্রত্যেক বিভাগের সদর ষ্টেসনে, দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুল জেলার সদরে এবং তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল মহকুমার সদরে ও কোন কোন বাঙ্গালা স্কুলের শাখাস্বরূপ' পরিচালিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৯, ২২ ও ১৫ হইয়াছিল ; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর স্কুলের উপযোগিতা সম্বন্ধে সত্বরই মতানৈক্য

---

been carried out to the extent contemplated by the Court of Directors.
Despatch of 1859

উপস্থিত হয়। অনেকে এই মত সমর্থন করেন যে, পাঠশালায় যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষকেরা বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও তাহা শিক্ষা দিতে পারেন এবং তজ্জন্য মধ্যবাঙ্গালা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করিলে নিম্নশ্রেণীর নর্ম্মালস্কুলের প্রয়োজন না হইতেও পারে। গবর্ণমেণ্ট এই মত গ্রহণ করিয়া ১৮৭৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তদনুসারে কয়েকটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নর্ম্মাল-স্কুল উঠিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কেবল কয়েকটি অনুন্নত স্থানে* এবং তাঁহাদের সাহায্যে মিসনারিদিগের কর্তৃক মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, দার্জ্জিলিং ও রাঁচিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুল চলিতে থাকে। ১৮৮২ সালের মধ্যে সমুদায় নর্ম্মালস্কুলের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া ৪৬ হইতে ১৮টিতে পরিণত হয়, এবং উহাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ১০টি মাত্র স্কুল থাকে। প্রথম শ্রেণীর আটটি স্কুলের মধ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালার পাঁচটি স্কুল প্রথমাবধি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

নর্ম্মালস্কুল-পরিচালন বিষয়ে বাঙ্গালার শিক্ষানীতি যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন নাই, তাহা তাঁহাদের ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসনের প্রতি আদেশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগের অধ্যাপন-কার্য্য-শিক্ষার কোন্ প্রদেশে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী শিক্ষার বিধান হইতে পারে, কমিসন তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। † ঐ আদেশানুসারে কমিসন এই মন্তব্য প্রকাশ

* জলপাইগুড়ি, রংপুর, পুরী, বালেশ্বর চৈবাসা পালামৌ, কটক মতিহারি।

† The commission was asked to report on 'The arrangements existing for the training of teachers of primary schools and to make suggestions for making that training more efficient and practical.'

করেন যে, প্রত্যেক বিভাগের প্রধান পরিদর্শক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবস্থিত সরকারী ও বে-সরকারী সমুদায় পাঠশালার শিক্ষকেরা যাহাতে অধ্যাপন-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বা তাঁহাদের সাহায্যে নিম্নশ্রেণীর নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক, এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যয় হইতে যাহাতে পাঠশালার পরিদর্শন ও নর্ম্মালস্কুল-স্থাপনের ব্যয়ও নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, সর্ব্বত্র তাহার বিধান করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক-শিক্ষাবিষয়ে প্রাগুক্ত কমিসনের প্রধান মন্তব্য কয়েকটির নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) জনসাধারণের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহাই প্রাথমিক শিক্ষা, এবং ঐ শিক্ষা কখনই উচ্চশিক্ষার সোপানস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

(২) নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির প্রতি গবর্ণমেণ্টের অধিকতর মনোযোগ প্রদান আবশ্যক, এজন্য কোন বিশেষ বিধান বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাও করা আবশ্যক।

(৩) নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও সংস্কার জন্য প্রাচীন পাঠশালায় সাহায্যদান কর্ত্তব্য।

(৪) অনুন্নত স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পুরস্কার-প্রথার প্রচলন দ্বারাই পাঠশালার সাহায্য করা যুক্তিসঙ্গত।

(৫) পাঠ্যবিষয়গুলি সহজ ও ব্যবহারোপযোগী হওয়া আবশ্যক। কোন পাঠশালাতেই ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদানের নিয়ম করা উচিত নহে।

(৬) মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত পাঠশালা ব্যতীত অপর পাঠশালায়

ছাত্রদিগের বেতন দেওয়ার নিয়ম-প্রবর্ত্তন আবশ্যক। প্রত্যেক স্কুলে কতিপয় অবৈতনিক দরিদ্রছাত্র-গ্রহণের বিধান করাও আবশ্যক।

(৭) গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত পাঠশালায় সকল জাতীয় ছাত্রের সমান প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

(৮) যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে, যতদূর সম্ভব কেবল এইরূপ লোকদিগকেই গবর্ণমেণ্ট আফিসের সর্ব্ব নিম্নস্থ কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতনশিক্ষাবিস্তার-চেষ্টার ফলাফল; পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পুস্তকনির্ব্বাচক-কমিটি-স্থাপন; সাহায্যদান-প্রথার সমালোচনা; সরকারী বিদ্যালয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি; শিক্ষাপরিচালন বিষয়ে আইন-বিধানের অভাব; বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ, ঐ বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত; কমিশনের সিদ্ধান্ত; উপসংহার।]

প্রথম পরিচ্ছেদে কলিকাতা-মাদ্রাসা-স্থাপনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানেরা তাহাদের প্রাচীন বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে রাজসরকারে পদমর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, উক্ত বিদ্যালয়-স্থাপনের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রায় ৫০ বৎসর পর এদেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রচলন হইলে কলিকাতার শিক্ষাপরিচালক-সমিতি এই মত প্রকাশ করেন যে, মুসলমানদিগকে ইংরেজি-শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টায় কোনই ফল হয় নাই; ইংরেজি-শিক্ষা

অথবা নূতন শিক্ষার প্রতি উহাদের কিছুমাত্রও আগ্রহ তখন পর্য্যন্তও দেখা যায় নাই। নূতন শিক্ষার প্রতি অনাস্থার অনেক কারণ ছিল; প্রধান কারণ—এই আশঙ্কা যে, ইংরেজি-বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা বালকেরা নীতি-ভ্রষ্ট হইবে এবং তাহাদের স্বধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিবে না। ভূতপূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি, জাতীয় অভিমান, জাতীয় বিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, এ সকল কারণেও মুসলমান-সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনেক কাল পর্য্যন্ত অনাস্থা প্রদর্শন করিতে থাকেন। যাহা হউক, সাহায্যদান-প্রথার প্রচলন হইতেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন শিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হয়। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে যে পরিমাণে উহার বিস্তার হইতে থাকে, মুসলমানদিগের মধ্যে তাহা হয় না। ১৮৭১-৭২ সালে সকল শ্রেণীর স্কুলে ২৮০৯৬ জন এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রদায়ী কলেজে ৫২ জন মাত্র মুসলমান ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে থাকে। ঐ বৎসর হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্র-সংখ্যা যথাক্রমে স্কুলে ১৪৯৭১৭ ও ১৫৪৮৯ এবং কলেজে ১১৯৯ ও ৩৬ হইয়াছিল। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ৩৪৯৯, এফ্-এ পরীক্ষায় ৯০০ এবং বি-এ পরীক্ষায় ৪২৯ জন উত্তীর্ণ ব্যক্তির মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩২, ১১ ও ৫ জন মাত্র ছিল।

কি উপায় অবলম্বন করিলে মুসলমানদিগের মধ্যে নূতন শিক্ষার অধিকতর বিস্তার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেকদিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, উহাদের জন্য পৃথক্ স্কুল স্থাপন আবশ্যক। কিন্তু ঐ মতের বিপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই চলিত ভাষা বাঙ্গালা; সুতরাং ঐ ভাষায় শিক্ষাপ্রদায়ী যে সকল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে

মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনই অসুবিধা হইতে পারে না, কেবল উচ্চশ্রেণীর স্কুলে আরবি ও পারসিভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে উহাদের অসুবিধার কারণ দূর হইতে পারে। এই মতানুসারেই জেলা স্কুলে ঐ দুই ভাষা-শিক্ষা দেওয়ার বিধান করা হয়। মুসলমান-দিগের পক্ষ হইতে আর একটি তর্ক উপস্থিত হয়; তাঁহারা বলেন যে, মসিন ফণ্ডের অর্থ কেবল আরবি ও পারসিভাষা-শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় না, উহার কতকাংশ হুগলি কলেজের ইংরেজি-বিভাগের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্যও দেওয়া হয়। এই অনুযোগ-নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, হুগলি কলেজের ইংরেজি-বিভাগের ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহ করা হইবে। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, হুগলির মাদ্রাসা-বিভাগের আবশ্যক ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তদ্দ্বারা ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামে তিনটি প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসা-স্থাপন করা হইবে, এবং মুসলমান ছাত্রদিগকে বিশেষ বৃত্তিদান জন্য বার্ষিক ৯০০০৲ টাকা ও সরকারী এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদিগের বেতনের ⅓ অংশ বাবত ১৮০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে। এই সময়ে মোক্তবগুলির সংস্কারচেষ্টাও করা হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সমস্ত নিম্নশ্রেণীর পাঠশালার পরিবর্ত্তন-চেষ্টায় কোনই ফল হয় নাই।

১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসনসমীপে কলিকাতার তদানীন্তন মুসলমান-সভা যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে মুসলমান-দিগের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষাবিস্তার না হওয়ার আরও কয়েকটি কারণ প্রদর্শিত হয়। এস্থলে উহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। আবেদনকারিগণ বলেন যে, পারসি ভাষার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট আফিসে ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন, "ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট

কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের প্রদত্ত জায়গীর বাজেআপ্ত, এবং কেবল পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেই সরকারী আফিসে কর্ম্মপ্রদানের বিধান হওয়ায়, মুসলমান-সম্প্রদায় শিক্ষাবিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্মপ্রার্থিগণের উপযুক্ততা-নির্ণয় জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অন্য কোন নিয়মপ্রবর্ত্তন এবং মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক। এই আবেদন সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, তাঁহাদের কর্ত্তৃক কোনও জায়গীর বাজেআপ্ত হয় নাই; মোগল বাদসাহদিগের রাজত্বকালে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছামত অনেক নিষ্কর ভূমি দান করে, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব-আদায়ের ভার গ্রহণ করিবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার বেআইন ভূমিদান-প্রথা চলিতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট কেবল ঐ সকল ভূ-সম্পত্তির উপর অর্দ্ধেক হারে কর ধার্য্য করেন; কিন্তু কোন সম্পত্তি তাঁহারা খাস দখল করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারের সময় যে সমস্ত জায়গীর সনন্দ দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নিষ্করই রহিয়াছে; সুতরাং এবিষয়ে মুসলমানদিগের অনুযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। মুসলমানেরাই স্বীকার করেন যে, ইংরেজি-শিক্ষার সুযোগ তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, এ অবস্থায় শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাদের অনুন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কখনই দায়ী হইতে পারে না।* এই আবেদন সম্বন্ধে নবাব আবদুল লতিফ

* These (resumption) proceedings originated chiefly in the misconduct of the native official classes in the early days of British rule. Before 1765 the revenue Collectors under the Mogul sovereigns used occasionally to alienate lands in the shape of endowments and rent-free grants. They had of course no authority

বাহাদুরের মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, আবেদনকারীদিগের মত কখনই মুসলমান সম্প্রদায়ের মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে মুসলমানদিগের অবনতির কারণ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নহে; অনেক পরিমাণে তাহাদের নিজের দোষে ও কতকগুলি অনিবারণীয় কারণ বশতঃ তাহারা অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। রাজকার্য্যে পারসির পরিবর্ত্তে ইংরেজি-ভাষা প্রচলিত হইলে মুসলমানেরা ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই অবহেলা করিতে থাকে, এবং তজ্জন্য যে সমস্ত কার্য্যে ইংরেজি-ভাষায় জ্ঞান আবশ্যক ছিল না, সেই প্রকার কর্ম্ম-প্রাপ্তির পথও তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলার কারণ সম্বন্ধে নবাব মহোদয় বলেন যে, মুসলমানদিগের বিবেচনায় পারসি ও আরবি-ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান সম্মানের পরিচায়ক; এবং তাহাদের ইহাও ধারণা যে, ইংরেজি-শিক্ষা দ্বারা জাতীয় রীতিনীতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অতি সামান্য বটে, কিন্তু তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন। বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা অত্যধিক, কিন্তু উহাদের মধ্যে অধিকাংশই

to do this. * * *—During the first four years of the Company's administration, such invalid grants increased enormously. * * * The holders of rent-free grants possessing titles from the former rulers of the country were, of course, exempted from the operations of the law. * * * That the memorialists should on the one hand blame the Government for not providing special facilities for instruction in English, while on the other assert that the Musalmans 'naturally stood aloof', is a manifest inconsistency.

Report of the Education Commission of 1882-83.

কৃষিজীবী। অন্যদিকে স্মরণাতীত কাল হইতে উচ্চাদর্শে শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বসতি, ইঁহারা কেবল শিক্ষাবলেই রাজসরকারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। * নবাব সাহেব আরও বলেন যে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইলে তদ্দ্বারা উহাদের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইতে পারে না। অনুন্নতির কারণ যাহাই হউক না কেন, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে, তৎপক্ষে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা এবং সাম্প্রদায়িক অভিমান ও বিশেষ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারা উন্নতি-লাভের চেষ্টাই যে শ্রেষ্ঠনীতি, তাহাতে মুসলমানদিগের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য। †

* He (Nawab Abdul Latif) regrets that this condition, the decadence of the Mahammedan community is unwisely attributed solely to the action of the British Government and not to acts of omission and commission on the part of Mahammedans themselves, and to a great extent to causes beyond the control of both the Government and the Mahammedans. * * * The numerical inferiority of the Mahammedans in Government employ was not a trustworthy test, for the memorialists had overlooked the consideration that as regards Bengal where the Mahammedans are most numerous, the mass of the population consists of cultivators among some millions of Brahmins and Kayasthas who from time immemorial have enjoyed a superior system of education and in consequence a passport to public offices.

Report of the Education Commission of 1882-83.

† Special encouragement to any class is an evil, and it will be a sore reproach to Musalmans if the pride they have shown

আবেদনপত্রে যে কয়েকটি প্রার্থনা থাকে, শিক্ষা-কমিসন তন্মধ্যে দুইটি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, কলিকাতার মাদ্রাসা-বিদ্যালয় পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রদায়ী কলেজে উন্নীত হইলে মুসলমানদিগের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তির সুবিধা হইতে পারে ; কিন্তু ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসা কর্ত্তৃক শিক্ষার যে কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারিবে তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কতিপয়সংখ্যক অবৈতনিক মুসলমান ছাত্র গ্রহণের এবং উহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তিদানের বিধান কমিসন অনুমোদন করেন। কিন্তু এই অনুমোদন সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই ; এ বিষয়ে এবং নিম্নশ্রেণীর স্কুলে উর্দ্দু বা পারসি ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কমিসনারদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল।

১৮৮০-৮১ সালে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ও উহার পরিমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা	সমুদায় ছাত্রসংখ্যার শতাংশ
কলেজে	১১৫	৪'১
উচ্চ-ইংরেজি স্কুলে	৩৬০৩	৮ ৩
মধ্য-ইংরেজি ও বাঙ্গালা স্কুলে	১১৮৬১	১২ ৬

in other matters does not stir them up to a course of honourable activity, to a determination that whatever their backwardness in the past, they will not suffer themselves to be outstripped in the future, to a conviction that self-help and self sacrifice are at once nobler principles of conduct and surer paths to worldly success than sectarian reserve or the hope of exceptional indulgence."

Ibid.

বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা	সমুদায় ছাত্রসংখ্যার শতাংশ
প্রাথমিক স্কুলে	১৬৬৮১০	২১৭
মাদ্রাসায়	১৫৬৮	১০০'০
নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে	৫৫	৫৫
অনন্থমোদিত পাঠশালা, মোক্তব ইত্যাদিতে	২৫২৪৪	৪৪ ০

শ্রীরামপুরের মিসনারি-সম্প্রদায় ১৮১৪ সালে তাঁহাদের স্থাপিত পাঠশালার শিক্ষার্থীদিগের ব্যবহারোপযোগী 'শিশুবোধক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্ব্বে এদেশে ঐ প্রকার কোন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব যে শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিল, পূর্ব্বে অনেক স্থলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ অভাব-দূরীকরণ উদ্দেশেই স্কুলবুক-সোসাইটি স্থাপিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে উহার কার্য্য চলিতে থাকে। সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়, এবং স্থাপনাবধি প্রথম নয় বৎসর মধ্যে সোসাইটি ১৪০০০ পুস্তক বিক্রয় ও বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে গড়ে ত্রিশ হাজার পুস্তক বিক্রীত হয়। স্কুলবুক-সোসাইটি ব্যতীত ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় সাহিত্যসমিতিও বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৬২ সালে উভয় সমিতি সম্মিলিত হয়। সোসাইটি ও সমিতি ব্যতীত কোন কোন মিসনারি-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও পাঠ্যপুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ সালের পূর্ব্বে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট

হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের দোষগুণ বিচার করিয়া ঐ সকলের উপযোগিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রদেশে একটি কমিটি-নিয়োগের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। প্রাদেশিক কমিটিসমূহের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ সালে ঐ সকল রিপোর্টে বিবৃত বিষয়গুলির বিচার জন্য এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এক একজন প্রতিনিধি আহূত হইয়াছিলেন। সভার প্রতি যে কয়েকটী বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের আদেশ দেওয়া হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) প্রাদেশিক কমিটি যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের বিবরণ দিয়াছিলেন, সেই সকল কতদূর পাঠোপযোগী তাহার বিচার ; (২) পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন ও উহার প্রচলন সম্বন্ধে প্রত্যেক কমিটি যে সকল মত প্রকাশ করেন, তদনুসারে কার্য্য না হইয়া থাকিলে, যে প্রকার বিধান আবশ্যক তাহার বিচার , (৩) গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্মপ্রার্থিগণের এবং সর্ব্ব-সাধারণের সরকারী কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপযোগী ব্যবস্থাশাস্ত্র ও বিধানাদি বিষয়ে প্রচলিত ভাষায় সহজবোধ্য কোন পুস্তক-প্রণয়নের উপায়-নির্দ্ধারণ , (৪) উল্লিখিত কয়েক বিষয়ে সকল প্রদেশে প্রচলন-যোগ্য যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ আবশ্যক তাহার বিচার। এই আদেশানুসারে মন্ত্রণাসভা যে কয়েকটি মন্তব্য অনুমোদন করেন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম পাঁচটি মন্তব্যে মন্ত্রণাসভা প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ পৃথক্ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ

করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কয়েক প্রদেশের জন্য একই ইংরেজি-পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সভা ঐ প্রস্তাব ও দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে একই প্রকারের পুস্তক ব্যবহার অনুমোদন করেন না। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সভা প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে একটী স্থায়ী কমিটি স্থাপন আবশ্যক। কমিটির ক্ষমতা ও কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের জন্য কমিটি তাঁহাদের অনুমোদিত, প্রচলিত ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের দুইটী স্বতন্ত্র তালিকা প্রতিবৎসর প্রচার করিবেন, এবং কোন বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক না থাকিলে কমিটিকে ঐ প্রকার পুস্তক প্রণয়নের ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন জন্য সমান ক্ষমতাপন্ন আর একটী কমিটি স্থাপনও সভা অনুমোদন করেন। ইংরেজি-ভাষার পুস্তকগুলিতে যাহাতে এদেশের ছাত্রদিগের কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় থাকে, পুস্তকের ভাষা সহজে বোধগম্য হইতে পারে এবং কঠিন শব্দসমূহের প্রচলিত ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, সভা সে সম্বন্ধেও মত প্রকাশ করেন। সভায় এই সকল প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং তাঁহারা ১৮৮১ সালে জানুয়ারি মাসে এই বিষয়ে এক আদেশ প্রচার করেন। এই আদেশ-প্রচার হইতেই পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক-কমিটির সৃষ্টি হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক কমিটির কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে নিম্নে কথিত কয়েকটি মূলনীতি নির্দ্দেশ করেন :—

(১) সমস্ত প্রদেশের জন্য এক শ্রেণীর ইংরেজি বা প্রাদেশিক ভাষার পুস্তকের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর পুস্তক প্রচলনই যুক্তিসঙ্গত,

(২) পুস্তক প্রণয়ন ও নির্ব্বাচন কার্য্যে প্রাদেশিক স্থায়ী কমিটি গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টাস্বরূপ থাকিবেন; শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর প্রত্যেক কমিটির সভাপতি থাকিবেন;

(৩) যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী নহেন এবং শিক্ষাবিভাগের সহিত যাহাদের কোনও সংস্রব নাই, কমিটিতে সেই শ্রেণীর কয়েকজন মেম্বরও নিযুক্ত করিতে হইবে, নতুবা পুস্তক-নির্ব্বাচন বিষয়ে স্বাধীন মত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না;

(৪) প্রত্যেক প্রাদেশিক কমিটি আবশ্যক বোধ করিলে অন্যান্য প্রদেশের কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন,

(৫) সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রচলন করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

উপরিকথিত নীতি অনুসারে প্রাদেশিক কমিটিসমূহ কার্য্য করিতেছিলেন কি না, শিক্ষাকমিসন তাহারও অনুসন্ধান করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, কমিটির মেম্বর-নিয়োগবিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, শিক্ষাবিভাগের বহিঃস্থ ব্যক্তিগণকে মেম্বর নিয়োগ করিতে প্রধানতঃ এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে যেন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা হয়। ইংরেজিভাষার পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে কমিসন এই মত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজদিগের স্কুলে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহ এদেশের বালকদিগের পাঠোপযোগী হইতে পারে না। কেবল বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ সকল

পুস্তকের প্রচলন-চেষ্টা পরিত্যাগ করাই উচিত; কারণ দেশের ব্যবহারগত পার্থক্যহেতু ইংলণ্ডের শিশুদিগের সহজবোধ্য কথাবার্ত্তা এদেশের শিশুদিগের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে। যে সমস্ত বস্তু ও দৃশ্য এদেশের বালকবালিকাদিগের পরিচিত এবং যে সকল বিষয় দেশীয় কথ্যভাষায় অনায়াসে প্রকাশ করা যাইতে পারে, পাঠ্য-পুস্তকে সেই প্রকার বাক্যাবলি এবং বিষয় সন্নিবেশিত করা উচিত।* কমিসনের মত যে সম্পূর্ণ সমীচীন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে সকলেই স্বীকার করিবেন।

সাহায্যদান-প্রথার প্রচলন দ্বারা সকলপ্রকার শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার ও উন্নতি হইতেছিল কি না, না হইয়া থাকিলে উক্ত প্রথার কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক ও সম্ভব, উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার কি পরিমাণে স্থানীয় লোকের প্রতি ন্যস্ত করা যাইতে পারে এবং শিক্ষাবিভাগ ও সকল শ্রেণীর অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মধ্যে বিদ্যালয়-পরিচালন বিষয়ে কি প্রকার সম্বন্ধ-স্থাপন আবশ্যক, শিক্ষাকমিশন এই সমস্ত বিষয়েরও বিচার করিয়াছিলেন। সাহায্যদানের বিধান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনচেষ্টাই ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশের মূলনীতি ছিল; এজন্য

---

* Nothing can be more fallacious, than the ordinary method of adapting English Elementary Readers to the supposed needs of Indian boys by changing apples into mangoes, pence into pice or Harry into Ram * * * The Indian learner knows nothing of hedge-rows birds-resting, hay making, being naughty and standing in a corner

Report of the Education Commission of 1882 83

উক্ত নীতি অনুযায়ী শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল কি না, কমিসন তাহার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দেশের অবস্থা, অর্থাৎ দেশবাসীদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ও জাতিগত পার্থক্য, জনসংখ্যার বহুলতা এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তৃক ভিন্নদেশীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন, এই সমস্ত বিবেচনায় শিক্ষাবিস্তার পক্ষে সাহায্যদান-প্রথার প্রচলনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এই কয়েকটি মূলনীতি নির্দ্দেশ করেন ; (১) ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না , (২) ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদান হউক বা না হউক, শিক্ষাবিভাগের নিয়মানুসারে পরিচালিত হইলে লৌকিক শিক্ষার জন্য সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ই সাহায্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে ; (৩) অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়া হইবে না ; (৪) বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে শিক্ষকের সংখ্যা বা বেতনবৃদ্ধি, স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণ, এবং শিক্ষাদানোপযোগী পুস্তকাদি-সংগ্রহ জন্য সাহায্য দেওয়া যাইতে পারিবে। কমিসন এই মতও প্রকাশ করেন যে, সাহায্যদান দ্বারা স্থানীয় অভাব দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে না, এবং শিক্ষার কোন প্রকার ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে সরকারী বিদ্যালয় যাহাতে ক্রমশঃ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়ে ১৮৫৯ সালের আদেশ-প্রচার অবধি নানাবিধ বাদানুবাদ চলিতে থাকে। উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া নিম্নশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধিকরণ জন্যই ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ১৮৬১ সালের এক আদেশপত্রে ষ্টেট্-সেক্রেটারি গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সমূহের ব্যয়-সংক্ষেপ বিষয়ে এই প্রস্তাব করেন যে, ছাত্রবেতন হইতে যাহাতে

উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহার বিধান করা আবশ্যক। ১৮৬২ সালের এক আদেশপত্রেও এই বিষয়ের উল্লেখ থাকে। উক্ত পত্রে ষ্টেট্-সেক্রেটারি বলেন যে, যে শ্রেণীর লোক শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই ব্যয়ের বিধান করা সঙ্গত, সক্ষম ব্যক্তিদিগের পক্ষে শিক্ষাব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য উচ্চহারে বেতন দেওয়া কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না। এই দুই পত্রে বা ঐ বিষয়ে পরবর্ত্তী কোন পত্রে ব্যয়সংক্ষেপ উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের কোন বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব করা হয় নাই। পরন্তু এ সম্বন্ধে এই স্পষ্ট আদেশ থাকে যে, কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলে যদি শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা স্থানীয় লোক যদি বে-সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তবে সে স্থলে গবর্ণমেণ্টের কোন বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত নহে।* ইহার পর ১৮৭০ সালে বাঙ্গালার কলেজসমূহে যে হারে সাহায্য দেওয়া হইত, তাহার হ্রাসকরণ জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের এক প্রস্তাব উপলক্ষে ষ্টেট্-সেক্রেটারি বলেন যে, সাহায্যের হ্রস্বতা হেতু উচ্চশিক্ষার বিস্তার-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে মন্দীভূত হইবে, এবং স্থানীয় সাহায্য বর্দ্ধিত না হইয়া বরং কমিয়া যাইতে পারে। তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ইহাও জ্ঞাপন করেন যে, ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্তির

* Her Majesty's Government are unwilling that a Government school should be given up in any place where the inhabitants show a marked desire that it should be maintained or where there is a disinclination on the part of the people to send their children to the private schools of the neighbourhood.

(Despatch dated the 14th May 1862 from the Secretary of State)

আশঙ্কা থাকিলে কোনও বিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার স্থানীয় লোকের প্রতি অর্পণ করিয়া শিক্ষার ব্যাঘাতকরণ কর্ত্তৃপক্ষের কখনই অভিপ্রায় নহে। শিক্ষা-কমিসনও এই নীতিই সমর্থন করেন, এবং বলেন যে, উচ্চশিক্ষার উন্নতি জন্য সাহায্যদান-প্রথা আনুষঙ্গিক উপায় স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্তু কেবল ঐ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়-পরিচালন ও পরিবেক্ষণ সম্ভবপর নহে।

কমিসনের রিপোর্টে প্রদর্শিত হয় যে, ১৮৮১-৮২ সালে কলেজ, উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্কুল এবং পাঠশালার বার্ষিক ব্যয়ের যথাক্রমে ১৫ ১, ৩২ ২ ও ২৬'২ শতাংশ মাত্র সাহায্য হইতে নির্ব্বাহিত হয়। এজন্য কমিসন প্রস্তাব করেন যে, সাহায্যের পরিমাণ কলিকাতার কলেজের জন্য বার্ষিক ব্যয়ের ২৫' শতাংশ এবং মফঃস্বল কলেজের জন্য ৩২' শতাংশ হওয়া উচিত। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্কুলে যে হারে সাহায্য দেওয়া হইতেছিল, কমিসন তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করেন।

শিক্ষাবিভাগের কার্য্য-পরিচালন সম্বন্ধে ১৮৮২-৮৩ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কোনও আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। ষ্টেট্-সেক্রেটারি ও ভারত-গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারেই সর্ব্বপ্রকার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেবল মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত বিদ্যালয়ের পরিচালন ও উহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ বিষয়ের বিধানগুলিই বিধিবদ্ধ হয়।* অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশে শিক্ষাব্যয় সংগ্রহ জন্য কোন কর আদায়ের বিধানও নাই। এই কারণেই যে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গপ্রদেশ অপরাপর প্রদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে, কমিসনের অধিকাংশ মেম্বর এই

* বাঙ্গালার স্বায়ত্তশাসন আইন ঐ সময়ে বিধিবদ্ধ হয় নাই।

মত প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাদের মতানুসারে (১৪ জনের মতে এবং ৩ জনের অমতে) এই মন্তব্য গৃহীত হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়-সংগ্রহ জন্ম আইন বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। মন্তব্য-সমর্থনকারিগণ বলেন যে, ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে উচ্চ এবং নিম্ন উভয়বিধ শিক্ষাই আইনানুসারে পরিচালিত হয়, এবং ঐ প্রকার ব্যবস্থানুবিধান এদেশের জন্মও প্রয়োজন। সাহায্যদানের নিয়মাবলি এবং সকলশ্রেণীর বিদ্যালয়-সমূহের পরিচালন-কার্য্যে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টরদিগের ক্ষমতা আইনানুসারে নির্দ্দেশকরণও কমিসন আবশ্যক বিবেচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিভাগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, কমিসন তাহাও বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বিষয়ে মেম্বরদের মধ্যে মতানৈক্য হেতু, কমিসন প্রচলিত নিয়মাদির কোন পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কমিসনের একজন মেম্বর ডক্টর লিট্‌নার, ডিরেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টরের পদ উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি এই মত সমর্থন করেন যে, উচ্চশিক্ষা-পরিচালনের সমস্ত ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সমর্পণ করিলে, এবং স্থানীয় বোর্ড কর্ত্তৃক মধ্য ও নিম্নশিক্ষা পরিচালিত হইলে শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় শিক্ষাদর্শের প্রকৃত সংমিশ্রণ হইতে পারিবে। অপর একজন মেম্বর বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মিঃ ওয়েষ্ট প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী উহাদের উপদেষ্টা-স্বরূপ একটি বোর্ড বা সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। শিক্ষাপ্রণালীর কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন, উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-নির্ব্বাচন এবং পরীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় ঐ সমিতির পরামর্শানুসারে স্থির করা হইলে শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনপ্রকার মতবিরোধ হইতে

পারিবে না। কলিকাতার কোন কোন মিসনারি-সম্প্রদায়ও ডিরেক্টরের পদ উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মর্ম্মে কমিসন সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল ডিরেক্টরের ক্ষমতা যেরূপ সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, উহা বিবেচনা করিলে উক্ত পদ বজায় রাখিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না; উচ্চশিক্ষা-পরিচালনের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ন্যস্ত করা যাইতে পারে এবং ডিরেক্টরের কার্য্য গবর্ণমেণ্টের কোন একজন সেক্রেটারি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে। নিম্নশিক্ষা-পরিচালন জন্য তিনি বোর্ড-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব কমিসনের কোন মেম্বর সমর্থন না করায় উহার বিচার হয় না। ১৮৬৮ সালে উত্তরপশ্চিম (বর্ত্তমান আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ) প্রদেশের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মুইর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রসারণ বিষয়ে এক প্রস্তাব করেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-গবর্ণমেণ্ট উভয়েই ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্ত্তৃক ১৮৭১ সালে এই মন্তব্য গৃহীত হয় যে, দেশের প্রচলিত ভাষায় শিক্ষোন্নতি উদ্দেশে ইংলণ্ডের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ মধ্যশ্রেণীর একটি পরীক্ষার বিধান করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই আদর্শানুযায়ী একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার নিয়মাবলি ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে ১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসে প্রথম পরীক্ষাগ্রহণ স্থিরীকৃত হয় এবং পরীক্ষার জন্য এই কয়েকটি বিষয় পাঠ্য নির্দ্দেশিত হয়:—(১) প্রচলিত ভাষা; (২) ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস, (৩) পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি, (৪) সংস্কৃত, আরবি বা পারসি ভাষা, (৫) স্থিতিবিজ্ঞান,

গতিবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান ; (৬) জরিপ ও পরিমিতি ; (৭) প্রাকৃতিক ভূগোল ও জ্যোতিষ। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার তৎকালীন লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক এই প্রকার শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণের বিধান থাকিলে কেবল দেশীয় ভাষার নহে, সাধারণ শিক্ষারও যে বিশেষ উন্নতি হইত, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই মতের পোষকতা করেন।

শিক্ষাপরিচালনাকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা স্বরূপ একটি কমিটি স্থাপনের প্রস্তাবও কমিসন বিচার করেন। এই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগের এবং দেশস্থ সকল সম্প্রদায়ের কতিপয় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি-নিয়োগের প্রস্তাব থাকে। প্রস্তাব-সমর্থন পক্ষে এই কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, ঐরূপ কমিটি কর্ত্তৃক শিক্ষা-বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঐক্যতা স্থাপিত হইতে পারিবে ; নূতন কোন বিধান-প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে দেশবাসীদিগের মতামত জ্ঞাত হইবার সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং তজ্জন্য দীর্ঘকালব্যাপী অকারণ বাদানুবাদ চলিতে থাকিবে না। অন্যপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, উচ্চশিক্ষা-বিষয়ে এই প্রকার কমিটিকে কোন ক্ষমতাপ্রদানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই, এবং নিম্নশিক্ষাবিষয়ে এই প্রকার কমিটির মত গ্রহণ করিলে কার্য্যপরিচালনের অসুবিধা হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কারণ নিম্নশিক্ষা পরিচালনের ভার স্থানীয় বোর্ডের প্রতি ন্যস্ত হইলে প্রস্তাবিত কমিটি কর্ত্তৃক উহাদের স্বাধীনভাবে কার্য্যনির্ব্বাহের ক্ষমতা থাকিবে না। উচ্চশিক্ষার্থ অধিকাংশ ব্যয় যখন গবর্ণমেণ্টকেই বহন করিতে হয়, তখন শিক্ষাবিভাগকে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই চলিতে হইবে।

যদি কমিটি কেবল গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টাস্বরূপ থাকেন, তাহা হইলেও শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বের হ্রাস করা হইবে এবং সত্বর কোন কার্য্য-নির্ব্বাহপক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে। উভয়পক্ষের তর্ক ও যুক্তি বিবেচনা করিয়া কমিসন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও স্থানীয় বিদ্যালয়-পরিচালকদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে পরামর্শ-সভার ব্যবস্থা দ্বারা কমিটি-স্থাপনের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারিবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক আদেশ-প্রচার হইতেই এদেশে সর্ব্বপ্রকার বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রচলনের সূত্রপাত হয়। উক্ত আদেশানুসারেই গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাবিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদেশপত্রে যে শিক্ষানীতি প্রচারিত হয়, বর্ত্তমানেও যে তাহাই গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত শিক্ষানীতি, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ঐ নীতি অনুযায়ী শিক্ষাবিধান হইতেছিল কি না এবং উহার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না, ১৮৮২-৮৩ সালের কমিসন তাহার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মন্তব্যে নূতন কোন শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয় না, যে সকল বিষয়ে পূর্ব্ব-প্রচারিত নীতি অনুসারে কার্য্য হয় নাই, কেবল তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিপক্ষে কমিসন যে সকল মন্তব্য অনুমোদন করেন, ভারত-গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তদনুসারেই শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে, এবং বর্ত্তমান সময়েও পূর্ব্বানুসৃত শিক্ষানীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। উচ্চশিক্ষা বিষয়ে ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে গবর্ণর জেনারেল

লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা স্মরণাতীত বিষয় নহে। এজন্য ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা-কমিসনের পরবর্ত্তী বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হইল না।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	(পাদটীকা)	IV	I
১৪	(২২ পংক্তি)	এপ্রিল ৭৮	এপ্রিল ১৭৮১
৪২	(পাদটীকা)	E.	B.
৭৪	(৮ পংক্তি)	উন্নতি	উন্নত
১০৮	(১০ ")	তাহা	তাহা এবং
১৫০	(৩০ ")	সভায়	সভার
১৫২	(৫ ")	ভাষায়	ভাষার
১৫৫	(১৮ ")	পারিতেন	পারেন
১৫৬	(note ১০ ")	if	of
১৯৯	(১৮ পংক্তি)	ভাষায়	ভাষার
২০০	(৩ ")	ভাষায়	ভাষার
২১১	(১৪ ")	বাঙ্গালা,	বাঙ্গালা
২১৯	(৬ ")	অন্য স্থায়ের	ন্যায়ের
২২১	(১৯ ")	চতুষ্পাঠীর	চতুষ্পাঠীতে
২২৩	(note ৪ ")	দেউবিয়া	দেউনিয়া
২৬৯	(১৪ পংক্তি)	বিষয়ে	বিষয়ে যে
৩১৭	(১৫ ")	পঠোন্নতি	পাঠোন্নতি
৩২৭	(৩ ")	পরীক্ষায়	পরীক্ষার